"ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ - এর সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম: একটি সমীক্ষা"

এম. ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ - ২০০২

M.Phil

[illegible] রুহুল আমীন
সহকারী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

মোহাম্মদ হারুন্ র রশীদ
এম. ফিল ২য় বর্ষ
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

RB
B
361.006 D
RAI

Dhaka University Institutional Repository

400634

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

"ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম ঃ একটি সমীক্ষা"

এম.ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ-২০০২

<u>তত্ত্বাবধায়ক</u>

ডঃ মুহাম্মদ রুহুল আমীন
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

<u>উপস্থাপনায়</u>

মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ
এম.ফিল ২য় বর্ষ
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

" ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম ঃ একটি সমীক্ষা" শিরোনামে আমার এ গবেষণা কর্ম সম্পাদন করতে পেরে পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং অসংখ্য দরূদ ও সালাম পেশ করছি তাঁর প্রেরিত মহান পুরুষ মানব জাতির মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি।

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রতি। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম, সক্রিয় সহযোগিতা, মূল্যবান উপদেশ, নৈতিক সমর্থন, গঠনমূলক ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ আমাকে এই গবেষণা কর্মটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছে এবং তাঁর উৎসাহও অনুপ্রেরণা আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছে। তাঁর স্নেহপূর্ণ আচরণ, গঠনমূলক এবং যৌক্তিক উপদেশ আমার জীবন চলার পথে পাথেয় হয়ে থাকবে।

হৃদয়-উৎসারিত কৃতজ্ঞতা জানাই জনাব সৈয়দ আশরাফ আলী, মাননীয় মহাপরিচালক ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রতি। মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ডঃ আ.ন.ম. আবদুর রহমান, পরিকল্পনা বিভাগের পরিচালক জনাব মুহাম্মদ আবুল খায়ের,গবেষণা বিভাগের পরিচালক জনাব মুহাম্মদ নুরুল আমিন এবং পরিকল্পনা বিভাগের গবেষণা কর্মকর্তা জনাব আবদুল্লাহ্ আল মাসুদ সহ স[illegible]ার কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। তাঁদের মূল্যবান উপদেশ ও উদার সহযোগিতা আমার লেখনি কা[illegible]া রেখেছে।

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধ[illegible]দ জ্ঞাপন করছি আমার বিভাগীয় শিক্ষক ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ ও জনাব মুহাম্মদ শফিকুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পি-এইচ.ডি. গবেষক জনাব এম.এ.বাসার-এর প্রতি, যারা আমার গবেষণা কর্মে বিভিন্নভাবে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন।

কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি সেসব লেখকগণকে যাদের লেখা বই ও প্রবন্ধ থেকে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করেছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী সহ অন্যান্য সকলকে, যাদের সাহায্য-সহযোগিতায় আমার গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে গঠনমূলক ভূমিকা রেখেছে।

বন্ধুবর মাওলানা মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন ও শ্রদ্ধেয় জনাব মুহাম্মদ মুনিরুল হক অভিসন্দর্ভটি কম্পোজের ক্ষেত্রে যে সহযোগিতা করেছেন এবং স্নেহাশীষ মোঃ সেলিম জাবেদ অভিসন্দর্ভটি কম্পোজ করার জন্য নিষ্ঠার সাথে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এজন্য তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অভিসন্দর্ভটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমি সবচেয়ে বেশী অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা পেয়েছি আমার সহধর্মিনী জনাবা নার্গিস আক্তার-এর নিকট থেকে। তাঁর সার্বক্ষণিক অণুপ্রেরণা ও তাগিদের ফলেই আমার এ গবেষণা কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছে। তাঁর নিরলস সহযোগিতার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে,জনাব মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ, এম.ফিল গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত " ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম ঃ একটি সমীক্ষা " শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিজস্ব ও একক গবেষণা কর্ম এবং এটি আমার তত্ত্বাবধানে লিখিত হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে, ইতিপূর্বে অভিসন্দর্ভটির পুরো কিংবা অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ডিগ্রী অর্জনের জন্য এবং কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। তাই এম.ফিল. ডিগ্রী প্রদানের উদ্দেশ্যে পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য অভিসন্দর্ভটি জমা নেয়া যেতে পারে।

২৭.১১.২০০২

(ডঃ মুহাম্মদ রুহুল আমীন)
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

400634

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশনা

ইফাবা	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
সা.	সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম
আ.	আলায়হিস্ সালাম
রা.	রাদিয়াল্লাহু আনহু
র.	রহমাতুল্লাহি আলায়হি
ডঃ	ডক্টর
পৃ.	পৃষ্ঠা
পিপি	প্রজেক্ট প্রফর্মা
পিসিপি	প্রজেক্ট কনসেপ্ট পেপার
এডিপি	এনুয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম
আইএমইডি	ইমপ্লিমেনটেশন,মনিটরিং এন্ড এভালুয়েশন ডিভিশন
হি.	হিজরী
বাং	বাংলা
ইং	ইংরেজী
খৃ.	খৃষ্টাব্দ/খৃষ্টাব্দে
এনসিটিবি	ন্যাশনাল কারিকুলাম এন্ড টেকস্ট বুক বোর্ড
বি. দ্র.	বিশেষ দ্রষ্টব্য
অনূ	অনূদিত
অনু	অনুবাদ
ঢা.বি	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
p	page

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা ঃ		১- ৫
১ম অধ্যায় ঃ	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠার ইতিহাস	৬-২৪
	বায়তুল মুকাররম সোসাইটি	৬
	ইসলামী একাডেমী	১৫
	ইসলামিক ফাউন্ডেশন	১৮
	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১৮
	ব্যবস্থাপনা	১৮
	সাংগঠনিক কাঠামো	১৯
	তহবিলের উৎস	১৯
২য় অধ্যায় ঃ	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর কার্যক্রম পরিচিতি	২৫-৩৫
	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (১৯৭৮-২০০০)	৩৬-৪৫
৩য় অধ্যায় ঃ	সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম ও ইসলামী মূল্যবোধ	৪৬-৫৩
৪র্থ অধ্যায় ঃ	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম	৫৪-১৬৪
	• ইসলামিক মিশন	৫৪-৬২
	• যাকাত বোর্ড	৬৩-৭৩
	• মসজিদ পাঠাগার	৭৪-৮৭
	• ইমাম প্রশিক্ষণ	৮৮-১০৫
	• মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা	১০৬-১২৬
	• ইসলামী বিশ্বকোষ	১২৭-১৩৭
	• দ্বীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি	১৩৮-১৪৩
	• ইসলামী প্রকাশনা	১৪৪-১৫৯
	• ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী	১৬০-১৬৪
	• উপসংহার	১৬৫-১৬৭
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি		১৬৮-১৬৯
পরিশিষ্ট	ক) ইসলামিক ফাউন্ডেশন আইন, ১৯৭৫	১৭০-১৮২
	খ) মহাপরিচালকগণের নামের তালিকা ও কার্যকাল	১৮৩
	গ) ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত উল্লেখ যোগ্য কতিপয় পুস্তক তালিকা	১৮৪-১৯২
	ঘ) বায়তুল মুকাররম-এর বিভিন্ন আঙ্গিকের ছবি	১৯৩-২১৪
	ঙ) ইসলামিক ফাউন্ডেশন ভবনের ছবি।	২১৫
	চ) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অর্গানোগ্রাম	২১৬-২১৭

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বিশ্বজনীন ধর্ম, মানবতা ও কল্যাণের ধর্ম, আল্লাহর মনোনীত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা, প্রচার, প্রসার ও এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সামগ্রিক জীবনকে মহান ইসলামের কল্যাণময় স্রোতধারায় সঞ্জীবিত করার মহান লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠা।

১৯৭৫ সালের ২৮ শে মার্চ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান এক অধ্যাদেশ জারী করে এই ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। 'বায়তুল মুকাররম সোসাইটি' এবং 'ইসলামিক একাডেমী' নামক তৎকালীন দুইটি সংস্থার বিলোপ সাধন করে এই ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামী জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গবেষণা এবং ইসলামী সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে ঢাকার কতিপয় ইসলামী চিন্তাবিদ ১৯৫৯ সালে 'দারুল উলূম' (ইসলামিক একাডেমী) নামক একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য বিচারপতি হামুদুর রহমান এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান এবং অধুনালুপ্ত ফ্রাংকলিন পাবলিকেশনস-এর পরিচালক এ.টি.এম. আবদুল মতীন এর পরিচালক নির্বাচিত হন। বায়তুল মুকাররম চত্তরের উত্তর পার্শ্বে তৎকালে অবস্থিত বয়েজ স্কাউট ভবনের উপর তলায় দারুল উলূমের কার্যালয় স্থাপিত হয়।

১৯৬০ সালের মার্চ মাসে তৎকালীন পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে করাচীতে কেন্দ্রীয় ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাভাবিকভাবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে অনুরূপ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের দাবী উঠে। সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষের মধ্যে আলোচনাক্রমে ঢাকার দারুল উলুমকে কেন্দ্রীয় ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের শাখারূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এর পরিবর্তিত নাম হয় ইসলামিক একাডেমী, ঢাকা। অধিকন্তু একে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপ দেওয়া হয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর পদাধিকারবলে একাডেমীর পৃষ্ঠপোষক থাকতেন। একাডেমী কর্তৃপক্ষের মধ্যে ছিল একটি উপদেষ্টা বোর্ড, বোর্ড অব গভর্নরস এবং একটি নির্বাহী কমিটি। বিচারপতি হামুদুর রহমান একাডেমীর প্রথম চেয়ারম্যান মনোনীত হন। ২৮ শে নভেম্বর, ১৯৬০ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মরহুম মুহাম্মদ আইয়ুব খান প্রবীন রাজনীতিজ্ঞ ও ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব আবুল হাশিমকে একাডেমীর প্রথম ডিরেক্টর নিযুক্ত করেন।

উপরোক্ত সাংগঠনিক বিবর্তনাদি সত্ত্বেও ইসলামিক একাডেমী কর্মসূচী বাস্তবায়নে বিশেষ অগ্রসর হতে পারেনি। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের খুবই অপ্রতুল অনুদান হতে কোন ক্রমে একাডেমীর ব্যয় নির্বাহ হত। পুস্তক বিক্রয় ইত্যাদি সূত্রে অর্জিত একাডেমীর নিজস্ব আয় ছিল অতিসামান্য। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণা এবং সভা-সেমিনার, গ্রন্থ-সাময়িকীর মাধ্যমে গবেষণা প্রসূত তত্ত্ব ও তথ্যের প্রচার এই ছিল মূলত ইসলামিক একাডেমীর কর্মসূচী। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত একাডেমীর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের মধ্যে ছিল ঃ 'কুরআন করীম' শিরোনামে প্রকাশিত কুরআনের একটি প্রামাণিক এবং প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদ, 'দি ক্রীড অব ইসলাম' ইত্যাদি কয়েকখানি ইসলামী গ্রন্থ প্রকাশ, ত্রৈমাসিক 'ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা' ও 'সবুজ পাতা' নামক একটি শিশু-কিশোর মাসিক পত্রিকা প্রকাশনা ও আরবী শিক্ষার একটি কোর্স পরিচালনা। এতদ্ভিন্ন একাডেমী বিভিন্ন উপলক্ষে ও বিষয়ে সেমিনার এবং আলোচনা সভার আয়োজন করত।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকায় একটি বৃহৎ মসজিদ স্থাপন এবং এর আওতায় একটি 'দারুল 'উলুম' একটি 'দারুল ইফ্‌তা' (ফাতওয়া প্রদান সংগঠন) এবং একটি পাঠাগার পরিচালনার উদ্দেশ্যে ১৯৫৯ সালে 'বায়তুল মুকাররম সোসাইটি' নামে একটি সমিতি গঠন করা হয়।তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল ওমরাও খানের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং আলহাজ্ব 'আবদুল লতিফ ইব্রাহীম বাওয়ানী প্রমুখ কয়েকজন শিল্পপতির উদ্যোগে উপরোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বায়তুল মুকাররম মসজিদের নির্মাণ এবং প্রকল্পটির ব্যয় নির্বাহের জন্য একটি বিপনীকেন্দ্র স্থাপনের কাজ আরম্ভ হয়। ১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে উক্ত কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মরহুম মুহাম্মদ আইয়ুব খান। সোসাইটির কর্মসূচী ছিল অত্যন্ত ব্যাপক এবং এর অন্তর্ভূক্ত ছিল ঃ ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসার, ইসলামী তাহ্‌যীব-তামাদ্দুনের আদর্শে সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন, সেবা প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনা, ইসলামী গ্রন্থ ও সাময়িকী প্রকাশ, ইসলামিক বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং মুসলিম বেকারদিগের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

কিন্তু বায়তুল মুকাররম সোসাইটিও এর কর্মসূচী বাস্তবায়নে তেমন অগ্রগতি লাভ করতে সমর্থ হয়নি। মসজিদ ভবন এবং বিপনীকেন্দ্র উভয়ের নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত থাকে। গবেষণা, সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টা, প্রশিক্ষণ, গ্রন্থাগার স্থাপন ইত্যাদিতে সোসাইটি মোটেই অগ্রসর হতে পারেনি। ১৯৭০-৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রামের দুর্যোগপূর্ণ দিনগুলিতে সোসাইটির কর্মকর্তাগণ স্থানচ্যুত হওয়ার প্রেক্ষাপটে বিপনীকেন্দ্রের বহু দোকান পরিত্যক্ত হয় এবং বহু ক্ষেত্রে সেইগুলি অনধিকার প্রবেশকারীদের কবলে পড়ে। অতঃপর সোসাইটির কার্যনির্বাহক কমিটি পুর্নগঠিত হয়। কিন্তু সুষ্ঠুভাবে পরিত্যক্ত দোকানগুলি পত্তন হতে পারেনি। বরং এতে নানা বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। ফলে বিপনীকেন্দ্রের আয় কমে যায়। সুতরাং বায়তুল মুকাররম মসজিদ পরিচালনের মধ্যেই সোসাইটির কর্ম প্রায় সীমাবদ্ধ থাকে।

১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৫ সালের ২৮ মার্চ 'বায়তুল মুকাররম সোসাইটি' এবং 'ইসলামিক একাডেমী' এই দুই সংগঠনের স্বতন্ত্র সত্তা বিলুপ্ত করে ' ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' নামে একটি নতুন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করে। বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ইহা একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপ লাভ করে। এর পরিচালনার ভার একটি শক্তিশালী বোর্ড অব গর্ভনরস এর উপর ন্যস্ত হয়। সরকার ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক এবং সচিব নিযুক্ত করার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

ইসলামিক একাডেমী এবং বায়তুল মুকাররম সোসাইটি প্রায় একই সময়ে মূলত অভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল। নতুন প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ফাউন্ডেশন সেই কর্মসূচীকে সমন্বিত ও সম্প্রসারিত করে। যেমন-

* মসজিদ, ইসলামিক সেন্টার, একাডেমী, ইনস্টিটিউট ইত্যাদি স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণ বা এগুলোকে আর্থিক সাহায্য প্রদান যাতে এগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন উপায়ে ইসলামের প্রচার ও প্রসার সম্ভব হয় ;

* সংস্কৃতি মনন, বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ইসলাম ও মুসলিমদের অবদান সম্পর্কে গবেষণার ব্যবস্থা ;

* সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, সহনশীলতা ও ন্যায় বিচার সংক্রান্ত ইসলামের মৌল আদর্শের প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা ;

* ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচার ব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, অধ্যয়নের জন্য বৃত্তি প্রদান, গবেষণা ক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য পুরস্কার এবং পদক প্রবর্তন ও প্রদান, এই সকল বিষয়ে আলোচনা, বক্তৃতা, বির্তক-সভা, সেমিনার ইত্যাদির

Dhaka University Institutional Repository

আয়োজন, গবেষণা ও আলোচনা প্রসূত গ্রন্থ, প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশ, অনুবাদ, সংকলন, সাময়িকী এবং পুস্তিকা প্রকাশ ইত্যাদি।

* উপরোক্ত কর্মসূচী সংক্রান্ত প্রকল্প রচনা, সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানাদিকে প্রকল্প প্রণয়নে এবং বাস্তবায়নে সহায়তা-সাহায্য দান এবং ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অনুকূল অন্য যে কোন কর্মসূচী গ্রহণ।

উপরোক্ত অধ্যাদেশ বলে বায়তুল মুকাররম সোসাইটি কর্তৃক স্থাপিত বিপণিকেন্দ্রের আয় ইসলামিক ফাউন্ডেশনে হস্তগত হয়। বিলি বন্টনের মধ্যে ক্রটি এবং তজ্জন্য মামলা-মোকাদ্দমা সৃষ্টি এবং দোকান ভাড়ার হার খুবই নিম্ন হওয়ার দরুন ফাউন্ডেশন ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্থ হলেও এই আয় এবং সরকারের অনুদান ছিল উল্লেখযোগ্য। কুরআন মঞ্জিল নামক একটি মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, যাহা পরিত্যক্ত সম্পত্তিরূপে সরকারের কতৃত্বাধীন ছিল, তাহা ফাউন্ডেশনকে প্রদান করা হয়। সুতরাং ফাউন্ডেশন সবল অথচ ধীর পদক্ষেপে এর কর্মসূচী বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হয়।

এই সময়ে ফাউন্ডেশন মুসলিম বিশ্বের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'মুসলিম দেশসমূহের মানবিক এবং প্রাকৃতিক সম্পদ' শিরোনামে ও.আই.সি-এর উদ্যোগে একটি সেমিনার (২০-২২ মার্চ, ১৯৭৮ খৃ:) ঢাকার পুরাতন বিধান সভার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এর সাংগঠনিক দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপর। বাংলাদেশ ছাড়া ১৫টি মুসলিম দেশ হতে আগত প্রতিনিধিগণ এ সেমিনারে যোগদান করেন। ও.আই.সি., যুক্তরাজ্যের ইসলামিক ফাউন্ডেশন এবং ইউনেস্কো প্রতিনিধি প্রেরণ করে। সেমিনারের ভাষা ছিল 'আরবী, ইংরেজী ও ফারসী এবং এই সেমিনারেই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম যুগপৎ তরজমার ব্যবস্থা হয়েছিল। ঢাকায় ইহাই ছিল এ ধরণের সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক সেমিনার। তৎকালীন মহাপরিচালক (আ.ফ.ম. আবদুল হক ফরিদী ; কার্যকাল ১৬-১০-৭৭ হইতে ২৩-৭-৭৯)-এর দক্ষ নেতৃত্বে এই সেমিনার সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

১৯৭৯-৮০ অর্থ বছর হতে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অগ্রযাত্রার উল্লেখযোগ্য গতি সঞ্চারিত হয়। এই সময় হতে সরকার ফাউন্ডেশনের প্রতি অধিকতর সক্রিয় মনোযোগ প্রদান করেন এবং উদ্যমশীল ইসলাম ভক্ত কর্মী জনাব আবু জাফর মুহাম্মদ শামসুল আলমকে (কার্যকাল ২৪-৭-১৯৭৯ হইতে ৩০-৭-১৯৮২ খৃ:) ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক নিযুক্ত করেন। তাঁর অদম্য উৎসাহ ও কর্মদক্ষতায় ফাউন্ডেশনের পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রমে অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ এবং সাফল্য লাভ ঘটে ও ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগারের বিস্তর উন্নতি সাধিত হয়। অসম্পূর্ণ বায়তুল মুকাররম মসজিদ ভবনের সমাপ্তি এবং মসজিদ অঙ্গনের শোভা বর্ধনমূলক কাজের নীল নক্শা তৈরী হয়।

তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ও রাষ্ট্রপ্রধান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বায়তুল মুকাররম-কে 'জাতীয় মসজিদ' হিসেবে ঘোষণা করেন। মসজিদ ভবনের অসমাপ্ত অংশের নির্মাণের এবং মসজিদের শোভা বর্ধনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তৎকালীন মহাপরিচালক এ.জেড.এম. শামসুল আলমের নিরলস প্রচেষ্টায় উপরোক্ত কাজগুলোর নীল-নক্শা নতুন ভাবে তৈরী করা হয় এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত মহাপরিচালক জনাব এ.এফ.এম. ইয়াহিয়া-র ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মসজিদের উত্তর পাশের অসমাপ্ত কাজ, শোভা বর্ধন সহ ফোয়ারা উদ্যান ও কারুকার্য মন্ডিত পাঁচিল নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়। সরকারের গণপূর্ত বিভাগ অত্যন্ত সততা ও নিষ্ঠার সাথে বায়তুল মুকাররম কমপ্লেক্সের যাবতীয় নির্মাণ কাজের দায়িত্ব পালন করে। মীনার ও পূর্ব দিকের ডি.আই.টি. সড়কের সাথে সংযোগ রাস্তা নির্মাণ, সাহান শীতল পাথরে মন্ডিত ও লিফ্ট সংস্থাপনসহ আরো কিছু কাজ বাকী থাকার প্রেক্ষিতে তৎকালীন মহাপরিচালক জনাব এম.এ. সেবাহান এইসব কাজ সম্পন্ন করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৮৬ সালের ৭ জানুয়ারী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এক অধ্যাদেশ বলে দেশের অন্যতম

বৃহৎ মসজিদ চট্টগ্রামস্থ আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ কমপ্লেক্সকে তার যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ও সকল দায়-দায়িত্বসহ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অধীনে আনয়ন করেন। অক্টোবর ১৯৮৭-এ রাজশাহী শহরের হেতেম খাঁ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স, তৎকর্তৃপক্ষের উদ্যোগে সরকারী মধ্যস্থতায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিকট হস্তান্তরিত হয়। ফলে তার প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ও আর্থিক দায়দায়িত্ব ফাউন্ডেশনের উপর ন্যস্ত হয়।

ফাউন্ডেশনের নিজস্ব ছাপাখানার উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ হয়। ভূতপূর্ব মহাপরিচালক জনাব আ.ফ.ম. আবদুল হক ফরিদী কর্তৃক আরবী বাংলায় সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলনের কাজ এই আমলে গতিশীল এবং সমাপ্ত হয়। শামসুল আলম সাহেবের উদ্যোগে ফাউন্ডেশন কয়েকটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করে। যথা- (১) ফাউন্ডেশনের শাখা রূপে ঢাকায় এবং ঢাকার বাইরে, প্রথমে বিভাগীয় সদরে ও পরে জিলা সদরে ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন ; (২) ইমাম প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ, যাতে মসজিদের ইমামগণ ইমামতি ছাড়াও ইসলামী আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব এবং উন্নয়ন কর্মে সক্রিয় সহায়তা দান করতে পারেন ; (৩) মসজিদ পাঠাগার স্থাপন এবং মসজিদ ভিত্তিক সমাজ-কল্যাণ কার্যক্রম গ্রহণ ; (৪) বাংলায় একটি বৃহৎ ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন এবং (৫) কুরআনের একটি বৃহৎ তাফসীর সংকলনের কাজের সূচনাও হয় এবং দেশ-বিদেশের 'উলামা' ও বিজ্ঞজনের দৃষ্টি প্রতিষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত দেশের শিক্ষিত সমাজ এবং বুদ্ধিজীবিগণের দৃষ্টিতেও ফাউন্ডেশনের মর্যদা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। শামসুল আলম সাহেবের পরবর্তী মহাপরিচালক জনাব আবুল ফায়েদ মুহাম্মদ ইয়াহিয়া (কার্যকাল ৩০-৭-৮২ হতে ১২-৪-৮৪ খৃ:) যোগ্যতা ও কর্মকুশলতার সাথে ফাউন্ডেশনের কর্মসূচী বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি কয়েকটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করেন, যথা ঃ ইসলামী মিশন প্রকল্প, মক্তব শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ, সীরাতুন্নবী (সা.) পক্ষ উদ্‌যাপন। ইহা ছাড়া তিনি কয়েকটি সম্পাদনা বোর্ড গঠন করে জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রণয়নের দায়িত্ব তাঁদের উপর ন্যস্ত করেন। তাঁর গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণামূলক প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে আল-কুরআনে অর্থনীতি, আল-কুরআনে বিজ্ঞান, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস, বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান, মুসলিম বাংলার উৎপত্তি ও বিকাশ। ইয়াহিয়া সাহেবের পরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এম.এ. সোবাহানকে ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক নিযুক্ত করেন (১২-৪-৮৪ হতে ২৪-১২-৮৭ খৃ:)। তিনি ও অত্যন্ত যোগ্যতা, সতর্কতা ও স্থির পদক্ষেপে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালনা করেন । তিনি ফাউন্ডেশনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং আর্থিক শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সাধন করেন। তিনি ফাউন্ডেশনের শত শত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কল্যাণের উদ্দেশ্যে স্কীমসহ চাকুরীর বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করেন।

এরপর পর্যায়ক্রমে এগার জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন এবং কার্যক্রম সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন।বর্তমানে জনাব সৈয়দ আশরাফ আলী (১৯-১১-২০০১ থেকে) দ্বিতীয় বারের মত ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় ফাউন্ডেশন ব্যাপক ও বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচেছ।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন বিভাগ দায়িত্ব প্রাপ্ত। এসব কর্মসূচীর মধ্যে রাজস্ব ও উন্নয়ন উভয়বিধ কার্যক্রম রয়েছে। গৃহীত কার্যক্রমসমূহ ১৩টি বিভাগ, ৬টি বিভাগীয় ও ৬৪টি জেলা কার্যালয়, ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, ২৯টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্র এবং ৮টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচেছ।কোন কোন বিভাগের একাধিক শাখা ও রয়েছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বহুমুখী কার্যক্রমের মধ্যে সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রমও পরিচালিত হয়ে আসছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ও জনগণের সেবায় ফাউন্ডেশন যে সকল কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে ইসলামিক মিশন, যাকাত বোর্ড, মসজিদ পাঠাগার, ইমাম প্রশিক্ষণ, মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা, ইসলামী বিশ্বকোষ, দ্বীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী ও ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম অন্যতম।

পর্যালোচিত অভিসন্দর্ভটির অবয়ব-ভাব সৌন্দয্য বৃদ্ধি ও যথার্থ মান সম্পন্ন করে তোলার জন্য ৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে ইহাকে সাজানো হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ব্যবস্থাপনা, সাংগঠনিক কাঠামো ও তহবিলের উৎসের বিবরণ দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর কার্যক্রম পরিচিতি এবং উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম ও ইসলামী মূল্যবোধ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি যুক্ত করা হয়েছে। পরিশিষ্টে ক. ইসলামিক ফাউন্ডেশন আইন, ১৯৭৫ খ. মহাপরিচালক গণের নামের তালিকা ও কার্যকাল গ. ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য কতিপয় পুস্তক তালিকা ঘ. বায়তুল মুকাররম-এর বিভিন্ন আঙ্গিকের ছবি ঙ. ইসলামিক ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স ভবনের ছবি চ. ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অর্গানোগ্রাম সংযোজন করে অভিসন্দর্ভের সমাপ্তি টানা হয়েছে।

নভেম্বর-২০০২

মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

১৯৭৫ সালের ২৮ মার্চ[১] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন রাষ্ট্র প্রধান মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান এক অধ্যাদেশ জারী করে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করেন।[২] একই বছরের জুন-জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের অধিবেশনে এ অধ্যাদেশটি অনুমোদন করে অ্যাক্ট বা আইনে রূপান্তরিত করা হয় এবং ১৯৭৫ সালের ১৪ জুলাই এটি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।[৩]

'বায়তুল মুকাররম সোসাইটি' এবং 'ইসলামিক একাডেমী' নামক তৎকালীন দু'টি সংস্থার বিলোপ সাধন করে এই ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়। প্রথমোক্ত দুই সংস্থার সমুদয় সম্পদ, দায়-দায়িত্ব এবং কর্মসূচী নবগঠিত এই ফাউন্ডেশনের আওতাভূক্ত হয়।[৪] প্রসঙ্গক্রমে এই দুই সংস্থার পরিচয় নিম্নে পেশ কর হল ঃ

বায়তুল মুকাররম সোসাইটি

১৯৫৯ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের পূর্ব অঞ্চলে অর্থাৎ ঢাকায় একটি বৃহৎ মসজিদ স্থাপন এবং এর আওতায় একটি দারুল উলুম, একটি দারুল ইফতা (ফাতওয়া প্রদান সংগঠন) এবং একটি ইসলামী পাঠাগার পরিচালনার উদ্দেশ্যে বায়তুল মুকাররম সোসাইটি নামক একটি সমিতি গঠন করা হয়। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন পাকিস্তানের বিখ্যাত শিল্পপতি লতীফ বাওয়ানী এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ইয়াহিয়া বাওয়ানী।[৫] পাকিস্তানে তখন সামরিক আইন বলবৎ ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইনের অধিনায়ক ছিলেন মেজর জেনারেল ওমরাওখান। লতীফ বাওয়ানী মেজর জেনারেল ওমরাওখানের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের জনহিতকর কাজের চিন্তাভাবনা নিয়ে সাক্ষাত করতে গিয়ে তাঁর মনের ইচছা ব্যক্ত করেন। পূর্ব পাকিস্তানে একটি ঐতিহাসিক মসজিদ নির্মানের পরিকল্পনার কথা জেনে মেজর জেনারেল ওমরাওখান আনন্দের সাথে তা বাস্তবায়নে সহযোগিতা দানের আশ্বাস দেন।

লতীফ বাওয়ানীর পরিকল্পনা ওমরাওখানকে দারুনভাবে অনুপ্রাণিত করে। সামরিক শাসনের যুগ।ঢাকার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও জনগণের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে ওমরাওখান এমন কিছু করতে চেয়েছিলেন, যাতে পাকিস্তানের এই অঞ্চলের জনগণের মনে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সম্পর্কে শুভ ধারণার সৃষ্টি হয়। ঢাকায় তখনও প্রায় ৮০০-এরও বেশী মসজিদ ছিল। ঢাকায় এমন অনেক ঐতিহাসিক মসজিদ রয়েছে, যেগুলো সারা উপমহাদেশের স্থাপত্য কীর্তির সমতুল্য।

লতীফ বাওয়ানীর অনুরোধে ঐতিহাসিক বায়তুল মুকাররম মসজিদের জন্যে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে লতীফ বাওয়ানীর বাড়ীতেই তৎকালীন পাকিস্তানের বিশিষ্ট শিল্পপতিদের একটি সভা ১৯৫৯ সালের ২৪শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়।[৬] নিম্নোক্ত শিল্পপতি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ঃ

১. জি. এ. মাদানী
২. আবদুল লতীফ বাওয়ানী
৩. এম. এইচ. আদমজী
৪. এ. সাত্তার মনিয়া

Dhaka University Institutional Repository

৫. মোহাম্মদ সাদিক
৬. এ. জেড. এম. রেজাই করিম
৭. ইয়াহিয়া আহমদ বাওয়ানী
৮. মেজর জেনারেল ওমরাওখান

প্রস্তাবিত বায়তুল মুকাররম মসজিদ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্যে নিম্নোক্ত সদস্যগনের সমন্বয়ে একটি ব্যবস্থাপনা পরিষদ গঠন করা হয় ঃ[৭]

১. জি. এ. মাদানী
২. এম. এইচ. আদমজী
৩. এ.জেড. এম. রেজাই করিম
৪. মি. এ.রাজ্জাক
৫. এ. সাত্তার মনিয়া
৬. কায়সার এ. মান্নু
৭. এ. রশিদ
৮. ইয়াহিয়া আহমদ বাওয়ানী

বায়তুল মুকাররম মসজিদ প্রকল্পের জন্য অর্থ সংগ্রেহর নিমিত্তে লতীফ বাওয়ানীর করাচীর বাসভবনে আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাতেও মেজর জেনারেল ওমরাও খান উপস্থিত ছিলেন। ঢাকার ন্যায় এখানেও শিল্পপতিদের কাছ থেকে উৎসাহ ব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া যায়।

লতীফ বাওয়ানীর অবদান এই মসজিদ প্রকল্পের বাস্তবায়নে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। শিল্পপতি হিসেবে লতীফ বাওয়ানী সমাজের একজন সম্মানিত লোক ছিলেন। জনহিতকর কাজও ধর্মের জন্য তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ মুক্ত হস্তে মসজিদ নির্মাণে অর্থ দান করেন।

প্রকল্পের জন্যে পর্যাপ্ত অর্থ সংগ্রহের পর মসজিদের স্থান নির্বাচনের কাজ শুরু হয়। অবশেষে জি. এ. মাদানী মসজিদের বর্তমান স্থানটি নির্বাচন করেন। কমিটির সবাই স্থানটি পছন্দ করেন। তখন পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভণর ছিলেন জাকির হোসেন। স্থানটি তাঁরও পছন্দ হয়। স্থানটি ছিল খুব অপরিস্কার, ঝোঁপঝাড়ে ভরা ও বস্তি এলাকা। গোয়ালারা এখানে গরু পালত। তাছাড়া ছিল কচুরিপানায় ভরা একটি ডোবা। ডোবাটিকে মাটি দিয়ে ভরাট করার ব্যবস্থা নেন মাদানী। আবুল হোসেন থারিয়ানী ছিলেন বিখ্যাত স্থপতি। তাঁর উপর অর্পিত হলো এই পবিত্র মসজিদের নকশা প্রস্তুত করার দায়িত্ব। তিনি তাঁর স্থপতি জীবনের বিরাট অভিজ্ঞতা দিয়ে আজকের ঐতিহাসিক বায়তুল মুকাররম মসজিদের নকশা প্রণয়ন করেন।[৮]

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ডমার্শাল আইয়ুবখান ২৭শে জানুয়ারী ১৯৬০ সালে মহাড়ম্বরে বায়তুল মুকাররম মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।[৯] প্রেসিডেন্ট এই মসজিদের সার্বিক পরিকল্পনার জন্য বাওয়ানী পরিবারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। মসজিদের উন্নয়ন, এর ব্যয়ভার নির্বাহ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য অর্থ সংগ্রহের একটি উত্তম উপায় হিসেবে ব্যবস্থাপনা পরিষদ মসজিদের নীচ তলায় বাজার কমপ্লেক্স নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

মেজর জেনারেল ওমরাওখান বলেন, ‘মসজিদ নির্মাণের কাজ যখন প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে কমিটি তখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, জানুয়ারীতে মসজিদে প্রথম জুমার নামাজ আদায় করা হবে। আমি তখন লাহোরে ছিলাম। এই শুভ কার্যোপলক্ষ্যে বায়তুল মুকাররম সোসাইটির

Dhaka University Institutional Repository

সেক্রেটারী ওয়াই, এ. বাওয়ানী আমাকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানান। সেই দৃশ্য আমার অন্তরে চিরদিন জাগরুক থাকবে।আল্লাহর দরবারে আমার লাখো শুকরিয়া, বায়তুল মুকাররম মসজিদের নির্মাণ কাজ প্রায় চুড়ান্ত। ঢাকার এই অংশে বায়তুল মুকাররমের ন্যায় একটি স্থাপত্য কীর্তি ইসলামী রাষ্ট্র ও সংস্কৃতির ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। লতীফ বাওয়ানী আজ আমাদের মাঝে নেই। তিনি এই মসজিদ নির্মাণে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে গেছেন।'

মেজর জেনারেল ওমরাও খান বলেন, জি. এ. মাদানী, হানীফ আদমজী, ওয়াই. এ. বাওয়ানী, মি. এ. রাজ্জাক, মরহুম সাত্তার মনিয়া ও অন্যান্য জনদরদী শিল্পপতির উদারতা, সহৃদয়তা ও সহায়তা না পেলে এই বিরাট কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না।

ঢাকা মসজিদের নগরী । পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব বাড়তে থাকে। প্রায় সাড়ে পাঁচশ বছর ধরে (১২০২-১৭৫৭) পাঠান সুলতান ও মোগল সম্রাটগণ বাংলাদেশ শাসন করেন। বাংলার সুবেদার, জেনারেলগণ ঢাকার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রাসাদ, মসজিদ ও মন্দির নির্মাণ করেন। মোগলগণ ঢাকাকে তাদের রাজধানী হিসেবে ব্যবহার করেন। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর নওয়াব ইসমাইল খান চিশতীকে যখন বাংলার সুবেদার নিযুক্ত করেন, তখন ১৬০৮ সালে ঢাকার নাম রাখা হয় জাহাঙ্গীরনগর। কিন্তু জনগণ তখনো ঢাকাকে ঢাকা বলেই অভিহিত করত।[১০]

১৬৬৪ সালে নওয়াব শায়েস্তা খান বাংলার সুবেদার হয়ে এসে ঢাকার বিভিন্ন উন্নতি সাধন করেন। তাঁর আমলে বিভিন্ন স্থানে বহু সুরম্য মসজিদ নির্মিত হয়।

মোগল ঢাকার সমৃদ্ধি বজায় ছিল মোটামুটিভাবে এক শতাব্দী পর্যন্ত ১৬০৮ থেকে ১৭১৭ খৃস্টাব্দ। এর মধ্যে আবার শাহ সুজা রাজনৈতিক কারণে ঢাকা থেকে ১৬৩৯ সালে রাজধানী রাজমহলে নিয়ে যান এবং রাজমহল ১৬৫৯ সাল পর্যন্ত রাজধানী ছিল। এরপর ঢাকা থেকে দ্বিতীয়-বারের মত মুর্শীদকুলী খান রাজধানী স্থানান্তরিত করেন ১৭১৭ সালে। ১৭১৭ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত প্রায় দুই শতাব্দী ঢাকা ছিল একটি সামান্য জেলা শহর। কিন্তু ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে যে নতুন প্রদেশ গঠিত হয়, তার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকায়। কিন্তু ঢাকার এই মর্যাদা ও সমৃদ্ধিও ছিল ক্ষণস্থায়ী, কারু ১৯১১-এ বঙ্গভঙ্গ রহিত হলে ঢাকা রাজধানীর মর্যাদা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু ১৭১৭ সালে সুবেদার নওয়াব মুর্শীদকুলী খান বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন। ১৭৫৭ সালে মুসলমানদের পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হস্তে শাসনভার হস্তান্তরিত হয়। তখন থেকেই পূর্ব বাংলার ভাগ্যে তথা বাংলাদেশের জন্যে দুর্দিন নেমে আসে। পরিশেষে রাজধানী কলকাতায় স্থানান্তর হওয়ার কারণে উন্নয়নমূলক সকল প্রকার কাজকর্ম কলকাতায় চলতে থাকে। এর ফলে রাজধানী ঢাকার উন্নয়নমূলক কাজকর্ম হ্রাস পেতে থাকে এবং মসজিদের সংখ্যাও এখানে কমতে থাকে। এ সময় অনেক মসজিদ ধ্বংস হয়ে যেতে থাকে। অনেক মসজিদ সংস্কারের অভাবে তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব হারিয়ে ফেলতে থাকে।

বৃটিশ ভারতের তৎকালীন লর্ড কার্জন পূর্ব বাংলার মুসলমানদের সন্তুষ্ট করার জন্যে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে পূর্ব বঙ্গ ও আসাম নামে একটি প্রদেশ সৃষ্টি করেন। নতুন প্রদেশের রাজধানী করা হয় ঢাকায়। বিভিন্ন দিকে ঢাকা আবার অগ্রগতি সাধন করতে থাকে। নতুন প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় মুসলমানরা হিন্দুদের চক্ষুশূলে পরিণত হয়। হিন্দুরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে তথা নতুন প্রদেশের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে থাকে। ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

রাজধানী হওয়ায় এখানে আরো অনেক নতুন নতুন মসজিদ গড়ে উঠতে থাকে এবং অনেক পুরনো মসজিদের সংস্কার করা হয়।

মুসলিম জাগরণ

মুসলামানদের হতাশা আর অসন্তোষের মুখে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যায়। ঢাকার উন্নয়ন অগ্রগতি আবার স্তিমিত হয়ে পড়ে। মুসলমানদের আবেগ-অনুভূতিতে আবার আঘাত আসতে থাকে। মুসলমানদেরকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে এ সময় ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।[১১] দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্ররা শিক্ষা লাভের জন্য ভর্তি হতে থাকে।

হিন্দুদের সাম্প্রদায়িকতা ও বৃটিশ নীতির বৈরিতার কারণে মুসলমানদের অনুভূতিতে বিরাট আঘাত আসে। মুসলমানরা তাদের বৈধ অধিকার আদায়ের জন্যে দৃঢ় সংকল্প করে। ১৯০৬ সালে ঢাকার নবাব স্যার খাজা সলিমুল্লাহ্ ও অন্যান্য মুসলিম নেতা এক বৈঠকে মিলিত হন। এই ঐতিহাসিক মিটিং-এ জন্ম হয় মুসলিম লীগ-এর। মুসলিম লীগের রাজনৈতিক তৎপরতার ফলেই মুসলামানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি তৎকালীন পাকিস্তানের জন্ম হয়। ঢাকা হয় পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাজধানী।

ঢাকা নগরী

প্রাদেশিক রাজধানী হওয়ার দরুন এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছিন্নমূল মানুষ দলে দলে এসে ভীড় জমানোর কারণে ঢাকার লোকসংখ্যা দিন দিন দ্রুত বেড়ে যেতে থাকে। নতুন প্রদেশের নতুন রাজধানীতে বিভিন্ন অফিস আদালত গড়ে ওঠার জন্যে রাজধানী ঢাকা ব্যবসায়িক কেন্দ্রে পরিণত হয়। স্বাধীনতার পর জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে নতুন নতুন জায়গা শহর এলাকার আওতায় চলে আসতে থাকে। নতুন সরকার রাজধানী ঢাকার উন্নয়নে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। ১৯৬৪ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ঢাকাকে পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাজধানী করার ঘোষণা প্রদান করে এবং জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা ঘোষণা করে। এভাবে বৃহত্তর ঢাকা নগরী উন্নয়নের মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

তখন বৃহত্তর ঢাকা নগরীর জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১০ লক্ষ, যা বর্তমানে প্রায় ৯০ লক্ষে উন্নীত হয়েছে। নগরীর জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে নগরীর মসজিদ এবং মসজিদের আয়তনের পরিমাণ বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তাও দেখা দেয়। তখন কুর্মিটোলা, টিকাটুলী, আমিনবাগে কিছু কিছু মসজিদ তৈরী হলেও প্রয়োজনের তুলনায় সেগুলো ছিল অনেক কম। এই সব মসজিদে তখন বাৎসরিক ঈদের নামায আদায়ের ন্যায় জায়গার ব্যবস্থা ছিল না। বায়তুল মুকাররম মসজিদের ন্যায় একটি বিরাট মসজিদই সে অভাব পূরণ করে।

বিরাট আকারের এইরূপ একটি মসজিদ নির্মাণের কথা সর্বপ্রথম চিন্তা করেন মরহুম আলহাজ্জ্ব আবদুল লতীফ ইবরাহিম বাওয়ানী। তাঁর এই চিন্তাকে সরকারীভাবে স্বীকৃতি প্রদান করেন ১৯৫৯ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল ওমরাও খান। ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে বায়তুল মুকাররম সোসাইটির জন্ম। প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকেই বায়তুল মুকাররম সোসাইটি ঢাকার সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বায়তুল মুকাররমের ন্যায় একটি বিরাট মসজিদ নির্মাণের চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে। বায়তুল মুকাররম মসজিদকে আরো বহু গুণে সার্থক করে তোলার জন্যে সোসাইটি দারুল উলুম, দারুল ইফতা,

Dhaka University Institutional Repository

সীরাত লাইব্রেরী, ইসলামিক লাইব্রেরী ও শপিং সেন্টার খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বায়তুল মুকাররমের বিভিন্ন কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে শপিং সেন্টার খোলার চিন্তা-ভাবনা করা হয়।

জনাব জি.এ. মাদানী ছিলেন নির্বাচিত চেয়ারম্যান। জনাব হানিফ আদমজী কোষাধ্যক্ষ। জনাব ইয়াহিয়া আহমদ বাওয়ানী সচিব। প্রত্যেক বছরই কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতো। এই কমিটি ত্যাগের মনোভাব নিয়েই সব সময় কাজ করে।

বায়তুল মুকাররম নামটি জনাব জি.এ. মাদানী সাহেব প্রস্তাব করেছিলেন, আর ম্যানেজিং কমিটি তা অনুমোদন করে। জনাব মাদানী সাহেব মসজিদের স্থানও নির্বাচন করেছিলেন। কর্তৃপক্ষ তাঁর নির্বাচিত স্থান অনুমোদন করেছিল।

বায়তুল মুকাররম সোসাইটির উদ্দেশ্য

১. স্কুল,কলেজ, ইনস্টিটিউট, বোর্ডিং, হোষ্টেল, ডিস্পেন্সারী, হাসপাতাল, এতিমখানা স্থাপন ও পরিচালনা।
২. মসজিদ, অফিস, হল, তথ্যকেন্দ্র, ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা, কুরআন ও সুন্নাহর আদর্শ প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রকাশনা কর্মসূচী গ্রহণ। পত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশ।
৩. কুরআন-হাদীসের উপর বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশ, বিক্রয় ও বন্টণ।
৪. ইসলামের নীতি ও আদর্শ প্রচারের লক্ষ্যে ইসলামী কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করা।
৫. জনগণের মধ্যে ধর্মীয়, নৈতিক ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার প্রচার ও প্রসার।
৬. ইয়াতিম ও অসহায় শিশুদের প্রতিপালন ও সেবা প্রদান।
৭. উচ্চ-শিক্ষার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা।
৮. গরীব নিঃস্ব, ঋণগ্রস্ত, মুসাফির ও নওমুসলিমদেরকে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান।
৯. ইসলামের দৃষ্টিতে সাধারণ জীবন যাপনের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা।

বায়তুল মুকাররম সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন ঃ

১. জনাব জি, এ. মাদানী (কমিশনার ওয়ার্কস, হাউজিং এন্ড সেটেলমেন্ট) চেয়ারম্যান
২. জনাব হানিফ আদমজী (আদমজী জুট মিলস লিঃ)- কোষাধ্যক্ষ
৩. জনাব এ. জেড .এম. রিযা-ই-করীম (সাত্তার ম্যাচ ওয়ার্কস লিঃ) সদস্য
৪. জনাব এ রাজ্জাক (আমীন জুট মিলস লিঃ)- সদস্য
৫. জনাব এ. সাত্তার ম্যানিয়া (করীম জুট মিলস লিঃ) সদস্য
৬. জনাব কায়সার এ মান্নু (অলিম্পিয়া টেক্সটাইল মিলস লিঃ)সদস্য
৭. জনাব এ. রশীদ (ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান)-সদস্য
৮. জনাব ওয়াই, এ, বাওয়ানী (লতীফ বাওয়ানী জুট মিলস লিঃ) সদস্য সচিব

উপরিউক্ত প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণের সমন্বয়ে সোসাইটির প্রথম ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হয়। বায়তুল মুকাররম কমপ্লেক্সের নীল নক্শা প্রণয়ন করেন প্রখ্যাত স্থপতি আবুল হুসাইন থারিয়ানী, কর্ম তত্ত্বাবধানে ছিলেন তাঁর সুযোগ্য সন্তান জনাব টি. থারিয়ানী এবং ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলী ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার জনাব মুঈনুল ইসলাম।[১২]

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মুহাম্মদ আইয়ুব খান ২৭শে জানুয়ারী ১৯৬০ সালে বায়তুল মুকাররম মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। মসজিদের জন্যে উদার হস্তে দান করার আহবান জানানো হলে উপস্থিত জনতা থেকে সাথে সাথে পাঁচ লক্ষ টাকা

Dhaka University Institutional Repository

আদায় হয়। জেনারেল ওমরাও খান এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জাকির হোসেনও উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত দিনে মসজিদের মহাপরিকল্পনার মডেল জনাসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত করে রাখা হয়।[১৩.]

সোসাইটি দ্রুত শপিং সেন্টারের অংশটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে এবং যাঁরা শপিং কমপ্লেক্স নির্মাণে প্রচুর সালামী প্রদান করেন, তাঁদের জন্যে দোকানগুলো বন্টন করে দেওয়া হয়। বায়তুল মুকাররম মসজিদ ও তার সন্নিহিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্যে এই শপিং কমপ্লেক্স তখন থেকেই অর্থের যোগান দিয়ে আসছিল। মসজিদের মূল ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছিল হিতাকাঙ্ক্ষী লোকদের প্রদত্ত চাঁদার টাকা থেকে। পরীবাগের পীর হযরত মাওলানা সৈয়দ শাহ্ আবদুর রহীম সাহেব ১৩৭৯ হিজরীর ২৭শে রমযান জুম'আতুল বিদার (তথা ২৫শে মার্চ ১৯৬০) নামাযে মিহরাবের ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষে উক্ত কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। মসজিদে প্রথম নামায অনুষ্ঠিত হয় ২৫শে জানুয়ারী ১৯৬৩, রোজ শুক্রবার। প্রথম তারাবীর নামায অনুষ্ঠিত হয় ২৬শে জানুয়ারী ১৯৬৩ সালে।[১৪.]

ভবনের বিস্তারিত বর্ণনা

মসজিদসহ পুরো প্রকল্পটি মোট ৮.৩০ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত প্রধান মসজিদ ভবন। মসজিদ ভবনটি মোট আট তলাবিশিষ্ট হলেও এর প্রধান মসজিদ ভবনটি ছয় তলা বিশিষ্ট। নীচতলার প্রধান কক্ষটি হলো ১১৭x৮৩ এবং ৮২x১৬, এর মোট আয়তন ১১,০২৩ বর্গফুট। নীচতলার সাথে রয়েছে সুপরিসর বারান্দা। এর ব্যালকনির আয়তন ১,৮৫৬ বর্গফুট। নীচের বারান্দাসহ নীচতলার মোট আয়তন ১২,৩৫০ বর্গফুট। পূর্ব পার্শ্বের সাহানটির আয়তন ২৯,০০০ বর্গফুট। সাহানের দক্ষিণ পার্শ্বের ওযুখানাটির আয়তন ৩,৬৭৬ বর্গফুট। এতে রয়েছে ১২০টি আসন ও ১২০টি টেপ। সাহানের উত্তর পার্শ্বে ও রয়েছে একটি ওযুখানা, এর আয়তন ৩,০৫৯ বর্গফুট। ওযুর জন্যে রয়েছে কৃত্রিম লেক। দক্ষিণ পার্শ্বের ওযুখানার ওপরেই রয়েছে ৪,৫০২ বর্গফুটবিশিষ্ট একটি মহিলা নামায কক্ষ। এখানে মহিলাদের সব ব্যবস্থা মহিলা খাদিমদের দ্বারাই হয়ে থাকে। দক্ষিণ পার্শ্বের মহিলা ওযুখানার আয়তন ৬২৭ বর্গফুট এবং উত্তর পার্শ্বেরটির আয়তন ২৫৬ বর্গফুট।

মসজিদের তিন দিকেই বিস্তৃত বারান্দা। সূর্যের আলো আর বাতাস প্রবেশের প্রচুর সুবিধা রয়েছে। মসজিদের ভেতরের অংশটিও মনোমুগ্ধকর। এটিও মনে এনে দেয় অনাবিল শান্তি। ইসলামী স্থাপত্য আর আধুনিক স্থাপত্যের এ এক অপূর্ব সমন্বয়। সব কিছুই এর আপন সমহিমায় সমুজ্জ্বল। অতি অলঙ্করু করে স্বাভাবিকতাকে খর্ব করার কোন চেষ্টাও এখানে চোখে পড়ে না। অনাড়ম্বর অথচ সৌন্দর্যমন্ডিত এরূপ মসজিদ ইসলামের অনাবিল স্থাপত্যকীর্তির পরিচায়ক। সাধারণভাবে ভাবতে গেলে মসজিদটিকে আপন স্থাপত্যকর্মে অপূর্ব মহিমময় মনে হবে।

মসজিদের সামনের সাহানটিকে চোখে আটকায় না-এমন লাল রঙে রঙিন করা হয়েছে, যাতে সকাল বিকালের রোদ অপরূপ দৃশ্যের অবতারণা করে। সাহানের ডানে ও বাঁয়ে মহিলা মুসল্লীদের জন্যে সুপ্রশস্ত মহিলা নামায কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। সাহানের পূর্ব পার্শ্বে রয়েছে আরেক ধাপ সিঁড়ি। সিঁড়ি থেকে পূর্ব গেইটেই আরেকটি কৃত্রিম লেক, ঝরণা, ফুল আর সবুজ ঘাসে ভরা খোলা মাঠ। পূর্ব দিকের গেটটিকে রাজ.উ.ক. রোড পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এটি সম্পন্ন হলে বায়তুল মুকাররম মসজিদকে আরো নয়নাভিরাম মনে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদের উত্তর পার্শ্বেই রয়েছে দক্ষিণ পার্শ্বের ন্যায় তিনটি সিঁড়ি। সিঁড়ির পার্শ্বেই ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অফিস। মসজিদের দক্ষিণ-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব কোণে মুসল্লীদের সুবিধার জন্যে দু'টো গাড়ি পার্কিং এরিয়া। মসজিদের সাথেই রয়েছে বাংলাদেশের ইসলামী লাইব্রেরীর জগতে একটি শ্রেষ্ঠ ও সমৃদ্ধশালী লাইব্রেরী। এই লাইব্রেরীতে রয়েছে বহু মূল্যবান পাণ্ডুলিপি ও লক্ষাধিক গ্রন্থের এক অমূল্য ভান্ডার।

মসজিদের দোতলা ও তৃতীয় তলায় রয়েছে দু'টি সুবৃহৎ কক্ষ। প্রতিটিই ১১,৩৮০ বর্গফুট। চতুর্থ ও পঞ্চম তলার কক্ষগুলো একটু ভিন্ন ধরনের। এর প্রতিটিরই আয়তন ৬,৯৩৪ বর্গফুট। ষষ্ঠ তলার কক্ষের আয়তন ৭,৪৩৮ বর্গফুট।

বায়তুল মুকাররম মসজিদটি অনেকটা খানায়ে কা'বার ন্যায় বর্গাকার, মসজিদটি নির্মাণে আবহাওয়া বা ঋতু বিবর্তনের সময় জলবায়ুর প্রভাবের কথাও বিবেচনা করা হয়েছিল।

সর্ববৃহৎ মসজিদ

বায়তুল মুকাররম মসজিদ তৎকালে শুধু ঢাকা নয়, সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ছিল সর্বসৃহৎ মসজিদ। মসজিদের প্রধান অংশ নামাযখানার আয়তন ৬০,০০০ বর্গফুট। মিহরাব থেকে প্রধান মসজিদ ভবনটির উচচতা ৯৯ ফুট। মিহারাবে আল্লাহ্‌র ৯৯টি নাম উৎকীর্ণ রয়েছে। মহিলা নামায কক্ষের জন্যে আলাদা গেটের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। মূল ভবনের সামনে রয়েছে বিরাট সাহান, বড় বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে যাতে লোকের সংকুলান করা যায় সেজন্য পরিকল্পিত উপায়ে মসজিদের দক্ষিণে ও উত্তরে প্রচুর জায়গার ব্যবস্থা রয়েছে।

বায়তুল মুকাররম মসজিদ নির্মাণে আধুনিক ও মুসলিম স্থাপত্যের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। মসজিদের নক্‌সা প্রণয়ন করেন বিখ্যাত মুসলিম স্থপতি আবুল হোসেন থারিয়ানী। এর তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ছিলেন তাঁর পুত্র টি.থারিয়ানী। সি.এন্ড বি.-র সুপারিনটেন্‌ডিং ইঞ্জিনিয়ার মঈনুল ইসলাম প্রকৌশলীর পুরো দায়িত্বে থেকে মসজিদ ভবনের সঠিক নির্মাণ কাজ তত্ত্বাবধান করেন।

যে স্থানে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে, ১৯৫৯ সালে তা হুকুম দখল করা হয় এবং এতে বাংলাদেশ সরকারের ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত জনাব এম.এ.আউয়াল সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং বহু চিন্তা-ভাবনার পর প্রস্তাবিত মসজিদের মহাপরিকল্পনা তৈরী করা হয়। সাবেক ইসলামিক একাডেমী এবং বয়েজ স্কাউটস্ এসোসিয়েশন ভবন এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়। বিকল্প ব্যবস্থার মাধ্যমে এই ভবনগুলোর সংকুলানের কথা চিন্তা করা হয়েছিল।

মসজিদের স্থাপত্য কর্ম

আধুনিক স্থাপত্য শিল্পে বায়তুল মুকাররম মসজিদ একটি বিখ্যাত স্থাপত্য নিদর্শন হিসেবে ঢাকা নগরীর শোভা বর্ধন করে চলছে। বর্তমান ও অতীত শুধুই নয়, ভবিষ্যতেও এর স্থাপত্য নিদর্শন আপন মহিমায় সমুজ্জল হয়ে থাকবে। আধুনিক ঢাকার এটি একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন। মসজিদ নগরী ঢাকা- তার বুকে দেশের সবচেয়ে বৃহত্তম স্থাপত্য কর্ম এবং জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে যুগ যুগ ধরে মুসলমানদের হৃদয়ে আনন্দের উৎস হয়ে থাকবে। এই মসজিদকে কেন্দ্র করে দেশের অন্যত্রও এরূপ পবিত্র প্রাসাদ গড়ে উঠবে।

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদের যে কোন প্রান্ত থেকে মূল ভবনের দিকে তাকালে ভবনের নয়নাভিরাম দৃশ্য সবারই মন কেড়ে নেবে। নগরীর প্রাণকেন্দ্র আর বাণিজ্যিক এলাকার কেন্দ্র বিন্দুতে এর অবস্থানের দরুন এই স্থাপত্য কর্মের মর্যাদা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

বায়তুল মুকাররম মসজিদ আজ যে স্থানে দাঁড়িয়ে আছে তা আমাদের সুদূর অতীতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

নবাবপুর রোড বা গুলিস্তানের দিক থেকে এলেই দেখা যাবে বায়তুল মুকাররম এক অপূর্ব গাম্ভীর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এর নির্মাণ কৌশল বিশেষ বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। ফোয়ারার পানি নীল আকশের রং ধারণ করে আবেগময় প্রতীকের সৃষ্টি করেছে। লেকের দু' পাশেই সবুজ ঘাসের গালিচা আর বিভিন্ন রঙ-বেরঙের থোকা থোকা ফুল আল্লাহর সৃষ্টির মহিমাকে স্মরু করিয়ে দিচেছ। মসজিদে প্রথম পা দিতেই সুউচচ সিঁড়ি আর তিনটি কৌণিক খিলানে সাজানো মসজিদের মূল প্রবেশদ্বার নজরে পড়বে। সামনের ঘড়ি আপনাকে প্রতি মুহূর্তেই স্মরণ করিয়ে দিচেছ নামাযের ওয়াক্ত। শবে বরাত আর শবে কদর প্রভৃতি উপলক্ষে মসজিদটি মুসল্লীতে ভরে যায়। মসজিদে ঢুকলেই চোখে পড়বে প্রধান নামায কক্ষ। ডান পার্শ্বে ওযুখানা, উত্তর পার্শ্বে এরূপ সুরম্য একটি ওযুখানা রয়েছে। ওযু সমাপনে যাতে একটুও অসুবিধা না হয়, সেজন্যে ওযুখানা নির্মাণে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে। মসজিদ সব সময়ই লোক লোকারণ্য হয়ে থাকে। কেউ আসছে দূর-দূরান্ত থেকে নামায পড়তে আর কেউ আসছে বায়তুল মুকাররম মসজিদটিকে এক নজর দেখতে।

মসজিদের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলা

প্রথম তলার আয়তন ২৬,৫১৭ বর্গফুট, মেজেনাইনে ফ্লোর ১,৮৪০ বর্গফুট, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তলার প্রতিটি কক্ষের আয়তন ১১,৩৮০ বর্গফুট।

চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম তলা

চতুর্থ ও পঞ্চম তলার প্রতিটির আয়তন ৬,৯৪৩ বর্গফুট। ষষ্ঠ তলার আয়তন ৭,৪৩৮ বর্গফুট। সপ্তম ও অষ্টম তলার আয়তন যথাক্রমে ৬,৯২৫ এবং ৭,৪৩৮ বর্গফুট।

লাইব্রেরী ও পাবলিক হল

মসজিদের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দোতালায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিরাট লাইব্রেরী। এটি মসজিদের মূল ভবন। লাইব্রেরী ভবনের মোট আয়তন ২,০৯২ বর্গফুট। পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে লাইব্রেরীর দিকে ঢোকার প্রশস্ত পথ। এর আয়তন ১,৩৮১ বর্গফুট। মূল লাইব্রেরীর ওপরের তলায় রয়েছে লাইব্রেরীর আরো একটি অংশ আর আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন একটি সভাকক্ষ। ওযুখানার পূর্ব পার্শ্বে রয়েছে ইমাম সাহেবদের বাসগৃহ।

মহিলা নামায কক্ষ

দক্ষিণ পার্শ্বের মহিলা নামায কক্ষের আয়তন ৩,৩৩৩ বর্গফুট এবং উত্তর অংশের মহিলা নামায কক্ষের আয়তন ৩,০৪৯ বর্গফুট। এর সঙ্গে একটি মহিলা পাঠাগারও রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

শপিং সেন্টার

শপিং সেন্টারের আয়তন মোট ৩৭.২৩৭ বর্গফুট।

গোডাউন

মসজিদের নীচের তলায় মোট ১৮টি গোডাউন ছিল। সম্প্রতি উক্ত গোডাউনগুলির স্থলে নতুন করে দোকান নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সিদ্ধান্ত মোতাবেক দোকান নির্মাণের কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে রয়েছে।

মিলনায়তন

ফাউন্ডেশনের পরিচালনাধীনে আধুনিক মিলনায়তনের মোট আয়তন ৩.৩০৮ বর্গফুট, মিলনায়তনের মোট সিট সংখ্যা ২৫০।

করিডোর

সাহানের পূর্ব প্রান্তের করিডোরের মোট আয়তন (১৮৫ X ১৮)- ৩,৩৩০ বর্গফুট।

দোকান

মসজিদের নীচের তলায় নতুন ও পুরাতন মিলে মোট ৪৭৬টি দোকান রয়েছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফিস

ফাউন্ডেশনের পূর্ব ব্লকের মোট আয়তন ৮,২৫৩ বর্গফুট, মধ্য ব্লকের মোট আয়তন ২,৮৮৮ বর্গফুট।

পার্কিং

দক্ষিণ দিকের পার্কিং-এর মোট আয়তন ২,০০০ বর্গফুট। পূর্ব দিকের পার্কিং-এর মোট আয়তন ১৮.০৮৮ বর্গফুট। বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন। সরকারী বেতন স্কেল, পদমর্যাদা, পদবিন্যাস ইত্যাদি মসজিদের খিদমতে নিয়োজিত আছেন ঃ ১) খতিব ১ জন, ২) ইমাম ৩ জন, ৩) মুয়াযযিন ২ জন, ৪) খাদেম ২০ জন, ৫) মাইক অপারেটর ১ জন, ৬) গার্ড ৫ জন এবং ৭) সার্বিক তত্ত্বাবধানে রয়েছেন একজন কর্মকর্তা।

বায়তুল মুকাররম মসজিদ বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ। এই মসজিদের কর্মতৎপরতার পরিধিও বেশ বড়। প্রাত্যহিক ও শুক্রবারের জুম'আর নামায ছাড়াও অন্যান্য ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান এই মসজিদে হয়ে থাকে। ওয়াজ মাহফিল, যিকির-এর মাহফিল, দেশী-বিদেশী আলিমদের সমাবেশ, মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দের সমাবেশও এ মসজিদে হয়ে থাকে।

ইসলামী উৎসবসমূহ যেমন ঈদ, শবে বরাত, শবে কদর, শবে মি'রাজ উদ্‌যাপন ইত্যাদিকে সার্থক ও সফল করে তুলে বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিকে জাগ্রত রাখার ব্যাপারে বায়তুল মুকাররম মসজিদ বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকে।

মুফতী আমিমুল এহসান (রহঃ) মুফতী আবদুল মুইজ (রহঃ) ও মাওলানা ওবায়দুল হক সাহেবের ন্যায় বিশিষ্ট আলিম এই মসজিদের খতিবের মত গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব পালন করে জাতির খিদমত করে গেছেন ও করছেন। [১৫]

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামিক একাডেমী

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামী জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনা এবং ইসলামী সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে ঢাকার কতিপয় ইসলামী চিন্তাবিদ ও উৎসাহী বুদ্ধিজীবি ১৯৫৯ সালে ঢাকায় দারুল উলুম (ইসলামিক একাডেমী) প্রতিষ্ঠা করেন। এই দারুল উলুম (ইসলামিক একাডেমী) ১৯৫৯ সালের ১২ ই আগষ্টে চট্টগ্রাম জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর সাথে ১৮৬০ সালের সোসাইটিজ রেজিষ্ট্রেশন এ্যাক্ট-২১ অনুসারে রেজিষ্টি করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর বিচারপতি হামুদুর রহমান এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও ঢাকাস্থ ফ্রাঙ্কলীন পাবলিকেশন্স এর ডিরেক্টর জনাব এ. টি. এম. আবদুল মতিন অবৈতনিক পরিচালক নির্বাচিত হন। ঢাকার বর্তমান বয়েজ স্কাউট ভবনের উপর তলায় এর কার্যালয় স্থাপন করা হয়।[১৬]

১৯৬০ সালের মার্চ মাসে তৎকালীন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে করাচীতে কেন্দ্রীয় ইসলামিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। [Govt.of Pakistan Notification No.F 15-1/59-E IV dated Rawal Pindi, March 10, 1960] করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ডঃ ইশতিয়াক হোসেন কোরেশী এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম পরিচালক নিযুক্ত হন।

এই সময় তদানীন্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব হাবিবুর রহমানের উদ্যোগে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ জনাব আবুল হাশিমের সাথে রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মরহুম মোহাম্মদ আইয়ুব খানের এক সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়। এই সাক্ষাৎকারের সময় গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় আলোচনা প্রসঙ্গে করাচীতে নব প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ইসলামিক গবেষণা ইনস্টিটিউট এর অনুরূপ ঢাকায় একটি ইনস্টিটিউট স্থাপনের অপরিহার্যতা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা হয়। এই আলোচনার ফলশ্রুতিস্বরূপ কেন্দ্রীয় ইসলামিক ইনস্টিটিউট এর পরিচালক ডঃ আই এইচ কোরেশী ঢাকায় আগমন করেন এবং দারুল উলুম (ইসলামিক একাডেমী) এর চেয়ারম্যান বিচারপতি হামুদুর রহমান, জনাব আবুল হাশিম ও জনাব এ. টি. এম. মতিনের সাথে সাক্ষাৎ করে দারুল উলুম (ইসলামিক একাডেমী) কে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় ইসলামিক গবেষণা ইনস্টিটিউট এর শাখারূপে স্বীকৃতি দানের প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব মুতাবিক দারুল উলুমের (ইসলামিক একাডেমী) অবৈতনিক পরিচালক ১৮ই জুলাই ১৯৬০ দারুল উলুমকে কেন্দ্রীয় গবেষণা ইনস্টিটিউটের শাখারূপে স্বীকৃতি দানের জন্যে একটি পত্র পাঠান। ১৯৬০ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ইসলামী গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যকরী পরিষদের দ্বিতীয় সভায় এই প্রস্তাব আলোচিত ও অনুমোদিত হয়। ডঃ আই এইচ কোরেশী ঢাকার চেয়ারম্যান বিচারপতি হামুদুর রহমানকে পত্রযোগে এই অনুমোদনের কথা অবহিত করেন। [পত্র নং F. 19-1/60-CHR dated Nov. 8, 1960] কেন্দ্রীয় ইসলামী গবেষণা কর্তৃক স্বীকৃতি দানের প্রক্কালে সাবেক গঠনতন্ত্রের আমুল সংশোধন করা হয়। সংশোধিত গঠনতন্ত্রে ঢাকা দারুল উলুম (ইসলামিক একাডেমী) এই নাম পরিবর্তন করে 'ইসালামিক একাডেমী, ঢাকা' এই নামকরণ করা হয় এবং ইসলামিক একাডেমী ঢাকাকে একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানরূপে ঘোষণা করা হয়। একাডেমীর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বোর্ড অব গভর্ণরস গঠনের বিধান দেয়া হয়। এ বিধান অনুযায়ী স্থির হয় যে ইসলামিক একাডেমী -ঢাকার চেয়ারম্যান কেন্দ্রীয় ইসলামী গবেষণা ইনস্টিটিউট ও ইসলামিক একাডেমী-ঢাকার ডিরেক্টরদ্বয়, ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরদ্বয়, একাডেমীর পৃষ্ঠপোষক তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর কর্তৃক মনোনীত একজন শিক্ষাবিদ ও একজন ধর্মবেত্তা এবং একাডেমীর সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত তিনজন সদস্যের সমবায়ে বোর্ড অব গর্ভণরস গঠিত হবে। বছরে দুবার বোর্ড অব গভর্ণরসের সভা অনুষ্ঠিত হবে। অন্তর্বর্তীকালীন কার্য- নির্বাহের জন্য একাডেমীর চেয়ারম্যান, পরিচালক এবং বোর্ড অব গভর্ণরস কর্তৃক নির্বাচিত তিনজন সদস্যের সমন্বয়ে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট কর্ম-পরিষদ

গঠিত হবে। সাবেক দারুল উলুম (ইসলামিক একাডেমী) এর চেয়ারম্যান ইসলামিক একাডেমী, ঢাকা-এর চেয়ারম্যান পদে বহাল থাকবেন এবং প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান স্বয়ং প্রথম পরিচালক নিয়োগ করবেন। সংশোধিত গঠনতন্ত্র অবিলম্বে কার্যকরী হয় এবং গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সাবেক দারুল উলুম (ইসলামিক একাডেমী) এর চেয়ারম্যান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস চ্যান্সেলর বিচারপতি হামুদুর রহমান ইসলামিক একাডেমী ঢাকা -এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। অতঃপর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ৮/১১/১৯৬০ ইং তারিখে জনাব আবুল হাশিমকে একাডেমীর প্রথম ডিরেক্টর নিযুক্ত করেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক গভর্ণর লেঃ জেনারেল আজম খান শিক্ষাবিদ হিসেবে প্রাদেশিক শিক্ষা পরিচালক জনাব শামসুল হক ও ধর্মবেত্তা হিসেবে ডঃ সানাউল্লাহ ব্যারিষ্টার এট-ল-কে বোর্ড অব গভর্ণরস এর সদস্য হিসেবে মনোনীত করেন। এরপর সাবেক দারুল উলুম এর (ইসলামিক একাডেমী) যে সব সদস্যের সদস্য পদ নয়াব্যবস্থা কার্যকরী করার দিন পর্যন্ত বহাল ছিল তাঁরা এক সভায় মিলিত হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ভাষা ও ইসলামী শিক্ষা বিষয়ের অধ্যক্ষ ডঃ সিরাজুল হক, অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ ও জনাব এ. টি. এম আবদুল মতিনকে বোর্ড অব গভর্ণরস এর সদস্য নির্বাচিত করেন। ফলে নিম্নে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ বোর্ড অব গভর্ণরস গঠিত হয়।[১৭]

১. বিচারপতি হামুদুর রহমান
২. ডঃ ইশতিয়াক হোসেন কোরেশী
৩. ডঃ মাহমুদ হোসেন
৪. ডঃ মমতাজ উদ্দিন
৫. ডঃ সিরাজুল হক
৬. অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ
৭. জনাব এ. টি. এম আবদুল মতীন
৮. জনাব শামসুল হক
৯. বারিষ্টার জনাব সানাউল্লাহ এবং
১০. জনাব আবুল হাশিম।

জনাব আবুল হাশিম ২৮/১১/৬০ ইং তারিখে একাডেমীর কার্যভার গ্রহণ করেন এবং সাবেক দারুল উলুম থেকে যে সম্পদ বুঝে নেন, তার মধ্যে ছিল নগদ তহবিল ৯৫৬.৩১, সাতশত টাকার মাসিক ভাড়ার চারটি প্রশস্ত কামরা, সাড়ে সাতশত পুস্তকের একটি লাইব্রেরী, একান্নখানা চেয়ার, দুইটি আলমারী, একটি শেল্ফ ও একটি র‍্যাক, একটি মাত্র মৌলিক গ্রন্থ (অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম) একটি বিদেশী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ ও সহযোগিতায় প্রকাশিত তিন-চারখানা অনুবাদ পুস্তক ও আল্লামা নদভীর রহমতে আলম পুস্তকের একটি অনূদিত পান্ডুলিপি। এ সময় অফিসের কর্মচারী ছিলেন একজন পিওনসহ মাত্র তিনজন। তাদেরকে নিয়ে নব-নিযুক্ত পরিচালক জনাব আবুল হাশিম কাজ শুরু করেন এবং ঢাকার ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী ছাত্র ও তরুনদের প্রতি একাডেমীর কাজে সাহায্য করার আহবান জানান। তাঁর এ আহবানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উৎসাহী কর্মী ও তরুনদের মধ্যে বেশ আগ্রহের সৃষ্টি হয়। সরকারী মহল থেকে প্রথম সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেন জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরো। তাঁরা চারটি সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠানের জন্য আটশত টাকা সাহায্য প্রদান করেন। কেন্দ্রীয় সরকার ঐ আর্থিক সালের অবশিষ্টাংশের খরচ মেটানোর জন্য পঁচিশ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। এই সাহায্য একাডেমীতে এসে পৌঁছে ১৯৬১ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী।

জনাব আবুল হাশিমের আহবানে ঢাকার বুদ্ধিজীবি মহলও সাড়া দেন। ১৩ই জানুয়ারী, ১৯৬১, একাডেমী মিলনায়তনে আয়োজিত এক চা- চক্রে ঢাকার সুধী, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদদের সাদর আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ অনুষ্ঠানে যাঁরা যোগদান করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মরহুম ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের তৎকালীন

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যক্ষ ডঃ সাজ্জাদ হোসায়েন, অর্থনৈতিক বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ মীর্জা নুরুল হুদা, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ হাবিবুল্লাহ, বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ জনাব আবদুল হাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর নাট্যকার জনাব নূরুল মোমেন, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক জনাব আহমদ শরীফ, আনিসুজ্জামান, ডঃ সিরাজুল হক, কবি আবদুল কাদির, জনাব আবদুল মওদুদ প্রমুখ। তাঁরা একাডেমীর ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ও পরিকল্পনা সম্পর্কে গভীর আগ্রহের সাথে আলোচনা করেন ও তাঁদেরই পরামর্শক্রমে ইসলামিক একাডেমীর মুখপত্র হিসাবে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং এর নামকরণ করা হয় 'ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা'।

এই নয়া কর্মসূচীর মধ্যে ছিল অব্যাহতভাবে সাপ্তাহিক মাহফিল, পাক্ষিক যুব সেমিনার ও বড় আকারের মাসিক সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠান এই কর্মসূচীর অধীনে ২৬ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১ কার্জন হলে প্রথম সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা হয়। এই আলোচনা সভায় ডক্টর সাজ্জাদ হোসায়েন ও ঢাকা বিশ্ববিধ্যালয়ের আরবী ও ইসলামী বিষয়ের রীডার ডঃ ফাতেমা সাদেক 'Islamic way of life in modern world' (আধুনিক বিশ্বে ইসলামী জীবন পদ্ধতি) বিষয়ের উপর দুটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলর ডঃ মাহমুদ হোসেন, ডঃ আন্দালব সাদানী, ডঃ সিরাজুল হক, অধ্যাপক হাসান জামান, ও অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী। এ অনুষ্ঠানে বৈদেশিক দূতাবাসের সদস্যসহ সরকারী ও বেসরকারী মহলের প্রায় পাঁচশত সূধী শ্রোতা যোগদান করেন। এই অনুষ্ঠান ঢাকার বুদ্ধিজীবি মহলে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং পক্ষাধিককাল পর্যন্ত ঢাকার বিভিন্ন প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রে এ সম্পর্কে আলোচনা অব্যাহত থাকে।

ইসলামিক একাডেমীর নয়া গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নবগঠিত বোর্ড অব গভর্ণরসের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ২৯ শে এপ্রিল, ১৯৬১ সালে। একাডেমীর পৃষ্ঠপোষক সাবেক পাকিস্তানের তদানীন্তন লেঃ জেঃ আজম খান আনুষ্ঠানিকভাবে এ সভা উদ্বোধন করেন। সভায় ডঃ মাহমুদ হোসেন, ডঃ সিরাজুল হকও জনাব শামসুল হক-কে একাডেমীর কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচন করা হয়।

উপরিউক্ত সাংগঠনিক বিবর্তনাদি সত্বেও ইসলামিক একাডেমীর কর্মসূচী বাস্তবায়নে বিশেষ অগ্রসর হতে পারেনি। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের খুবই অপ্রতুল অনুদান হতে কোন ক্রমে একাডেমীর ব্যয় নির্বাহ হত। পুস্তক বিক্রয় ইত্যাদি সূত্রে অর্জিত একাডেমীর নিজস্ব আয় ছিল অকিঞ্চিৎ কর। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণা এবং সভা সেমিনার, গ্রন্থ সাময়িকীর মাধ্যমে গবেষণা প্রসূত তত্ত্ব ও তথ্যের প্রচার ছিল মূলত ইসলামিক একাডেমীর কর্মসূচী। ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত একাডেমীর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের মধ্যে ছিল ঃ কুরআনুল করীম শিরোনামে প্রকাশিত কুরআনের একটি প্রামানিক এবং প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদ দি ক্রিড অব ইসলাম ইত্যাদি কয়েকখানি ইসলামী গ্রন্থ প্রকাশ, ত্রৈমাসিক ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা ও সবুজ পাতা নামক একটি শিশু-কিশোর মাসিক পত্রিকা প্রকাশনা ও আরবী শিক্ষার একটি কোর্স পরিচালনা। এতদ্ভিন্ন একাডেমী বিভিন্ন উপলক্ষে ও বিষয়ে সেমিনার এবং আলোচনা সভার আয়োজন করত।

অপরপক্ষে বায়তুল মুকাররম সোসাইটিও এর কর্মসূচী বাস্তবায়নে তেমন অগ্রগতি লাভ করতে সমর্থ হয়নি। মসজিদ ভবন এবং বিপনি কেন্দ্র উভয়ের নির্মাণকাজ অসমাপ্ত থাকে। গবেষণা, সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টা, প্রশিক্ষণ, গ্রন্থাগার স্থাপন ইত্যাদিতে সোসাইটি মোটেই অগ্রসর হতে পারেনি। ১৯৭০-৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রামের দুর্যোগপূর্ণ দিনগুলিতে সোসাইটির কর্মকর্তাগণ স্থানচ্যুত হলেন। বিপনীকেন্দ্রে বহু দোকান পরিত্যক্ত হয় এবং বহু ক্ষেত্রে সেইগুলি অনধিকার প্রবেশকারীদের কবলে পড়লে অতপর সোসাইটির কার্যনির্বাহক কমিটি পূণর্গঠিত হয়। কিন্তু সুষ্ঠুভাবে পরিত্যক্ত দোকানগুলির পত্তন হতে পারল না। বরং এতে নানা

Dhaka University Institutional Repository

বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। ফলে বিপনীকেন্দ্রের আয় কমে গেল। সুতরাং বায়তুল মুকাররম মসজিদ পরিচালনের মধ্যেই সোসাইটির কর্ম প্রায় সীমাবদ্ধ থাকে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৫ সালের ২৮ মার্চ বায়তুল মুকাররম সোসাইটি এবং ইসলামিক একাডেমী এই দুই সংগঠনের স্বতন্ত্র সত্ত্বা বিলুপ্ত করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ নামে একটি নতুন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করে। প্রথমে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সরকারের ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল। ১৯৭৯ সালে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইহার অধীনে আসে এবং বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ইহা একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার রূপ লাভ করে।[১৮] এর পরিচালনার ভার একটি শক্তিশালী বোর্ড অব গভর্ণরস এর উপর ন্যস্ত হয়। সরকার ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক এবং সচিব নিযুক্ত করার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ ঃ

ক. মসজিদ, ইসলামিক সেন্টার, একাডেমী ও ইনস্টিটিউট স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা ;

খ. মসজিদ, ইসলামিক সেন্টার, একাডেমী ও ইনস্টিটিউট সমূহে আর্থিক সহায়তা প্রদান গ. সংস্কৃতি, মনন, বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান সম্পর্কে গবেষণার ব্যবস্থা করা ;

ঘ. সার্বজনিন ভ্রাতৃত্ব, সহনশীলতা ও ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে ইসলামের মৌলিক আদর্শের প্রচার এবং প্রসারে সহায়তা করা ;

ঙ. ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন-বিজ্ঞান অধ্যয়ন ও গবেষণা সংগঠন এবং তার মানোন্নয়ন করা;

চ. ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও আইন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে পুস্তক, সাময়িকী ইত্যাদি প্রকাশ করা,

ছ. ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও আইন-বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়ে সম্মেলন, বক্তৃতা, বিতর্ক ও সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা;

জ. ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর অসাধারণ অবদানের জন্য পুরস্কার ও পদক প্রর্বতন করা;

ঝ. ইসলামী বিষয়ের উপর গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদান করা;

ঞ. বায়তুল মুকাররম মসজিদসহ আওতাধীন অন্যান্য মসজিদের ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়ন সাধন করা;

ট. উল্লিখিত কর্মসূচীগুলো বা এ সবের সাথে সম্পৃক্ত যে কোন কাজের জন্য সহায়তা প্রদান বা সম্পাদন করা এবং এ উদ্দেশ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা। [১৯]

ব্যবস্থাপনা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ অ্যাক্ট অনুযায়ী এটি একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। ফাউন্ডশনের সার্বিক নীত-নির্ধারণ, নির্দেশনা প্রদান, কার্যক্রম গ্রহণ, তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণের জন্য মাননীয় সংসদ সদস্য, শিক্ষাবিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ ও সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের

Dhaka University Institutional Repository

সমন্বয়ে একটি বোর্ড অব গভর্ণরস রয়েছে, ১৭ সদস্য বিশিষ্ট উক্ত বোর্ডে ৩ ধরনের সদস্য রয়েছেনঃ পদাধিকার বলে সদস্য, মনোনীত সদস্য ও নির্বাচিত সদস্য। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর সম্মানিত মহাপরিচালক পদাধিকারবলে বোর্ডের যথাক্রমে চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান ও সদস্য সচিব।[২০]

১৯৮৩ সালের সংশোধিত অধ্যাদেশে (Ordiance No.LXVII of 1983, Notification in Bangladesh Gazatte dated 19th Dec.1983 ; ধর্ম/ Ex 9-7/85/347 ইসলামিক ফাউন্ডেশন [অ্যাক্ট নং ১৭, ১৯৭৫-এর চতুর্থ সংশোধন অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (অধ্যাদেশ নং-২২, ১৯৮৫) এর ধারাতে] বিঘোষিত বোর্ড অব গভর্ণরস নিম্নরূপঃ[২১]

১.	চেয়ারম্যান	ঃ পদাধিকারেঃ	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী
২.	ভাইস চেয়ারম্যান	ঃ ,,	ঃ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত সচিব
৩.	সদস্য	ঃ ,,	ঃ সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
৪.	সদস্য	ঃ ,,	ঃ চেয়ারম্যান, আরবী এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ঢা.বি.
৫.	সদস্য	ঃ ,,	ঃ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা এডুকেশন বোর্ড,
৬.	সদস্য	ঃ ,,	ঃ চেয়ারম্যান,বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
৭.	সদস্য	ঃ ,,	ঃ ভাইস চ্যান্সেলর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
(৮-১০)	নির্বাচিত সদস্য তিনজন		ঃ ফাউন্ডেশনের সদস্যগণের মধ্য হইতে তাঁহাদের দ্বারা নির্বাচিত;
(১১-১৫)	মনোনীত সদস্য পাঁচজন		ঃ প্রখ্যাত মুসলিম পন্ডিত এবং ধর্ম বেত্তাগণের মধ্য হইতে পাঁচজন সরকার কর্তৃক মনোনীত;
(১৬-১৭)	মনোনীত সদস্য দুইজন		ঃ পার্লামেন্টের সদস্যগণের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত;
১৮.	সদস্য সচিব	ঃ পদাধিকারে	ঃ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ।

সাংগঠনিক কাঠামো

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর প্রধান নির্বাহী হলেন মহাপরিচালক। তিনি সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তিনি ফাউন্ডেশনের নির্বাহী প্রধান। বোর্ড অব গভর্নরসের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত থাকে। কার্য সম্পাদনে তাঁকে সহযোগিতা করার জন্য ১ জন সচিব, ১৪ জন পরিচালক ১ জন প্রকল্প পরিচালক ও ১ জন প্রকল্প ব্যবস্থাপক (প্রেস) রয়েছেন। তাঁরা প্রত্যেকে এক একটি বিভাগের প্রধান। বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে জনবল প্রায় ১৬শ।[২২]

তহবিলের উৎস

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর তহবিল নিম্নোক্ত উৎসসমূহ থেকে আহরিত হয়ে থাকে-

ক. বাংলাদেশ সরকারের নিকট থেকে প্রাপ্ত অনুদান ;
খ. বাংলাদেশে সংগৃহীত ঋণ;
গ. সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে বিদেশী সরকার ও সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সাহায্য এবং অনুদান ;
ঘ. সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রকল্প বরাদ্দের খাতে প্রাপ্ত অর্থ;
ঙ. বিনিয়োগ আয়, রয়্যালটি ও ফাউন্ডেশনের নিজস্ব সম্পদ হতে প্রাপ্ত আয়; এবং
চ. দান বা অন্যান্য সূত্র হতে প্রাপ্ত আয়।[২৩]

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামিক একাডেমী এবং বায়তুল মুকাররম সোসাইটি প্রায় একই সময়ে মূলতঃ অভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল। নতুন প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ফাউন্ডেশন সেই কর্মসূচীকে সমন্বিত ও সম্প্রসারিত করে।

উপরিউক্ত অধ্যাদেশ বলে বায়তুল মুকাররম সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বিপনীকেন্দ্রের আয় ইসলামিক ফাউন্ডেশনে হস্তগত হয়। বিলি বন্টনের মধ্যে ত্রুটি এবং তজ্জন্য মামলা মোকদ্দমা সৃষ্টি এবং দোকান ভাড়ার হার খুবই নিম্ন হওয়ার দরুন ফাউন্ডেশন ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্থ হলেও এই আয় এবং সরকারের অনুদান ছিল উল্লেখযোগ্য । কুরআন মঞ্জিল নামক একটি মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, যাহা পরিত্যক্ত সম্পত্তিরূপে সরকারের কর্তৃত্বাধীন ছিল, তাহা ফাউন্ডেশনকে প্রদান করা হয়। সুতরাং ফাউন্ডেশন সবল অথচ ধীর পদক্ষেপে এর কর্মসূচী বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হয়।

১৯৭৮ সালে ফাউন্ডেশন মুসলিম বিশ্বের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'Human and Natural Resources in the Islamic countries' শিরোনামে ও. আই. সি. (Organisation of Islamic Conference) এর উদ্যোগে সেই সেমিনার (২০-২২ মার্চ, ১৯৭৮ খৃ.) ঢাকার পুরাতন বিধান সভার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এর সাংগঠনিক দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপর। বাংলাদেশ ছাড়া ১৫টি মুসলিম দেশ হতে আগত প্রতিনিধিগণ এই সেমিনারে যোগদান করেন। ও, আই, সি যুক্তরাজ্যের ইসলামিক ফাউন্ডেশন এবং ইউনেস্কো প্রতিনিধি প্রেরণ করে। সেমিনারের ভাষা ছিল আরবী, ইংরেজীও ফারসী এবং এই সেমিনারেই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম যুগপৎ তরজমার ব্যবস্থা হয়েছিল। ঢাকায় ইহাই ছিল এ ধরনের সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক সেমিনার।[২৪] তৎকালীন মহাপরিচালক (আ.ফ.ম. আব্দুল হক ফরিদী ; কার্যকাল ১৬-১০-৭৭ হইতে ২৩-৭-৭৯) - এর দক্ষ নেতৃত্বে এই সেমিনার সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় ।

১৯৭৯-৮০ অর্থ বছর হতে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অগ্রযাত্রার উল্লেখ্যযোগ্য গতি সঞ্চারিত হয় । এই সময় হতে সরকার ফাউন্ডেশনের প্রতি অধিকতর সক্রিয় মনোযোগ প্রদান করেন এবং উদ্যমশীল ইসলামভুক্ত কর্মী জনাব আবু জাফর মুহাম্মদ শামসুল আলমকে (কার্যকাল ২৪ জুলাই, ১৯৭৯ হতে ৩০ জুলাই, ১৯৮২ খৃ:) ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক নিযুক্ত করেন । তাঁর অদম্য উৎসাহ ও কর্মদক্ষতায় ফাউন্ডেশনের পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রমে অভূতপূর্ব সম্প্রসারু এবং সাফল্য লাভ ঘটে ও ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগারের বিস্তর উন্নতি সাধিত হয়। অসম্পূর্ণ বায়তুল মুকাররম মসজিদ ভবনের সমাপ্তি এবং মসজিদ অংগনের শোভা বর্ধনমূলক কাজের নীল নক্‌শা তৈরী হয় ।

তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ও রাষ্ট্রপ্রধান লেঃ জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ রূপে ঘোষণা করেন।[২৫] মসজিদ ভবনের অসমাপ্ত অংশ নির্মাণের এবং মসজিদের শোভা বর্ধনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন. ১৯৮৩ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলন উপলক্ষে বায়তুল মুকাররম মসজিদের উত্তর দিকের সম্প্রসারণ-এর কাজ এবং দক্ষিণ ও পূর্ব দিকের ফোয়ারা, বাগানসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন করা হয় । ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক এ.জেড. এম শামসুল আলমের নিরলস প্রচেষ্টায় উপরিউক্ত কাজগুলোর নীল-নক্‌শা নতুন সূত্রে তৈরী করা হয় এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত মহাপরিচালক জনাব এ.এফ.এম. ইয়াহিয়ার নেতৃত্বে মসজিদের উত্তর প্রান্তের অসমাপ্ত কাজ, শোভা বর্ধনের জন্য ফোয়ারাসহ উদ্যান রচনা ও কারুকার্য মন্ডিত পাঁচিল নির্মাণ সমাপ্ত হয়। সরকারের গণপূর্ত বিভাগ অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে বায়তুল মুকাররম কমপ্লেক্সের যাবতীয় নির্মাণ কাজের দায়িত্ব পালন করে। মিনার ও পূর্ব দিকের ডি, আই, টি সড়কের সাথে সংযোগ রাস্তা নির্মাণ, সাহানশীতল পাথরে

Dhaka University Institutional Repository

মন্ডিত ও লিফট সংস্থাপনসহ আরো কিছু কাজ এখনও বাকী রয়েছে। তৎকালীন মহাপরিচালক জনাব এম, এ সোবহান এসব কাজ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। বায়তুল মুকাররম মসজিদের সুবিধাদি বৃদ্ধিকরনের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প জুলাই ১৯৯৯ থেকে জুন ২০০১ ইং মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয়েছে। মোট প্রকল্প ব্যয় ধরা হয়েছে ১৪৮২.৬৫ লক্ষ টাকা। এই প্রকল্পের আওতায় ৩০০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট ৩০ হাজার বর্গফুট আয়তনের একটি মিনার নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া সাহান শীতলীকরণ,সিড়িসংস্কার, ফোয়ারা, ওযুখানা, টয়লেট স্থানান্তর ও নির্মাণ সম্পন্ন করা হবে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে বায়তুল মুকাররম মসজিদের মূল নকশা মোতাবেক অসম্পন্ন কাজ শেষ হবে। প্রকল্পের ব্যয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের নিজস্ব তহবিল থেকে মেটানো হবে।[২৬]

ফাউন্ডেশনের নিজস্ব ছাপাখানার উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ হয়। ভূতপূর্ব মহাপরিচালক জনাব আ.ফ.ম. আব্দুল হক ফরিদী কর্তৃক আরবী বাংলায় সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ সংকলনের কাজ এই আমলে গতিশীল এবং সমাপ্ত হয়। শামসুল আলম সাহেবের উদ্যোগে ফাউন্ডেশন কয়েকটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করে। যথা (১) ফাউন্ডেশনের শাখা রূপে ঢাকায় এবং ঢাকার বাইরে, প্রথমে বিভাগীয় সদরে ও পরে জিলা সদরে ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন; (২) ইমাম প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারু, যাতে মসজিদের ইমামগণ ইমামতি ছাড়াও ইসলামী আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব এবং উন্নয়নকর্মে সক্রিয় সহায়তা দান করতে পারেন; (৩) মসজিদ পাঠাগার স্থাপন এবং মসজিদভিত্তিক সামাজকল্যাণ কার্যক্রম গ্রহণ; (৪) বাংলায় একটি বৃহৎ ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন; এবং (৫) কুরআনের একটি বৃহৎ তাফসীর সংকলনের কাজের সূচনাও হয় এই আমলে। তখন হতে ফাউন্ডেশনে ব্যাপক কর্মচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং দেশ-বিদেশের 'উলামা' ও বিজ্ঞজনের দৃষ্টি প্রতিষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত দেশের শিক্ষিত সমাজ এবং বুদ্ধিজীবীগণের দৃষ্টিতেও ফাউন্ডেশনের মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। শামসুল আলম সাহেবের পরবর্তী মহাপরিচালক জনাব আবুল ফায়েদ মুহাম্মদ ইয়াহিয়া (কার্যকাল ৩১ জুলাই, ১৯৮২ হতে ১২ এপ্রিল, ১৯৮৪ খৃ:) যোগ্যতা এবং কর্মকুশলতার সাথে ফাউন্ডেশনের কর্মসূচী বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি কয়েকটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করেন, যথা ঃ ইসলামী মিশন প্রকল্প, মক্তব শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ, সীরাতুন্নবী পক্ষ উদ্‌যাপন। ইহা ছাড়া তিনি কয়েকটি সম্পাদনা বোর্ড গঠন করে জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রণয়নের দায়িত্ব তাঁদের উপর ন্যস্ত করেন। তাঁর গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গবেষণামূলক প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে আল-কুরআনে অর্থনীতি, আল-কুরআনে বিজ্ঞান, ইসলাম ও মুসলিম-উম্মাহর ইতিহাস, বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান, মুসলিম বাংলার উৎপত্তি ও বিকাশ। ইয়াহিয়া সাহেবের পরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এম.এ. সোবাহানকে ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক নিযুক্ত করেন (১২ এপ্রিল, ১৯৮৪ খৃ:)। তিনিও অত্যন্ত যোগ্যতা, সতর্কতা ও স্থির পদক্ষেপ ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তিনি ফাউন্ডেশনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং আর্থিক শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সাধন করেন। তিনি ফাউন্ডেশনের শত শত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কল্যাণের উদ্দেশ্যে স্কীমসহ চাকরির বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করেন।

অতঃপর জনাব মুহাম্মদ ওমর ফারুক (কার্যকাল ২৪-১২-৮৭ হতে ১-৬-৮৮ পর্যন্ত), এবং তাঁর পরে কয়েকদিনের জন্য জনাব মোঃ শফিউদ্দীন (১-৬-৮৮ হতে ৪-৬-৮৮ পর্যন্ত) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর পর্যায়ক্রমে বিগ্রেডিয়ার মোহাম্মদ মসাহেদ চৌধুরী (অবঃ) (কার্যকাল ৪-৬-৮৮ হতে ৫-১২-৮৮), ব্রিগেডিয়ার মোসলেহ্ উদ্দিন আহমেদ (অবঃ) (১-৩-৮৯ হতে ১৯-৯-৯০ পর্যন্ত), জনাব নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী (ভারপ্রাপ্ত) (২৭-১২-৯০ হতে ১৪-৩-৯১ পর্যন্ত), জনাব মুহাম্মদ মনসুরুল হক খান

Dhaka University Institutional Repository

(১৪-৩-৯১ হতে ২৪-৪-৯৩ পর্যন্ত), জনাব মোহাম্মদ শফিউদ্দিন (২৪-৪-৯৩ হতে ৯-১-৯৪ পর্যন্ত), জনাব দাউদ-উজ-জামান চৌধুরী (৯-১-৯৪ হতে ১৯-৯-৯৫ পর্যন্ত), জনাব সৈয়দ আশরাফ আলী (১৯-৯-৯৫ হতে ৩১-৮-৯৬ পর্যন্ত), জনাব আবদুল কুদ্দুস (৩১-৮-৯৬ হতে ১৬-৯-৯৬ পর্যন্ত), জনাব মোঃ মোরশেদ হোসেন (১৬-৯-৯৬ হতে ১৮-২-৯৮ পর্যন্ত), মওলানা আবদুল আউয়াল (১৮-২-৯৮ হতে ৪-৯-২০০১ পর্যন্ত), জনাব মোঃ আবদুর রশীদ খান (৪-৯-২০০১ হতে ২০-১১-২০০১ পর্যন্ত) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক পদে দায়িত্ব পালন করেন এবং কার্যক্রম সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। বর্তমানে জনাব সৈয়দ আশরাফ আলী (১৯-১১-২০০১ থেকে) দ্বিতীয় বারের মত ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় বর্তমানে ফাউন্ডেশন ব্যাপক ও বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচেছ।

তথ্যসূত্র

১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার তারিখ নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১৯৭৫ সালের ২৮ মার্চের কথা বলা হয়। আবার কোথাও কোথাও ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চের কথা বলা হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার অধ্যাদেশ সরকারী ভাবে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালের ২৮ মার্চ। উক্ত গেজেটে উল্লেখ করা হয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির ২২ মার্চ, ১৯৭৫ তারিখের ঘোষণা অনুযায়ী এ অধ্যাদেশ জারী করা হলো। এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিতব্য বাংলা পিডিয়ায় প্রকাশের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন সম্পর্কিত যে প্রবন্ধটি নির্বাচিত হয়েছে সেখানে লেখক সৈয়দ মোহাম্মদ শাহ্ এমরান উল্লেখ করেছেন " ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ বায়তুল মুকাররম সোসাইটি এবং ইসলামিক একাডেমীকে একীভূত করে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক অধ্যাদেশ বলে ' ইসলামিক ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। উক্ত ঘোষণা অনুযায়ী পরবর্তী ২৮ মার্চ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয় ; পরে এটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ নামে পরিচিতি লাভ করে। "

২. এম রুহুল আমীন ,বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, প্রকাশকাল, জানুয়ারী ১৯৮৯ ইং পৃষ্ঠা- ৩৩

৩. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশনা নং ঃ ১৯১৭, পৃষ্ঠা-২

৪. আ.ন.ম. আবদুর রহমান, প্রবন্ধ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ইসলামী বিশ্বকোষ, ৫ম খন্ড, ইফাবা, ঢাকা, প্রকাশকাল- ১৯৮৮ ইং. পৃষ্ঠা-৩৫১

৫. বাওয়ানী পরিবারের সদস্যাগণ মূলত: পাকিস্তানের নাগরিক।তাঁদের আবাসস্থল পাকিস্তানের করাচিতে। পঞ্চাশের দশকে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট শিল্পপতি আলহাজ্ব আবদুল লতীফ ইবরাহিম বাওয়ানী যাকে সংক্ষেপে লতীফ বাওয়ানী বলা হয় এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ইয়াহিয়া আহমদ বাওয়ানী যাকে সংক্ষেপে ওয়াই.এ.বাওয়ানী বলা হয় বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) আগমন করে বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এছাড়া সমাজ কল্যাণমূলক অনেক প্রতিষ্ঠান ও তাঁরা গড়ে তোলেন। তন্মধ্যে বায়তুল মুকাররম সোসাইটি অন্যতম। ইয়াহিয়া আহমদ বাওয়ানী বায়তুল মুকাররম সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন মরহুম আলহাজ্ব আহমেদ ইবরাহিম বাওয়ানী। ১৯৬২ সালে ইয়াহিয়া আহমদ বাওয়ানী তাঁর পিতার নামে ঢাকার আরমানি টোলায় আহমদ বাওয়ানী একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন।

৬. এম রুহুল আমিন, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১

৭. এম রুহুল আমিন, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩

৮. এম রুহুল আমিন, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫

৯. এম রুহুল আমিন, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫

১০. এম রুহুল আমিন, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭

Dhaka University Institutional Repository

১১. এম রুহুল আমিন, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ, এম রুহুল আমিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯

১২. বায়তুল মুকাররম মস্ক নামক মুখপাত্র, ১৯৬৮ ইং, পৃষ্ঠা- ৬-৯

১৩. এম রুহুল আমিন, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৫

১৪. এম রুহুল আমিন, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৫

১৫. এম রুহুল আমিন, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩১

১৬. বজলুল হক, প্রবন্ধ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঃ একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ২০ঃ১, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ ইং, পৃষ্ঠা-৯২।

১৭. বজলুল হক, প্রবন্ধ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঃ একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠ-৯৩

১৮. বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৯৮৯-৯০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা-১

১৯. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশনা ঃ ১৯১৭, পৃষ্ঠা- ৩

২০. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি ,প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৪

২১. আ.ন.ম.আবদুর রহমান, প্রবন্ধ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৫২

২২. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি , প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৪

২৩. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি , প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৫

২৪. বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ, এম. রুহুল আমিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪১-৪৩

২৫. ১৯৮৩/৮৪ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ এক অনুষ্ঠানে বায়তুল মুকাররম-কে জাতীয় মসজিদ রূপে ঘোষণা করেন। কিন্তু এ যাবৎ এর কোন গেজেট প্রকাশ হয়নি এবং কোন আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়নি। অথচ জাতীয় স্বার্থে বায়তুল মুকাররম-কে জাতীয় মসজিদ রূপে প্রতিষ্ঠিত করার প্রাসঙ্গিক যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করা প্রয়োজন।

২৬. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ১৪২২ হিজরী সনের ডায়েরী।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর কার্যক্রম

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ তার জন্মলগ্ন থেকে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। কর্মসূচী সফল বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। এ সব কর্মসূচীর মধ্যে রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রকল্পাধীন উভয়বিধ কার্যক্রম রয়েছে। গৃহীত কার্যক্রমসমূহ ১৩টি বিভাগ ৬টি বিভাগীয় ও ৬৪টি জেলা কার্যালয়, ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, ২৯টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্র এবং ৮টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।[১] বিভাগ ভিত্তিক কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

প্রশাসন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর যাবতীয় প্রশাসনিক কাজ, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি, শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ; বায়তুল মুকাররম মসজিদ ও মার্কেট পরিচালনা, রক্ষণা-বেক্ষণ, কর্মকর্তা, কর্মচারীগণের চাকুরী সংক্রান্ত তথ্যাদি ও রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ, বোর্ড অব গভর্ণরস, সিলেকশন কমিটি, টেন্ডার কমিটিসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সুপারিশ ও সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন এ বিভাগের কাজের আওতাভূক্ত। সচিব এ বিভাগের প্রধান। সরকার কর্তৃক প্রেষণে নিয়োজিত একজন কর্মকর্তা সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[২]

সমন্বয় বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মধ্যে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সাধন, বিভাগীয় ও জেলা কার্যলয়গুলোর কার্যক্রমসমূহ তত্ত্বাবধান, পর্যালোচনা ও পরিচালনা, জাতীয় পর্যায়ে শিশু-কিশোর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন ও বাস্তবায়ন, বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়সমূহের মাধ্যমে জাতীয় ও ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ উদ্‌যাপন, থানা ও জেলা পর্যায়ে শিশু-কিশোর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে আলোচনা সভা ও সেমিনার সিম্পোজয়াম, উপস্থিত বক্তৃতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা পরিচালনা; শিশু-কিশোর, যুব ও মহিলাদের নিয়ে আলোচনা সভা ও সেমিনারের আয়োজন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বুক ক্লাব প্রতিষ্ঠা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায় চারটি বিভাগীয় সদর থেকে চারটি শিশু-কিশোর মাসিক পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করা, পর্যায়ক্রমে দেশের সকল মসজিদে ইসলামী পাঠাগার স্থাপন, মসজিদভিত্তিক পাঠাগার স্থাপন প্রকল্প পরিচালনা, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন প্রভৃতি কার্যক্রম সমন্বয় বিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। পরিচালক সমন্বয় এই বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন।[৩]

পরিকল্পনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন করা, প্রকল্প বাস্তবায়ন, মূল্যায়ণ ও পরিবীক্ষণ করা পরিকল্পনা বিভাগের অন্যতম কাজ। এছাড়া উন্নয়ন খাতভূক্ত প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা, বাস্তবায়নের আলোকে প্রতিবেদন প্রণয়ন, প্রকল্পসমূহ মূল্যায়ণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম বাস্তবায়নের ব্যাপারে অন্যান্য সকল বিভাগের সাথে আভ্যন্তরীন সমন্বয় সাধন, প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অন্যানা যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন এ বিভাগের কাজের

অর্ন্তভূক্ত। এছাড়া এ বিভাগের মাধ্যমে প্রকল্পের এডিপি প্রণয়ন, মাসিক-ত্রৈমাসিক-ষাম্মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরী করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও আই এম ই ডি তে প্রেরণ করা হয়। পরিচালক পরিকল্পনা এই বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন।[৪]

অর্থ ও হিসাব বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অর্থ ও হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন, সরকারের নিকট থেকে তহবিল অবমুক্তকরণ, আর্থিক লেনদেন, অর্থ ও হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য রেকর্ড পত্র সংরক্ষণ, বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয় নিশ্চিতকরণ, মাঠ পর্যায়ের সকল অফিসে সময়মত অর্থ প্রেরণ, ব্যয়োত্তর যাবতীয় সরকারী নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল বিভাগ ও মাঠ পর্যায়ের সকল অফিসের নিরীক্ষা পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন, অর্থ ও হিসাব সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, বাৎসরিক ইনভেন্টি পরিচালনা, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের যাবতীয় স্থাবরও অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব সংরক্ষণ করা, উন্নয়ন প্রকল্পের বাজেট প্রণয়ন ও খরচ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি যাবতীয় কাজ অর্থ ও হিসাব বিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। পরিচালক অর্থ ও হিসাব এই বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন।[৫]

ইসলামিক মিশন

ইসলামের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে সেবাভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও পরচালনা, যেমন বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র জনগণকে হালাল জীবিকা ও সহায়-সম্বলহীন জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করে তোলা, মক্তব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে দেশের দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামিক মিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের ২৬ টি জেলায় ২৯টি মিশন কেন্দ্রের মাধ্যমে উল্লিখিত কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে। তাছাড়া এ বিভাগের আওতায় একটি ডায়গনস্টিক কেন্দ্র রয়েছে। পরিচালক ইসলামিক মিশন এই বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন।[৬]

প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলী, কুরআন ও কুরআন সম্পর্কিত, মহানবী (সা.) ও হাদীস সম্পর্কিত, ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ইসলামী আইন ও দর্শন, মুসলিম মনীষীদের জীবনী, শিশু-কিশোর উপযোগী চরিত্র গঠনমূলক সাহিত্য, ইসলামী অর্থনীতি, নারীও মানবাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে পুস্তক প্রকাশের মাধ্যমে ইসলামী আদর্শ, মূল্যবোধ ও শিক্ষার প্রচার ও প্রসার এ বিভাগের প্রধান কাজ। এ উদ্দেশ্যে প্রকাশনা বিভাগ এ পর্যন্ত প্রায় দুহাজার শিরোনামের পুস্তক প্রকাশ করেছে। সেই সঙ্গে উক্ত বিভাগ থেকে অগ্রপথিক ও সবুজ-পাতা নামে দুটি মাসিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ হয়ে আসছে। প্রকাশিত যাবতীয় পুস্তক ও পত্রিকা বিক্রয় করা ও এ বিভাগের দায়িত্ব। পরিচালক প্রকাশনা এই বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রকাশনা কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এবং কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্বও পালন করেন।[৭]

গবেষণা বিভাগ

ইসলামের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে গবেষণা কর্মপরিচালনা, গবেষণালব্ধ বিষয়াবলী পুস্তকাকারে প্রকাশ এবং গবেষণামূলক বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এ বিভাগের অন্যতম কাজ। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাস, দেশবরেণ্য সাহিত্যিক ও ইসলামী চিন্তাবিদগণের জীবন ও কর্ম, আল-কুরআনে অর্থনীতি, আল-কুরআনে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কিত বিষয়ে বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থ গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ছোটদের জ্ঞান বিশ্বকোষ, বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, জরুরী ফাতাওয়া ও মাসাইল বিষয়ক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা' নামে একটি গবেষণামূলক ত্রৈমাসিক পত্রিকা ও এ বিভাগের তত্ত্বাবধানে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। পরিচালক গবেষণা এই বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন।[৮]

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

কুরআনুল করীমের অনুবাদ, তাফসীর, হাদীস গ্রন্থ ও ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ে অন্য ভাষায় লিখিত প্রসিদ্ধ ও আকর গ্রন্থাদি অনুবাদ ও সংকলন করা এই বিভাগের কাজ। অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের মাধ্যমে সিহাহ সিত্তাহ যেমন বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিযী শরীফ, নাসাঈ শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, ইবনে মাজা শরীফসহ মুয়াত্তা ইমাম মালিক ও মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ থেকে তাফসীরে মা-আরেফুল কুরআন, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে ইবনে কাছীর, তাফসীরে তাবারী, তাফসীরে মাজেদী, তাফসীরে মাযহারী, তাফসীরে উসমানী, তাজরীদুস সিহাহ (পুনরাবৃত্তিমুক্ত সহীহ হাদীস), ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, আল হিদায়া এবং আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (ইসলামের ইতিহাস ঃ আদি-অন্ত) সীরাতে ইবনে ইসহাক, সীরাতে ইবনে হিশাম- এর বাংলা অনুবাদ এবং সীরাত বিষয়ক ১০টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

এ পর্যন্ত এ বিভাগ থেকে মোট ১৯০টি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। পরিচালক অনুবাদ ও সংকলন এই বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন।[৯]

ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ

দেশের প্রখ্যাত ও প্রথিতযশা ইসলামী চিন্তাবিদ, আলিম, বিজ্ঞানী,গবেষক, শিক্ষক ও দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবিগণ কর্তৃক মৌলিকভাবে লিখিত, অন্যভাষা থেকে অনূদিত ও সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী বাংলায় প্রকাশের লক্ষ্যে ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বাংলায় ২ খন্ডে সমাপ্ত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষসহ ২৮ খন্ডে বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। চলতি পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় সীরাত বিশ্বকোষ নামে ২২ খন্ডে সমাপ্য আরেকটি প্রকল্পের কাজ চলছে। এতে আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ.), রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর জীবনী স্থান পাবে। ইতিমধ্যে এ কার্যক্রমের আওতায় ৩ খন্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং আরো ৫ খন্ড অল্প সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে। পরিচালক ইসলামী বিশ্বকোষ এই বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন।[১০]

দ্বীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগ

ইসলামের শিক্ষা, আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রচার এবং ধর্মীয় ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ উদযাপন, সাহাবায়ে কিরাম (রা) ও বিভিন্ন মুসলিম মনীষী ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের স্মরণে এবং ইসলামের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা সভা, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, তাফসীর, দরসে হাদীস, বিষয়ভিত্তিক ওয়াজ মাহফিল, ঈদ, ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) প্রভৃতি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ ও পরিচালনা, স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে

Dhaka University Institutional Repository

অনুষ্ঠিতব্য কিরাআত ও হেফজ প্রতিযোগিতার আয়োজনসহ ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ প্রচারের লক্ষ্যে অন্যান্য কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা দ্বীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্যতম কাজ। এ বিভাগ প্রতি বছর ধর্মীয় ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে ৯০টি অনুষ্ঠান, সাহাবায়ে কিরাম ও মুসলিম মণীষীদের স্মরণে ৩৫টি অনুষ্ঠান, ৬০টি তাফসীর মাহফিল, ৫৫০টি ওয়াজমাহফিল, ৪২টি কিরাআত ও হেফজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। দ্বীনী দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীনে মহিলা শাখা নারী সমাজের মাঝে ইসলামের প্রচার ও প্রসার এবং ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। এ শাখা প্রতি বছর ৩০টি তাফসীর মাহফিল, মহিলা বিষয়ক ধর্মীয় ও জাতীয় অনুষ্ঠান ৬০টি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক অনুষ্ঠান ১২০টি, মাসলা-মাসায়েল সংক্রান্ত ৯০টি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এছাড়াও দুঃস্থ ও বিধবা মহিলাদের আত্ম কর্মসংস্থানের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণ কোর্স চালু রয়েছে এবং মহিলাদেরকে কুরআন শিক্ষা প্রদান করা হয়। মহিলা শাখায় মহিলাদের জন্য একটি লাইব্রেরীরও ব্যবস্থা আছে। এই বিভাগের অধীনে আরবী ভাষা শিক্ষা কোর্স এবং সনদপত্র ও বিভিন্ন দলিলপত্র অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করা হয়। পরিচালক দ্বীনী দাওয়াত ও সংস্কৃতি এই বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন।[১১]

ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী

ইসলামী সাহিত্যের উপর গবেষণাসহ সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে ইসলামী জ্ঞান বিকাশের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা লগ্নে ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরীর কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরীতে কুরআনুল কারীম, বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থসহ ইসলাম ও বিজ্ঞান, ইসলামী সাহিত্য, অর্থনীতি, বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান, ইতিহাস, আইন, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের উপর লক্ষাধিক বই রয়েছে যা বাংলাদেশের সর্ব বৃহৎ ইসলামিক লাইব্রেরী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। লাইব্রেরীর উন্নয়নের লক্ষ্যে চলতি পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা মেয়াদে ৪.২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে। লাইব্রেরীয়ান ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী এই বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন।[১২]

যাকাত বোর্ড

১৯৮২ সালের ৫ই জুন যাকাত বোর্ড গঠন করা হয়। যাকাত বোর্ড পরিচালনা করার জন্য দেশের খ্যাতনামা মনীষীদের সমন্বয়ে গঠিত ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি রয়েছে। সরকারী যাকাত ফান্ডে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে সমাজের অসহায় ও দুস্থদেরকে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে পুণর্বাসন করা হয়।[১৩]

ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী

ইমাম প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, মসজিদের ইমামগণকে ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান দানের পাশাপাশি গণশিক্ষা, পরিবার কল্যাণ, কৃষি, মৎস চাষ, প্রাথমিক চিকিৎসা, হাঁস- মুরগী পালন, বৃক্ষ রোপণ, বনায়ন ও গবাদি পশুর চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদেরকে উপার্জনক্ষম এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার মত উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। এই উদ্দেশ্যে একাডেমী ১৯৭৯ সাল থেকে ৭টি কেন্দ্রের মাধ্যমে আজ অবদি দেশের মোট ৪৩,৩৩৫ জন ইমামকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। ৯৬১৫ জন ইমামকে রিফ্রেসার্স কোর্স, ১৩০০ কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ কোর্স দেওয়া হয়েছে। চলতি পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় আরো ৩০,০০০ ইমামকে প্রশিক্ষণ দেয়ার প্রকল্প

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অফিস ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ এবং সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞান তথা নৈতিকতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান ও এই কর্মসূচীর আওতায় রয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ৭৩০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পরিচালক ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী এই বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন।[১৪]

ইসলামিক ফাউন্ডেশন ছাপাখানা

স্বল্পমূল্যে এবং স্বল্প সময়ে ইসলামী গ্রন্থাবলী ও পত্র পত্রিকা প্রকাশনার ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর নিজস্ব একটি আধুনিক এবং বৃহত্তর ছাপাখানা রয়েছে। বিদ্যমান ছাপাখানাকে আধুনীকিকরণ করার লক্ষ্যে ৯.৬৪ কোটি টাকার ৩ বৎসর মেয়াদী প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে। প্রকল্প ব্যবস্থাপক ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস এই বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন।[১৫]

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ - এর একটি অন্যতম বৃহৎ প্রকল্প। ১৯৯২ সাল থেকে এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো,

(ক) প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের জন্য একটি সংগঠিত মসজিদ ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিশু শিক্ষা কার্যক্রম চালুর মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ভর্তির হার বৃদ্ধি করা;

(খ) মসজিদভিত্তিক এ কর্মসূচীর মাধ্যমে চলমান উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমকে আরো বেগবান করতঃ কর্মসূচী সম্প্রসারণপূর্বক বয়স্ক স্তরের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষর করে তোলার ব্যবস্থা করা;

(গ) নব্য ও স্বল্প শিক্ষা প্রাপ্তদের জন্য জীবন ব্যাপী(অব্যাহত) শিক্ষা চর্চা প্রক্রিয়া কার্যকরভাবে অব্যাহত রাখা, যাতে নব অর্জিত সাক্ষরতা জ্ঞান সতেজ ও সজীব থাকে এবং পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে। ২০০১ সাল পর্যন্ত এই প্রকল্পের আওতায় মোট ১০ লাখ ৩৪ হাজার ৭ শত ৫০ জনকে গণশিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ২টি স্তরে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। (ক) প্রাক-প্রাথমিক (৪-৫ বছর) (খ) বয়স্ক শিক্ষা (১৫-৩৫ বছর)। প্রকল্প পরিচালক মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প এই বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন।[১৬]

জনসংযোগ শাখা

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মুখপাত্র হিসেবে জাতীয় প্রচার মাধ্যম যথা রেডিও, টেলিভিশন, দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষে সকল প্রকার বিবৃতি, বিভিন্ন অনুষ্ঠান, সভা, সেমিনারের সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপন ও দরপত্র বিজ্ঞপ্তি পত্র পত্রিকা ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে প্রচার ও প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ। বিভিন্ন দৈনিক ও সাপ্তাহিক প্রত্রিকায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন সম্পর্কে প্রকাশিত সংবাদ মহাপরিচালককে অবহিত করা এবং কোন অসম্পূর্ণ অথবা ভূল তথ্য প্রকাশিত হলে প্রকৃত তথ্য সংবাদ পত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করণ। জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সিদ্ধান্ত পত্র পত্রিকায়, রেডিও এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে জনসাধারনকে অবহিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

Dhaka University Institutional Repository

পত্র-পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য বিজ্ঞাপন প্রচারের নিমিত্তে চলচিত্র ও প্রকাশনা দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করণ। বিদেশ থেকে আগত রাষ্ট্রীয় অতিথিদেরকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সার্বিক কার্যাবলী সম্পর্কে অবহিত করানো এবং তাঁদের প্রোটকলের দায়িত্ব পালন। দেশ ও বিদেশ থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যাবলী সম্পর্কে জানতে চেয়ে পত্র প্রেরণ করলে তার জবাব প্রদান। সর্বোপরি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর সার্বিক কার্যক্রম জনসম্মুখে তুলে ধরাই জনসংযোগ শাখার মূল কাজ।[১৭]

মসজিদ শাখা

বায়তুল মোকাররম মসজিদের মুয়াজ্জিন ও খাদেমের মধ্যে কর্ম বন্টন ও তাঁদের কাজ তদারকী করণ, প্রত্যহ মসজিদের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা তদারকী করণ, কোন মুসল্লী কোন ব্যাপারে অভিযোগ করলে তা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে তা সমাধান করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, যথাসময়ে আজান দেওয়া ও ইমাম সাহেবগণ সময়মত যাতে জামাতে ইমামতি করতে পারেন সেদিকে লক্ষ্য রাখা, মসজিদের যাবতীয় মেরামত ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সময়মত সম্পাদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ যথাসময়ে মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, খাদেম, মাইক অপারেটর, প্লাম্বারদের ছুটিতে যাওয়া এবং নির্দিষ্ট সময়ে আসার নিশ্চয়তা বিধান করাই মসজিদ শাখার মূল কাজ।[১৮]

বাজার শাখা

বাজার শাখার কার্যক্রম নিম্নরূপ ঃ

১. দোকান বরাদ্দের জন্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ।
২. বরাদ্দ প্রাপ্ত এবং হস্তান্তরকৃত দোকানসমূহের চুক্তিপত্র সম্পাদন/ নবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ।
৩. ভাড়াটিয়া কর্তৃক দোকান ভাড়ার চুক্তিপত্রের শর্ত লংঘিত হলে উহার বিরূদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।
৪. ভাড়া আদায় ও বকেয়া ভাড়ার পরিমাণ পর্যালোচনা করা এবং প্রয়োজনে কার্যকর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।
৫. সময়ে সময়ে ভাড়া বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ পেশ করা।
৬. প্রকৌশল শাখার সহযোগিতায় বিপনীকেন্দ্রের মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণের কাজ করানো।
৭. দোকান সমূহের ফার্ণিচার, কলাপসিবল গেট বদল ও সংস্থাপনের অনুমোদন প্রদানের জন্য প্রস্তাব পেশ করণ।
৮. পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কাজের মুল্যায়ণ করা এবং সেনিটারীইনসপেক্টর ও ক্লিনারদের কাজের মূল্যায়ণ করা এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নীতি নির্ধারণ।
৯. নিরাপত্তা সুপারভাইজারের কার্যাবলী ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং এক্ষেত্রে কার্যকর ও সময়োপযোগী পলিসি গ্রহণের সুপারিশ করা। আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।
১০. দোকানের দখলীস্বত্ব,চুক্তিপত্রের শর্ত ও ভাড়া সম্পর্কিত বিষয়ে দাখিলকৃত মামলা সমূহ পর্যালোচনা করা, উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট প্রদান, প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ জানানো।
১১. বায়তুল মোকাররম কমপ্লেক্সের বাগানসমূহ রক্ষনা-বেক্ষণ ও পরিচর্যার জন্যে কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ।
১২. হকার উচ্ছেদ কার্যক্রম মূল্যায়ণ।
১৩. কারপার্ক ইজারার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, ইজারা প্রদান ও চুক্তিপত্র সম্পাদন।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. বৈদুতিাক সুবিধা প্রদান, বৈদ্যুতিক ক্রটি বিচ্যুতি দূরীভূত করার জন্যে প্রকৌশল শাখাভ সহযোগিতায় এতদসম্পর্কিত যাবতীয় কাজ সম্পাদন করাই বাজার শাখার মূল কাজ।[১৯]

বিক্রয় শাখা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত যাবতীয় পুস্তক যথারীতি বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ। বিক্রয় বিভাগের সুষ্ঠু পরিচালনা নির্বাহ করণ। প্রকাশিত পুস্তকের বিক্রয় উন্নয়নের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। জেলা বিক্রয় কেন্দ্রগুলির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং বিক্রয় হিসাব সমন্বয় করার দায়িত্ব পালন। গুদামের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখা এবং গুদাম শূনা হইয়া যাওয়া পুস্তকাদি সম্পর্কে প্রকাশনা পরিচালককে সংশ্লিষ্ট পুস্তকের চাহিদা অনুসারে ওয়াকিবহাল করণ। বিক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় জিজ্ঞাসার জবাব যথারীতি প্রদান। বিক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় হিসাব যথানিয়মে সংরক্ষণ নিশ্চিত করণ। বিক্রয় বিভাগের বই ও অন্যান্য সামগ্রীর বাৎসরিক ইনভেন্টি তৈরী ও নিরীক্ষণ করাই বিক্রয় শাখার মূল কাজ।[২০]

মসজিদ পাঠাগার প্রকল্প

এই প্রকল্পের মুল উদ্দেশ্য হচ্ছে পাঠাভাসের মাধ্যমে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মসজিদে মসজিদে ইসলামী পাঠাগার স্থাপন করা, পুরনো মসজিদ পাঠাগারসমূহে নতুন নতুন পাঠক সৃষ্টির জন্য বিভাগ / জেলা পর্যায়ে ইসলামী চিন্তাবিদদের সমন্বয়ে সেমিনার / ওয়ার্কশপ - এর ব্যবস্থা গ্রহণ, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের স্রোতধারার মসজিদ পাঠাগারসমূহকে সম্পৃক্ত করা। মসজিদ সমূহকে ইসলামী জ্ঞান চর্চা কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এ প্রকল্পের আওতায় জুন ২০০০ পর্যন্ত মোট ১৬১৩২ টি মসজিদ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।[২১]

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স

এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো ঢাকার শেরে বাংলা নগরে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স নির্মাণ। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় এই প্রকল্পের জন্য ২.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় এই প্রকল্পের জন্য ৮.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় জমি অধিগ্রহণ, অধিকৃত জমির উন্নয়ন ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। ১৯৯৪ সালের জুলাই মাসে শেরেবাংলা নগরে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স নির্মাণ(১ম পর্যায়) প্রকল্পের অর্থ অবমুক্তি ও নির্মাণ কাজের শুভ সূচনা করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। গত ২৫ জানুয়ারী '৯৮ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উক্ত কমপ্লেক্সের নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। ৯ জুলাই ২০০১ তারিখে নবনির্মিত বহুতল ভবন কমপ্লেক্স শুভ উদ্বোধন করা হয়।[২২]

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পের তথ্যাবলী :

প্রথম পর্যায়

প্রকল্পের নাম	:	শেরেবাংলা নগরে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স নির্মাণ (প্রথম পর্যায়)
প্রকল্পের অবস্থান	:	শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
প্রত্যাশী সংস্থা	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	: ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
নির্মাণ তত্ত্বাবধানকারী সংস্থা	: গণপূর্ত অধিদপ্তর, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
স্থাপত্য নকশা প্রণয়নকারী সংস্থা	: স্থাপত্য অধিদপ্তর, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রাক্কলিত ব্যায়	: ১১৫০.০০ লক্ষ টাকা
জমির পরিমাণ	: ১.৮৫ একর
কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	: ২৪.১১.১৯৯৬ ইং
বাস্তবায়ন কাল	: ৭৫ মাস
ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন	: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের তারিখ	: ২৫ জানুয়ারি ১৯৯৮
ভবনের কারিগরি তথ্য	: ১০ তলা ভিত বিশিষ্ট ৫ তলা ভবন, বেইসমেন্ট ফ্লোরসহ (প্রথম পর্যায়)
মোট আয়তন	: ৬৯৬৫.৮৪ ব.মি.
	(ক) বেইসমেন্ট ফ্লোরের আয়তন : ৬৮৮.২৭ ব.মি.
	(খ) প্রশাসনিক ব্লকের আয়তন : ৬২৭৭.৫৭ ব.মি.
স্থাপত্য শৈলী	: মুসলিম স্থাপত্যকলার প্রতিফলন সম্বলিত
সুপার স্ট্রাকচার	: আর.সি.সি. ফ্রেম স্ট্রাকচার
লিফ্‌ট	: ১টি প্যাসেনজার লিফ্‌ট (ধারণ ক্ষমতা ১৩ জন)
সিঁড়ি	: ২টি (১টি গোলাকৃতি, ১টি সাধারণ)
ভবন কমপ্লেক্স শুভ উদ্বোধন	: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
উদ্বোধনের তারিখ	: ৯ জুলাই, ২০০১

দ্বিতীয় পর্যায়

প্রকল্পের নাম : শেরে বাংলানগরে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স নির্মাণ (দ্বিতীয় পর্যায়)

প্রাস্তাবিত প্রাক্কলন	: ১৫৬১.৫০ লক্ষ টাকা
প্রকল্প মেয়াদ	: ২০০০-২০০৩
বাস্তবায়নের সময় সীমা	: ৩৬ মাস
কারিগরি তথ্য	: আয়তন ১০৮৯.৬১ ব.মি.
(ক) প্রশাসনিক ভবনের ৬ষ্ঠ তলা নির্মাণ	: ১২১৬.৪২ ব.মি.
(খ) প্রেস ও ইমাম প্রশিক্ষণ ব্লক নির্মাণ	: ৫৭৭৩.৪০ ব.মি.
(গ) কেন্দ্রীয় গুদাম ও মিলনায়তন নির্মাণ	: ১৫২০.৮৮ ব.মি.
(ঘ) ক্যাফেটোরিয়া, শ্রুতিদর্শন ও নামায কক্ষ নির্মাণ	: ১৯৯৫.৪৮ ব.মি.

সূত্রঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর ২৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী স্মরণিকা ২০০১,পৃষ্ঠা-২৮

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী প্রকাশনা

এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো, ইসলামী মূল্যবোধের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে ইসলামের বিভিন্ন দিক যেমন ইসলামের মৌল বিষয়, দর্শন, তাহজীব-তমদ্দুন, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও কারিগরি, সমাজ বিজ্ঞান, আইন এবং বিচার প্রভৃতি বিষয়ের উপর মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশ করা, চাহিদার নিরিখে প্রকাশিত ইসলামী পুস্তক পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করা। এসব গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে ইসলামী বিষয়ের উপর যুগচাহিদার আলোকে গবেষণার কাজে গবেষকদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে গবেষণা পত্রিকা প্রকাশ করা, ইসলামের বিভিন্ন মৌল বিষয়, মুসলিম জাহানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী, বাংলাদেশের জাতীয় আদর্শ, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বের জীবনী ইত্যাদি প্রকাশের মাধ্যমে তরুণ সমাজকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে ম্যাগাজিন/পত্রিকা প্রকাশ করা। শিশু-কিশোরদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন, ইসলামের চিরন্তন আদর্শের আলোকে তাদের চরিত্র গঠন, তাদের মধ্যে ইসলামী নীতি-নৈতিকতার প্রভাব বৃদ্ধিকরুসমূহ আগামী দিনের জন্য ইসলামী ভাবধারার লেখক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিশু-কিশোর উপযোগী পত্রিকা প্রকাশ করা। উপরোল্লিখিত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় ৯.৯৫ কোটি বরাদ্দ রয়েছে।[২৩.]

জমিয়াতুল ফালাহ্ মসজিদ-কাম-ইসলামিক কেন্দ্র সম্প্রসারণ প্রকল্প

চট্টগ্রাম দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর ও বাণিজ্যিক নগরী। ইলামের প্রাথমিক যুগে এ অঞ্চল বার আউলিয়ার দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ঐতিহ্যের এ ধারা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে চট্টগ্রামের উৎসাহী সমাজসেবিগণ সরকারের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামী আদর্শের প্রসার-প্রচার ও জনমনে ইসলামী চেতনা ও মূল্যবোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 'জমিয়াতুল ফালাহ' নামে একটি আন্তর্জাতিক মানের মসজিদ ও ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে চট্টগ্রামের দামপাড়ায় প্রায় ১২ একর জমি দান করা হয়। সরকারী, বেসরকারী ও বিদেশী সংস্থার দানে মসজিদের আংশিক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গৃহীত পরিকল্পনা মোতাবেক মসজিদ-কাম-ইসলামিক কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে জুলাই '৯৬ থেকে জুন '৯৯ মেয়াদে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৮১০.০০ লক্ষ টাকার একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এ প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন চট্টগাম বিভাগীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে উক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।[২৪.]

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় ও জেলা লাইব্রেরী উন্নয়ন প্রকল্প

ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরীকে পর্যায়ক্রমে একটি অত্যাধুনিক জাতীয় লাইব্রেরীতে রূপান্তর করার লক্ষ্যে ইসলাম বিষয়ক গ্রন্থাদি এবং অডিওভিজুয়াল যন্ত্রাদি সংগ্রহ করে ইসলামী সাহিত্য এবং ইসলামী বিষয়ে সাধারু পাঠক, গবেষক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র ও শিশু-কিশোরদের পড়ার এবং গবেষণার সুবিধা প্রদান করাই ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী উন্নয়ন প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীসহ জেলা পর্যায়ে স্থাপিত লাইব্রেরীসমূহের সুবিধাদি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একটি কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নে আনুমানিক ব্যায় ধরা হয়েছে ১,৩৫০.০০ লক্ষ টাকা। [২৫]

বিভাগীয় /জেলা কার্যালয়ের কার্যক্রম

১৯৭৯-৮০ অর্থবছরে চারটি বিভাগীয় এবং তিনটি জেলা সদরে কার্যালয় স্থাপন করার মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম জেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং ১৯৮৯ সাল নাগাদ প্রতিটি জেলা সদরে ফাউন্ডেশনের কার্যালয় স্থাপন করা হয়। এসব বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়সমূহ ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে থাকে। [২৬]

মসজিদকেন্দ্রিক সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম

শিক্ষিত বিশেষত মাদরাসার শিক্ষাপ্রাপ্ত ৮০০ বেকার যুবককে এই পর্যন্ত বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে উপার্জনক্ষম করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের বিষয়, যেমন ঃ ওয়েল্ডিং, রেডিও টেলিভিশন মেরামত, ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি সংযোজন ও মেরামত, দর্জির কাজ ইত্যাদি। [২৭]

ফাউন্ডেশনের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম

নিজস্ব পরিমন্ডলে ফাউন্ডেশন ঢাকায় বহু সুধী সমাবেশের আয়োজন করে থাকে। ১৯৮২-৮৩ সাল হতে প্রতি বছর নিয়মিত সীরাতুন্নবী (সা.) পক্ষ উদযাপন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই উপলক্ষে সেমিনার, ওয়াজ মাহাফিল, আলোচনা সভা, সাহিত্য সভা, শিশু-কিশোর, মহিলা ও যুব সমাবেশ, কিরাআত ও আযান প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, পুষ্প প্রদর্শনী এবং গ্রন্থমেলা ইত্যাদি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছে। সেমিনারগুলোতে ইসলামী আকাঈদ এবং বাবহারিক জীবনের প্রায় সর্বদিকের উপর, বিশেষত যুগ পরিবর্তনের ফলে উদ্ভুত বিভিন্ন সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিতর্কিত সমস্যাবলীর উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়। [২৮]

চিকিৎসা কার্যক্রম

দরিদ্র রোগীদের জন্য হোমিও প্যাথিক চিকিৎসার ব্যবস্থা চালু রয়েছে। সারা দেশে ফাউন্ডেশনের মোট এগারটি (স্থায়ী ৮টি ভ্রাম্যমাণ ৩টি) হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয় রয়েছে। প্রতিদিন শত শত গরীব ও দুঃস্থ মানুষ এই সকল চিকিৎসা কেন্দ্র হতে বিনামূল্যে ব্যবস্থা পত্র ও ঔষধ পাচ্ছে। তাছাড়া এলোপ্যাথিক এবং ইউনানী পদ্ধতিতে দরিদ্রগণকে ব্যবস্থাপত্র দেয়া হয়। বায়তুল মোকাররম হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয় কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে ফেব্রুয়ারী ২০০২ পর্যন্ত ৫,৭০,৮০৬ জন রোগীর চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। [২৯]

ফাউন্ডেশন পুরস্কার

ইসলাম ও মুসলিম জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৮২ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার প্রর্বতন করা হয়। ইসলামের মৌলতত্ত্ব, সীরাাত গ্রন্থ, সমাজ বিজ্ঞান, বিজ্ঞান চর্চা, সৃজনশীল সাহিত্য, ইতিহাস, জীবনী গ্রন্থ, শিশু সাহিত্য অনুবাদ, শিক্ষা, সাংবাদিকতা, শিল্পকলা, ইসলাম প্রচার ও সমাজ সেবার ক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ অবদানের জন্য প্রতি হিজরী সনে এই পুরস্কার দেয়া হতো, তবে কিছুকাল যাবৎ অর্থাভাবে নিয়মিত এ পুরস্কার প্রদান বন্ধ রয়েছে।[৩০]

অন্যান্য কার্যক্রম

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ উপর্যুক্ত কার্যক্রম ছাড়া ও নানা ধরনের উন্নয়নমূলক সমাজ সচেতনতা ও শিক্ষামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। ইসলামিক একাডেমী কর্তৃক প্রবর্তিত আরবী শিক্ষাদানের কোর্সটি সম্প্রসারিত আকারে চালু রাখা হয়েছে। এবং দুঃস্থ ও বাস্তুহরা মানুষের কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে হুকুকুল ইবাদ এর আওতার সহায়তা মূলক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।[৩১]

সার্ভিস রুল প্রণয়ন

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কল্যাণার্থে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন তারিখ, ১৫ই বৈশাখ ১৪০৫ বাং /২৮শে এপ্রিল ১৯৯৮ইং এস, আর, ও, নং ৬৭-আইন/৯৮-Islamic Foundation Act,1975(XVII of 1975)-এর Section 18, Section 10 এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সরকার ইসলামিক ফাউন্ডেশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা, ১৯৯৮ প্রণয়ন করে।[৩২]

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি(১৯৭৮-২০০০)

Dhaka University Institutional Repository

ক. দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮-৭৯, ১৯৭৯-৮০)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প বরাদ্দ ও প্রাপ্তি			বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	
		বরাদ্দ	প্রাপ্তি	প্রাপ্তির শতকরা হার	কর্মসূচী	পরিমান
১.	সমাজ কল্যাণের জন্য মসজিদ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা	৫.০০	৫০.০০	১০০%	ক) প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র	২০ টি
২.	ইমাম প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	১০.০০	১০.০০	১০০%	ক) ইমাম প্রশিক্ষন প্রদান	৪৮৪ জন
৩.	ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ছাপাখানা উন্নয়ন	৫০.০০	৫০.০০	১০০%	ক) মেশিন সংগ্রহ	১১ টি
৪.	ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র (বিভাগীয় কার্যালয়)	৫০.০০	৫০.০০	১০০%	ক)অনুষ্ঠান খ) জেলা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন গ) লাইব্রেরী ঘ) শিশু কিশোর পত্রিকা	৪৪৮ টি ৭ টি ৭ টি ৪ টি
৫.	ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম ও কেন্দ্রিয় লাইব্রেরী শক্তিশালীকরণ।	৫০.০০	৫০.০০	১০০%	ক)পুস্তক প্রকাশনা খ) পুস্তক সংগ্রহ	৭৬ টি ২৫০০ টি
৬.	বায়তুল মোকাররম মসজিদ সৌন্দর্যকরণ	২৫.০০	২৫.০০	১০০%	নির্মাণ	১৮৭৯ বঃমিঃ
৭.	ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী উন্নয়ন	৫৫.০০	৫৫.০০	১০০%	ক) পুস্তক খ) জার্নাল	১২,০৫৭ টি ২৮০ টি
৮.	ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র (ফরিদপুর, সিলেট ও দিনাজপুর জেলা কার্যালয়)	১০.৫০	১০.৫০	১০০%	ক) জেলা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন	৩ টি

* লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

খ. দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প বরাদ্দ ও প্রাপ্তি			বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	
		বরাদ্দ	প্রাপ্তি	প্রাপ্তির শতকরা হার	কর্মসূচী	পরিমান
১.	ধর্মীয় নেতাদের (ইমাম/মুয়াজ্জিন প্রশিক্ষণ)	২৯৭.৬৫	২৯৭.৬৫	১০০%	ক) ইমাম প্রশিক্ষণ প্রদান খ) জমি ক্রয় গ) ভবন নির্মাণ	১২,৯৫৭ জন ৪ কাঠা ৬,০০০ বর্গফুট
২.	ইসলামী প্রকাশনা (প্রকাশনা, অনুবাদ, গবেষণা ও জীবনী বিশ্বকোষ) কার্যক্রম।	২২০.০০	২২০.০০	১০০%	ক) পুস্তক প্রকাশনা খ) গবেষণা পত্র প্রকাশ	৩৮৪টি (ফর্মা৩৪৮০) ৫০ টি
৩.	ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন (বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়)	৫০৪.০০	৫০৪.০০	১০০%	ক) অনুষ্ঠান খ) জেলা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন গ) লাইব্রেরী ঘ) শিশু কিশোর পত্রিকা ঙ) মোবাইল ভ্যান চ) বুক ক্লাব	১৭,৭৬০ টি ১৪টি ১৪টি ৪টি ৪টি ১৫০০

Dhaka University Institutional Repository

৪.	ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী উন্নয়ন	৫৫.০০	৫৫.০০	১০০%	ক) পুস্তক খ) জার্নাল	১২,০৫৭টি ২৮০টি
৫.	সমাজ কল্যাণের জন্য মসজিদ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা	১০০.০০	১০০.০০	১০০%	ক) মসজিদ পাঠাগার স্থাপন	১,৮৭৫টি
৬.	বাংলায় ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশনা	৭৬.৯১	৭৬.৯১	১০০%	ক) সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ খ) ২৫ খন্ডে বৃহত্তর বিশ্বকোষ প্রকাশনা	২ খন্ড ১ খন্ড
৭.	বায়তুল মোকাররম মসজিদ সম্প্রসারণ প্রকল্প	১০০.০০	১০০.০০	১০০%	ক) নীচ তলার নির্মাণ খ) অজুখানা গ) ৬ষ্ঠ ও ৭ম তলার ফিনিসিং কাজ ঘ) মহিলা নামাজ কক্ষ নির্মাণ	১০,৮০০ বর্গফুট ৫৪০ বর্গফুট ২৩,০০০ বর্গফুট ৩,৯২৫ বর্গফুট
৮.	মসজিদ কেন্দ্রিক সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম	৫০.০০	২৩.০০	৪৬%	ক) মসজিদ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা খ) মক্তব প্রতিষ্ঠা গ) বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঘ) বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান	৪০০টি ১২০টি ৪টি ২০০০ জন
৯.	ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ছাপাখানা উন্নয়ন	১০০.০০	১৭.১৩	১৭.১৩%	ক) মেশিন সংগ্রহ	৮টি
	মোট	১৫০৪.০৫৭	১৩৯৪.১৮৭	৯২.৭০%		

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তব অগ্রগতি

কর্মসূচী	পরিমান	অগ্রগতির শতকরা হার
ক) ইমাম প্রশিক্ষণ প্রদান	১২,২১২	৯৪%
খ) জমি ক্রয়	৪ কাঠা	১০০%
গ) ভবন নির্মাণ	সম্ভব হয়নি	....
ক) পুস্তক প্রকাশনা	৩৮৪টি, ফর্মা ৩৪৮০	১০০%
খ) গবেষণা পত্র প্রকাশ	৫০টি	১০০%
ক) অনুষ্ঠান	৩৯,৫৪৬ টি	২২২%
খ) জেলা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন	১৪ টি	১০০%
গ) লাইব্রেরী	১৪টি	১০০%
ঘ) শিশু কিশোর পত্রিকা	৪টি	১০০%
ঙ) মোবাইল ভ্যান	৪টি	১০০%
চ) বুক ক্লাব	১৫০০	১০০%
ক) পুস্তক	১২,০৫৭	১০০%
খ) জার্নাল	২৮০টি	১০০%
ক) মসজিদ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা	১,৮৭৫ টি	১০০%
ক) সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ	২ খন্ড	১০০%
খ) ২৫ খন্ডে বৃহত্তর বিশ্বকোষ প্রকাশনা	১ খন্ড	১০০%
ক) নীচ তলার নির্মাণ	১০,৮০০ বর্গফুট	১০০%
খ) অজুখানা	৫৪০ বর্গফুট	১০০%
গ) ৬ষ্ঠ ও ৭ম তলার ফিনিসিং	২৩,০০০ বর্গফুট	১০০%
ঘ) মহিলা নামাজ কক্ষ নির্মাণ	৩,৯২৫ বর্গফুট	১০০%
ক) মসজিদ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা	৪৪০ টি	১১০%
খ) মক্তব প্রতিষ্ঠা	২০ টি	১৭%
গ) বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৪ টি	১০০%
ঘ) বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান	৫৫০ জন	২৭.৫০%
ক) মেশিন সংগ্রহ	২ টি	২৫%

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

গ. তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০)

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বরাদ্দ ও প্রাপ্তি			বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	
		বরাদ্দ	প্রাপ্তি	প্রাপ্তির শতকরা হার	কর্মসূচী	পরিমান
১.	নতুন জেলা সমূহে ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র সম্প্রসারণ	৭৪০.০০	৫৩৩.৩৮৭	৭২%	ক) অনুষ্ঠান খ)কেন্দ্র স্থাপন গ) লাইব্রেরী ঘ) বুকক্লাব	১২,০০০টি ৪৩টি ৪৩ টি ২৪০০
২.	ইসলামী প্রকাশনা (প্রকাশনা,অনুবাদ, গবেষণা ও জীবনী বিশ্বকোষ)কার্যক্রম।	১০০০.০০	৮৫০.০০	৮৫%	ক) পুস্তক মুদ্রণ খ) পুনঃমুদ্রণ গ) সাপ্তাহিক জার্নাল প্রকাশ ঘ) গবেষণা পত্র প্রকাশ ঙ) মৌলিক গবেষণা চ) সিহাহ সিত্তাহ ছ) তাফসীরে তাবারী জ) অনুদিত গ্রন্থ	৪৫০ টি ২৫০ টি ২০৮ টি ১০ টি ১১ টি ১৬ টি ------ ------
৩.	ইমাম প্রশিক্ষন প্রকল্প	৮৬৫.০০	৭৯৪.৯২	৯১.৯০%	ক)ইমাম প্রশিক্ষন প্রদান খ) জমি ক্রয় গ) ভবন নির্মাণ	১৫০০০ জন ৩০ কাঠা ৮০১৫ বর্গমিঃ
৪.	মসজিদ পাঠাগার প্রকল্প	২০০.০০	২০০.০০	১০০%	ক) মসজিদ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা খ) পুরাতন পাঠাগারে পুস্তক সংযোজন	৩৪০০ টি ৬০০ টি
৫.	ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরীর জন্য পুস্তকাদি সংগ্রহ	১০০.০০	১০০.০০	১০০%	ক) দেশী ও বিদেশী পুস্তক সংগ্রহ খ) জার্নাল সংগ্রহ গ)নির্মাণ কাজ	৩৫০০০ টি ২৫ টি ৩০০০ বর্গফুট
৬.	বাংলায় ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশনা (২য় পর্যায়)	১৫০.০০	১৫০.০০	১০০%	ক) বিশ্বকোষ খ) পুনঃ মুদ্রণ	৮ খন্ড (২য়-৯ম) ১ খন্ড (১ম খন্ড)
৭.	ইসলামীক ফাউন্ডেশনের ছাপাখানা উন্নয়ন	২০০.০০	২০০.০০	১০০%	ক) মেশিন সংগ্রহ খ) এয়ার কুলার ও আধুনিক যন্ত্র পাতি	১১ ১৫
৮.	আল-কোরআন ক্যাসেটিং কার্যক্রম	১০০.০০	১০০.০০	১০০%	বিশুদ্ধ উচ্চারন ও বঙ্গানুবাদসহ আল-কোরআন ক্যাসেটিংকরণ	১৮৭৫ সেট
৯.	বায়তুল মোকাররম মসজিদের মিনার ও সাহান নির্মাণ	২০০.০০	------	-------	ক) সাহান নির্মাণ খ) মিনার নির্মাণ	৩৭,০৬৮ বঃ ফুঃ ২৫,০০০ বঃ ফুঃ

Dhaka University Institutional Repository

	বাস্তব অগ্রগতি		
কর্মসূচী	পরিমান	অগ্রগতির শতকরা (%)	মন্তব্য
ক) অনুষ্ঠান	১২,০০০ টি	৮৯%	
খ) কেন্দ্র স্থাপন	৪৩টি	১০০%	
গ) লাইব্রেরী	৪৩টি	১০০%	
ঘ) বুক ক্লাব	৩০০	১২.৫০%	
ক) পুস্তক মুদ্রণ	৩০১টি	৬৬.৮৮%	
খ) পুনঃ মুদ্রণ	১৮১টি	৭২.৪০%	
গ) সাপ্তাহিক জার্নাল প্রকাশ	১২৬টি	১০৩.৮৫%	
ঘ) গবেষণা পত্র প্রকাশ	১০টি	১০০%	
ঙ) মৌলিক গবেষণা	৪টি	৩৬%	
চ) সিহাহ সিত্তাহ	১০টি	৬২%	
ছ) তাফসীরে তাবারী	২ খন্ড	৪০%	
জ) অনুদিত গ্রন্থ	১৯টি	১০০%	
ক) ইমাম প্রশিক্ষণ প্রদান	১৪০৩৩ জন	৯০.৫৩%	
খ) জমি ক্রয়	৩০ কাঠা	১০০%	
গ) ভবন নির্মাণ	------	------	
ক) মসজিদ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা	৩৪০০টি	১০০%	
খ) পুরাতন পাঠাগারে পুস্তক সংযোজন	৬০০টি	১০০%	
ক) দেশী ও বিদেশী পুস্তক সংগ্রহ	২২৫৯৬ টি	৬৪.৫৬%	
খ) জার্নাল সংগ্রহ	১৪টি	৫৬%	
গ) নির্মাণ কাজ	গণপুর্ত বিভাগকে অর্থ প্রদান করা হয়েছে	গণপুর্ত বিভাগকে অর্থ প্রদান করা হয়েছে	
ক) বিশ্বকোষ	৯ খন্ড	১১৩%	
খ) পুনঃ মুদ্রণ	১খন্ড (১১খন্ড) বিশ্বকোষ প্রকাশ করা হয়।	১খন্ড (১১খন্ড) বিশ্বকোষ প্রকাশ করা হয়।	
ক) মেশিন সংগ্রহ	১১টি	১০০%	
খ) এয়ার কুলার ও আধুনিক যন্ত্রপাতি	১৫টি	১০০%	
ক) বিশুদ্ধ উচচারন ও বঙ্গানুবাদসহ আল-কোরআন ক্যাসেটিংকার্যক্রম	১৮৭৫ সেট।	১০০%	
ক) সাহান নির্মাণ	৩৭,০৬৮ বর্গফুট	১০০%	
খ) মিনার নির্মাণ	২৫,০০০ বর্গফুট	১০০%	

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার বাস্তব অগ্রগতি (১৯৯০-৯১ থেকে ১৯৯৪-৯৫)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্য মাত্রা	অবমুক্তি/প্রাপ্তি পরিমান ও লক্ষ্যমাত্রার %	ব্যয় পরিমানও লক্ষ্যমাত্রার%	বাস্তব অগ্রগতি (পরিমান ও লক্ষ্য মাত্রার %)
১.	ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র	৮৭০.০০	ক) অনুষ্ঠান - ১৭৫৮৭টি খ) বুক ক্লাব - ১৭২০টি	৮৭০.০০ (১০০%)	৮৭০.০০ (১০০%)	ক) অনুষ্ঠান সম্পন্ন = ১৮৪১৮টি (১০৫%) খ) বুক ক্লাব প্রতিষ্ঠা = ১৭২০টি (১০০%)
২.	ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী	৬০০.০০	ক) ইমাম প্রশিক্ষণ = ৭০০০ জন খ) কর্মকর্তা/কর্মচারী = ২৪০ জন গ) রিফ্রেসার্স কোর্স = ২৬০০ জন	৬০০.০০ (১০০%)	৬০০.০০ (১০০%)	ক) ইমাম প্রশিক্ষণ = ৭০২০ (১০০.২৮%) খ) কর্মকর্ত/কর্মচারী প্রশিক্ষণ=২৪০২৯(১০০%) গ) রিক্রেসার্স কোর্স = ২৫০০ জন (৯৯.২০%)
৩.	মসজিদ ভিত্তিক সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম (গণশিক্ষা)	৫৯৯.৩২	ক) ৪-৫ বয়ঃস্তর = ১৭২৮০ জন খ) ৬-১০ বয়ঃস্তর = ১১৫২০ জন গ) ১১-১৪ বয়ঃস্তর = ১৭২৮০জন ঘ) ১৫-৩৫ বয়ঃস্তর = ২৩০৪০জন ঙ) জীবনব্যাপী শিক্ষা = ১৯২টি	৫৯৯.৩২ (১০০%)	৫৯৯.৩২ (১০০%)	ক) ৪-৫ বয়ঃস্তর = ২৮৮০০ জন খ) ৬-১০ বয়ঃস্তর = ১৭২৮০ জন গ) ১১-১৪ বয়ঃস্তর = ১৭২৮০ জন ঘ) ১৫-৩৫ বয়ঃস্তর = ৮৩০৭০ জন ঙ) জীবন ব্যাপী শিক্ষা - ১৯২টি
৪.	ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশনা, অনুবাদ ও গবেষণা কার্যক্রম (৩য় পর্ব)	৫৯০.০০	ক) পুস্তক প্রকাশ= ১৫০টি (২২৫০ফর্মা) খ) পুনঃ মুদ্রা = ১৮০টি (২৭০০ফর্মা) গ) মাসিক অগ্রপথিক পত্রিকা = ৪৮ সংখ্যা ঘ) গবেষণা পত্র = ১৫টি ঙ) মৌলিক গবেষণা = ৮টি চ) সিহাহ সিত্তাহ = ১০ খন্ড ছ) তাফসীরে তাবারী = ৪ খন্ড জ) সীরাতে ইবনে হিশাম = ৩ খন্ড ঝ) অণূদিত গ্রন্থ = ২০টি	৫৯০.০০ (১০০%)	৫৯০.০০ (১০০%)	ক) পুস্তক প্রকাশ = ১৯৫০টি ফর্মা প্রকাশিত (৯৬%) খ) পুনঃ মুদ্রণ = ২৫৫২ ফর্মা প্রকাশিত ও ১৪৮ ফর্মা মুদ্রণাধীন (৯৭%) গ) মাসিক পত্রিকা = ৪৮ সংখ্যা (১০০%) ঘ) গবেষণা পত্র = ১১টি (৭৩.৩৩%) ঙ) মৌলিক গবেষণা = ৪ খন্ড প্রকাশিত ও ৪ খন্ড মুদ্রণাধীন (৭৫%) চ) সিহাহ সিত্তাহ = ১০ খন্ড (১০০%) ছ) তাফসীরে তাবারী = ৪ খন্ড (১০০%) জ) সীরাতে ইবনে হিশাম = ২ খন্ড প্রকাশিত ও ১ খন্ড মুদ্রণাধীন (৯০%) ঝ) অণূদিত গ্রন্থ = ৯টি প্রকাশিত ও ১১টি মুদ্রণাধীন (৯০%)

Dhaka University Institutional Repository

৫.	বাংলায় ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশনা	২০০.০০	ক) বিশ্বকোষ প্রকাশনা = ১৪ খন্ড (১২-২৫) খ) পুনঃ মুদ্রণ = ১ খন্ড	২০০.০০ (১০০%)	২০০.০০ (১০০%)	ক) ৮ খন্ড প্রকাশিত (১২-১৯) খ) ৬খন্ড পান্ডুলিপি(২০-২৫) প্রস্তুত সম্পন্ন৭৯%
৬.	মসজিদ পাঠাগার প্রকল্প	২০০.০০	ক) পাঠাগার প্রতিষ্ঠা = ৩২৬০টি খ) পুরাতন পাঠাগারে পুস্তক সংযোজন = ৫০০টি	২০০.০০ (১০০%)	২০০.০০ (১০০%)	ক) পাঠাগার প্রতিষ্ঠা = ৩২৬০টি (১০০%) খ) পুরাতন পাঠাগারে পুস্তক সংযোজন = ৫০০টি (১০০%)
৭.	ইসলামিক ফাউন্ডেশনের লাইব্রেরী উন্নয়ন প্রকল্প	১২৫.০০	ক) দেশী পুস্তক সংগ্রহ = ১০,০০০টি খ) বিদেশী পুস্তক সংগ্রহ = ৫০০০টি গ) দেশী-বিদেশী জার্নাল সংগ্রহ = ২০টি (১০ সংখ্যা স্থানীয়, ১০ সংখ্যা বিদেশী) ঘ) নির্মাণ কাজ	১২৫.০০ (১০০%)	১২৫.০০ (১০০%)	ক) দেশী পুস্তক সংগৃহীত = ১০১২৯টি (১০১.২৯%) খ) বিদেশী পুস্তক সংগৃহীত = ০০৯টি (১০০.১৮%) গ) দেশী-বিদেশী জার্নাল সংগৃহীত = ২০টি (১০০%) ঘ) নির্মাণ কাজ
৮.	শেরে বাংলা নগরে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স নির্মাণ	১০০০.০০	ক) ভূমি অধিগ্রহণ = ১.৮৫ একর খ) প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ= ৫১৭২বঃ মিঃ (১০ তলা ভীত সহ) গ) সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	২০০.০০ (২০%)	২০০.০০ (২০%)	ক) ভূমি অধিগ্রহণ= ১.৮৫ একর (১০০%) খ) প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ গ) সীমানা প্রাচীর নির্মানের কাজ চলছে
	মোট	৪১৮৪.৩২		৩৩৮৪.৩২	৩৩৮৪.৩২	

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি [৩৩.]

ঙ. পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৫-২০০০)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বরাদ্দ ও প্রাপ্তি			বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	
		বরাদ্দ	প্রাপ্তি	প্রাপ্তির শতকরা হার	কর্মসূচী	পরিমান
১.	ইমাম প্রশিক্ষণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	২১৮০.০০	২১৮০.০০	১০০%	ক) ইমাম প্রশিক্ষণ প্রদান খ) রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ গ) সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রশিক্ষণ ঘ) ভূমি ক্রয় ঙ) ভবন নির্মাণ চ) যানবাহন	১০,০০০ জন ৪৭০০ জন ১০৯৫ জন ০.৩ একর ৫৭৯২ বঃ মিঃ ২টি
২.	ইসলামী প্রকাশনা (প্রকাশনা, অনুবাদ, গবেষণা ও জীবনী বিশ্বকোষ) কার্যক্রম।	৯৯৫.০০	৯৯৫.০০	১০০%	প্রকাশনা ঃ ক) পুস্তক মুদ্রণ খ) পুনঃ মুদ্রণ গ) মাসিক ম্যাগাজিন প্রকাশ ঘ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামী পুস্তক বিতরু গবেষণা ঃ ক) মুদ্রণ অনুবাদ ঃ ক) মুদ্রণ খ) বিখ্যাত বই মুদ্রণ বিশ্বকোষ ঃ	 ১২৫টি ১৬০টি ৫৪টি ৭৬৮টি ৭ খন্ড ৭০টি ৩০ খন্ড ৩০টি
৩.	মসজিদ পাঠাগার প্রকল্প।	৩৯০.০০	৩৯০.০০	১০০%	ক) যানবাহন খ) মসজিদ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা গ) পুরাতন পাঠাগারে পুস্তক সংযোজন ঘ) মডেল পাঠাগার স্থাপন	১টি ৫০০০টি ১১২৫টি ৬৫টি
৪.	ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিকল্পনা বিভাগ শক্তিশালীকরু প্রকল্প	১২৫.০০	১২৫.০০	১০০%	ক) যানবাহন খ) সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি গ) ডকুমেন্টারী ফিল্ম নির্মিত হয়েছে	১টি ২২টি ------
৫.	শেরে বাংলানগরে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায়)	১১৫০.০০	১১৫০.০০	১০০%	ক) যানবাহন খ) ভূমি ক্রয় গ) ভবন নির্মাণ	১টি ১.৮৫ একর ৬২৭৭.৫৫ বঃ মিঃ
৬.	মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম	৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০	১০০%	ক) শিক্ষা কার্যক্রম খ) যানবাহন (মটর সাইকেল) গ) সরঞ্জামাদি	৬১১৫২০ ৬৪ টি ২৭৩টি
৭.	জমিয়তুল ফালাহ মসজিদ কাম ইসলামিক সেন্টার সম্প্রসারণ	৮১০.০০	৮১০.০০	১০০%	ক) ভবন নির্মাণ খ) ফিনিসিং কাজ গ) সীমানা প্রাচীর নির্মান	৭৭৬৬ বঃ মিঃ ১৮৬০ বঃ মিঃ ২৭০ বঃ মিঃ

* লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশনা নং ঃ ১৯১৭, পৃষ্ঠা- ৫,৬।
২. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৬
৩. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৬,৭
৪. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৭
৫. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ১২
৬. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, ইফাবা কর্তৃক প্রকাশিত ১৪২৩ হিঃ সনের ডায়েরী, পৃষ্ঠা- ৩
৭. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৩
৮. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৩
৯. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৩,৪
১০. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা - ৪
১১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৪
১২. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৪
১৩. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৫
১৪. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৪
১৫. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি , প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৫
১৬. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৫
১৭. এ.এম.এম বাহাদুর মুন্সী প্রণীত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ম্যানুয়াল, মার্চ, ১৯৯১, পৃষ্ঠা- ১৪৪
১৮. ইসলামিক ফাউন্ডেশন ম্যানুয়াল , প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ১২৫
১৯. ইসলামিক ফাউন্ডেশন ম্যানুয়াল , প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ১২৫,১২৬
২০. ইসলামিক ফাউন্ডেশন ম্যানুয়াল , প্রাগুক্ত , পৃষ্ঠা - ১৬৪
২১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি, ইফাবা প্রকাশনা নং ঃ ১৯১৭ , পৃষ্ঠা-১৭
২২. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ১৬
২৩. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৭-১৮
২৪. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৮-১৯
২৫. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ১৯
২৬. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহ্ এমরান, প্রবন্ধ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বাংলা পিডিয়া (প্রকাশিতব্য), এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাদেশ।
২৭. আ.ন.ম. আবদুর রহমান, প্রবন্ধ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৫৫
২৮. আ.ন.ম. আবদুর রহমান, প্রবন্ধ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৫৫
২৯. আ.ন.ম. আবদুর রহমান, প্রবন্ধ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৫৫
৩০. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহ্ এমরান, প্রবন্ধ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বাংলা পিডিয়া (প্রকাশিতব্য), এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাদেশ।
৩১. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহ্ এমরান, প্রবন্ধ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বাংলা পিডিয়া (প্রকাশিতব্য), এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাদেশ।
৩২. বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, এপ্রিল ৩০, ১৯৯৮, পৃ. ৫৮৫১
৩৩. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ- এর পরিকল্পনা বিভাগ থেকে বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম ও ইসলামী মূল্যবোধ

সমাজ কল্যাণ একটি সামাজিক বিজ্ঞান।[১] সমাজ কল্যাণ বলতে আধুনিক কালের সুসংগঠিত সেবাদান কার্যকে বুঝায়। এর লক্ষ্য হল জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধন। এ কল্যাণ সাধন করতে গিয়ে সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা, নীতি ও মূল্যবাধ দ্বারা পরিচালিত হয়। যদিও সমাজকল্যাণের সুনির্দিষ্ট ও সার্বজনীন দর্শন আজও গড়ে উঠেনি। কারণ, সমাজ পরিবর্তনশীল ও গতিশীল। প্রত্যেক দেশেই সমাজকল্যাণ কার্যক্রম সে দেশের আর্থ -সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় রীতি-নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। এজন্য সমাজকল্যাণ দর্শনের মধ্যে সার্বজনীন ঐক্য পরিলক্ষিত হয় না। সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সমাজকল্যাণ দর্শনেরও পরিবর্তন ঘটে। তদুপরি সমাজকল্যাণের ঐতিহাসিক পটভূমি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ধর্মীয় অনুপ্রেরণা, অনুশাসন এবং অনুভূতিই সমাজকল্যাণ দর্শনের সার্বজনীন ভিত্তি। ধর্মীয় শিক্ষা ও আদর্শে অনুপ্রাণীত হয়ে মানুষ যেমন স্রষ্টাকে চিনেছে তেমনি স্রষ্টার সৃষ্টির সেবায় ও নিজেকে নিয়োজিত কর-তে শিখেছে।সমাজকল্যাণ দর্শন চিরায়ত ধর্মীয় নীতির উপর অধিষ্ঠিত বিধায় সার্বজনীন সমাজকল্যাণ দর্শন গড়ে না উঠা সত্ত্বেও অভিন্ন কতকগুলোমূল্যবোধ গড়ে উঠেছে। সেগুলোর উপর ভিত্তি করেই সমাজকল্যাণ মূলক কার্যক্রম সব সমাজে পরিচালিত হয়ে আসছে।[২]যদিও সমাজ ব্যবস্থা ও সমাজবদ্ধ মানুষের প্রয়োজনের বিভিন্নতার জন্য সমাজকল্যাণের অভিন্ন ধারনা গ্রহণ করা সম্ভব নয় তথাপি সমাজবদ্ধ মানুষের কতিপয় অভিন্ন সত্তা রয়েছে। এসব সত্তার স্বীকৃতি লালন ও উন্নয়নই আধুনিক সমাজকল্যাণের স্বকীয়তা ও সার্বজনীনতা দান করেছে। এ স্বকীয়তা দর্শনজ্ঞান সঞ্জাত। তাই সমাজকল্যাণ দর্শন হল এমন সব সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান যা সমাজবদ্ধ মানবগোষ্ঠীর গ্রহণযাগ্য কল্যাণ সাধনের চালিকা শক্তি। যা জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও যুক্তিযুক্ত অবস্থা নির্বিশেষে সব মানুষের সার্বিক মঙ্গল বিধান করে।যার ফলে কতিপয় অভিন্ন বিষয় সব মানুষের নিরাপত্তার কল্যাণ নিশ্চিত হয়।[৩]

শিল্পোত্তর সমাজের জটিল ও বহুমূখী সমস্যা সমাধানের তাগিদ সমাজকল্যাণে ধর্মীয় আদর্শের চেয়ে মানবিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আদর্শের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। যার ফলশ্রুতিতে সমাজকল্যাণের দার্শনিক রুপরেখা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সমাজ বিজ্ঞানী, সমাজ দরদী, সমাজ চিন্তাবিদ এবং মানব হিতৈষী মনীষীদের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে সহায়তা করে।এক্ষেত্রে সাম্য, মৈত্রী, সহযোগিতা ও সামাজিক ন্যায়পরায়নতা প্রভৃতি দার্শনিক মূল্যবোধ সমাজকল্যাণ মূল্যবোধ দর্শন সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। তাই পৃথিবীর সকল দেশেই সমাজ কাঠামো ও সামাজিক প্রয়োজ-নের প্রতি লক্ষ্য রেখেই সমাজকল্যাণ দর্শন গড়ে তোলা হয়, যাতে সমাজবদ্ধ সকল মানুষের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়।তবে মানবতাবোধ, ধর্মীয় অনুশাসন এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনের অনুভূতি ও তাগিদই সমাজকল্যাণের সার্বজনীন দার্শনিক ভিত্তি তাতে কোন সন্দেহ নেই ।

সমাজকল্যাণ দর্শনের বিবর্তনে ধর্ম, বিশষত ইসলামের অবদান সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে সমাজকল্যাণ বলতে আসলে কি বুঝায় সে সম্পর্কে একটা পরিস্কার ধারনা থাকা প্রয়োজন।সমাজকল্যাণ বলতে সাধারণত ঃসমাজের কল্যাণকে বুঝায়। অর্থাৎ যার দ্বারা সমাজের মানুষের সর্ববিধ কল্যাণ সাধন করা হয় তাকে সমাজকল্যাণ বলে। সেজন্য সমাজকল্যাণ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়।সুতরাং সমাজের

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের কল্যাণার্থে গৃহীত সকল প্রেরণা, প্রচেষ্টা ও কর্মসূচীই সমাজ কল্যাণের বৃহত্তর পরিধিভূক্ত ।

সমাজকল্যাণ পদবাচ্যটি 'সমাজ' ও 'কল্যাণ' প্রত্যয়দ্বয়ের সংমিশ্রনে সৃষ্ট। সমাজ হচ্ছে সমস্বার্থ ও উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে সংঘবদ্ধভাবে বসবাসরত লোকের সম্মিলন । যারা পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ এবং যাদের মধ্যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যার্জনকে কেন্দ্র করে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয় । সংক্ষেপে সমাজ বলতে বুঝায় মানব সম্পর্কের সমষ্টিকে । জিসবার্ট এর ভাষায় -''সমাজ হল সামাজিক সম্পর্কের জটিল জাল, যার দ্বারা প্রত্যেক মানুষ তার সঙ্গীদের সাথে সম্পর্কযুক্ত ।[৪] আর 'কল্যাণ' মূলত একটি মানসিক ধারনা । মানুষের তৃপ্তি, সন্তুষ্টি ও সুখানুভূতির সঙ্গে এটি সম্পর্কিত । যা মহৎ ও ভাল কাজকে বুঝায় ; কিংবা সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা হিসেবে ব্যবহৃত হয় । তাই সমাজকল্যাণ বলতে স্বাভাবিকভাবেই সমাজের কল্যাণকর কার্যক্রমকেই বুঝায় । এ প্রসঙ্গে স্কিডমোর এবং এম.জি থ্যাকারীর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য । তাদের মতে, সমাজকল্যাণের মূল ভিত্তি তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত । যেমন ঃ-

*সমাজ গঠনের গুরূত্বপূর্ণ বা অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে মানুষ ।

*মানুষের পারস্পরিক ক্রিয়া -প্রতিক্রিয়ার ফলে ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সমষ্টিগত সমস্যা থাকা স্বাভাবিক । অর্থাৎ মানুষ থাকলে তার সমস্যাও থাকবে ।

* মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু একটা করার প্রয়োজন রয়েছে ।[৫] অর্থাৎ মানুষ থাকলে সমস্যা থাকবে এবং সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টাও মানুষ গ্রহণ করবে । সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টাই হচ্ছে সমাজকল্যাণ । যার লক্ষ্য হচ্ছে সমাজে বসবাসরত মানবগোষ্ঠীর সার্বিক সন্তুষ্টি বিধানের স্বার্থে সমাজে ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করা ।

সমাজের মানুষের প্রয়োজনেই সমাজকল্যাণের প্রেরণা জাগ্রত হয়েছে । যুগ যুগান্তরে তা সংগঠিত হয় সমাজকল্যাণকে একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা ও পূর্ণতা দান করেছে । সঠিকভাবে এর সূচনা কাল জানা না গেলেও মানব সভ্যতার ঊষালগ্নেই মানুষের নানাবিধ সমস্যা সমাধানের জন্য এর শুভ সূচনা হয় । কালের আবর্তনে এবং সমাজের বিবর্তনে সমাজকল্যাণ বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে । কখনো ব্যক্তিগত উদ্যোগে, কখোনাবা দলীয় প্রচেষ্টায়, আবার কখনো কখনো ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় মানুষ সমাজের কল্যাণের জন্য কাজ করে আসছে। তাই প্রাচীন অর্থে সমাজকল্যাণ বলতে সমাজের দুঃস্থ, অসহায়, অক্ষম ও দরিদ্রের অৎর্থিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে গৃহীত সেবামূলক কার্যক্রমক বুঝানো হত যার মূল ছিল ধর্মীয় অনুভূতি, অনুশাসন ও মানবিকতাবোধের প্রেরণা। ইহলৌকিক পাপমোচন এবং পরলৌকিক মুক্তি লাভের উপায় হিসেবে সমাজ সেবা তথা সমাজকল্যাণ বিবেচনা করা হত। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের ফলে সমাজ ব্যবস্থায় যে রদবদল তথা পরিবর্তন সাধিত হয় এবং মানব সমাজের নানাবিধ জটিলতর সমস্যা সৃষ্টি হয় তার মোকাবেলায় সনাতনী সমাজকল্যাণ প্রচষ্টা ছিল অপর্যাপ্ত।তাই শিল্প সমাজের একটি সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধান- কল্পে জন্ম নেয় আধুনিক সমাজকল্যাণ. যার লক্ষ্য হল সমাজের সকল সমস্যার স্থায়ী সমাধান এবং জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা।যাতে তারা স্বীয় সামর্থ ও সম্পদের সদ্ব্যবহার করে স্বাবলম্বী হতে পারে। অর্থাৎ সমাজের সকল মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা। যাতে সমাজবদ্ধ সকল ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও জনসমষ্টি তাদের সামাজিক, মানসিক ও দৈহিক কল্যাণের অধিকারী হতে পারে।[৬] হ্যারল্ড এল. উইলনস্কি এবং চার্লস এন লেবা (Harold L.wolnesky and chorles N. Lebeaux) বলেন-''সমাজকল্যাণ হল আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠিত এবং সামাজিকভাবে প্রবর্তিত প্রতিষ্ঠান ও প্রতিনিধির কর্মসূচী যা কোন জনসংখ্যার সম্পূর্ণ বা বা অংশ বিশেষের অর্থনৈতিক অবস্থা, স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিগত যোগ্যতার রক্ষণাবেক্ষণএবং উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত।''[৭] Encyclopadia of Social Work -এর সংজ্ঞা অনুযায়ী - The term Social Welfare

Dhaka University Institutional Repository

denotes the full range of recognised activities of voluntary and governmental agencies, that seek to prevent, alleviate or contribute to the solution of recognised Social Problems or to improve the well -being of indeviduals, groups or communities. [৮] উৎপত্তিগত দৃষ্টিকোন হতে বলা যায় যে, সমাজ কল্যাণ হচ্ছে সমাজস্থ মানুষের আর্থ -সামাজিক, নৈতিক ও দৈহিক ইত্যাদি সামগ্রিক দিকের তৃপ্তি এবং সন্তুষ্টি বিধানের প্রচেষ্টা বা কার্যক্রমের সমষ্টি [৯]

সমাজ বিজ্ঞানী জি উইলসন (Gertrude wilson) সমাজকল্যাণের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞায় বলেছেন, "সমাজ কল্যাণ হচ্ছে সকল মানুষের কল্যাণে সকল মানুষের সংগঠিত প্রচেষ্টা [১০]

W.A Friedlander - এর মতে Social welfare is the Organised system of social services and institutions, designed to aid indiveduals and Groups to attain Satisfying Standards of life, health and personal and Social relationships, which permit them todevelop theirfull capacities and to promote their well being in harmony with the needs of their families and the community [১১]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ বিভাগ প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী, মানুষ, সমস্যা ও সমাধান-এ তিন উপাদানের সমন্বয় সাধনের বৈজ্ঞানিক পরিভাষাই সমাজ কল্যাণ. [১২]

সুতরাং উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, সমাজকল্যাণ হল এমন একটি ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান যা সুসংগঠিত সেবাকার্যের মাধ্যমে সকল মানুষকে সাহায্য করে; যাতে তারা নিজেরাই সব সমস্যা সামাধান করে সুখী ও সমৃদ্ধশালী জীবনের নিশ্চয়তা লাভ এবং উন্নত দেশ ও জাতি গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে ।সর্বোপরী বিবর্তনশীল আধুনিক জীবনধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে মানবকল্যাণের বিধি বিধান এবং প্রথাগুলোকে যুগোপযোগী করে তোলাই হচ্ছে আধুনিক সমাজ কল্যাণ।

সমাজ কল্যাণ দর্শনের বিবর্তনে ইসলামের অবদান

জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সামগ্রীক কল্যাণ সাধনই সমাজ কল্যাণের মূল দর্শন। মানব সভ্যতার উষালগ্নেই সমাজকল্যাণের শুভ সূচনা হয়। এর পিছনে সর্বদাই অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে মানুষের পারস্পরিক প্রয়োজন, ধর্মীয় অনুশাসন ও মানবিক চেতনা। আদিকালে অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনেই মানুষ পরস্পর পরস্পরকে বিপদাপদে সাহায্য সহযোগিতা করত। প্রচীনকালে মানুষের বিপদে সাহায্য করার মত যখন কোন ব্যবস্থাই ছিল না, তখন ধর্মীয় তাগিদেই মানুষ বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসত। মানব কল্যাণের চিরন্তন বাণী নিয়েই প্রতিটি ধর্মের আর্বিভাব। বিশ্বের প্রতিটি ধর্মেরই মানবসেবার প্রতি অত্যাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পারস্পরিক প্রয়োজন ও নির্ভরশীলতা, মানবতাবোধ, মানবিক চেতনা প্রভৃতি সমাজ কল্যাণ দর্শনের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও ধর্মীয় অনুশাসন এবং প্রেরণা সমাজকল্যাণ দর্শনের সার্বজনীন ভিত্তি হিসেবে সবচেয়ে বেশী ভূমিকা পালন করে।

ধর্ম প্রচারকদের শিক্ষা ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মানুষ যেমন স্রষ্টাকে তেমনি সৃষ্টির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার তাগিদ অনুভব করতে শিখেছে। তারই ফলশ্রুতিতে ক্ষুধার্তকে অন্নদান, অসহায়কে সাহায্যদান, আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দান, বিপদগ্রস্তকে পরিত্রাণ দান এবং অক্ষমকে সহানুভূতি প্রদর্শন প্রভৃতি সব সমাজে পরিলক্ষিত হয়, যেগুলো সকল দেশের সমাজকল্যাণের মূলভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত। [১৩]

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মপ্রাণ মানুষ পরকালীন মুক্তির আশায় সমাজে দূর্দশাগ্রস্থ মানুষের কল্যাণে কাজ করতেন। এদিক থেকে পীর,ফকির, মুরশীদ, যাজক,পুরোহিত ও ভিক্ষুদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা জনগণের দুর্দশা লাঘবে সর্বদাই যেমন ধর্মীয় বাণী প্রচার করেছেন তেমনি মসজিদ, মন্দির,গীর্জা ও প্যাগোডার মাধ্যমে জনকল্যাণ সাধন করেছেন। কারণ সকল ধর্মেই সমাজ কল্যাণের জন্য তাগিদ দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে হিন্দুধর্মের মানব প্রেম এবং ইসলাম ধর্মের জনসেবা বিশ্বব্যাপী মানুষের কল্যাণ সাধনে চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে।[১৪] সমাজ কল্যাণের প্রতি তাগিদ দিয়ে ইসলামে বলা হয়েছে তোমারাই শ্রেষ্ঠতম জাতি। তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানবতার কল্যাণের জন্য। তোমরা ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ করবে এবং অন্যায় কাজের নিষেধ করবে।[১৫] উপকারের প্রতিদান উপকারই হয়ে থাকে।[১৬] তুমি পরোপকার কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।[১৭] এবং তাদের (ধনীদের) ধন সম্পদে রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের হক।[১৮] তারা আহার্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অভাবগ্রস্থ, ইয়াতিম ও বন্দীকে আহার্য দান করে এবং বলে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তোমাদের আহার্য দান করি, আমরা আমাদের কাজ থেকে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতা ও চাইনা [১৯]

মহানবী (সা.) বলেছেন-মানুষের জন্য তাই ভালবাসবে যা নিজের জন্য ভালবাসবে, তবেই মুসলিম হবে। যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না। সেই লোকদের মধ্যে ভাল যে লোকের উপকার করে. পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া কর, তবে স্বর্গবাসী (আল্লাহ) তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। সমগ্র সৃষ্টিই আল্লাহর পরিজন, সৃষ্টির মধ্যে সেই আল্লাহর প্রিয়তম যে তাঁর এই পরিজনের সর্বাপেক্ষা উপকারক.[২০]

সুতরাং দেখা যায় সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের স্পৃহা হৃদয়ে না থাকলে প্রকৃত মুসলমান হওয়া যায় না। তাই ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে দরিদ্র, অভাবী, মজলুম, অসহায় ও বিপদগ্রস্থদের সাহায্য করতে, ক্ষুধার্তকে অন্ন দিতে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিতে, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতে মজলুমকে জালিমের অত্যাচার হতে রক্ষা করতে অত্যাচারী শাসকের সামনে উচিত কথা বলতে। এসব কিছুই ইসলামে হুকুকুল ইবাদ নামে পরিচিত।[২১]

এসব ধর্মীয় আদর্শ, বাণী, প্রেরণা ও অন্তদৃষ্টি সমাজকল্যাণের দার্শনিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। এ ছাড়া ও ইসলামে সমাজ কল্যাণ সাধনের জন্য বিভিন্ন প্রথা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যাকাত, বায়তুলমাল, ওয়াকফ, করযে হাসানা ও সদকায়ে জারিয়ার অবদান অনস্বীকার্য। ধর্মীয় অনুশাসন এবং প্রেরণাই এতিমখানা, দাতব্য চিকিৎসালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দুঃস্থ নিবাস ও অন্যান্য সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনে মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আধুনিক সমাজ কল্যাণের বিকাশে ইসলামের অবদান সর্বাধিক তাৎপর্যমন্ডিত। কেননা, ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্ম নয়, একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থাও বটে। সমগ্র মানব জাতির মুক্তি ও কল্যাণের বাণী নিয়ে ইসলামের আবির্ভাব। ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জীবন এক অবিভাজ্য সত্তা।[২২] ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের উন্নয়ন ও কল্যাণের প্রতি এতে সমান গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় পার্থিব এবং অপার্থিবের মধ্যে কোন বিভাজন নেই।এজন্য ইসলাম ইহকীলন ও পরকীলন উভয়বিধ উন্নয়নে বিশ্বাসী। পবিত্র কুরআনে মানুষকে উভয় জগতের উন্নতি ও কল্যাণ সাধনের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার কথা বলা হয়েছে---হে আমাদের প্রভু ! তুমি আমাদের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন কল্যাণ দান কর ।[২৩] অন্যত্র বলা হয়েছে -- তোমরা উপাসনা কর এবং পরে তোমাদের দৈনন্দিন কাজে বেরিয়ে পড়। [২৪] এতেই প্রমানিত হয় যে, ইসলাম ইহলোক ও পরলোক উভয়

Dhaka University Institutional Repository

জগতের কল্যাণের প্রতি গুরুত্ব দেয়। ইসলাম মানুষে মানুষে বৈষম্য স্বীকার করেনা। ইসলামের দৃষ্টিতে বর্ণ বা রক্তের ভিত্তিতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বিবেচিত হয়না, বরং সমাজকল্যাণে অবদান রাখার উপরই মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হয়। বিশ্বাসীগণ পরস্পর ভাই ভাই; পূণ্য ব্যতিরেকে একজন অন্যজন হতে বড় নয়। [২৫] মহান আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেছেন। [২৬]. এ খলিফা প্রেরণ সম্পর্কিত ধারনাই ইসলামী সমাজের মূল্যবোধের উৎস এবং ইসলামী নীতি অনুযায়ী মানব অস্তিত্বের চারিত্রিক রূপের চাবিকাঠি। ইসলামে সমাজ সেবাকে সর্বোচ্চ স্থান দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয় স্বজন, অভাবগ্রস্থ, নিকট ও দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী (মুসাফির) এবং তোমাদের অধিকারভূক্ত, দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। [২৭]. অন্যত্র বলা হয়েছে-হে নবী! জানিয়ে দিন মুসলমানগণ, যেন তাদের পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয়, ইয়াতিম, মিসকীন ও নিঃস্ব পথিকদের জন্য সম্পদ ব্যয় করে। এতদ্ব্যতিত মানুষের উপকারার্থে আরও যত কাজ করবে আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত। [২৮]. আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে সমাজের মানুষের ভূমিকা প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টি তাঁর পরিবার এবং সেই আল্লাহর সর্বাপেক্ষা প্রিয় যে আল্লাহর সৃষ্টিকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসে। তোমাদের সেই শ্রেষ্ঠ মানুষ যে অপরের কল্যাণে নিয়োজিত থাকে, যে প্রতিবেশীকে অভূক্ত রেখে পেট পুরে আহার করে সে প্রকৃত মুসলমান নয়।

এভাবেই ইসলামে মানুষের মর্যাদা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমাজ সেবাকে গুরুত্ব দিয়ে সমাজের কল্যাণকে তরান্বিত ও ফলপ্রসূ করা হয়েছে। তাছাড়াও মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার, সমসুযোগ, সামাজিক দায়িত্ব সম্পদের সুষম বণ্টন, সামাজিক ন্যায় বিচার, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সামগ্রিক জীবনবোধের প্রতিফলন ঘটিয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে, যা সমাজকল্যাণের মূল্যবোধ সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষভাবে অবদান রেখেছে।

ইসলামী সমাজে আল্লাহর খলিফা হিসেবে মানুষের দুইটি ভূমিকা রয়েছে। একটি হলো হককুল্লাহ্ বা আল্লাহর হক এবং অপরটি হলো হককুল ইবাদ বা বান্দার হক। মানুষের এ দুইটি ভূমিকাই ইসলামে ইবাদত হিসেবে স্বীকৃত। যে সমস্ত ইবাদত সরাসরি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত তা হক্কুল্লাহ, আর যে সমস্ত ইবাদত বান্দা বা আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত তা হককুল ইবাদ নামে পরিচিত। দুইটি ইবাদতের মধ্যে এমন পারস্পরিক অবিচ্ছেদ্য বন্দন রয়েছে যে, দুইটিকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেখার উপায় নেই। হুকুকুল ইবাদকে উপেক্ষা করে কেবল মাত্র হুকুকুল্লাহ বা আল্লাহর ইবাদত করলে ইবাদত পূর্ণাঙ্গতা লাভ হয় না। এ দুই ধরনের ইবাদতই আমাদের উপর ফরজ এবং উভয়বিধ ইবাদতই যথাযথরূপে পালনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব হয়। এক ধরনের ইবাদতে আত্মতুষ্টি লাভ করে অন্য ধরণের ইবাদত উপেক্ষা করলে পূর্ণ কামালিয়াত অর্জন করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। যেমন ব্যক্তি মানবিক প্রয়োজন, পরিবার সমাজ সংসার ও জাগতিক সবকিছু উপেক্ষা করে সিদ্ধি লাভের প্রয়াস পায় তাহলে সে বাস্তবতাকে চরমভাবে উপেক্ষা করল। অথচ আল্লাহই মানুষকে নানাবিধ জৈবিক প্রয়োজন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বের প্রতি আল্লাহ মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দান করেছেন। এমনকি , জীব-জন্তু, গাছ-পালা, শস্য, প্রকৃতি, পরিবেশ ইত্যাদির ক্ষেত্রে ও মানুষের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এ সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ উপেক্ষা করাও নাফরমানীর শামিল। মূলতঃ হুকুকুল্লাহর দাবী শুধু একটি আর হুকুকুল ইবাদ হল সুবিস্তৃত, সীমা সংখ্যাহীন। অতএব, হুকুকুল ইবাদ ছাড়া ইবাদতের পূর্ণতাই আসে না। সর্বগুণ ও সর্বশক্তির আধার মহিমান্বিত স্রষ্টার সকলগুণ ও শক্তির সাথে অন্য কাউকে অংশীদার না করা, স্রষ্টার নিকট একান্ত আত্মসমর্পণ ও স্রষ্টার আদেশ-নির্দেশমত

Dhaka University Institutional Repository

হালাল-হারামের বিধান মেনে জীবন যাপন, সর্বোপরী সর্বদা তাঁর স্মরণ ও সর্বকাজে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন-এটাই হুকুকুল্লাহ্ অন্যদিকে মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক আচরণ করাই হুকুকুল ইবাদ। অতএব এক অর্থে এটা ও আল্লাহর হুকুম পালন আর হুকুম পালনের নামই ইবাদত। সেদিক দিয়ে উভয় ধরণের ইবাদতের মধ্যেই পারস্পরিক ঐক্যসূত্র বিদ্যমান।[২৯].

বিশ্বস্ততার সাথে হক্কুল ইবাদ পালন ইসলামী সমাজে জীবন-যাপনের অপরিহার্য শর্ত। ইসলামের বিধান অনুযায়ী দানশীলতা ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়, বরং তার প্রতিবেশীদের হক রয়েছে তার সম্পত্তির উপর।[৩০]. সে জন্যে ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন করে সম্পদের সুষম বণ্টন, অসহায় জনগণের নিরাপত্তা বিধান ও সামাজিক ন্যায় বিচারের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। ইসলামী সমাজ ব্যাবস্থায় শুধুমাত্র মুসলমানদেরই সামাজিক নিরাপত্তা দেয়া হয়নি, প্রকৃত পক্ষে ধর্মমত নির্বিশেষে সকলের পূর্ন নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.) এর শাসনামলে হীরাবাসীদের সঙ্গে যে সন্ধির চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল তাতে উল্লেখ রয়েছে, বৃদ্ধ, অক্ষম, আকস্মিক বিপদগ্রস্থ, ভিক্ষুক, হঠাৎ দারিদ্রে পরিণত হলে তাদের উপর থেকে জিজিয়া কর প্রত্যাহার করা হবে এবং তাদের সন্তানদের ভরণ পোষণ ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মাল হতে করা হবে।[৩১] তাছাড়া বায়তুল মালের মাধ্যমে অসহায় ও দরিদ্র জনগণের কল্যাণ সাধন করে সমাজ কল্যাণকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে গ্রহণ করা হয়েছে। ইসলামী অনুশাসন এবং বিধি বিধান অনুসরণ করে খুলাফা-এ-রাশেদীনের যুগে আদর্শ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করা হয়। যাকে বিশ্বের প্রথম কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করা হয়।

এভাবেই ইসলামের অনুপ্রেরণা, অন্তর্দৃষ্টি, মূল্যবোধ ও অবদানের জন্যই সমাজকল্যাণ কালক্রমে আধুনিক রূপ লাভ করে। সমাজকল্যাণের আধুনিক ও সংগঠিত রূপ লাভের পিছনে ইসলামের অনুশাসন, অনুপ্রেরণা মানবীয় দর্শন এবং মানব কল্যাণের সার্বজনীন নীতি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা লাভ করে। ইসলামের রাজনৈতিক, সামাজিক, ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গৃহীত বাস্তবমুখী ব্যবস্থাবলী সমাজকল্যাণের উদ্ভব ও বিকাশে সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে।

সুতরাং দেখা যায় যে, আধুনিক সমাজকল্যাণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কৃত নতুন কোন বস্তু নয়। এর মূল দর্শন ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। প্রাকশিল্প যুগের ধর্মীয় সমাজসেবা প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের সংগঠিত বা বৈজ্ঞানিক রূপই হচ্ছে আধুনিক সমাজ কল্যাণ। এজন্য বলা হয়ে থাকে 'Modern Social work is not an innovation altogether. it has its roots implanted deep in the philosophy of religions'[৩২]. ধর্মীয় দর্শন ধ্রুবতারার ন্যায় সমাজ কল্যাণের দিক নির্দেশনায় শাশ্বত সত্য হিসেবে চিরদিন বিরাজ করবে। ইসলামের অনুশাসন ও নীতিমালার সঙ্গে সমাজকল্যাণের নীতিমালা এবং মূল্যবোধের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট। বস্তুতঃ ইসলামের জীবন দর্শন সমাজ কল্যাণের মূল্যবোধ ও নৈতিক ভিত্তি গঠনে সর্বাধিক ভূমিকা পালন করে।

পরিশেষে দেখা যায় যে, আধুনিক সমাজকল্যাণ দর্শনের প্রতিটি স্তরে ইসলামের প্রভাব ও প্রাণশক্তি প্রতিফলিত হয়েছে। কেননা ইসলাম একটি সামগ্রিক জীবন দর্শন। মানব জীবনের সকল দিকই এতে প্রতিফলিত হয়েছে। ইসলাম তার মূল্যবোধসমূহের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে সার্বিক উন্নতির পথে নিয়ে যেতে চায়। কেননা মানব কল্যাণের চিরন্তন বাণী নিয়েই ইসলামের আর্বিভাব। মানবতা বোধের বিকাশ, মানবিক চেতনা সৃষ্টি এবং পারস্পরিক বিপদ-আপদে সাহায্য দানের প্রেরণা ধর্ম বিশেষত ইসলামই মানুষের মধ্যে জাগ্রত করেছে। ইসলামী অনুশাসনের তাগিদেই যুগ যুগ ধরে

মানুষ সমাজের দুঃস্থ, অসহায় ও বিপদ গ্রস্থদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে এবং সমাজ জীবনে সুখ, শান্তি, সাম্য, সহমর্মিতা ন্যায় বিচার ও নিরপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করেছে, যা সমাজ কল্যাণের ও লক্ষ্য।

ইসলাম মানব সমাজের বহুবিধ সমস্যা- সমাধানে এমন কিছু বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যা সমাজকল্যাণের ক্ষেত্র সম্প্রসারণে অতুলনীয় ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমানে যে সমাজকল্যাণ বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে সমাজবদ্ধ মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধন করে যাচ্ছে ইসলাম তার আবির্ভাবের সূচনা হতেই বিভিন্ন পদ্ধতিতে সে কাজগুলোই করে আসছে অত্যন্ত সূচারুভাবে। যদিও ইসলামের সে সব পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠান সমাজ কল্যাণ নামে পরিচিত ছিল না, পরিচিত ছিল মানবসেবা বা মানবকল্যাণ নামে। সুতরাং ইসলামের অনুপ্রেরণা, অন্তর্দৃষ্টি, মূল্যবোধ ও অবদানের জন্যেই সমাজকল্যাণ কালক্রমে আধুনিক রূপ লাভ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র ঃ

১. মোঃ আতিকুর রহমান, সমাজ কল্যাণ, ঢাকা- ১৯৯৬, পৃ-৩
২. মোঃ আতিকুর রহমান, সমাজ কল্যাণ, ঢাকা- ১৯৯০, পৃ-২৮০-৮১
৩. অধ্যাপক আব্দুস সামাদ, আধুনিক সমাজকল্যাণ, ঢাকা- ১৯৮৭ ইং পৃ- ১৫৩।
4. Gisbert, Foundamental of Sociology; page-9
5. R. A. Skidmore & M.G. Thakeray, Introduction of Social work.page-3 .
6. Waer A. Friedlander, concepts & methods of Social work, , prentice Hall June, Engle wood cliffs Ng.1962, page-7
7. Harold L. welensky and charles-N- lebeaux, Industrial Society and Social welfare, Russel Sage foundation, New york, 1958, page-17
8. Encyclopadia of Social work: : National Association of Social workers U.S.A, কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞা
৯. মোঃ আতিকুর রহমান, সমাজ কল্যাণ, ঢাকা- ১৯৯৬, পৃ- ৪
১০. মোঃ আতিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ-৫
11. Watter A. Friedlander, Indroduction to Social welfare,prentice Hall, New Delhi, 1963. page-4
১২. তৃতীয় জাতীয় সমাজকল্যাণ সেমিনার -১৯৭৬ উপলক্ষে প্রচারিত বুকলেট হতে সংকলিত।
১৩. মোঃ আতিকুর রহমান, সমাজ কল্যাণ, ঢাকা- ১৯৯০, পৃ-২৮৪.
১৪. অধ্যাপক আব্দুস সামাদ, প্রাগুক্ত, পৃ- ১৫৪
১৫. আল-কুরআন, সূরা-৩; আয়াত- ১১০
১৬. আল-কুরআন, সূরা-৫৫; আয়াত-৬০
১৭. আল-কুরআন, সূরা-২৮; আয়াত-৭৭
১৮. আল-কুরআন, সূরা-৫১ ; আয়াত- ১৯
১৯. আল-কুরআন, সূরা-৭৬; আয়াত-৮-৯
২০. হাদীসগুলো উদ্ধৃতঃ ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, ইসলাম প্রসঙ্গ; রেনেসাস প্রিন্টার্স,ঢাকা- ১৯৬২ ইং পৃ-২
২১. ইসলামের সকল ইবাদতকে দুভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। একটি হুকুকুল্লাহ্ বা আল্লাহর হক অন্যটি হুকুকুল ইবাদ বা বান্দার হক।
২২. আল কুরআন, সূরা-২ আয়াত-২১৩
২৩. আল-কুরআন, সূরা-২৯; আয়াত- ১৯
২৪. আল-কুরআন, সূরা-৬২ আয়াত- ১১০
২৫. আল-কুরআন, সূরা- ৪৯; আয়াত- ১০, ১৩
২৬. আল-কুরআন, সূরা-২; আয়াত-৩০
২৭. আল-কুরআন, সূরা- ৪; আয়াত-৩৬
২৮. আল-কুরআন, সূরা-২; আয়াত-২১৫
২৯. অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, হুকুকুল্লাহ ও হুকুকুল ইবাদ, ধর্ম চিন্তা, দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯ইং
৩০. আল কুরআন সূরা- ৭০, আয়াত ২৪-২৫
৩১. মোঃ আতিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ-২৯১
৩২. মোঃ আতিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ-২৯২

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম

ইসলামিক মিশন

বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। বাংলাদেশের শতকরা নব্বই ভাগ অধিবাসী মুসলিম। বাংলাদেশে ইসলামের আগমন খেলাফত আমলে। এই সময় পর পর পাঁচটি দলে ধর্ম প্রচারকগণ এখানে আসেন। প্রথম দলে যে ক'জন ধর্ম প্রচারক আসেন তাঁদের নেতা ছিলেন হযরত মামুন (রা.) ও হযরত মুহায়মিন (রা.)। দ্বিতীয় দলে ছিলেন হযরত হামিদ উদ্দিন (র.) হযরত হোসেন উদ্দীন (র.),হযরত মুর্তযা (র.), হযরত আবদুল্লাহ (র.) ও হযরত আবু তালিব (র.)। এইভাবে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাদেশে অগনিত ধর্ম প্রচারক ইসলামের সুমহান বাণী বহন করে এখানে আসেন এবং পৌত্তলিকতার পংকে নিমজ্জিত এই জনপদকে পূত পবিত্রময় করে ইসলামের সুমহান ঝান্ডা তুলে ধরেন।[১]

এই ধর্ম প্রচারকদের মধ্যে ৮৭৪ খৃষ্টাব্দে চট্রগ্রামে আগত হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.), ১০৪৭ খৃষ্টাব্দে মহাস্থানগড় এলাকায় আগত শাহ্ সুলতান বলখী (র.) ১০৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলায় আগত শাহ্ মুহাম্মদ সুলতান রুমী (র.), একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে আগত হযরত বাবা আদম শহীদ (র.), ফরীদ উদ্দীন গঞ্জ-ই -শকর (র.), ১১৮৪ খৃষ্টাব্দে রাজশাহী অঞ্চলে আগত হযরত শাহ্ মখদুম রূপস (র.) এবং ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে বাংলা-আসাম অঞ্চলে আগত হযরত শাহজালাল (র.) এর নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে হয়।

এঁদের সকলেই ছিলেন মূলতঃ সূফী দরবেশ। প্রথম দিকে তাঁরা ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে রাজ-ক্ষমতার সাহায্য নিতেন না। তাদের প্রচার পদ্ধতির একটা উল্লেখযোগ্য দিক ছিল এই যে, তাঁরা এদেশের প্রচলিত ভাষার মাধ্যমেই ধর্ম প্রচার করতেন। অল্প সংখ্যক হলেও সত্যিকার মুসলমান তৈরী করা ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। তাঁরা গ্রামে বাস করতেন এবং সফর করে ধর্ম প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করেও তাঁরা ধর্ম প্রচারের কাজ চালিয়ে যেতেন।

১২০১ খৃষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন্ বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বংগ বিজয়ের পূর্বে আরব দেশ থেকে আগত ধর্ম প্রচারকগণ উপরোক্ত পদ্ধতিতেই এদেশে ধর্ম প্রচার করেন।[২]

পরবর্তী কালে এদেশের স্বাধীন সুলতানগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্ম প্রচারকরা খানকাহ্ বা প্রচার কেন্দ্রের পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটান। এ প্রসঙ্গে হযরত সরফুদ্দীন তাওয়ামাহ (র.) এবং হযরত নূর কুতবুল্ আলম (র.)- এর অবদানের কথা উল্লেখ করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ্ (র.) ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তৎকালীন বাংলার রাজধানী সোনারগায়ে হাদীস শিক্ষার প্রসার ঘটান এবং সেখানে একটি উচ্চমানের মাদ্রাসা, খানকাহ্ ও লংগরখানা প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত নূর কুতবুল্ আলম (র.) ছিলেন বাংলার স্বাধীন সুলতান গিয়াস উদ্দীন আযম শাহের সহপাঠী। তিনি বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর প্রেরণায়ই রাজা গনেশের পুত্র যদু ইসলামে দীক্ষিত হন। এই প্রসঙ্গে সুলতান গিয়াস উদ্দীন আযম শাহের ভূমিকা ও উল্লেখযোগ্য। তিনি দেশে ইসলামী ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বহু অর্থ ব্যয়ে পবিত্র মক্কা শরীফের উম্মেহানী ফটকে এবং মদীনা শরীফের বাবুস্ সালামে দুটি মাদ্রাসা নির্মাণ করেন এবং মককাতে একটি মুসাফির খানা ও আরাফাতে একটি খাল খনন ঔগ্ধভথ। সোহালতুননেছা নামে এদেশীয় এক মহিয়সী মহিলা মককা-মোয়াজ্জমায় একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এই সকল মুসাফির খানা ও মাদ্রাসা রাজকীয় সৌদি আরব সরকারের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে।[৩]

এভাবে দেখা যায় ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর বিপর্যয়ের পূর্ব পর্যন্ত ইসলামী চেতনায় উপমহাদেশে মুসলমানগণ উজ্জীবিত ছিল।

ইংরেজ অধিকারের পরও দেশে প্রথম ইংরেজ বিরোধী যে সিপাহী বিদ্রোহ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয় তাও ছিল হাজী ইমদাদুলল্লাহ ফারুকী মুহাজিরে মককী (র.) সহ মুসলিম আলেমদের নেতৃত্বে ইসলামী পূণর্জাগরণের লক্ষ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন।

দীর্ঘ সংগ্রামের পর ১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। একদা যেভাবে বিদেশী মিশনারী ও বেনিয়াদের কর্মতৎপরতার মাধ্যমে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা মুসলমানদের হাত থেকে বিদেশীদের হাতে চলে যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে স্বাধীনতার পর স্বাধীন বাংলাদেশে উল্লেখিত তৎপরতাকে প্রতিহত করার জন্য ইসলামের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ইসলামিক ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ দেশের আপামর জনসাধারণের মাঝে ইসলামী মূল্যবোধের প্রচার ওপ্রসারের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ইসলামিক মিশন কার্যক্রম ইসলাম বিরোধী সকল প্রকার তৎপরতা প্রতিরোধের লক্ষ্যে নিয়োজিত আছে।

অমুসলিম মিশনারীদের ব্যাপক ধর্মান্তরিত প্রক্রিয়া প্রতিহত করার লক্ষ্যেই দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী দুঃস্থ, দারিদ্র-পীড়িত জনগণকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান, বেকার, জনগণকে আর্থিক স্বচ্ছলতা প্রদান করা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সমাজে শান্তি -শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধকল্পে ইসলামী জীবনাদর্শের ভিত্তিতে জীবন যাপন প্রণালী প্রর্বতনের উদ্দেশ্যে ১৯৮৩ সালে ১১টি মিশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর অন্যতম কর্মসূচী ইসলামিক মিশন এর প্রর্বতন করা হয়।[৪]

প্রাথমিক ভাবে ইসলামিক মিশন প্রতিষ্ঠার পর মহামান্য রাষ্ট্রপতি ১৯৮৪ ইং সনে নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনরগাঁও উপজেলাস্থ ইসলামিক মিশন পরিদর্শনকালে ইসলামিক মিশনের কার্যক্রমকে ব্যাপক ভিত্তিক প্রসারিত আগ্রহ ব্যক্ত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীতে যাকাত ফান্ড কর্তৃক পরিচালিত এবং ইসলামিক মিশন কর্তৃক বাস্তবায়িত ঢাকার অদূরে টংগীস্থ এরশাদনগর শিশু হাসপাতাল উদ্বোধনকালে মহামান্য রাষ্ট্রপতি দেশের প্রতিটি উপজেলায় ইসলামিক মিশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের চিকিৎসাসহ অন্যান্য সমাজ সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করার আগ্রহ ব্যক্ত করেন।

মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় আগ্রহে পরবর্তী পর্যায়ে আরো ১৭টি ইসলামিক মিশন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ফলে ইসলামিক মিশন সংখ্যা দাঁড়ায় ২৮টি। সম্প্রতি (২০০১-২০০২ অর্থ বছরে) ভোলা জেলায় আরো একটি ইসলামিক মিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। আশা করা যায় পর্যায়ক্রমে দেশের সকল উপজেলায় ইসলামিক মিশন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে ইনশাআল্লাহ।

ইসলামিক মিশন স্থাপনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- দুঃস্থ মানবতার সেবা
- দারিদ্র্য দূরীকরণ কল্পে আর্থিক সচ্ছলতা অর্জন।
- নিরক্ষরতা দূরীকরণ
- সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনের অনুশীলন এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ইসলামের বানী প্রচার। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে ইসলামিক মিশন কয়েকটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে কাজ করে যাচ্ছে।[৫]

ইসলামিক মিশনের কার্যক্রম

- রোগীদের ব্যবস্থা পত্র সহ বিনামূল্যে চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্ত সুবিধা প্রদান।
- ফ্রি প্যাথোলজিক্যাল পরীক্ষার ব্যবস্থা।
- সম্প্রসারিত টীকা দান কর্মসূচীর আওতায় মা ও শিশুদের টীকা প্রদানের ব্যবস্থা।
- মিশন এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্য্যা সম্পর্কিত শিক্ষা প্রদান।
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগীতায় মিশন এলাকায় চক্ষু-শিবির স্থাপন।
- বন্যা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় তাৎক্ষনিক মেডিকেল টিম প্রেরণ এবং চিকিৎসার সুবিধা প্রদান ।
- মিশন এলাকায় ইমারজেন্সি চিকিৎসা প্রদান ।
- বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কুল-হেলথ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান প্রদান ।[৬]

সমাজ উন্নয়ন মূলক কর্মসূচী

- ইসলামের বিভিন্ন দাওয়াতী কার্য্যক্রম ও উদ্বুদ্ধকরণ মাহফিলের অনুষ্ঠান।
- আর্থিক সচ্ছলতা বিধানমূলক কর্মসংস্থান।
- দুঃস্থ ও নওমুসলিম পরিবারকে কর্জে হাসানা প্রদানের মাধ্যমে সচ্ছল করে তোলা।

- গণশিক্ষা ঃ মিশন এলাকার মক্তব ও নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে প্রাথমিক শিক্ষা ও ধর্মীয় মৌলিক জ্ঞান প্রদান।

যাকাত ফান্ড কর্তৃক পরিচালিত গাজীপুরস্থ এরশাদনগর শিশু হাসপাতাল সহ অন্যান্য কার্য্যক্রম বাস্তবায়ন।[৭]

জনশক্তি

দরিদ্র জনসাধারণকে চিকিৎসার মাধ্যমে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ইসলামিক মিশন প্রতিষ্ঠিত; তাই এর জনশক্তির অধিকাংশই এই চিকিৎসা সুবিধার স্বার্থে জড়িত। প্রতিটি মিশনে সরকার অনুমোদিত ১৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ রয়েছে। এই পদসমূহের মধ্যে ২ জন এম, বি, বিএস, ডিগ্রীধারী ডাক্তার (১ জন সিনিয়র মেডিকেল অফিসার ও এক জন মেডিকেল অফিসার) এবং ১ জন ডিপ্লোমাধারী ফার্মাসিস্ট সহ ৪ জন মেডিকেল টেকনিশিয়ান রয়েছেন। তাছাড়া একটি হোমিওপ্যাথ বিভাগ ও রয়েছে। ধর্মীয় ও সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য ২ জন প্রোগ্রাম অর্গানাইজার রয়েছেন। অবশিষ্ট ৫ জন মিশনের সহায়ক কর্মচারী।[৮]

ইসলামিক মিশনের কর্মতৎপরতা

আমলে সালেহ ও খেদমতে খাল্‌ক অর্থাৎ সৎকর্ম ও দুঃস্থ জনগণের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে মূলতঃ ইসলামিক মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেহেতু ইসলামিক মিশন গ্রাম বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত এবং গ্রামের সাধারণ মানুষ বিশেষ করে উপজাতীয় এলাকার অধিবাসীগণ অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত পশ্চাদপদ, সেহেতু ইসলামিক মিশনের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত চিকিৎসকগণ বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ সহ চিকিৎসার মাধ্যমে যে সেবামূলক কাজটি পরিচালনা করে যাচ্ছেন তার ফলে মিশন প্রতিষ্ঠিত এলাকার জনসাধারণের উপর ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি হচ্ছে। প্রতিটি মিশনে মাঠ পর্যায়ে যে দুইজন প্রোগ্রাম অর্গানাইজার রয়েছেন, তারা ইসলামিক মিশন কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুবাল্লিগদের সহায়তায় এই প্রভাবকে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে লাগানোর তৎপরতা অব্যাহত রেখেছেন। ইসলামিক মিশনের এই তৎপরতা একটি নিরবিচ্ছিন্ন কর্মসূচী। এর ক্রমাগত বাস্তবায়নের উপরই মিশনের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন নির্ভরশীল।

যে সব এলাকায় অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যমান এবং বিশেষ করে উপজাতীয় অধিবাসীদের বসবাস বেশী। যে সকল এলাকায় ইসলামিক মিশন প্রতিষ্ঠা করে স্বাস্থ্য সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা ছাড়াও ঐ এলাকায় নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বেকার কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের দ্বারা উপার্জনক্ষম করণ, বিনাসূদে সহজ কিস্তিতে ফেরৎযোগ্য ঋণ (কর্জে হাসানা) বিতরণের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের সুযোগ প্রদান ও আর্থিক পূনর্বাসনের ব্যবস্থা, ইসলামী মূল্যবোধের প্রচার প্রসার ও ইসলামী ভাবধারায় জীবন যাপন প্রণালী প্রর্বতনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী গ্রহণ, ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার, নওমুসলিমদের প্রশিক্ষণ ও পূনর্বাসনের ব্যবস্থা, যাকাত ফান্ডের অধীনে এরশাদনগর শিশু হাস-পাতাল পরিচালনা ও প্রতিটি মিশনে -সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং আদর্শ মক্তব পরিচালনা প্রভৃতি কার্যক্রম ইসলামিক মিশনের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। এভাবে চিকিৎসা সেবা প্রদানের

Dhaka University Institutional Repository

পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও নৈতিক অগ্রগতি হাসিলের লক্ষ্যে ইসলামিক মিশনের কর্মসূচী ভিত্তিক তৎপরতা অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলছে।[৯]

কর্মসূচী বাস্তবায়নের বিবরণী

চিকিৎসা

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে দরিদ্র জনসাধারণ চিকিৎসা সুবিধা হতে বঞ্চিত রয়েছেন। দারিদ্র, শিক্ষা এবং যোগাযোগের অভাবে যে সমস্ত লোক নিতান্ত অসহায় অবস্থায় কালাতিপাত করেছেন, তাদের সাহায্যার্থে ইসলামিক মিশনের এই চিকিৎসা কার্যক্রম অত্যন্ত ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করছে। এলোপ্যাথিক চিকিৎসার পাশাপাশি হোমিও চিকিৎসা দ্বারা একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দুঃস্থ জনসাধারণকে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে।

গণশিক্ষা

গ্রাম এলাকার নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য নৈশ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা, সেই সংগে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং ইসলামের মৌলিক বিষয়ে জ্ঞান দানের জন্য মক্তব প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি ইসলামিক মিশনের কর্মকান্ডের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংগ। এই লক্ষ্যে প্রতিটি মিশন স্ব স্ব জেলার প্রতিটি উপজেলায় ২ টি নৈশ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে পুস্তক ও লেখার সামগ্রী সরবরাহ করে থাকে। উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য গ্রামের সচেতন যুবকদের সংগঠিত করে মিশনের স্বেচ্ছাসেবক সৃষ্টির মধ্য দিয়ে কাজগুলি সম্পাদন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তা ছাড়াও মাঠ কর্মীগণ গ্রাম এলাকার জনসাধারণকে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত মৌলিক ধারণা প্রদানের জন্য সভা- সমাবেশ করে থাকেন।

আর্থিক সচ্ছলতা অর্জন কর্মসূচী

মিশন এলাকায় দরিদ্র ও বেকার জনগণকে কর্জে হাসানা (বিনাসুদে সহজ কিস্তিতে ফেরতযোগ্য ঋণ) প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাছাড়া দরিদ্র, নিপীড়িত, অসহায় বিধবা ও নওমুসলিমদের আর্থিক সাহায্য, গৃহ নির্মাণ এবং পূনর্বাসনের বন্দোবস্ত করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠান

ইসলামিক মিশন স্ব স্ব জেলার প্রতিটি উপজেলায় প্রতিটি ধর্মীয় ও জাতীয় দিবস উদযাপন করে থাকে। তাছাড়াও উক্ত এলাকায় অবস্থিত স্কুল, কলেজ এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিমাসেই ইসলামের মৌলিক বিষয়ের উপর আলোচনা সভার আয়োজন করে থাকে।

স্বেচ্ছাসেবী প্রশিক্ষণ (মুবাল্লিগ প্রশিক্ষণ)

ইসলামিক মিশনের ব্যাপক কর্মতৎপরতা পরিচালনার জন্য ইসলামিক মিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণই পর্যাপ্ত নহেন। সে কারণে মিশন এলাকার গ্রামের সচেতন যুবকদের স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এবং মক্তব শিক্ষক ও ইমাম

Dhaka University Institutional Repository

সাহেবদের মুবাল্লিগ হিসেবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংগঠিত করে ইসলামিক স্বেচ্ছাসেবক বা মুবাল্লিগ সৃষ্টির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁরাই মূলতঃ মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রমকে বাস্তবায়িত করতে সহায়তা করে থাকেন।

নওমুসলিম প্রশিক্ষণ ও পূণর্বাসন কার্যক্রম

প্রাথমিক ভাবে জামালপুরে নওমুসলিমদের প্রশিক্ষণ ও পূণর্বাসনের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উক্ত প্রকল্পের ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পের এক বছরের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ঃ সেলাই প্রশিক্ষণ ৮০ জন, টাইপিং শিক্ষা-৬০ জন, জাল বুনন-৮০ জন, কার্পেন্টিং-৮০ জন, রেডিও- টেলিভিশন মেরামত কোর্স- ৮০ জন, ওয়েল্ডিং-৮০ জন, হ্যান্ডিক্রাফটস- ৮০ জন এবং তাঁত বুনন- ৮০ জন। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে এভাবে প্রতিবছর ৬২০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। বিশেষ করে অমুসলিমদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াতের কাজটিও ইসলামিক মিশনের পক্ষ থেকে আঞ্জাম দেওয়া হয়। ইসলামিক মিশনের দাওয়াতী কার্যক্রমের ফলে দেশের বিভিন্ন পার্বত্য অঞ্চলের অনেক উপজাতি পরিবার ইসলামে দিক্ষিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, দিনাজপুর জেলার বেশ কিছু উপজাতি পরিবার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার প্রায় ১৫০টি গারো পরিবার ইসলামের ছায়াতলে এসেছে। পার্বত্য জেলা বান্দরবনের প্রায় ২০০ত্রিপুরা উপজাতি পরিবার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে।ঐ এলাকার কিছু সংখ্যক অমুসলিমও ইসলাম ধর্মে দিক্ষিত হয়েছেন।

সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

ইসলামিক মিশনের প্রতিটি কেন্দ্রের সহিত একটি করে সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। যেখানে দুঃস্থ মহিলারা সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আর্থিক সচ্ছলতা অর্জন করেছেন। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মহিলাদের মধ্যে অনেকেই ইসলামিক মিশনের দেয়া-কর্জে হাসানা-র মাধ্যমে সেলাই মেশিন গ্রহণ করে জীবিকা অর্জনের সুযোগ পেয়েছেন।

যাদুকুড়া আদর্শ মক্তব প্রকল্প

সমাজে ইসলামের উপর ভিত্তি করে সুশিক্ষা প্রদানের জন্য ১৯৮৫ ইং সালে ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলায় যাদুকুড়া গ্রামে যাকাত ফান্ডের পরিচালনায় একটি আদর্শ (পাইলট) মক্তব স্থাপন করা হয়। ১৯৮৫ সাল হতে ২ টি শ্রেণী নিয়ে ইহা শুরু হয়। বর্তমানে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত চালু হয়েছে। ইহার শিক্ষক সংখ্যা -৪ জন এবং দপ্তরী ১ জন। ইহাতে মাদ্রাসা বোর্ডের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষা প্রদান করা হয়।

জাতীয় দুর্যোগে বিশেষ কার্যক্রম

যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে জনগণের সাহায্যার্থে ইসলামিক মিশন বিশেষ কার্যাক্রম গ্রহণ করে আসছে। বন্যা, ঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ-বিপাকে উপদ্রুত এলাকা গুলোতে জরুরী ভিত্তিতে

Dhaka University Institutional Repository

মেডিকেল টিম প্রেরণের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

দেশের অনগ্রসর অঞ্চলে দুঃস্থ ও দারিদ্র -পীড়িত জনগণের মধ্যে ইসলামিক মিশন যে সেবা কর্মসূচী বাস্তবায়িত করছে এবং যে ভাবে জনগণের মধ্যে এই কর্মসূচীর সুফল পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে, তা অব্যাহত থাকলে এবং পর্যায়ক্রমে দেশের সকল উপজেলায় ইসলামিক মিশন প্রতিষ্ঠিত হলে ইনশাআল্লাহ ঐ সকল এলাকার জনগণ যথাযথ চিকিৎসার সুযোগ পাবেন, স্বাক্ষরতা এবং আর্থিক সচ্ছলতা অর্জনে সক্ষম হবেন ও নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ধর্মীয় ও নৈতিকতার মান বৃদ্ধি তথা ইসলামী জীবনাদর্শের ভিত্তিতে নিঃশঙ্কচিত্তে জীবন যাপন করতে সক্ষম হবে।

২৯টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ৩০-৬-২০০২ইং পর্যন্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নের অগ্রগতি[১০]

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক		বাস্তবায়িত কার্যক্রমের নাম	মোট সংখ্যা	মন্তব্য
১.	চিকিৎসা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	এ্যালোপ্যাথিক	১,০১,১৪,৯৫০	
		হোমিওপ্যাথিক	২৯,৪১,৭৫০	
২.		মক্তব সংখ্যা	১০০১	
		নৈশ মক্তব সংখ্যা	৩৩২	
		মক্তবের শিক্ষর্থীর সংখ্যা	৩,১৫,৯৫৭	
		নৈশ মক্তবের শিক্ষর্থীর সংখ্যা	৫২,৬৪৬	
		মক্তবের অক্ষরজ্ঞান লাভকারীর সংখ্যা	১,৬৩,৪৮৯	
		নৈশ মক্তবের অক্ষরজ্ঞান লাভকারীর সংখ্যা	৩৫,৯৪৮	
		মক্তবের নামাজীর সংখ্যা	১,৪১,৩৬৪	
		নৈশ মক্তবের নামাজীর সংখ্যা	২৭,৫৯৯	
		নুরানী পদ্ধতিতে কোরআন তেলাওয়াত প্রশিক্ষণকারীর সংখ্যা	৭৮,৬১৫	
৩.	স্ব-নির্ভর কর্মসংস্থান কার্যক্রমে সুবিধা প্রাপ্তদের সংখ্যা		২৭৮৩	
৪.	অনুষ্ঠান ও উদ্বুদ্ধকরণ মাহফিল		২৫,৫৫৬	
৫	এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের সংখ্যা		১৩,৪১৩	
৬	বৃক্ষরোপন কার্যক্রমের আওতায় রোপিত বৃক্ষের সংখ্যা		২৯,৬৮৫	
৭	চক্ষু শিবিরে চিকিৎসাপ্রাপ্তগণের সংখ্যা		৩৫,১০৪	
৮	সুন্নাতে খাতনা সুবিধা প্রাপ্তদের সংখ্যা		৭১৮	
৯	সেলাই প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের সংখ্যা		৭,০৩০	
১০	মুবাল্লিগ প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের সংখ্যা		১,৬৪৬	
১১	মক্তব শিক্ষক প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের সংখ্যা		৪৮৬	
১২	বৃত্তিমূলক/কারিগরী প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের সংখ্যা		২০৩	
১৩	প্রাকৃতিক দুর্যোগে চিকিৎসা ও ত্রাণসামগ্রী সুবিধাপ্রাপ্তদের সংখ্যা		২১,৫১৩	
১৪	টঙ্গী শিশু হাসপাতালের চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা		৩,৮৯,৭৬৫	

তথ্যসূত্র

১. ইসলামিক মিশন পরিচিতি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, জুন-১৯৯০ ইং, পৃষ্ঠা- ১
৩. ইসলামিক মিশন পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩
২. ইসলামিক মিশন পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২

৪. ইসলামিক মিশন পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪

৫. ইসলামিক মিশন পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৫

৬. ইসলামিক মিশন পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৫

৭. ইসলামিক মিশন পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৬

৮. ইসলামিক মিশন পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৬,৭

৯. ইসলামিক মিশন পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৭

১০. ইসলামিক মিশন বিভাগ, ইফাবা- থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বর্ণিত সারণী প্রস্তুত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত বোর্ড

যাকাত ভিত্তিক সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানের কল্যাণ সাধনই এর প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। মানুষের আর্থ-সামাজিক কল্যাণ ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যাকাত ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। সংগতিসম্পন্ন মুসলিমদের উপর আল্লাহ-তায়ালা যাকাত আদায় করা ফরয করেছেন। অনস্বীকার্য যে, বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে।ফলে তারা মানবেতর জীবন যাপন করছে। বাংলাদেশে দীর্ঘকাল ধরে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যাকাত চালু থাকা থাকা সত্ত্বেও ত্রুটিপূর্ণ বন্টন এবং যথাযথ তত্ত্বাবধানের অভাবে যাকাত থেকে কাঙ্খিত সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে একদিন সারা মুসলিম সমাজের দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব হয়েছিল। তখন যাকাত নেয়ার মত কাউকে খুঁজে পাওয়া যেত না। অথচ আজ দেখা যাচ্ছে যে, একটি পরিবার দীর্ঘদিন ধরে যাকাত, ফিতরা, সদকা ইত্যাদি গ্রহণ করে ও তাদের ভাগ্যের বা অবস্থার কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। তাই সরকার ইসলামের বিধান অনুযায়ী যাকাতের গঠন মূলক ব্যবহারের মাধ্যমে দুঃস্থ, অবহেলিত মুসলমানদের স্থায়ী কল্যাণের উদ্দেশ্যে ১৯৮২ সালের ৫ জুন ৬ নং অধ্যাদেশ বলে যাকাত ফান্ড গঠন করে।

১৯৮২ সালে যাকাত ফান্ড গঠনের পর থেকে যাকাত বোর্ড বেশ কয়েকটি কল্যাণকর কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। যাকাত সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করার পর সে সব কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করা হবে।

যাকাত পরিচিতি

যাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ পবিত্রতা, বৃদ্ধি ও পরিশুদ্ধি। কেননা, যাকাত দানে সম্পদশালীর সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং তার মন বা অন্তর কৃপণতার কলুষ হতে পরিশুদ্ধ হয়। অন্যভাবে সম্পদের আদি উৎসসমূহ যথা- চন্দ্র, সূর্য, মাটি, বাতাস, মেঘ,- বৃষ্টি প্রভৃতি আল্লাহর দান। উৎপাদনের জন্য পুঁজি, শ্রম এবং এসব স্রষ্টা প্রদত্ত সম্পদের প্রয়োজন। কাজেই উৎপাদিত বস্তুতে প্রকৃত প্রস্তাবে পুঁজি ও শ্রমের যেমন অধিকার আছে তেমনি তৃতীয় উপকরণ স্রষ্টার দানের জন্যও একাংশ স্থিরিকৃত থাকা উচিত,তাই হল যাকাত। সমাজের সার্বিক কল্যাণের জন্য এ অংশ নির্দিষ্ট হবার পর বাকী অংশ পরিশোধিত হয়, তখন তা অন্যান্য উপকরণের মধ্যে বন্টণ করা যায়।[১]

পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমানদের সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ আল্লাহ্ নির্ধারিত খাতে সম্পূর্ণভাবে প্রদান করাই হল যাকাত। এতে ব্যক্তির কোন লোভ,সুনাম বা প্রদর্শনের ইচ্ছা থাকতে পারবে না। বস্তুত: যাকাত একদিকে যাকাত প্রদানকারীর মন ও আত্মাকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে তার ধন-সম্পদকে ও পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করে দেয়, অন্যদিকে দারিদ্র্যের অভাব পূরণে সহায়তা করে এবং সম্পদে ক্রমবৃদ্ধি আনয়ন করে। তাই আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ও যাকাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিকতার ক্ষেত্রে যাকাত আর্থিক লোভ থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়। সামাজিক ক্ষেত্রে যাকাত দারিদ্রতা ও অসমতা দূরীকরণার্থে অনন্য ভূমিকা পালন করে। তাই ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, সাদাকাহ প্রদানকারীর আত্মা পবিত্র হয়,তার ধন সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং প্রকৃত পক্ষে পরিমাণে তা বেশী হয়। আযহারী বলেছেন, যাকাত দরিদ্রকে প্রবৃদ্ধি দান করার সাথে সাথে ধনশালীর মন ও সম্পদের ও প্রবৃদ্ধি সাধন করে। বস্তুত: যাকাতের ক্রমবৃদ্ধি ও পবিত্রতা কেবল ধন-মালের মধ্যেই সাধিত হয় না, বরং যাকাত দাতার মন-মানসিকতা ও ধ্যান- ধারণায় পর্যন্ত তা পরিব্যাপ্ত হয়।[২]. আল্লাহ-তাআলা এ বিষয়ে বলেছেন, তুমি তাদের পবিত্র করে দাও আর তাদের জন্য রহমতের দোয়া কর। কেননা, দোয়া তাদের জন্য শান্তির বাহক। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।[৩]. আল্লাহ আরও বলেছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তোমরা যে যাকাত প্রদান কর, প্রকৃতপক্ষে সেই যাকাতদাতারাই তাদের সম্পদ বৃদ্ধি করে।[৪]

সুতরাং যাকাত হচ্ছে বিত্তবানদের ধন-সম্পদে আল্লাহ নির্ধারিত সেই অপরিহার্য অংশ যা সম্পদ ও আত্মার পবিত্রতা বিধান, সম্পদের ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং সর্বোপরি আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের আশায় শরীআত নির্ধারিত খাতে ব্যয়-বণ্টন করার জন্য দেয়া হয়।

আল-কুরআনে যাকাতকে সাদাকাহ বলা হয়েছে।[৫]যাকাত প্রদান কারীকে ইসলামে মুসাদ্দিক বলা হয়েছে। সাদাকাহ শব্দের মূল সিদক এর অর্থ হচ্ছে সত্যতা। সাদাকাহ হচ্ছে আল্লাহ তাঁর রাসুল এবং পরকালীন জীবন সম্পর্কে ঈমানের সত্যতার প্রমাণ। যাকাতদাতা যাকাতদানের মাধ্যমে ঈমানের এ সত্যতারই প্রমাণ দেয়।

মূলত: যাকাত কোন দান নয় যা প্রার্থী ও ভিখারীকে দয়া করে দেয়া হয়। বরং যাকাত হচ্ছে ধনীর সম্পদে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত দরিদ্রদের অধিকার। আল-কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাদের ধন সম্পদে ভিক্ষুক প্রার্থী ও বঞ্চিতদের সুস্পষ্ট ও সুপরিজ্ঞাত অধিকার রয়েছে।[৬]

যাকাতের নিসাব

নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত নূন্যতম যে পরিমান সম্পদ অথবা অর্থের অধিকারী হলে যাকাত আদায় করা ফরজ হয় এবং যা অপেক্ষা কম হলে যাকাত ফরয হয় না, ঐ পরিমাণ সম্পদকে ইসলামী পরিভাষায় নিসাব বলা হয়।[৭] যে পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে কোন ব্যক্তির উপর যাকাত ফরয হয়, সে ব্যক্তিকে ফিকহ এর ভাষায় সাহেব এ-নিসাব বা যাকাতদাতা বলা হয়। স্থাবর সম্পত্তি, উপার্জনের হাতিয়ার, শিল্প-কারখানার যন্ত্রপাতি এবং জীবন-যাপনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও আর্থিক ব্যয় বাদে ৭.৫ তোলা স্বর্ণ বা ৫২.৫ তোলা রৌপ্য অথবা নিসাব পরিমাণ সম্পদ কোন মুসলিম ব্যক্তির নিকট পূর্ণ এক বছর পূর্ণ না হলে যাকাত ফরয হয় না।[৮]

নবী করীম (সা.) বলেছেন, ধনীর ধন-সম্পদ পুরো এক বছরকাল মালিকের অধিকারে না থাকলে তার যাকাত আদায় করার বাধ্যবাধকতা নেই।[৯] তিনি আর ও বলেছেন, মালিকানাধীন সম্পদের উপর এক বছর কাল

Dhaka University Institutional Repository

অতিবাহিত না হলে যাকাত ওয়াজিব হয় না।[১০] পুরো এক বছরকাল সম্পদের মালিকানা ভোগ করা আবশ্যিক শর্ত।

ইসলামে স্বর্ণ-রৌপ্য ও অন্যান্য সম্পদের যাকাতের ন্যায় জমির ফসলের যাকাত প্রদানের ও নির্দেশ রয়েছে। জমির ফসলের যাকাতকেই উশর বলে। উশর শব্দের অর্থ হচ্ছে দশ ভাগের এক ভাগ বা এক দশমাংশ। উশর বা ফসলের এক দশমাংশ দান করা প্রতি মুসলমানের উপর ফরয। এ সম্পর্কে আল্লাহ-তায়ালা বলেন, আর ফসল উৎপন্ন হলে তো তোমরা খাও। আর ফসল কাটার দিন তার হক আদায় কর এবং সীমা লঙ্ঘন করো না। আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীকে ভালবাসেন না।[১১]

অন্যত্র বলা হয়েছে, হে ঈমানদারগণ, যে সম্পদ তোমরা উপার্জন করছো আর যা কিছু আমি তোমাদের জন্য জমি থেকে বের করেছি, তা থেকে উত্তম অংশ (আল্লাহর পথে)খরচ কর।[১২] উশর সম্পর্কে হাদীসে রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে সব জমিকে বৃষ্টির পানি ও নদীর পানি সিক্ত করে অথবা স্বভাবতই সিক্ত থাকে, তা থেকে উশর অর্থাৎ ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ দান করতে হবে। আর যে সব জমি সেচের মাধ্যমে সিক্ত হয় তাতে এক দশমাংশের অর্ধেক দান করতে হবে।[১৩]

যাদের উপর যকাত ফরয

ইসলামী আইনবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে কেবলমাত্র স্বাধীন পূর্ণ বয়স্ক মুসলিম নর-নারী যাদের কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে তাদেরকে যাকাত প্রদান করতে হবে ঃ

সম্পদের উপর পূর্ণাঙ্গ মালিকানা

সম্পদের উপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য মালিকানা সুনির্দিষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ হওয়া আবশ্যক। মালিকানা বলতে সম্পদ মালিকের অধিকারে থাকা, সম্পদের উপর অন্যের অধিকার বা মালিকানা না থাকা এবং নিজের ইচ্ছামত সম্পদ ভোগ ও ব্যবহার করাকেই বুঝায়। যে সব সম্পদের মালিকানা সুনির্দিষ্ট নয়, তার উপর যাকাত নেই। যেমন-সরকারী মালিকানাধীন ধন সম্পদ। অনুরূপভাবে জনকল্যাণ মূলক কাজের জন্য ওয়াকফকৃত সম্পদের উপরেও যাকাত ধার্য হবে না। তবে ওয়াকফ যদি কোন ব্যক্তি বা গোত্রের জন্য হয়, তবে তার উপর যাকাত দিতে হবে। যে ঋণ ফেরত পাবার আশা নেই, তার উপর যাকাত ধার্য হবে না।

সম্পদ উৎপাদনক্ষম হওয়া

যাকাতের জন্য সম্পদকে অবশ্যই উৎপাদনক্ষম, বর্ধনশীল বা প্রবৃদ্ধিশীল হতে হবে। সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ার যোগ্যতা থাকাই যথেষ্ট। যেমন-গরু, ছাগল ,মহিষ, ভেড়া ,ঘোড়া, কৃষিকাজ, ফসল, খনিজ সম্পদ, মধু, ব্যবসায়ের মাল, নগদ অর্থ, ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি মালামাল বর্ধনশীল।[১৪] তাই এ সবের উপর যাকাত ধার্য হবে। যে সকল

Dhaka University Institutional Repository

মালামাল নিজের প্রবৃদ্ধি সাধনে সক্ষম নয়, সে সবের উপরে যাকাত অপরিহার্য নয়। যেমন- ব্যক্তিগত ব্যবহারের মালামাল, নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, কাপড়-চোপড়, আসবাবপত্র,বাসন-কোসন, বাড়ি, গাড়ি, বই-পুস্তক, যন্ত্রপাতি, চলাচলের বাহন, মাটির নীচে প্রোথিত সম্পদ যার হদিস জানা নেই।

নিসাব পরিমান সম্পদ থাকা

যাকাত ফরয হওয়ার তৃতীয় শর্ত হচ্ছে নিসাব পরিমান সম্পদ থাকা। শরীআত নির্ধারিত নিম্নতম সীমা বা পরিমানকে নিসাব বলা হয়। সাধারণতঃ সাড়ে ৫২ তোলা রূপা বা সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণ বা এর সমমূল্যের সম্পদকে নিসাব বলা হয়। কারো নিকট সাড়ে ৫২ তোলা রূপার সমমূল্যের সম্পদ থাকলে সে সম্পদের যাকাত দিতে হবে। গরুর ক্ষেত্রে ৩০ টি, ছাগলের ক্ষেত্রে ৪০টি এবং উট ৫টিকে নিসাব ধরা হয়েছে।

মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থাকা

সারা বছরের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের পর অতিরিক্ত সম্পদ থাকলেই কেবল যাকাত ফরয হয়। আল কুরআনে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, লোকজন আপনার নিকট জানতে চায়, তারা আল্লাহর পথে কি ব্যয় করবে? বলুন যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত। আল্লাহ্ এভাবেই তোমাদের জন্য সুস্পস্ট বিধান বলে দেন।[১৫] হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, অতিরিক্ত বলতে পরিবারের ব্যয় বহনের পর যা অতিরিক্ত বা অবশিষ্ট থাকে তাকে বুঝায়।[১৬] ইউসুফ আল কারযাভীর মতে, স্ত্রী, পুত্র, পরিজন ও পিতা-মাতা এবং নিকট আত্মীয়দের ভরণ-পোষণ ও মৌলিক প্রয়োজনের অন্তভূক্ত।[১৭]

ঋণ মুক্ত হওয়া

যাকাত ফরয হওয়ার জন্য ঋণমুক্ত হওয়ার পর নিসাব পরিমান সম্পদ থাকা একটি জরুরী শর্ত। যদি সম্পদের মালিক এত পরিমান ঋণগ্রস্ত হয়, যার মধ্যে নিসাব পরিমান সম্পদ নিমজ্জিত হয়ে যায় বা নিসাব তার চেয়ে কম হয়, তাহলে তার উপর যাকাত ফরয হবে না। ঋণ পরিশোধ করার পর বা ঋণের পরিমাণ সম্পদ বাদ দেওয়ার নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলেই কেবল তার উপর যাকাত ধার্য হবে। কেউ কেউ বলেন, যে ঋণ কিস্তিতে শোধ করতে হয় সে ঋণের ক্ষেত্রে যে বছর যে পরিমাণ ঋণ পরিশোধ করতে হবে সে বছর সে সম্পদের উপর যাকাত দেয়া উচিত।

সম্পদ এক বছর থাকা

কারো নিকট কমপক্ষে নিসাব পরিমাণ সম্পদপূর্ণ এক বছর হাতে থাকলেই কেবল সে সম্পদের উপর যাকাত দিতে হবে।[১৮] তবে কৃষিজাত ফসল, মধু, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি উৎপাদনের যাকাত (উশর) প্রতিটি ফসল তোলার সময়ই দিতে হবে। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে ও কোম্পানীর ক্ষেত্রে বছর শেষে হিসেব সমাপ্তির দিবসে প্রণীত স্থিতিপত্রে (Balance sheet) বর্ণিত সম্পদ ও দায়-দেনার হিসেব অনুসারে যাকাত দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত বন্টনের খাতসমূহ

ইসলাম যাকাত সংগ্রহ ও বন্টনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। তবে যাকাত সংগ্রহের তুলনায় যাকাতের সম্পদ যথাযথ ভাবে ব্যয় ও বন্টন করার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ জন্য আল্লাহ তাআলা যাকাতের ব্যয় ও বন্টন খাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আল কুরআনে বলা হয়েছে, এই সাদাকাহ্ মূলত ফকীর ও মিসকীনদের জন্য এবং সাদাকাহ সংক্রান্ত কৎজে নিযুক্ত লোকদের জন্য, যাদের মন জয় করা উদ্দেশ্য তাদের জন্য, দাসত্ব মুক্তিতে এবং ঋণ গ্রস্থদের জন্য, আল্লাহ্র পথের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর নির্ধারিত ফরয, আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং তিনি সুবিজ্ঞ ও সুবিবেচক।[১৯] বস্তুতঃ আল-কুরআনে বর্ণিত এ আট শ্রেণীর লোকই কেবল যাকাতের দাবীদার। এ খাতসমূহের বাইরে যাকাতের সম্পদ ব্যয় করার অধিকার কারো নেই। কুরআনের উপরোক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় আট শ্রেনীর লোক যাকাতের হকদার। তারা হলেন ঃ ১. ফকীর ২. মিসকিন ৩. দাসত্ব মুক্তি ৪. ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধের জন্য ৫. আল্লাহর পথে ৬. পথিক / প্রবাসীদের জন্য ৭. যাকাত আদায়ে নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য ৮. মন জয় করার জন্য।

বর্তমান আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে যে সব কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে ঃ

আল-কুরআনে উল্লেখিত যাকাতের হকদার ৮ শ্রেনী-লোকের মধ্যে ৬ শ্রেনীর লোকই দারিদ্রের সাথে সম্পৃক্ত। তাই দরিদ্র, অভাবী ও ঋণগ্রস্ত লোকদের সাহায্য সহযোগিতা, পুনর্বাসন ও স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য যে কাজ করা যেতে পারে, তা হলো-

- যাকাত ফান্ড বা তহবিল থেকে দরিদ্র-অভাবী, দুঃস্থ নর-নারী, রুগ্ন, অক্ষম, পঙ্গু, বৃদ্ধ, এতিম এবং অনুরূপ অসহায় লোকের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা যাতে তারা জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়।
- দরিদ্র ও অভাবী জনগোষ্ঠীর সক্ষম অংশকে এমনভাবে পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করা, যাতে তারা স্বাবলম্বী হয়ে মানবিক মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে পারে।
- মুসাফিরদের যাতে যাতায়াতের পথে কোন প্রকার কষ্ট করতে না হয়, সে জন্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা।
- সঙ্গত কারণে যারা ঋণগ্রস্থ, তাদের ঋণমুক্তির জন্য সাহায্য করা এবং তাদের উন্নয়নের জন্য এমন সব ব্যবস্থা করে দেয়া যাতে তাদের ঋণমুক্তি হয় বা ঋণগ্রস্ত হতে না হয়।
- ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠারজন্য এমন স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাতে সমাজে ইসলামের ভিত মজবুত হয়। এ জন্য গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণের উন্নততর ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- দরিদ্র ও অভাবী লোকদের সন্তান-সন্ততির উন্নত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও পাঠাগার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা।

Dhaka University Institutional Repository

- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চিকিৎসার লক্ষ্যে দেশের সকল এলাকায় বিনামূলে চিকিৎসা সুবিধা দানের জন্য হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডিসপেন্সারী প্রভৃতি নির্মাণ করা।
- বেকার লোকদের নিয়মিত ভাতা এবং তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের জন্য নিয়মিত ষ্টাইপেন্ড, স্কলারশীপ এবং অনুরূপ সাহায্যের ব্যবস্থা করা।

এছাড়া ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন-বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, ভূমিকম্প ইত্যাদিতে ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে ও যাকাত তহবিল বিরাট অবদান রাখতে পারে।

মোটকথা, পরিকল্পিত উপায়ে যাকাত সংগ্রহ ও ব্যয় বন্টণের ব্যবস্থা করতে পারলে যে কোন দেশে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও দুঃস্থ মানবতার কল্যাণে যে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।[২০]

যাকাত বোর্ডের কার্যক্রম

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বাস করছে। ফলে বৃহত্তর এই জনগোষ্ঠীকে মানবেতর জীবন যাপন করতে হচ্ছে। জীবনের মৌলিক চাহিদা যেমন -অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং চিকিৎসা থেকে সুদীর্ঘকাল ধরে এসব মানুষ বঞ্চিত হয়ে আসছে। কর্মসংস্থানের অভাবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হচ্ছে, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নিঃসন্দেহে এটা মানুষকে অত্যন্ত ঘৃণিত পর্যায়ে নামিয়ে দেয়। এছাড়া ঋণভারে জর্জারিত লোকেরা মানসিকভাবে সর্বদাই ক্লিষ্ট থাকে এবং কখনও কখনও জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়ে। তাদের জীবনী শক্তির ক্ষয় সাধিত হয়। অনেক সময় তারা অন্যায় ও অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং যথার্থ প্রয়োজনে ঋণগ্রস্থ লোকদের ঋণের বোঝা থেকে মুক্ত করা ইসলামী সমাজের দায়িত্ব।[২১]

বাংলাদেশে সুদীর্ঘকাল ধরে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যাকাত প্রদান চালু থাকা সত্বেও ত্রুটিপূর্ণ বন্টন এবং যথাযথ তত্ত্বধানের অভাবে যাকাত থেকে কাঙ্খিত সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে, একটি পরিবার দীর্ঘদিন ধরে যাকাত গ্রহীতা পুর্নবাসনের উদ্দেশ্যে স্থায়ীভাবে কোন পেশা বা কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারছেনা। তাই সরকার ইসলামের বিধানানুযায়ী যাকাত ফান্ডের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে দুঃস্থ ও অবহেলিত মুসলমানদের স্থায়ী কল্যাণের জন্য যাকাত ফান্ড গঠন করার সিদ্ধান্ত নেন।

১৯৮২ সালের ৫ জুন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এক অধ্যাদেশ বলে (নং-৬, ১৯৮২) যাকাত ফান্ড গঠন করা হয়। অধ্যাদেশে মুসলমানদের স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে প্রদত্ত যাকাতের টাকায় এই ফান্ড গঠনের কথা বলা হয়েছে। যাকাত ফান্ড অধ্যাদেশের ৫ নং ধারাবলে সরকার ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি যাকাত বোর্ড গঠন করেন।[২২]

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত বোর্ড গৃহীত নীতিমালা

সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী যাকাত ফান্ড সম্পূর্ণ শরীয়তের বিধিবিধান মুতাবিক পরিচালিত হবে। সুতরাং নিম্নে বর্ণিত শরীয়তের নীতি অনুসরণে যাকাত বোর্ড যাকাত সংগ্রহ ও বন্টন করতে পারে ঃ

(ক) যাকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা হবে, তাকে সম্পূর্ণ মালিক বানিয়ে, তার হাতে তা হস্তান্তর করতে হবে।
(খ) কোন কাজের বিনিময় হিসেবে যাকাতের অর্থ প্রদান করা যাবে না। এরূপ করা হলে যাকাত আদায় হবে না।
(গ) কোন জনকল্যাণমূলক কাজে বা প্রতিষ্ঠানে ব্যয় করলে যাকাত আদায় হবে না, যে পর্যন্ত তা সরাসরি কোন যাকাতের হকদারের হস্তগত না হবে।
(ঘ) যাকাতের অর্থ সঠিক স্থানে মুসলমানদের মধ্যে ব্যয় করতে হবে। কোন অমুসলিমকে দিলে যাকাত আদায় হবে না।
(ঙ) যাকাত সংগ্রহ ও বন্টনের ক্ষেত্রে আল্লাহ ভীরু দীনদার মুসলিম কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে। তারা নির্ভরযোগ্য উলামা ও সুফীগণের পরামর্শক্রমে যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণ করবেন।[২৩]

যাকাত ফান্ড সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

যাকাত বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যাকাত ফান্ডের অর্থ নির্ধারিত ব্যাংকগুলোতে জমা হয়। যাকাত ফান্ডের একটি কেন্দ্রীয় একাউন্ট থাকবে, যেখানে মনোনীত ব্যাংকগুলোর জমাকৃত অর্থ স্থানান্তর করা যাবে। ব্যাংকের জমাকৃত অর্থ সুদমুক্ত। বর্তমানে নিম্নলিখিত ব্যাংকগুলোর সকল শাখায় যাকাতের অর্থ গ্রহণ করা হয়ঃ

(১) সোনালী ব্যাংক (২) জনতা ব্যাংক (৩) অগ্রণী ব্যাংক (৪) রূপালী ব্যাংক (৫) ইসলামী ব্যাংক (৬) ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ (৭) আল-বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ (৮) উত্তরা ব্যাংক লিঃ।

জেলা ওয়ারী বন্টন ব্যবস্থা

যাকাত বোর্ড প্রয়োজনানুসারে যে কোন জেলায় অর্থ বরাদ্দ করতে এবং জেলা যাকাত কমিটি নীতিমালায় বর্ণিত শরীয়তের বিধান অনুযায়ী যাকাতের অর্থ সুষ্ঠুভাবে ব্যয় করবেন।

প্রতি জেলা থেকে যাকাত ফান্ডে জমাকৃত অর্থের শতকরা ৫০ ভাগ স্থানীয়ভাবে বন্টনের জন্য জেলা যাকাত কমিটিকে হস্তান্তর করা হবে। অবশিষ্ট ৫০ ভাগ যাকাত বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বন্টন করা হবে।

যাকাত ফান্ডের অর্থে পরিচালিত প্রকল্পসমূহ

যাকাত ফান্ডে জমাকৃত অর্থ ব্যয়ের জন্য আপাতত নিম্নলিখিত প্রকল্প ও কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এই প্রকল্পগুলোর প্রশাসনিক ব্যয় সরকারী

বা বেসরকারী বিশেষ অনুদান হতে নির্বাহ করা হবে এবং যাকাতের অর্থ উল্লিখিত নীতিমালা অনুযায়ী ব্যয় করা হবে।

যাকাত ফান্ড শিশু হাসপাতাল

গাজীপুর জেলার টংগী পৌরসভার অন্তর্গত দত্তপাড়া হাজার হাজার বাস্তুহারা পুনর্বাসিত এলাকা। সেখানে ঘনবসতি, পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার অভাব, অপুষ্টি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ইত্যাদি কারণে নানা অসুখ-বিসুখ লেগেই আছে। অথচ দীর্ঘদিন ধরে এই দুঃস্থ অধিবাসীদের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা ছিল না। যাকাত তহবিলের অর্থদ্বারা দরিদ্র জনগণের হাসপাতাল প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়। ৩০ জুন ২০০১ পর্যন্ত হাসপাতালে মোট ৩৭৪৬৫০ জন রোগীকে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। হাসপাতালটি দ্রুত সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হচেছ। তাছাড়া হাসপাতালটিতে ধাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেয়ার ও ব্যবস্থা রয়েছে। এই ধাত্রীরা প্রয়োজন অনুসারে গৃহে চিকিৎসা সেবা প্রদান করে থাকে। হাসপাতালটি পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠা করা হলে দৈনিক গড়ে প্রায় ৩০০ রোগীর চিকিৎসা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

সেলাই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

এই কার্যক্রমের আওতায় দুঃস্থ ওমহিলাদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সেলাই প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। ১৯টি সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ৩০ জুন ২০০১ পর্যন্ত ৬৭০১ জন পুরুষ ও মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এই কার্যক্রমটি ১৯৮৫ সালে চালু করা হয়।

আদর্শ মক্তব

১৯৮৫ সালে যাকাত বোর্ডের আওতায় ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট থানার যাদুকুড়া গ্রামে একটি অবৈতনিক আদর্শ মক্তব (যা বর্তমানে আদর্শ এবতেদায়ী মাদ্রাসা হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে) চালু করা হয়েছে। এখানে গ্রামের দরিদ্র ও অসহায় ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দেয়া হয়। মক্তবে দুঃস্থ ছেলে-মেয়েদের বিনামূল্যে বই, খাতা ও লেখাপড়ার অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ করা হয়। অবশ্য পরবর্তী সময়ে বাজেট সংকটের কারণে আদর্শ মক্তবটি ইসলামিক মিশনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। তাছাড়া মক্তবে নৈশকালীন গণশিক্ষা কার্যক্রমও চালু রয়েছে। জুন ৯৮ পর্যন্ত মোট ২২৫৩ জন ছাত্র/ছাত্রীকে শিক্ষা বোর্ডের পাঠ্যসূচীর পাশাপাশি দীনী শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

বৃত্তি কার্যক্রম

দীনি শিক্ষায় উৎসাহিত করার জন্য দুঃস্থ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে যাকাত ফান্ড হতে বিশেষভাবে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। জুন ২০০১ পর্যন্ত ৪৮৪৮ জন ছাত্র/ছাত্রীকে যাকাত ফান্ড হতে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রতি জেলার ১৫ জন হারে বৃত্তি প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

রিক্সা ও ভ্যান গাড়ী বিতরণ কার্যক্রম

দুঃস্থ, গরীব, দীনদার ও নওমুসলিমদের হালাল উপায়ে জীবিকা অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছর পর্যন্ত ৭২৪টি রিক্সা ও ভ্যান গাড়ী বিতরণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এ কার্যক্রম সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

দুঃস্থ বিধবা পুনর্বাসন

হাঁস মুরগী পালনের মাধ্যমে দুঃস্থ বিধবা মহিলাদেরকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ৩০ জুন ২০০১ পর্যন্ত জনপ্রতি ১০০০ টাকা হারে ৬৪ জেলার ২৪৩০ জনকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে।

দুঃস্থ বেকার মহিলাদের সেলাই মেশিন দান

প্রতি জেলায় দুঃস্থ বেকার মহিলাকে যাকাত তহবিল থেকে একটি করে সেলাই মেশিন প্রদানের কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। জুন ২০০১ পর্যন্ত মোট ৮৫ টি সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে।

গণশিক্ষা কেন্দ্রের দরিদ্র ছাত্রদের আর্থিক সাহায্য

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিচালিত মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের কোর্স সমাপনান্তে দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের সাহায্যার্থে যাকাত ফান্ড থেকে অর্থ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে। প্রতি জেলার ৪ জন করে মোট ২৫৬ জনকে জনপ্রতি ২০০০ টাকা করে প্রদানের কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮২-৮৩ অর্থ বছরে যাকাত বোর্ড প্রতিষ্ঠার পর যাকাতের অর্থে পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জুন ২০০১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি ও আয়-ব্যয় প্রতিবেদন ঃ

অর্থ বছর	যাকাত প্রাপ্তি	যাকাত বোর্ড শিশু হাসপাতাল		সেলাই প্রশিক্ষণ প্রকল্প		বৃত্তি প্রদান		একাডেমিক মাদ্রাসা (আদর্শ মক্তব)		দুস্থ বিধবা পুনর্বাসন		রিকশা/ভ্যানগাড়ী প্রদান		এতিম/দুস্থদের সাহায্য		সেলাই মেশিন বিতরণ কার্যক্রম		ব্যাংক চার্জ	মোট বন্টিত টাকার পরিমাণ
		বন্টিত টাকা	সংখ্যা	বন্টিত টাকা	সংখ্যা	বন্টিত টাকা	সংখ্যা	বন্টিত টাকা	সংখ্যা	বন্টিত টাকা	সংখ্যা	বন্টিত টাকা	সংখ্যা	বন্টিত টাকা	সংখ্যা	বন্টিত টাকা	সংখ্যা		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১৯৮২-৮৩	১২,১১,৩৩১.৯৩																		
১৯৮৩-৮৪	৫,৭২,৫৫৪.৯৭																		
১৯৮৪-৮৫	৯,৪২,১২০.৯০	১,৫২,০০০/-	১৯,৬৯২	৪,৭৫,০০০/-	১৬৪			৯২,৪০০/-	৬২					২,০০,০০০/-					৯,০১,৪০০/-
১৯৮৫-৮৬	৮,৫২,৯০৮.১২	১,৫০,০০০/-	১৯,৩২৪	৪,১২,০০০/-	২২৫			২৩,৯৫০/-	১৩৯										৩,১২,৯৫০ -
১৯৮৬-৮৭	১০,৯৫,৫২৮.৪৪	২,৬২,০০০/-	২৭,২০৫	৪,০০,০০০/-	২৩৩			৯০,৫০০/-	১৪১										৭,২২,৫০০/-
১৯৮৭-৮৮	১১,৮৮,০৯১.৪১	২,০০,০০০/-	৩০,৪২৮	৩,১৮,০০০/-	১৫৩			৯০,৫০০/-	১৭২										৬,০৮,৫০০/-
১৯৮৮-৮৯	৯,৯২,৯৭২.৫০	৫,০০,০০০/-	৩৪,১২৫	৭,১৭,০০০/-	২২২			১,১৮,০০০/-	১৮০										১৩,৩৫,০০০/-
১৯৮৯-৯০	১১,৪৯,৯৭৩.১৪	৪,০০,০০০/-	৩৩,৯৪৫	১,৫০,০০০/-	৩২১			৩০,০০০/-	২৪৭										৫,৮০,০০০/-
১৯৯০-৯১	১৪,১২,৭৫১.০৩	২,৫৮,২০০/-	৩৪,২৩০	১,৮৭,২০০/-	২৩৩	৮১,২০০/-	৩২৩	৪৫,০০০/-	২৩৬										৫,৩৩,৪০০/-
১৯৯১-৯২	১,৫৫,৯২১.১১	৫,০০,০০০/-	২৬,১১৬	৪,২২,০০০/-	২৩০	৮১,৩৫০/-	৩৫৮	৯৪,০০০/-	২৩০			১৭,২০,৪২৫/-	২৭৩	৯৮,৪০০/-					২৮,৩০,১৮৫/-
১৯৯২-৯৩	১১,৫২,১৭২.৩৩	২,০০,০০০/-	১৯,৮৭৫	৪,৮৭,০২০/-	২৫৯	১,২৭,৬৮০/-	৫৫১	১,০৫,০০০/-	২২১					১,১২,৫০০/-					১১,৩২,২০০/-
১৯৯৩-৯৪	১,২৪,৭৫১.১১	৫,০০,০০০/-	২০,১১১	২,১৮,০০০/-	২১২	২,৯৮,৮০০/-	৪৬৮	১,২২,০০০/-	১২৪	৪,৪০,০০০/-	১৫০	২০,২২,০৯৪/-	৩২১	৯৮,২২১/-					৩৭,১৪,৩৩৫/-
১৯৯৪-৯৫	৯,০৩,৪৪৯.২০	৫,০০,০০০/-	১৫,৩৯২	৩,২৪,০০০/-	১৫১	২,৯৯,৪০০/-	৫৯৯	৩৮,০০০/-	১৩৯	৩,২০,০০০/-	১২০			৪৯,০০০/-					১৯,৭০,৪০০/-
১৯৯৫-৯৬	১০,০০,২২৪.৫০	১,৫০,০০০/-	১২,৬০৯	৩,১৩,৭০০/-	১৫২	২,৯৪,০০০/-	৪৯০	১১,০০০/-	১১২	৩,২০,০০০/-	১২০			৭,০০০/-					১১,৯৫,৭০০/-
১৯৯৬-৯৭	১৩,৩২,২৪৯.২০	৫০,০০০/-	১৪,২২৯	৩,৮৩,৪০০/-	২৩২	২,৭৪,০০০/-	৪৮৭	৫,০০০/-	১১২	৩,২০,০০০/-	১২০			২,০০০/-					১০,৮৪,৪০০/-
১৯৯৭-৯৮	২০,২৭,৪৭৫.৭৪	৯০,০০০/-	১৪,৫০৯	৪,৫৫,৯২২/-	১৩৮	৩,০০,৪০০/-	৫০১			৩,২০,০০০/-	১২০								১১,৬৬,৫২২.২০
১৯৯৮-৯৯	১২,৮১,২৫৪.৭০	৩,১৪,৮০০/-	১৩,২৫৭	৪,৫৫,১০০/-	৩০২	৩,৫৪,২৪০/-	৪৯২			৩,২০,০০০/-	১২০	৫,৫০,০০০/-	১২৮	২২,৫০০/-					২১,২০,৬৪০/-
১৯৯৯-০০	১৪,৭২,৮১৪.৮০	৪,১২,৩০০/-	১৩,১৬৪	৫,২৪,৪০০/-	৩২০	২,১৯,০৪০/-	১০২			৮০,০০০/-	৮০			৫,০০০/-		৬০,০০০/-	১৩		১২,৩৩,৭৪০/-
২০০০-০১	১৪,৭২,২৮০.০০	৩,১১,৮২০/-	১৩,৩২৫	৫,০০,৪০০/-	৩২০	২,৫৪,৮৮০/-	৩০৪			১,১০,০০০/-	১১০			৩০,০০০/-		২,৫৭,০০০/	৭২	১২,৮২৫/	১৪,৭৬,৯২৫/-
মোট	২,৪৮,২৯,১৭৫.১৯	৩১,৪৩,১২০/-	৩,৭৪৫৫০	৫৯,১০,৩৮২.২০	৪,৭০১	২২,০৭,৬০০/-	৪৮৪৮	৯,৩২,৯৫০/-	২,২২৫	২৪,৫০,০০০/-	১,৪৫০	৪৪,৩৩,৫১৯/-	৭২৪	৫,০০,৮২১/-		২,৯২,০০০/	৮৫	১২,৮২৫/	২,১১,৯২,৪৯২.২০

FILE NAME Zakat Board (e-3) Land

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র ঃ

১. ডঃ এম. এ. মান্নান, ইসলামী অর্থনীতি ঃ তত্ত্বও প্রয়োগ, ইসলামিক ইকনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ঢাকা, ১৯৮৩ ইং, পৃষ্ঠা-২০৯
২. উদ্বৃত ঃ অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, যাকাত কি ও কেন, ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৫ ইং, পৃষ্ঠা-৬
৩. আল-কুরআন, সূরা তাওবা, আয়াত- ১০৩
৪. আল-কুরআন, সূরা রূম, আয়াত- ৩৯
৫. আল-কুরআন, সূরা তাওবা আয়াত; ১০৩
৬. আল-কুরআন, সুরা যারিয়াত, আয়াত, ১৯
৭. মুয়াত্তা, উদ্বৃত ঃ মাওলানা মুনতাসির আহমদ রহমানী, যাকাত দর্পণ, ১৯৯৮ইং, পৃ-৯
৮. ডঃ এম. এ. মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ-২১০
৯. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, বুখারী ও মুসলিম, কিতাব আল যাকাত।
১০. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, বুখারী ও মুসলিম, কিতাব আল যাকাত।
১১. আল-কুরআন, সুরা আনয়াম, আয়াত- ১৪১
১২. আল-কুরআন, সুরা বাকারা আয়াত -২৬৭
১৩. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, বুখারী, আবু দাউদ, ইবন মাজা, কিতাব আল- যাকাত
১৪. ডঃ এম. এ. মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ-২১৩
১৫. আল-কুরআন, সুরা বাকারা আয়াত-২১৯
১৬. উদ্বৃত ঃ অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ-১৪
১৭. আবদুল কাদের অনূদিত, ডঃ ইউসুফ আল কারযাভী, ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, সৃজন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১ ইং পৃঃ ৯০
১৮. মাওলানা মুনতাছির আহমদ রহমানী, প্রাগুক্ত, পৃ-১৯
১৯. আল-কুরআন, সূরা তাওবা, আয়াত-৬০।
২০. মুহাম্মদ আবদুল লতিফ, দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪১ বর্ষ ১ম সংখ্যা, জুলাই- সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃ-৩২
২১. দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, ইফাবা, ঢাকা,জুন-২০০০ ইং, পৃষ্ঠা- ৩২৮
২২. যাকাত ফান্ড পরিচিতি, যাকাত বোর্ড বাংলাদেশ, ইফাবা, ডিসেম্বর-১৯৯৮, পৃ-৫
২৩. যাকাত ফান্ড পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃ-৯, ১০
২৪. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর যাকাত ফান্ড সেল থেকে তথ্য সংগ্রহ করে উক্ত প্রতিবেদন তৈরী করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদ পাঠাগার প্রকল্প

মসজিদ আল্লাহর ঘর যা পবিত্র কাবা ঘরেরই প্রতিভূ। পবিত্র কাবার পরই বিশ্ব মুসলিমের নিকট দ্বিতীয় পবিত্র ও আদর্শ স্থান হলো মসজিদে নববী। এই মসজিদকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি। মসজিদে নববী ছিল আল্লাহর নবীর দপ্তর, ইসলামী রাষ্ট্রের দারুল হুকুমত, মজলিশে সূরা বা আইন সভা, প্রধান বিচারালয় এবং সরকারী ট্রেজারী বা বায়তুলমাল। এ ছাড়া মসজিদে নববী ছিল নিঃস্ব অভাবগ্রস্থদের জন্য ত্রাণ ও সাহায্য সংস্থা, জ্ঞান পিপাসুদের গবেষণা কেন্দ্র, মদিনা নগরীর প্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। সর্বোপরি সামাজিক, জাতীয়, আর্ন্তজাতিক তথা জীবনের বিভিন্নমূখী সমস্যার আলোচনা ও পথ-নির্দেশনার উৎস। কিন্তু ১৪০০ বছর পর মসজিদে নববীর ন্যায় বাংলাদেশের মসজিদ হতে বর্তমানে তেমন কোন জনকল্যাণ কর্মকান্ড উল্লেখযোগ্য ভাবে পরিচালিত হচ্ছে না।[১]

ইসলাম আল্লাহ তা'আলার মনোনীত একমাত্র 'দীন'- একটি পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যাবস্থা।[২] দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণময় দিক-নির্দেশনা বিবৃত রয়েছে ইসলামে। আর এই শাশ্বত কল্যাণময় জীবন ব্যবস্থার পূর্ণ-বাস্তবায়নকারী হিসেবে মসজিদের ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশের শতকরা ৮৭% ভাগ অধিবাসী মুসলমান। এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মসজিদের গুরুত্ব অপরিসীম ও অনস্বীকার্য। ইসলামের স্বর্ণযুগে মসজিদ ছিল মুসলিম সমাজের প্রাণকেন্দ্র। মসজিদে বসেই আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর ইবাদত করেছেন, মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতের পথ-নির্দেশনাসহ সকল শিক্ষা প্রদান করেছেন, মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। মসজিদে নববী মুসলিম বিশ্বের আদর্শ, তথা মডেল মসজিদ হিসেবে চিরকাল সম্মান পেয়ে এসেছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, মানুষের নৈতিক,আধ্যাত্মিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রাণকেন্দ্র আমাদের মসজিদগুলো মসজিদে নববীর আদর্শ থেকে আজ অনেক দূরে সরে গেছে। তাই যতদূর সম্ভব মসজিদে নববীর আর্দশ ও মডেলকে সামনে রেখে সালাত আদায়ের পাশাপাশি ইসলামী আদর্শ ও শিক্ষা বিস্তারের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলে আমাদের মসজিদগুলোকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করা আবশ্যক।[৩]

বাংলাদেশে প্রায় দুই লক্ষ মসজিদ রয়েছে, মসজিদে নববীর মত এই সমস্ত মসজিদকে কেন্দ্র করে আর্থ-সামাজিক জনকল্যাণমূলক কোন কার্যক্রম বাংলাদেশে গড়ে উঠেনি।মসজিদকে কেন্দ্র করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইমাম প্রশিক্ষণ, মসজিদ পাঠাগার ও গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছে। ১৯৭৮ সাল থেকে মসজিদ পাঠাগার প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়েছে। ১৯৭৮ সাল থেকে জুন-২০০০ ইং পর্যন্ত ১৫,৭৩২টি মসজিদে মসজিদ পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে এ যাবৎ ৪,৯৬,৭১,০০০ জন পাঠক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পেয়ে আসছেন। এসব মসজিদ পাঠাগার থেকে পাঠাভ্যাসের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান সমাজের জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি, নৈতিক অবক্ষয় রোধ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, ইসলামের ইতিহাস আদর্শ ও মূল্যবোধ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনসহ বিভিন্ন সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করছে। এছাড়া ইমাম প্রশিক্ষণ

একাডেমী থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রায় ৪২,০০০ ইমাম সাহেবগণ এ সমস্ত মসজিদ পাঠাগার থেকে নিয়মিত জ্ঞান চর্চার সুযোগ গ্রহণ করছেন এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের অর্জিত জ্ঞান ধরে রাখতে সক্ষম হচ্ছেন। মসজিদ পাঠাগারের এ সমস্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন না করা হলে একদিকে প্রত্যন্ত অঞ্চলের গরীব লোকেরা যারা বই ক্রয় করে পড়ার সামর্থ নেই তারা জ্ঞান অর্জন করা থেকে বঞ্চিত হবে অন্যদিকে ধর্মপ্রাণ জনগণের মনে সরকার সম্পর্কে বিরুপ মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে। মসজিদ পাঠাগার প্রকল্প থেকে মসজিদ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা, মডেল মসজিদ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন বইপত্র সরবরাহ করা হয়।[৪]

মসজিদ পাঠাগার পাঠকশ্রেণী বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, ৭২% যুবক মসজিদ পাঠাগার থেকে জ্ঞানার্জন করে থাকে।[৫] এ সমস্ত মসজিদ পাঠাগারে যদি যুগোপযোগী ও প্রতিনিয়ত বই প্রদান করা যেত তাহলে এ সমস্ত যুবকদেরকে আরো বেশী করে লাইব্রেরীতে আকর্ষণ করা যেত, তাদেরকে মাদকাশক্ত, সন্ত্রাসমূলক কাজ হতে দূরে রাখা যেত। এ ছাড়া এ সমস্ত পাঠাগারে যদি কর্মসংস্থানমূলক বই সরবরাহ করা যেত তাহলে তারা জ্ঞান আহরণ করে নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে পারতো।

মসজিদ পাঠাগারে যে সকল বই সরবরাহ করা হয় সেসকল বইয়ের উপর পাঠকদের পছন্দ সম্পর্কে তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৯০% পাঠক ধর্মীয় বই পছন্দ করে।[৬]

মসজিদ পাঠাগার প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত পাঠাগারসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় জ্ঞান আহরণের সুযোগ সৃষ্টি, সমাজের নৈতিক অবক্ষয় রোধ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ইমামদের জ্ঞান চর্চা ও পাঠাভ্যাস ধরে রাখা, ইসলামের ইতিহাস, আদর্শ ও মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখার গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রকল্প পরিচিতি

মসজিদ আল্লাহর ঘর, এই মসজিদকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি। সর্বোপরি সামাজিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক তথা জীবনের বিভিন্নমূখী সমস্যার আলোচনা ও পথ নিদের্শনার উৎস। পবিত্র কাবার পরেই বিশ্ব মুসলমানের নিকট দ্বিতীয় পবিত্র ও আদর্শ স্থান হলো মসজিদে নববী। কিন্তু মসজিদে নববীর সেই গৌরবোজ্জল ভূমিকা বর্তমান মসজিদ সমাজগুলো পালন করতে সক্ষম হচ্ছে না। বর্তমানে মসজিদগুলোতে জ্ঞান চর্চার তেমন কোন সুযোগ নেই। ইসলামে জ্ঞান অর্জন ও চর্চাকে অত্যাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অথচ আমাদের মসজিদগুলোতে যুগ যুগ ধরে এর কোন সুযোগ না থাকায় দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ শিক্ষা ও চর্চা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ইসলামী জীবন-ব্যবস্থায় মসজিদ হচ্ছে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক কর্মকান্ডের প্রাণ কেন্দ্র।

জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে মসজিদ পাঠাগারের অপরিসীম গুরুত্বের কথা বিবেচনায় রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ মসজিদ পাঠাগার প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। মসজিদ পাঠাগার স্থাপন কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭৮

Dhaka University Institutional Repository

সাল থেকে। প্রথমে পরীক্ষামূলক ভাবে ১৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়েয় ৫১০টি পাঠাগার স্থাপন করা হয়। দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৮০-৮৫) মোট ১০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩২৭২ টি মসজিদ পাঠাগার স্থাপন করা হয়। মসজিদ পাঠাগারের কার্যকারিতা ও ফলপ্রসুতা প্রমাণিত হওয়ায় প্রেক্ষিতে তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় ২০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৪০০টি নতুন মসজিদ পাঠাগার স্থাপন ও ৬০০টি

পাঠাগারে পুস্তক সংযোজন করা হয়। এর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে ৪০৬০ টি নতুন মসজিদ পাঠাগার স্থাপন এবং ৫০০টি মসজিদ পাঠাগারে পুস্তক সংযোজন করা হয়। প্রকল্পটি সাফল্যের সাথে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় বাস্তবায়িত হওয়ার ফলে পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় ৩৯০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫০০০টি নতুন মসজিদ পাঠাগার স্থাপন ১১২৫ টি মসজিদ পাঠাগারে পুস্তক সংযোজন, ৬৪টি জেলায় ৬৪টি মডেল মসজিদ পাঠাগার স্থাপন ও ১০০০টি উন্নত মসজিদ পাঠাগারে আলমারী সরবরাহের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।[৭]

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- পাঠাভ্যাসের মাধ্যমে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন মসজিদ পাঠাগার স্থাপন।
- পুরাতন মসজিদ পাঠাগারে নতুন নতুন বিষয়ের উপর পুস্তক সংযোজন এবং ৬৪টি জেলায় ৬৪টি মডেল মসজিদ পাঠাগার স্থাপন।
- ভৌত অবকাঠামোগত ভাবে দূর্বল মসজিদ অথচ পাঠাগার ভাল চলছে এমন মসজিদে পুস্তক সংরক্ষণের জন্য আলমারী প্রদান।
- মসজিদ পাঠাগার কার্যক্রম সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে ইসলামী চিন্তাবিদগণের সমন্বয়ে সেমিনার/ ওয়ার্কশপের ব্যবস্থাকরণ।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের স্রোতধারার সঙ্গে মসজিদ পাঠাগারকে সম্পৃক্ত করা। ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত মসজিদ পাঠাগার প্রকল্পের মাধ্যমে ৪টি পর্যায়ে সারাদেশে ১৫,৭৩২টি নতুন পাঠাগার স্থাপন এবং ৩২২৫ টি পুরাতন পাঠাগারে পুস্তক সংযোজন করা হয়। নিম্নে বিভিন্ন মেয়াদে প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত মসজিদ পাঠাগারসমূহের বিবরণ প্রদান করা হলোঃ[৯]

দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় (১৯৭৮-৮০)

(লক্ষ টাকায়)

সময়কাল	স্থাপিত নতুন পাঠাগারের সংখ্যা	পূনঃসংযোজন	ব্যয়
১৯৭৮-৮০	৫১০টি	--	১৫.০০

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় (১৯৮০-৮৫)

(লক্ষ টাকায়)

সময়কাল	স্থাপিত নতুন পাঠাগারের সংখ্যা	পূনঃসংযোজন	ব্যয়
১৯৮০-৮১	৪০০টি	--	২০.০০
১৯৮১-৮২	৯৫৫টি	--	২০.০০
১৯৮২-৮৩	৪৯২টি	--	২০.০০
১৯৮৩-৮৪	৯৮৪টি	৫০০টি	২০.০০
১৯৮৪-৮৫	৪৪১টি	৫০০টি	২০.০০
মোট ঃ	৩২৭২	১০০০টি	১০০.০০

তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় (১৯৮৫-৯০)

(লক্ষ টাকায়)

সময়কাল	স্থাপিত নতুন পাঠাগারের সংখ্যা	পূনঃসংযোজন	ব্যয়
১৯৮৫-৮৬	২৪০টি	৬০টি	৪০.০০
১৯৮৬-৮৭	৮০০টি	১০০টি	৪০.০০
১৯৮৭-৮৮	৮০০টি	১৩৫টি	৪০.০০
১৯৮৮-৮৯	৩৪০টি	১০১টি	৪০.০০
১৯৮৯-৯০	১২২০টি	২০১টি	৪০.০০
মোট ঃ	৩৪০০টি	৬০০টি	২০০.০০

চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় (১৯৯০-৯৫) ঃ

(লক্ষ টাকায়)

সময়কাল	স্থাপিত নতুন পাঠাগারের সংখ্যা	পূনঃসংযোজন	ব্যয়
১৯৯০-৯১	৮০০টি	--	৫০.০০
১৯৯১-৯২	৮৮৭টি	--	৫০.০০
১৯৯২-৯৩	৯৭৪টি	২০০টি	৫০.০০
১৯৯৩-৯৪	৭২৩টি	২০০টি	৫০.০০
১৯৯৪-৯৫	৬৭৬টি	২২৫টি	৫০.০০
মোট ঃ	৪০৬০টি	৫০০টি	২৫০.০০

পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় (১৯৯৫-২০০০) ঃ

(লক্ষ টাকায়)

সময়কাল	স্থাপিত নতুন পাঠাগারের সংখ্যা	ব্যয়
১৯৯৫-৯৬	১০০টি	৪০.০০
১৯৯৬-৯৭	১০০০টি	৪০.০০
১৯৯৭-৯৮	১০০০টি	৪০.০০
১৯৯৮-৯৯	১০০০টি	৪০.০০
১৯৯৯-২০০০	১০০০টি	৪০.০০
মোট ঃ	৫০০০টি	২০০.০০

Dhaka University Institutional Repository

পুরাতন মসজিদ পাঠাগার পুস্তক সংযোজন

(লক্ষ টাকায়)

সময়কাল	স্থাপিত নতুন পাঠাগারের সংখ্যা	ব্যয়
১৯৯৫-৯৬	৪১৬টি	৮.৩২
১৯৯৬-৯৭	২২৫টি	৪.৫০
১৯৯৭-৯৮	২২৫টি	৪.৫০
১৯৯৮-৯৯	২৫৫টি	৪.৫০
১৯৯৯-২০০০	৩৪টি	০.৬৮
মোট ঃ	১১২৫টি	২২.৫০

** সেমিনার / ওয়ার্কশপ

(লক্ষ টাকায়)

সময়কাল	স্থাপিত নতুন পাঠাগারের সংখ্যা	ব্যয়
১৯৯৫-৯৬	১৪টি	০.৭০
১৯৯৯-২০০০	৫০টি	৩.৩০
মোট ঃ	৬৪টি	৪.০০

** মডেল মসজিদ পাঠাগার

(লক্ষ টাকায়)

সময়কাল	স্থাপিত নতুন পাঠাগারের সংখ্যা	ব্যয়
১৯৯৫-৯৬	২৪টি	--
১৯৯৬-৯৭	১৪টি	৭.০০
১৯৯৭-৯৮	১৪টি	৭.০০
১৯৯৮-৯৯	১৪টি	৬.০০
১৯৯৯-২০০০	১২টি	০.৬৮
মোট ঃ	৬৪টি	৩২.০০

আলমারী

(লক্ষ টাকায়)

সময়কাল	আলমারীর সংখ্যা	ব্যয়
১৯৯৫-৯৬	--	
১৯৯৬-৯৭	২৫০টি	৮.৭৫
১৯৯৭-৯৮	২২৫টি	৮.৭৫
১৯৯৮-৯৯	১১০টি	৩.৮৫
১৯৯৯-২০০০	৩৯০টি	১৩.৬৫
মোট ঃ	১০০০টি	৩৫.০০

Dhaka University Institutional Repository

প্রকল্পের কার্যক্রম ঃ (পিপি অনুযায়ী)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	খাতের বিবরণ	১৯৯৫-২০০০			
		মোট লক্ষ্যমাত্রা		মোট অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
০১.	আসবাবপত্র ওসরঞ্জামাদি	১০২৬	৩৫.৮৩	১০২৬	৩৫.৮৩
০২.	নতুন পাঠাগার স্থাপন	৫০০০	২৫০.০০	৫০০০	২৪৬.০০
০৩.	পুরাতন পাঠাগারে বই সংযোজন	১১২৫	২২.৫০	১১২৫	২২.৫০
০৪.	মডেল পাঠাগার স্থাপন	৬৪	৩২.০০	৬৪	৩২.০০
০৫.	বেতন ও ভাতাদি	৭জন	১৩.০৬	৭জন	১৩.৫
০৬.	পরিদর্শন জেলা কার্যালয় কর্তৃক	লট	৯.৬০	লট	৯.৫
০৭.	মূল্যায়ন	২টি	২.২০	২টি	২.২০
০৮.	সেমিনার /ওয়ার্কসপ	৬৪টি	৪.০০	৬৪টি	৪.০০
০৯.	কেন্দ্রীয় পরিদর্শন	লট	১.৩০	লট	১.২০
১০	ষ্টেশনারী	লট	১.০০	লট	.৯৪
১১	টেলিফোন	১টি	১.০০	১টি	.৯৩
১২	জ্বালানী ও রক্ষণাবেক্ষণ	১টি	১.৮০	১টি	৩.০৭
১৩	পরিবহণ খরচ	লট	২.৬৭	--	৪.০৫
১৪	অন্যান্য	লট	০.৯৪	লট	১.৫৮
১৫	অফিস ভাড়া	লট	৩.৬০	লট	৩.৫০
১৬	যানবাহন	১টি	৮.৫০	১টি	৮.৫০
	মোট ঃ	--	৩৯০.০০	--	৩৯০.০০

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা / প্রশাসনিক কাঠামো

প্রকল্পের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পে একজন উপপরিচালক, একজন সহকারী পরিচালক, একজন উচ্চমান সহকারী, একজন হিসাব-কাম-ষ্টোর সহকারী, একজন এল.ডি.এ-কাম-টাইপিষ্ট এবং দুইজন এম.এল. এস. এস. ও একজন ড্রাইভার নিয়োজিত আছেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের সমন্বয় বিভাগের পরিচালকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। মসজিদ পাঠাগার স্থাপনের জন্য মসজিদ নির্বাচন ও বই বিতরণের দায়িত্ব ইসলামিক ফাউন্ডেশন জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে।[১০]

মসজিদ পাঠাগারের জন্য পুস্তক নির্বাচন

প্রকল্প দলিল মোতাবেক প্রতিটি অনুমোদিত পাঠাগারের জন্য কমিশন বাদে মোট ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকার বই প্রদান করা হয়ে থাকে। কি ধরনের বই পাঠাগারে প্রদান করা হবে তা নির্বাচনের জন্য পুস্তক বাছাই ও ক্রয় কমিটি নামে একটি কমিটি রয়েছে। উক্ত কমিটি বরাদ্দকৃত অর্থের ৭৫%

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ দ্বারা ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশনা ও ২৫% অর্থ দ্বারা বাইরের প্রকাশনা থেকে বই ক্রয় করে থাকে। তবে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশনার বই যথাযথভাবে পাওয়া না গেলে বাইরের প্রকাশনার বই অধিক ক্রয়ের ক্ষেত্রে কমিটির সিদ্ধান্তই চূরান্ত বলে গণ্য হয়।[১১]

পুস্তক বিতরণ পদ্ধতি

কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত পুস্তক ক্রয় করার পর সেগুলো প্রতিটি জেলায় অনুমোদিত মসজিদ পাঠাগারে প্রদানের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। পুস্তক প্রাপ্তির পর বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়সমূহে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনুমোদিত মসজিদগুলোতে বিতরণের নির্দেশ প্রদান করা হয়। বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয় মসজিদ কর্তৃপক্ষকে একটি নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ের মধ্যে পুস্তক সংগ্রহের অনুরোধ জানায়। জেলা কার্যালয়ে পুস্তক বিতরণের সময় পাঠাগার পরিচালনা পদ্ধতি এর গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য কি তা অবহিত করার লক্ষ্যে মসজিদ পাঠাগার পুস্তক বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এ অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিভাগীয় কমিশনার ,জেলা প্রশাসক/ সংসদ সদস্য /মন্ত্রী/ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।[১২]

প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

প্রকল্প দলিল মোতাবেক মসজিদ পাঠাগার প্রকল্পের অধীনে যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল প্রকল্প সমাপ্তি অর্থাৎ জুন ২০০০ ইং সময় পর্যন্ত এর খাতওয়ারী বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ[১৩] (জুলাই ৯৫-জুন ২০০০)

নতুন মসজিদ পাঠাগার স্থাপন

প্রকল্প মেয়াদে অর্থাৎ জুলাই ৯৫ হতে জুন ২০০০ পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশে সর্বমোট ৫০০০টি মসজিদ পাঠাগার স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। প্রতিটি নতুন মসজিদ পাঠাগার স্থাপনের জন্য সর্বমোট ৫০০০/- টাকা করে অর্থ বরাদ্দ ছিল। প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত প্রায় ২৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ৫০০০টি নতুন পাঠাগার স্থাপন করা হয়।

পুরাতন পাঠাগারে পুস্তক সংযোজন

যে সমস্ত মসজিদে ইতিপূর্বেই পাঠাগার স্থাপিত হয়েছে সে সব মসজিদ পাঠাগার সমূহে পুনরায় কিছু নতুন নতুন পুস্তক সংযোজন করে পাঠাগারগুলোকে গতিশীল রাখা হয়। এ লক্ষ্যে প্রকল্পের কার্যক্রমের আওতায় প্রতিষ্ঠিত মসজিদ পাঠাগার গুলোর মধ্য থেকে প্রকল্প দলিলে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক ১১২৫টি পাঠাগারে বই সংযোজন করার কাজ জুন ২০০০ এর মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং এ খাতে বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ (২২.৫০ লক্ষ টাকা) ব্যয় হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মডেল মসজিদ পাঠাগার স্থাপন

প্রকল্প ছকে ৬৪টি জেলায় একটি করে ৬৪টি মডেল মসজিদ পাঠাগার স্থাপনের বিধান রাখা হয়েছে। মডেল মসজিদ পাঠাগার সমূহে বই, আলমারী, পড়ার টেবিল ও ব্রেঞ্চ, দৈনিক পত্রিকা, ম্যাগাজিনসহ কিছু সুবিধা প্রদান করা হয়েছে এবং পাঠাগারগুলোও বেশ উন্নতমানের। প্রকল্প দলিলে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক নির্বাচিত ৬৪ টি মডেল মসজিদ পাঠাগার স্থাপনের কাজ জুন ২০০০ এর মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং এ খাতে বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ (৩২.০০ লক্ষ টাকা) ব্যয় হয়েছে।

আলমারী সরবরাহ

প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত যে সমস্ত মসজিদের অবকাঠামো দুর্বল, জনসাধারণ আলমারী ক্রয়ের সামর্থ রাখে না অথচ সচেতনতা ও আগ্রহের কমতি নেই সে সব পাঠাগারসমূহে আলমারী প্রদান করার বিধান ছিল। প্রকল্প দলিলে লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক ১০০০টি আলমারী প্রদানের কাজ জুন ২০০০ এর মধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এ খাতে বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ (১৪.০০ লক্ষ টাকা) ব্যয় হয়েছে।

সেমিনার / ওয়ার্কশপ

মসজিদ পাঠাগারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রকল্পের সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পর্কে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও মসজিদ পাঠাগার ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এর ব্যবস্থাপনা ও কলা কৌশল সম্পর্কে ধারনা দেয়ার জন্য ৬৪টি জেলায় মোট ৬৪টি সেমিনার /ওয়ার্কসপ অনুষ্ঠানের লক্ষ্যমাত্রা প্রকল্প দলিলে নির্ধারিত ছিল। জুন ২০০০ পর্যন্ত ৬৪টি জেলায় ৬৪টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এসকল সেমিনার দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে মসজিদ পাঠাগার সমূহের প্রতিনিধি, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশ গ্রহণ করেন।

জনমনে মসজিদ পাঠাগারের প্রভাব

অর্থনৈতিক দৈন্যের কারণে যেমন দেশের বিপুল সংখ্যক জনগণ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত, তেমনি যারা শিক্ষিত তাদের রয়েছে প্রয়োজনীয় পাঠোপকরণের অভাব। আমাদের দেশের শহরাঞ্চলগুলোতে সীমিত সংখ্যক পাবলিক পাঠাগার থাকলেও প্রত্যন্ত অঞ্চলে জনগণের চাহিদা অনুযায়ী পাবলিক পাঠাগার বা বই পাঠের তেমন কোন সুযোগ নেই। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিদ্যালয়ের লেখাপড়া শেষে বই-পত্র পাঠের সুযোগ না থাকায় অনেকেই পাঠাভ্যাসের চর্চা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছেন। অথচ ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় জ্ঞান চর্চার পরিধি দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। দেশের সীমিত সম্পদের কারণে ও সদিচ্ছার অভাবে দীর্ঘকাল যাবত যারা বিদ্যাচর্চা থেকে প্রায় বঞ্চিত ছিলেন মসজিদ পাঠাগার প্রকল্পটি তাদের চাহিদা কিছুটা হলেও পূরণ করতে সক্ষম হচ্ছে। আমাদের সমাজ মসজিদ কেন্দ্রিক। মসজিদ পাঠাগার প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপিত পাঠাগারগুলো থেকে সংশ্লিষ্ট মসজিদ এলাকার প্রতিটি মানুষ ব্যাপকভাবে উপকৃত হচ্ছে। মসজিদ পাঠাগারের বইগুলো সুনির্বাচিত ও আদর্শ ভিত্তিক বলে এগুলো পাঠে জনগণের নৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনগণের মধ্যে মসজিদ পাঠাগার গড়ে তোলার আগ্রহও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের জনগণ, বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের নৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনে মসজিদ পাঠাগার কার্যক্রম সুদূর প্রসারী সুফল বয়ে আনবে বলে আশা করা যায়।[১৪]

সুপারিশমালা

- মসজিদ পাঠাগারে নামায শিক্ষা, মাসায়ালা-মাসায়েল, জীবনীমূলক এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কলা কৌশল সম্পর্কিত বই পুস্তক সরবরাহ করা আবশ্যক।
- পুরাতন মসজিদ পাঠাগারে বই সংযোজনের লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি করা যেতে পারে এবং সেই সাথে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন।
- প্রতিটি মসজিদ পাঠাগারে একই ধরনের এবং সমসংখ্যক বই সরবরাহ করা যেতে পারে।
- ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, সাময়িকী নিয়মিতভাবে সরবরাহ করা প্রয়োজন।
- মসজিদ পাঠাগার নিয়মিত ভাবে পরিদর্শন করা দরকার। এলক্ষ্যে প্রকল্প কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- মসজিদ পাঠাগারের বই মসজিদের বাইরে তথা ব্যক্তি বিশেষের বাড়ীতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা অবশ্যই পরিহার করা প্রয়োজন।
- যে সমস্ত মসজিদ পাঠাগারের সংরক্ষণের বাস্তব সুযোগ সুবিধা নেই সে সমস্ত পাঠাগারে একটি করে ষ্টীল আলমারী সরবরাহ করা যেতে পারে।
- মসজিদ পাঠাগার ভিত্তিক ইসলামী সাংস্কৃতিক কার্যক্রম সংগঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
- মসজিদ পাঠাগারের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি মসজিদ পাঠাগারের জন্য আনুষংগিক ব্যয় হিসেবে কিছু অর্থ বরাদ্দ রাখা যেতে পারে।
- ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রধান কার্যালয় হতে যে সকল কর্মকর্তা মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনে যান তাদের প্রত্যেকেই নূন্যতম ১ টি মসজিদ পাঠাগার বাধ্যতামূলক ভাবে পরিদর্শন করতে পারেন। তাছাড়া জেলা কর্মকর্তাগণও নিয়মিত মসজিদ পাঠাগার পরিদর্শন করতে পারেন।
- দেশব্যাপী মসজিদ পাঠাগারের কার্যক্রম গতিশীল রাখার লক্ষ্যে পরিদর্শন খাতে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা আবশ্যক।
- মসজিদ পাঠাগারগুলোকে গতিশীল রাখার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক ও স্থানীয় প্রতিনিধিদের অর্ন্তভূক্ত করে বছরে অন্ততঃ ২টি সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।
- দীর্ঘদিন যাবৎ উন্নয়ন খাতে কর্মরত থাকায় এবং রাজস্ব খাতভূক্ত সরকারী কর্মচারীদের মত চাকুরীর নিশ্চয়তা না থাকায় সর্বোপরি প্রকল্প দলিলে রাজস্ব খাতভূক্ত করণের কোন নির্দেশনা না থাকায় কর্মরত প্রকল্পের কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। এতে করে প্রকল্পের কার্যক্রম ব্যহত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এমতাবস্থায়, বর্ধিত প্রকল্পের জনবলকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের বিষয়ে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহনের জোর সুপারিশ করা হলো।

মসজিদ পাঠাগার প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (জুলাই ৯৫ হতে জুন ২০০০ ইং পর্যন্ত) ঃ[১৫]

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	খাতের নাম (পিপি অনুযায়ী)	প্রকল্পের মোট লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তব লক্ষ্য মাত্রা								
			১৯৯৫-৯৬			১৯৯৬-৯৭			১৯৯৭-৯৮		
			পিপি ঃ অনুঃ	এডিপি ঃ অনুঃ	অগ্রগতি	পিপি ঃ অনুঃ	এডিপি ঃ অনুঃ	অগ্রগতি	পিপি ঃ অনুঃ	এডিপি ঃ অনুঃ	অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১.	মসজিদ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা	৫০০০	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২.	পুরাতন পাঠাগারে পুস্তক সংযোজন	১.১২৫	৪১৬	৪১৬	৪১৬	২২৫	২২৫	২২৫	২২৫	২২৫	২২৫
৩.	বেতন ভাতাদি	৭ জন	৫ জন	৫ জন	৫ জন	৬ জন	৬ জন	৭ জন	৭ জন	৭ জন	৭ জন
৪.	আসবাবপত্র সরঞ্জামদি	১০২৬	--	--	--	২৭৬	২৭৬	২৫০	২৭৬	২৭৬	২৭৬
৫.	সেমিনার	৬৫	--	--	--	--	--	--	১৪	১৪	১৪
৬.	মডেল লাইব্রেরী	৬৪	-৬৪	-৬৪	-৬৪	২৪	২৪	২৪	১৪	১৪	১৪
৭.	জেলা পর্যায় পরিদর্শন	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
৮.	কেন্দ্রীয় পরিদর্শন	--	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
৯.	গোডাউন ভাড়া	১ টি	১	১	১	১	১	১	১	১	১
১০.	পরিবহন	১ টি	১	১	১	১	১	১	১	১	১
১১.	মূল্যায়ন	২ টি	--	--	--	--	--	--	--	--	--
১২.	টেলিফোন	১ টি	১	১	১	১	১	১	১	১	১
১৩.	ষ্টেশনারী	লট	লট	লট	লট	লট	লট	লট	লট	লট	লট
১৪.	পরিবহন খরচ	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
১৫.	জ্বালানী ও রক্ষনাবেক্ষণ	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
১৬.	অন্যান্য	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদ পাঠাগার প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (জুলাই ৯৫ হতে জুন ২০০০ ইং পর্যন্ত) ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	খাতের নাম (পিপি অনুযায়ী)	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ১৯৯৮-৯৯			বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ১৯৯৯-২০০০			ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০০০ ইং পর্যন্ত)			মন্তব্য
		পিপিঃ অনুঃ	এডিপিঃ অনুঃ	অগ্রগতি	পিপিঃ অনুঃ	এডিপিঃ অনুঃ	অগ্রগতি	পিপিঃ অনুঃ	এডিপিঃ অনুঃ	অগ্রগতি	
		১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
১.	মসজিদ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০	--
২.	পুরাতন পাঠাগারে পুস্তক সংযোজন	৪১৬	৪১৬	৪১৬	২২৫	২২৫	২২৫	২২৫	২২৫	২২৫	--
৩.	বেতন ভাতাদি	৫ জন	৫ জন	৫ জন	৬ জন	৬ জন	৭ জন	৭ জন	৭ জন	৭ জন	--
৪.	আসবাবপত্র সরঞ্জামদি	--	--	--	২৭৬	২৭৬	২৫০	২৭৬	২৭৬	২৭৬	--
৫.	সেমিনার	--	--	--	--	--	--	১৪	১৪	১৪	--
৬.	মডেল লাইব্রেরী	-৬৪	-৬৪	-৬৪	২৪	২৪	২৪	১৪	১৪	১৪	--
৭.	জেলা পর্যায় পরিদর্শন	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
৮.	কেন্দ্রীয় পরিদর্শন	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	--
৯.	গোডাউন ভাড়া	১	১	১	১	১	১	১	১	১	--
১০.	পরিবহন	১	১	১	১	১	১	১	১	১	--
১১.	মূল্যায়ন	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
১২.	টেলিফোন	১	১	১	১	১	১	১	১	১	
১৩.	ষ্টেশনারী	লট	লট	লট	লট	লট	লট	লট	লট	লট	--
১৪.	পরিবহন খরচ	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
১৫.	জ্বালানী ও রক্ষনাবেক্ষণ	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
১৬.	অন্যান্য	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

Dhaka University Institutional Repository

প্রকল্পের আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (জুলাই ৯৫ হতে জুন ২০০০ ইং পর্যন্ত) ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং		প্রাক্কলিতব্যয়	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি											
			১৯৯৫-৯৬			১৯৯৬-৯৭			১৯৯৭-৯৮			১৯৯৮-৯৯		
			পিপি অনুঃ	এডিপি অনুঃ	অগ্রগতি	পিপি অনুঃ	এডিপি অনুঃ	অগ্রগতি	পিপি অনুঃ	এডিপি অনুঃ	অগ্রগতি	পিপি অনুঃ	এডিপি অনুঃ	অগ্রগতি
১	২.	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১.	মসজিদ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা	২৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৪৯.৮৩	৫০.০০	৪৭.৩৫	৪৭.৫৪
২.	পুরাতনপাঠাগারে পুস্তক সংযোজন	২২.৫০	৮.৩২	৮.৩২	৮.২৬	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	--	৪.৫০	৪.৯৩০
৩.	বেতন ও ভাতাদি	১৩.০৬	১.৮৬৫	১.৮৬৫	১.৮৬৫	২.৫২৫	২.৫২৫	২.৫২৫	২.৭৯	২.৭৯	২.৭৯	২.৭৯	২.৭৯	৪.৮৮
৪.	আসবাবপত্র সরঞ্জামদি	৩৫.৮৩	--	--	--	৯.৫৮	৯.৫৮	৯. ১৮	৮.৭৫	৮.৭৫	৮.৭৫	৮.৭৫	৩.৮৫	৩.৮৫
৫.	সেমিনার	৪.০০	--	--	--	২.০০	০.৭০	০.৭০	--	--	--	--	--	--
৬.	মডেল লাইব্রেরী	৩২.০০	--	--	--	১২.০০	১২.০০	১২.৩৫	৬.৪০	৬.৬৫	৬.৬৫	৬.৭৫	৬.৭৫	৬.৭৫
৭.	জেলা পর্যায় পরিদর্শন	৯.৬০	১.৯২০	১.৯২০	১.৯২০	১.৯২	১.৯২	১.৯২	১.৯২	১.৯২	১.৯২	১.৯২	১.২৮	১.২৮
৮.	কেন্দ্রীয় পরিদর্শন	১.৩০	০.৩০	০.৩০	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০. ১৫	০. ১৫
৯.	গোডাউন ভাড়া	৩.৬০	০.৭২	০.৭২	০.৭২	০.৭২	০.৭২	০.৭২	০.৭২	০.৭২	০.৮০	০.৭২	০.৭২	০.৭২
১০.	পরিবহন	৮.৫০	--	--	--	৮.৫০	৮.৫০	৮.৫০	--	--	--	--	--	--
১১.	মূল্যায়ন	২.২০	--	--	--	--	--	--	১.০০	১.০০	১.০০	--	--	--
১২.	টেলিফোন	১.০০	০.২০	০.২০	০.২৯০	০.২০	০.২০	০.২০	০.২০	০.২০	০. ১৭	০.২০	১. ১৬	০. ১৩
১৩.	ষ্টেশনারী	১.০০	০.২০	০.২০	০. ১৪	০.২০	০.২০	০.২০	০.২০	০.২০	০.২০	০.২৫	০. ১৫	০. ১৭
১৪.	পরিবহন খরচ	২.৬৭	১.৩০	১.৩০	১.৩০	০. ১৫	০.৪৫	০.৫০	০.৩৫	০.৩৫	০.৪৫	০.৩৫	১.০০	০.৯০
১৫.	জ্বালানী ও রক্ষনাবেক্ষণ	১৮০	--	--	--	০.৩০	০.৩০	০.২৫	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	১.০০	০.৫০
১৬.	অন্যান্য	০.৯৪	.০১৭৫	০. ১৭৫	০. ১৭৫	০. ১৫৫	০. ১৫৫	০.২০৫	০. ১৭	০. ১৭	০. ১৯	০.২২	০.২০	০.২০
	মোট ঃ	৩৯০.০০	৬৫.০০	৬৫.০০	৬৪.৯২	৯৩.০০	৯৩.০০	৯৩.০০	৭৭.৭৫	৭৮.০০	৭৮.০০	৭২.৭৫	৭০.০০	৭০.০০

Dhaka University Institutional Repository

প্রকল্পের আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (জুলাই ৯৫ হতে জুন ২০০০ ইং পর্যন্ত) ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	খাতের নাম (পিপি অনুযায়ী)	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি						মন্তব্য
		১৯৯৯ -২০০০			ক্রমপুঞ্জিত			
		পিপি অনুঃ	এডিপি অনুঃ	অগ্রগতি	পিপি অনুঃ	এডিপি অনুঃ	অগ্রগতি	
		১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	
১.	মসজিদ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা	৫০.০০	৫০.০০	৪৯.৪৯	২৫০.০০	৩.৩৩	২৪৬.৮৫	
২.	পুরাতন পাঠাগারে পুস্তক সংযোজন	৫.১৮	০.৬৮	০.৬৮	২২.৫০	২২.৫০	২২.৫০	
৩.	বেতন ভাতাদি	২.৯৯	২.৯৯	৩.৪৮	১৩.০৬	১৩.০৬	১৩.৫৪	
৪.	আসবাবপত্র সরঞ্জামদি	৮.৭৫	১৪.০০	১৪.০০	৩৫.৮৩	৩৫.০০	৩৫.৮৩	
৫.	সেমিনার	২.০০	৩.৩০	৩.৩০	৪.০০	৪.০০	৪.০০	
৬.	মডেল লাইব্রেরী	৬.৮৫	৬.২৫	৬.২৫	৩২.০০	৩২.০০	৩২.০০	
৭.	জেলা পর্যায় পরিদর্শন	১.৯২	২.৫৬	২.৫৬	৯.৬০	৯.৬০	৯.৬০	
৮.	কেন্দ্রীয় পরিদর্শন	০.২৫	০.৩৫	০.৩৫	১.৩০	১.৩০	১.২৫	
৯.	গোডাউন ভাড়া	০.৭২	০.৭২	০.৭২	৩.৬০	৩.৬০	৩.৬০	
১০.	পরিবহন	--	--	--	৮.৫০	৮.৫০	৮.৫০	
১১.	মুল্যায়ন	১.২০	১.২০	১.২০	২.২০	২.২০	২.২০	
১২.	টেলিফোন	০.২০	০.২৪	০.০৮	১.০০	১.০০	০.৯৩	
১৩.	ষ্টেশনারী	০.২০	০.২৫	০.২৫	১.০০	১.০০	০.৯৬	
১৪.	পরিবহন খরচ	০.৫২	০.৯০	০.৯০	২.৬৭	৬.০০	৪.০৫	
১৫.	জ্বালানী ও রক্ষনাবেক্ষণ	০.৫০	১.৩২	১.৩২	১.৮০	৩.০৭	৩.০৭	
১৬.	অন্যান্য	০.২২	০.২৪	০.৪০	০.৯৪	০.৯৪	১.১৮	
	মোট ঃ	৭১.২২	৮৫.০০	৮৫.০০	৩৯০.০০	৩৯০.০০	৩৯০.০০	

উল্লেখ্য, প্রকল্পটি জুলাই, ১৯৯৫ থেকে জুন, ২০০০ ইং পর্যন্ত সফলভাবে সমাপ্তির পর ২০০০-২০০১ থেকে ২০০৪-২০০৫ মেয়াদে ৬০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাঠাগার স্থাপন (চতুর্থ পর্যায়) প্রকল্প নামে গৃহীত হয়েছে এবং সে অনুযায়ী প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। [১৬]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১. মসজিদ পাঠাগার প্রকল্প (১৯৯৫-২০০০) এর চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা - (ভূমিকা)

২. দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০০ ইং, পৃষ্ঠা- ৩৩

৩. মসজিদ পাঠাগার প্রকল্পের চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন, ইফাবা, ঢাকা, জুন - ১৯৯৬ ইং, পৃষ্ঠা- ১

৪. মসজিদ পাঠাগার প্রকল্পের চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন, ২০০০ ইং, ইফাবা, পৃষ্ঠা- (ভূমিকা)

৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা (ভূমিকা)

৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা (ভূমিকা)

৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১

৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২

৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২-৫

১০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৬

১১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৬

১২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৬

১৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১২

১৪. মসজিদ পাঠাগার প্রকল্পের চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন, ইফাবা, ঢাকা, জুন-১৯৯৬ ইং, পৃষ্ঠা-১৭

১৫. মসজিদ পাঠাগার প্রকল্প (১৯৯৫-২০০০) এর চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন, ইফাবা, ঢাকা, পৃষ্ঠা- (সংযোজনী-খ)

১৬. মসজিদ পাঠাগার স্থাপন (চতুর্থ পর্যায়) প্রকল্পের সারপত্র, ইফাবা, সেপ্টেম্বর/২০০০ ইং, পৃষ্ঠা-৩

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী

পটভূমি

১৯৭৯-৮০ সালে সরকারের দ্বি-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পের ন্যায় পরীক্ষামূলকভাবে ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর দীর্ঘ পথ-পরিক্রমা শুরু হয়। দেশের ২ লক্ষ মসজিদের ইমামগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এ প্রকল্পের অগ্রযাত্রা। সকল ইমামকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভবপর হলে জ্ঞানের প্রসার ,চিন্তা চেতনার পরিবর্তন, দক্ষতা বৃদ্ধি, নেতৃত্ব প্রদানে যোগ্যতা সৃষ্টি, মানবীয় মূল্যবোধের বিকাশ, সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটা ভিত তৈরী করা সম্ভবপর হবে। দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত জনবল ইসলামের শিক্ষা, আদর্শ ও মূল্যবোধে উজ্জীবিত হলে উন্নয়নের সুফল পুরোপুরি জনগণের দোরগোড়ায় পৌছানো সহজতর হবে। এ উদ্দেশ্যে বিষয়টির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন করে দেশের ইমামগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। মসজিদের ইমামগণকে দেশের গণশিক্ষা, কৃষি, মৎস্য চাষ, প্রাথমিক চিকিৎসা, হাস মুরগী ও পশু পালন, বৃক্ষরোপন ও অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে উপার্জনক্ষম করে গড়ে তোলা।

এছাড়া বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, প্রজনন স্বাস্থ্য, পরিবেশ দূষণ, আর্সেনিক দূষণ দূরীকরণ, ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণ, ঘাতক ব্যাধি এইডস প্রতিরোধ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পুষ্টির অপরিহার্যতা, মাদকের কুফল প্রভৃতি বিষয়ের উপর বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে ইমামদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির জন্য পরামর্শদাতা হিসাবে তৈরী করা। এসব সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও প্রশিক্ষণে সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষক কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করা হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণকে ধর্মীয়, প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ ছাড়া বি. সি. এস.(প্রশাসন) ক্যাডারের সদস্যদের ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতার উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। দেশের ৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইমামদের ভূমিকা উপলব্ধি করে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাঁদেরকে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করার জন্য ১৯৭৯-৮০ সালে ধর্মীয় নেতাদের (ইমাম) প্রশিক্ষণ নামে একটি পাইলট প্রকল্প পরীক্ষামূলকভাবে গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের অধীনে মোট ৫৩৬ জন ইমামকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পাইলট প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। জুন, ২০০১ পর্যন্ত মোট ৪৩,৮৩৬ জন ইমামকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পটি ২০০১-২০০৩ মেয়াদে ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ নিয়ে ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী (চতুর্থ পর্যায়) প্রকল্প নামে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামগণ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছেন এবং প্রশিক্ষণের সুদূরপ্রসারী ফলাফল দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে প্রতীয়মান হয়।[১]

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের যাবতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে মসজিদকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ইমামদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ইমামদেরকে ইসলামের ব্যবহারিক আদর্শের সাথে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার তাত্ত্বিক এবং অভিজ্ঞতা যুক্ত করে জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে তাদের অনবদ্য ও সার্থক ভূমিকা রাখার এক চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রকল্পের ছকে ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিম্নোক্তরূপে উল্লেখ রয়েছে ঃ

ক. মসজিদ-ই-নববীর অনুকরণে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্র হিসেবে বাংলাদেশের মসজিদগুলোর কার্যক্রম পুনর্গঠন করা।

খ. ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশসাধন ও জনগণের মধ্যে এর ব্যাপক প্রতিফলনের জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ইমামগণের দৃঢ় ভূমিকা পালন করা।

গ. মসজিদের ইমামগণকে কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ, পশুপাখি পালন, মাছ চাষ কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দান করা।

ঘ. আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ইমামগণকে সামাজিক নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম করে তোলা।

ঙ. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণোত্তর কার্যক্রম গ্রহণে উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করা।[২]

প্রকল্প ছক অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে (১৯৯৫-৯৬ থেকে ২০০০-২০০১) খাতওয়ারী বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা ঃ[৩]

ক্রমিক নং	পিপি অনুযায়ী খাত/ অংগ	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্য মাত্রা	
		আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তব লক্ষমাত্রা
১	বেতন ও ভাতাদি	৪২৯.১৯৯	১৯৭ জন
২	আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম	৪৬.০০০	৩০৩৪ টি
৩	ট্রেনিং প্রোগ্রাম	৮৩৬.১২১	১৫৭৯৫ জন
৪	জমি ক্রয়	১৩.২৮০	১৮ কাঠা
৫	নির্মাণ ব্যয়	৫০০.৯৮০	৫৩৭৪ বঃ মিঃ
৬	বাড়ি ভাড়া	১০০.৯০০	৮৬৭০ বঃ মিঃ
৭	ট্রান্সপোর্ট (মোটর সাইকেল ২টি)	২.২০০	২টি
৮	ফলোআপ প্রোগ্রাম	১৩১.০০০	১৯৯১ টি
৯	মনোহারী	৯.৪০০	
১০	টেলিফোন	১১.৬০০০	১৬ টি
১১	যাতায়াত ও ভ্রমণভাতা	১০.৪০০	-
১২	জ্বালানী ও রক্ষণাবেক্ষণ	৮.৫০০	৮ টি
১৩	ওয়াসা, গ্যাস, বিদ্যুৎও জ্বালানী কাঠ	২৭.০০০	-
১৪	ইমাম নির্বাচন ব্যয়	১৪.০৮০	-
১৫	মূল্যায়ন	৫.০০০	২টি
১৬	বিবিধ ও আনুষংগিক	২৬.৭৭০	-
১৭	কস্ট এসকেলশন	৭.৫৭০	-
	মোট	২১৮০.০০০	

Dhaka University Institutional Repository

মূল্যায়ন কার্যক্রম

নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সমস্যা ও বাধাসমূহ চিহ্নিত করা এবং সম্ভাব্য সমাধান কল্পে সুপারিশ প্রণয়ন, চলমান কার্যক্রম পর্যালোচনা , সফলতা ও ব্যর্থতা বিশ্লেষণ, অর্জিত অগ্রগতি ও কর্মকান্ডের গুণগত মান নির্ধারণের জন্য মূল্যায়ন অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি মেকানিজম। ইহা একটি ধারাবাহিক কার্যক্রম, ইহা অব্যাহত রাখার জন্য মূল্যায়ন অত্যাবশ্যক। প্রকল্পের শুরু থেকে (৩য় পর্যায়) ৫ বছর সময়ের শেষাংশ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে মূল্যায়ন করার উদ্দেশ্যে বিগত ০২/০১/২০০১ তারিখে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মনোনীত প্রতিনিধি সমন্বয়ে নিম্নবর্ণিত একটি মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়। [সরকার কর্তৃক গঠিত এ মূল্যায়ন কমিটি জুলাই, ১৯৯৫ থেকে জুন, ২০০১ পর্যন্ত সময়ের কার্যক্রমের মূল্যায়ন করে।]

চূড়ান্ত মুল্যায়ন কমিটির সদস্যগণের তালিকা নিম্নরূপ ঃ

১.	জনাব মোঃ শামসুল করিম যুগ্মসচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২.	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান মজুমদার উপ সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	জনাব মোঃ হামিদুর রহমান পরিচালক, আইএমইডি	সদস্য
৪.	জনাব বি, কে, রায় উপ-সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	জনাব ইকবাল তালাত উপ-প্রধান, শিক্ষা উইং, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৬.	জনাব মোঃ কামাল আতাহার হোসেন সহকারী প্রধান, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	মাওলানা ফরিদ উদ্দিন মাসউদ পরিচালক ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী	সদস্য সচিব

উপ-কমিটি গঠন

তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন ও মূল কমিটিকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য মূল্যায়ন কমিটির ০৭/০১/২০০১ তারিখের সভায় নিম্নোক্ত কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়।

১.	জনাব মোঃ এবাদুল্লাহ উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী	সভাপতি
২.	জনাব আবু হেনা মোস্তফা কামাল উপ-পরিচালক (প্রশাসন) ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী	সদস্য
৩.	জনাব মোঃ সাহাবুদ্দীন খান উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	সদস্য

Dhaka University Institutional Repository

৪. জনাব, এ, এ, আবুল কালাম আজাদ — সদস্য
উপ- প্রকল্প পরিচালক
মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৫. জনাব মোঃ আফজাল উদ্দিন — সদস্য
গবেষণা কর্মকর্তা
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মূল্যায়নের উদ্দেশ্য

ক. প্রকল্প বাস্তবায়ন যাচাই করা
খ. প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও অফিস ব্যবস্থাপনা প্রকল্প দলিলের আলোকে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনা করা
গ. প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মান যাচাই করা
ঘ. প্রশিক্ষিত ইমামগণের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা
ঙ. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানের বাস্তব প্রায়োগিক অসুবিধাসমূহ চিহ্নিত করা
চ. প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানের বাস্তব প্রায়োগিক অসুবিধাসমূহ চিহ্নিত করা
ছ. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইমামগণের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ভূমিকা নিরূপণ করা
জ. সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনা, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সুপারিশমালা প্রণয়ন।[৪]

মূল্যায়নের অনুসৃত পদ্ধতি

মূল্যায়নাধীন প্রকল্প মেয়াদে মোট ১০,০০০ জন ইমামকে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এছাড়াও প্রকল্প ছকে রিফ্রেসার প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। প্রকল্পে বাড়ি ভাড়া, নির্মাণ, জমি ক্রয়, অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় ইত্যাদি খাতে অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়। উল্লেখিত বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য দুটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়। যথা ঃ

ক. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামগণের মাঠ পর্যায়ে কর্মতৎপরতা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা এবং
খ. ৭টি কেন্দ্রের অফিস ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামগণের মাঠ পর্যায়ে কর্মতৎপরতা

প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামগণের মধ্যে দেশের সকল অঞ্চলের ইমাম রয়েছেন। এই প্রকল্পের অধীনে জুন ২০০১ পর্যন্ত মোট ৯,৯৯৩ জন ইমামকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সব ইমামদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তাই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামগণের মধ্য থেকে নমুনা পদ্ধতিতে নির্ধারিত সংখ্যক ইমামের নিকট হতে প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সমগ্র বাংলাদেশ হতে মোট ২৫০ জন ইমামকে তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত করা হয়। মূল্যায়ন কমিটির সদস্যগণের এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর জেলা কার্যালয়ের উপ-পরিচালকের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ইমাম প্রশিক্ষণের ৬টি কেন্দ্রের অধীনস্থ মোট ৬৪ জেলার আনুপাতিক হারে সিসটেমেটিক র‍্যান্ডম স্যাম্পলিং এর মাধ্যমে ২০টি জেলার তথ্য সংগ্রহের জন্য করা হয়। প্রতিটি কেন্দ্র হতে ১৩জন করে ইমামের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। নমুনাকৃত এ সংখ্যা প্রকল্পের শতকরা ৪ভাগ।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

অফিস ব্যবস্থাপনা

বর্তমানে ৬টি বিভাগীয় সদর ও দিনাজপুরে একটি কেন্দ্রসহ মোট ৭টি কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে। প্রত্যেকটি কেন্দ্রে নির্ধারিত জনবলের মাধ্যমে স্বতন্ত্র অফিস ব্যবস্থাপনা রয়েছে। মূল্যায়ন কমিটির সদস্য ও সাব কমিটির সদস্যগণ নির্ধারিত ছক ও সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রশিক্ষণরত ইমামদের সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেন।

ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর ৭টি কেন্দ্রের অফিস ব্যবস্থাপনা

একাডেমীর কেন্দ্রসমূহের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করার জন্য কমিটির এেকেকজন সদস্য একটি কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং কেন্দ্রে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের সংগে আলাপ-আলোচনা ও প্রশ্নমালা পূরণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেন। পরিদর্শনকালে প্রশিক্ষণগ্রহণকারী ইমামগণের সংগে প্রশিক্ষণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা ও মত বিনিময় করেন।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

ক. প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ ঃ ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী কর্তৃক দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইমামগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য সুনির্দিষ্ট সিলেবাসের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ইসলামিয়াত, কৃষি ও বনায়ন, মৎস্য চাষ, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও পুষ্টি, গণশিক্ষা, পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি বিষয়ের উপর বিভিন্ন মেয়াদী প্রশিক্ষণ দান করা হয়।

নিম্নে ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ, অধ্যায় ও ক্লাস সংখ্যা উল্লেখ করা হলো ঃ[৬]

পত্র নং	বিষয়	অধ্যায়	ক্লাস সংখ্যা
প্রথম পত্র	ইসলামিয়াত	ক. ঈমান ও আকিদা	১১টি
		খ. আমল ও আখলাক	১২ টি
		গ. মসজিদ ও মাসয়ালা-মাসায়েল	২৬ টি
		ঘ. সহীহ কুরআন তিলাওয়াত	১১ টি
		মোট	৬০ টি
দ্বিতীয় পত্র	গণশিক্ষা	ক. গণশিক্ষা	২৮ টি
		খ. শিশু শিক্ষা	১০ টি
		গ. নুরানী ট্রেনিং	৮ টি
		মোট	৪৬ টি
তৃতীয় পত্র	পরিবার কল্যাণ		৪২ টি
চতুর্থ পত্র	প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও প্রাথমিক চিকিৎসা	ক. এ্যালোপ্যাথিক	৫৩ টি
		খ. হোমিওপ্যাথিক	৬ টি
		গ. ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয়	৬ টি
		মোট	৬৫ টি

Dhaka University Institutional Repository

পত্র নং	বিষয়	অধ্যায়	ক্লাস সংখ্যা
পঞ্চম পত্র	কৃষি ও বনায়ন	ক. কৃষি খ. বনায়ন গ. ব্যবহারিক	৩৫ টি ৮ টি ২ টি
		মোট	৪৫ টি
ষষ্ঠ পত্র	পশু-পাখি পালন ও মৎস্য চাষ	ক. পশু-পাখি পালন খ. মৎস্য চাষ	১৮ টি ১৯ টি
		মোট	৩৭ টি
মুক্ত আলোচনা			২০ টি
সর্বমোট			৩১৫ টি

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম সম্মেলন

ক. জেলা সম্মেলন

প্রত্যেক অর্থ বছরে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ -এর ৬৪ টি জেলা কার্যালয়ে মাধ্যমে জেলা পর্যায়ের ইমাম সম্মলন অনুষ্ঠিত হয়। জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামগণের যোগ্যতা উপযুক্ততা ও প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদানের বিষয় বিবেচনা করে সম্মেলনে আগত গড়ে প্রায় শতাধিক ইমামের মধ্য হতে ৭ জন উপযুক্ত ইমামকে জেলা পর্যায়ের সম্মেলনের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ ইমাম হিসেবে মনোনীত করা হয়। নির্ধারিত কমিটির মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ ইমাম মনোনীত করা হয়।

খ. বিভাগীয় সম্মেলন

বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহ থেকে মনোনীত ৭ জন করে শ্রেষ্ঠ ইমাম বিভাগীয় সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। ধর্মীয় জ্ঞান, শিক্ষাগত যোগ্যতা, ইমাম হিসেবে উপযুক্ততা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাস্তব অবদান বিবেচনা করে নির্ধারিত কমিটির মাধ্যমে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করে বিভাগীয় পর্যায়ে ৩ জন করে শ্রেষ্ঠ ইমাম মনোনীত করা হয়। পরবর্তীতে বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত এবং জেলা পর্যায় থেকে ৭ জন করে শ্রেষ্ঠ ইমামদের নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তবে এ সম্মেলন অনুষ্ঠানের পূর্বে বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ মনোনীত ইমামদের মধ্য হতে জাতীয় পর্যায়ের জন্য ৩ জন শ্রেষ্ঠ ইমাম মনোনীত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

গ. জাতীয় সম্মেলন

ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী প্রকল্পের পিপিতে ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছর থেকে জাতীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদের সম্মেলন করার জন্য বিধান রয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে বিগত ১৯৯৭, ১৯৯৯ ও ২০০০ সালে জাতীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত সবগুলো সম্মেলনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে জাতীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত ইমামদের মধ্যে পুরস্কার ও সনদপত্র বিতরণ করেন।[৭]

কেন্দ্রওয়ারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামের সংখ্যা ও অর্জিত অগ্রগতি

চলতি প্রকল্প শুরুর পর থেকে ২০০১ সালের জুন পর্যন্ত ৭টি কেন্দ্রের মাধ্যমে বছরওয়ারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামের সংখ্যা এবং অর্জিত অগ্রগতি সন্তোষজনক।

নিম্নে প্রকল্প ছক অনুযায়ী বছরওয়ারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামের সংখ্যা ও বাস্তবায়নের তালিকা প্রদান করা হলো ঃ[৮]

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	প্রশিক্ষণের ধরন	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা (জুন ০১ পর্যন্ত)	অর্জিত অগ্রগতি (জুন ০১ পর্যন্ত)	মন্তব্য
১	১৯৯৫-৯৬	নিয়মিত	১৬০০ জন	১৬২৪ জন (১০১.৫০%)	
২	১৯৯৬-৯৭	ঐ	২১০০ জন	২১০৬ জন (১১.২৯%)	
৩	১৯৯৭-৯৮	ঐ	২১০০ জন	১১৪৪ জন (১৪৩.০০%)	
৪	১৯৯৮-৯৯	ঐ	২১০০ জন	৯৫২ জন (৭৩.২৩%)	
৫	১৯৯৯-০০	ঐ	২১০০ জন	২১০৯ জন (১০০.৪২%)	
৬	২০০০-০১	ঐ	-	২০৫৮ জন (১০০.০৪%)	
		মোট	১০,০০০ জন	৯৯৯৩ জন (৯৯.৯৩%)	
১	১৯৯৫-৯৬	রিফ্রেসার	৫০০ জন	৪৯১ জন (৯৮.২০%)	
২	১৯৯৬-৯৭	ঐ	৭০০ জন	৭০৮ জন (১০১.১৪%)	
৩	১৯৯৭-৯৮	ঐ	৭০০ জন	৬৭২ জন (১০৩.৩৮%)	
৪	১৯৯৮-৯৯	ঐ	১৪০০ জন	৪৭০ জন (৯৪.০০%)	
৫	১৯৯৯-০০	ঐ	১৪০০ জন	৬৫২ জন (৯৩.১৪%)	
৬	২০০০-০১	ঐ	-	১৬৪২ জন (৯৬.১৯%)	
		মোট	৪৭০০ জন	৪৬৩৫ জন (৯৮.৬২%)	
১	১৯৯৫-৯৬	কর্মকর্তা /কর্মচারী	১৬০০ জন	৭২ জন (৯৬.০০%)	
২	১৯৯৬-৯৭	ঐ	২১০০ জন	১৬৮ জন (৯৩.৩৩%)	
৩	১৯৯৭-৯৮	ঐ	২১০০ জন	৭০ জন (১০০.০০%)	
৪	১৯৯৮-৯৯	ঐ	২১০০ জন	৪০ জন (১০০.০০%)	
৫	১৯৯৯-০০	ঐ	২১০০ জন	৬৯ জন (৯৮.৫৭%)	
৬	২০০০-০১	ঐ	-	৭১ জন (১০১.৪২%)	
			৭৯৫ জন	৪৯০ জন (৬১.৬৪%)	
		সর্বমোট	১৫৭৯৫ জন	১৫১১৮ জন (৯৫.৭৯%)	

Dhaka University Institutional Repository

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন

প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা, মূল্যায়ন কমিটির সদস্য কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে পরিদর্শন এবং ইমামগণের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন সম্পর্কে সম্যক ধারনা পাওয়া যায়। প্রকল্পের মাধ্যমে ইমামগণের লক্ষ্যমাত্রা সম্পূর্ণরূপে অর্জিত হলেও প্রকল্পের সামগ্রিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অগ্রগতি সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন। মসজিদগুলোকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা, ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ ও জনগণের মাঝে এর প্রতিফলনের ক্ষেত্রে ইমামগণের ভূমিকা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদান, সামাজিক নেতৃত্ব প্রদানে ইমামগণকে উপযুক্তরূপে গড়ে তোলা, প্রশিক্ষণোত্তর কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইমামগণকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করা, ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনান্তে প্রতীয়মান হয় ইমামগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণান্তে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য জনগণের মধ্যে ইসলামের কল্যাণকর আদর্শ ও ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং মানবীয় উৎকর্ষতা অর্জনের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন। বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা ও সম্প্রসারিত করার মাধ্যমে প্রশিক্ষিত ইমামগণ নিজেরা আর্থিকভাবে স্বচ্ছলতা অর্জন করছেন এবং স্বনির্ভর হওয়ার জন্য অন্যান্যদের উদ্বুদ্ধ করছেন। এক্ষেত্রে তাঁদের উদ্যোগ প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সফল বলে প্রতীয়মান হয়। সামাজিক নেতৃত্ব প্রদানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামগণ যথেষ্ট সক্ষম হলেও পর্যায়ক্রমে সকল ইমামকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভবপর না হলে এক্ষত্রে পুরোপুরি সাফল্য আশা করা যায় না। প্রশিক্ষণোত্তর কার্যক্রম বাস্তবায়নের ইমামগণকে উৎসাহ প্রদান করা হলেও আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা প্রয়োজন।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদের প্রশিক্ষণ পরবর্তী বিষয়ভিত্তিক অগ্রগতি

ক. কৃষি ও বনায়ন ঃ প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ইমামগণ অধিক সংখ্যায় পতিত জমি আবাদ ও বনায়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় প্রশিক্ষণ গ্রহণান্তে প্রতিজন ইমাম বৃক্ষরোপণ করেন এবং পতিত জমি আবাদ করেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামগণের মধ্য থেকে ৯৮% ইমাম বৃক্ষরোপণ, ৭৭.৬% ইমাম পতিত জমি আবাদে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কৃষি ও বনায়ন থেকে ৯৮% ইমামের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

খ. মৎস্য চাষ ঃ মসজিদ জরিপ প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় দেশের ৫১% মসজিদে পুকুর রয়েছে। এর মধ্যে ৯৭% মসজিদে মাছের চাষ হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামগণের মধ্য থেকে ৯৭% ইমাম মাছ চাষে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। এর মধ্যে মৎস্য চাষ থেকে ৭৫% ইমামের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ. পশুপাখি পালন ঃ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামগণের মধ্য থেকে ৯০% ইমাম হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল পালন করেন। এর মধ্যে ৭৫% ইমাম হাঁস-মুরগীর চিকিৎসা করেন এবং এতে ৯১% ইমামের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

ঘ. স্বাস্থ্য পরিচর্যা ঃ প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ৮৬% ইমাম প্রাথমিক চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যার কাজে অংশগ্রহণ করেন। এ প্রকল্পে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রতিজন ইমাম গড়ে ২১৫ জনকে স্বাস্থ্য পরিচর্যা দান করেছেন। প্রতিজন ইমাম গড়ে ৩৫৭ জন মানুষকে পুষ্টি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেছেন। প্রাথমিক চিকিৎসার মাধ্যমে ৮৬% ইমামের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়েছে।

ঙ. পরিবার কল্যাণ ঃ প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ৯৪% ইমাম পরিবার কল্যাণ সম্পর্কে মানুষকে ধারণা প্রদান করেন। এর মধ্যে ২৪% ইমাম ছোট পরিবার ও পরিবার কল্যাণ সম্পর্কে মানুষকে পরামর্শ দান করেন। ৭% ইমাম মায়ের দুধ পান করানো এবং ৮% ইমাম যৌতুকবিহীন বিবাহের ব্যাপারে মানুষকে পরামর্শ দান করেন।

চ. গণশিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা ঃ যে সকল মসজিদে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম কর্মরত আছেন এমন মসজিদসমূহের শতকরা ৯০ ভাগ মসজিদে মক্তব রয়েছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারে ইমামগণ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। চলমান প্রকল্পে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রতিজন ইমাম বছরে গড়ে ৬০ জন লোককে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করেন। নিরক্ষরতা দূরীকরণে ইমামগণের ভূমিকা প্রশংসার দাবীদার। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পূর্বে ইমামগণ মক্তবে শুধু আরবী সূরা ও কায়দা পড়াতেন। কিন্তু প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ইমামগণ মক্তবে বাংলা, সংখ্যা গণনা ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষাদান করেন।[৯]

সারণী ঃ শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়সের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদের সংখ্যা ঃ

বয়স গ্রুপ	দাখিল	আলিম	ফাজিল	কামিল/বি.এ / এম. এ	হাফেজ/ কারী	মোট	শতকরা হার
০০-২০	০৩	০২	-	-	-	০৫	২%
২১-৪০	৩২	২০	২৬	১১৬	১৮	২১২	৮৪.৮%
৪১-৬০	০৪	০৬	০২	১২	০৯	৩৩	১৩.২%
মোট	৩৯	২৮	২৮	১২৮	২৭	২৫০	১৫০%

নমুনাকৃত ২৫০ জন ইমামদের মধ্যে কামিল পাশ হলেন ১২৮জন, ফাজিল পাশ ২৮জন, হাফেজ ও ক্বারী হলেন ২৭ জন।

সারণী ঃ মসজিদে মক্তব সম্পর্কিত :

মক্তব আছে কিনা	সংখ্যা	শতকরা হার
মক্তব আছে	২২৬	৯.৪০%
মক্তব নেই	২৪	৯.৬০%
মোট	২৫০	১০০.০০%

শতকরা ৯০ জন ইমাম মসজিদভিত্তিক মক্তবে শিক্ষতা করেন। এই মক্তবগুলো আরবী ও গণশিক্ষাদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শতকরা ৯ ইমাম মসজিদভিত্তিক মক্তবে শিক্ষকতা করেন না। কারণ তাঁর এলাকায় মক্তব নেই।

সারণী ঃ প্রশিক্ষণ গ্রহণের পূর্বে ও পরে মক্তবে পাঠদানের বিষয়সমূহ ঃ

বিষয়	প্রশিক্ষণ গ্রহনের পূর্বে	প্রশিক্ষণ গ্রহণের পূর্বে শতকরা হার	প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরে	প্রশিক্ষণ গ্রহনের পরে শতকরা হার
আরবী কায়দা	২২৬	১০০.০০%	২২৬	১০০.০০%
কুরআন শরীফ	২ ১৮	৯৬.৪৬%	২২৬	১০০.০০%
বাংলা	৯৩	৪১.১৫%	১৭৯	৭৯.২০%
সংখ্যা জ্ঞান (অংক)	৭৮	৩৪.৫১%	১৬৩	৭২.১২%
অন্যান্য	৫৮	২৫.৬৬%	১১৭	৫১.৭৬%

মক্তবে সাধারণত আরবী পড়ানো হতো। প্রশিক্ষণের পর শতকরা ৭৯ জন ইমাম বাংলা এবং শতকরা ৭২ জন ইমাম সংখ্যা গণনা বিষয় শিক্ষা প্রদান করেন।

সারণী ঃ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্পর্কিত ঃ

নিরক্ষরতা দূরীকরণে	ইমামের সংখ্যা	নিরক্ষরমুক্ত লোকের সংখ্যা	শতকরা হার	গড়
ভূমিক রেখেছেন	২২১	১৩২৭৪	৮৮%	৬০.০৬
ভূমিকা রাখেন নাই	২৯	-	১২%	-
মোট	২৫০	১৩২৭৪	১০০%	-

শতকরা ৮৮ জন ইমাম দেশে নিরক্ষরা দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। শতকরা ১২ ইমাম নিরক্ষরতা দূরীকরণের সাথে সম্পৃক্ত নয়। কারণ তাঁরা নিরক্ষরতা দূরীকরণে আগ্রহী নন।

সারণী ঃ প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান সংক্রান্ত ঃ

প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান	ইমাম সংখ্যা	চিকিৎসাকৃত রোগীর সংখ্যা	শতকরা হার
প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করেন	২১৪	৪৬০১৫	৮৫.৬০%
প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করেন না	৩৬	-	১৪.৪০%
মোট	২৫০	-	১০০.০০%

প্রশিক্ষণের পর শতকরা ৮৬ জন ইমাম প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করেন , শতকরা ১৪ জন প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করেন না। তাঁরা অন্যান্য যেমন- কৃষি, বনায়ন, হাঁস-মুরগী পালন ইত্যাদি কাজে সম্পৃক্ত রয়েছেন বলে প্রাথমিক চিকিৎসায় নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করেন নাই।

সারণী ঃ প্রাথমিক রোগ চিকিৎসার নাম সম্পর্কিত ঃ

রোগের নাম	প্রাথমিক চিকিৎসা দানের সংখ্যা	শতকরা হার
১. সর্দি জ্বর	২০৩ জন	২৫.১২%
২. আমাশয়	১৫০ জন	১৮.৫৬%
৩. ডায়রিয়া / পাতলা পায়খানা	১৮২ জন	২২.৫২%
৪. কাঁটা, ছেঁড়া ইত্যাদি প্রাথমিক চিকিৎসা	৭২ জন	৮.৯১%
৫. গ্যাস্ট্রিক	৪৮ জন	৫.৯৪%
৬. কৃমি	৩০ জন	৩.৭১%
৭. ডায়রিয়া	১৫ জন	১.৮৫%
৮. অন্যান্য	১০৮ জন	১৩.৩৬%
মোট	৮০৮ জন	১০০%

সারনী ঃ স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পুষ্টি সম্পর্কে পরামর্শ দান

স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পুষ্টি সম্পর্কে	সংখ্যা (ইমাম)	পরামর্শ গ্রহণকারী লোকের সংখ্যা	শতকরা
পরামর্শ দিয়েছেন	২৪৫ জন	৮৭৫২১ জন	৯৮%
পরামর্শ দেন নাই	৫ জন	-	০২%
মোট	২৫০ জন	-	১০০%

সারণী ঃ স্বাস্থ্য পুষ্টি সংক্রান্ত

পরামর্শের ধরন	পরামর্শদানের সংখ্যা	শতকরা হার
বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার	৯১ জন	১০.৪২%
পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবহার	১০৭ জন	১২.২৫%
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা	৯৮জন	১১.২২%
ভিটামিন এ সম্পর্কিত	৫০ জন	৫.৭২%
শাক-সবজী খাওয়া	১১২ জন	১২.৮২%
আয়োডিনযুক্ত লবণের ব্যবহার	৩৪ জন	৩.৮৯%
শিশু পরিচর্যা	৪৬ জন	৫.২৬%
গর্ভবতী মহিলার স্বাস্থ্য পরিচর্যা	৬১ জন	৬.৯৮%
খাবার ঢেকে রাখা	৩৩ জন	৩.৭৮%
টিকা গ্রহণ	৫৯ জন	৬.৭৫%
পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা	১২৭ জন	১৪.৫৪%
অন্যান্য	৫৫ জন	৬.৩০%
মোট	৮৭৩ জন	১০০.০০%

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ নিরাপদ পানির ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা সংক্রান্ত ঃ

নিরাপদ পানির ব্যবহার সম্পর্কে	ইমামের সংখ্যা	শতকরা হার
সচেতন করেন	২৪৮	৯৯.২%
সচেতন করেন না	০০	০০%
উত্তর দেন নাই	০২	০.৮%
মোট	২৫০	১০০%

শতকরা ৯৯ জন ইমাম জনগণকে আর্সেনিকমুক্ত ও জীবাণুমুক্ত নিরাপদ পানি ব্যবহার সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করেন।

সারণীঃ আর্সেনিকযুক্ত পানি ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সংক্রান্ত ঃ

আর্সেনিকযুক্ত পানির কুফল সম্পর্কে	ইমামের সংখ্যা	শতকরা হার
সচেতন করেন	২৪০	৯৬.০০%
সচেতন করেন না	০৬	২.৪০%
উত্তর দেন নাই	০৪	১.৬০%
মোট	২৫০	১০০%

আর্সেনিকযুক্ত পানির ব্যবহার শতকরা ৯৬ জন ইমাম জনগণকে সচেতন করেন।

সারণী ঃ পরিবেশ দূষণের কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে অবহিতকরণ সংক্রান্ত

পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে	ইমামের সংখ্যা	শতকরা হার
অবহিত করেন	২৪৬ জন	৯৬.০০%
অবহিত করেন না	০৬ জন	২.৪০%
উত্তর দেন নাই	০৪ জন	১.৬০%
মোট	২৫০ জন	১০০%

পরিবেশ দূষণ এবং ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে শতকরা ৯৬ জন ইমাম জনজণকে অবহিত করেন। শতকরা ২.৪ জন ইমাম এ ব্যাপারে সচেতন নন বলে পরামর্শ প্রদান করতে পারেন না এবং শতকরা প্রায় ১.৬ জন ইমাম প্রশ্নমালা বুঝতে না পেরে উত্তরদানে বিরত থেকেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ পরিবার কল্যাণ সম্পর্কে আলোচনার ধরন ঃ

বিষয়	সংখ্যা	শতকরা হার
বাল্যবিবাহ রোধ	৬৪ জন	৮.৯৬%
শিশুকে শাল দুধ পান করান	৪৮ জন	৬.৭২%
স্বচ্ছল জীবন-যাপন	৩২ জন	৪.৪৮%
ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের উপদেশ	৮৭ জন	১২.১৮%
ছোট পরিবার গঠনের পরামর্শ	১৭৭ জন	২৪.৭৯%
শিশুদেরকে টিকাদান	৫৯ জন	৮.২৬%
সন্তান জন্মদানের নির্দিষ্ট বিরতি	৫৬ জন	৭.৮৪%
গর্ভবতী মায়ের পরিচর্যা	৭০ জন	৯.৮০%
যৌতুক ছাড়া বিবাহ	৬০ জন	৮.৪০%
অন্যান্য	৬১ জন	৮.৫৪%
মোট	৭১৪ জন	১০০.০০%

সারণী ঃ আদর্শ পরিবার সম্পর্কে ধারণা দেওয়া সংক্রান্ত ঃ

আদর্শ পরিবার সম্পর্কে	ইমামের সংখ্যা	শতকরা হার
ধারণা দেওয়া হয়	১৩৬ জন	৯৪.৪০%
ধারণা দেওয়া হয় না	১৪ জন	৫.৬০%
মোট	২৫০ জন	১০০.০০%

শতকরা ৯৪ জন ইমাম আদর্শ পরিবার গঠন সম্পর্কে জনগণকে পরামর্শ দেন।

সারণী ঃ গত এক বছরে বৃক্ষরোপণ সংক্রান্ত

বৃক্ষরোপণ সংক্রান্ত	ইমামের সংখ্যা	রোপণকৃত বৃক্ষের সংখ্যা
বৃক্ষরোপণ করেছেন	২৪৫ জন	১০০,৮০৯ টি
বৃক্ষরোপণ করেন না	০৫ জন	-
মোট	২৫০ জন	-

প্রশিক্ষণের পরে শতকরা ৯৮ জন ইমাম বনায়ন প্রক্রিয়ায় নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করেছে

সারণী ঃ পতিত জায়গা আবাদ সংক্রান্ত

পতিত জায়গা আবাদ	ইমামের সংখ্যা	শতকরা হার
আবাদ করেছেন	১৯৪ জন	৭৭.৬০%
আবাদ করেননি	৫৬ জন	২২.৪০%
মোট	২৫০ জন	১০০.০০%

সারণী ঃ হাঁস - মুরগী/ গবাদিপশু পালনে পরামর্শ দান সম্পর্কিত ঃ

হাঁস/মুরগী/গবাদিপশু পালনে	ইমামের সংখ্যা	শতকরা হার	পরামর্শপ্রাপ্ত লোক সংখ্যা	গড়
উদ্বুদ্ধ/পরামর্শ দান করেন	২৩৯	৯৫.৬০%	৩০,৯০১	১২৯.২৯
উদ্বুদ্ধ/পরামর্শ দান করেন না	১১	৪.৪০%	-	-
মোট	২৫০	১০০.০০%	-	-

হাঁস-মুরগী গবাদী পশু পালনে পরামর্শ দেন ২৩৯জন ইমাম এবং গড়ে প্রায় ১২৯ জন।

সারণী ঃ হাঁস -মুরগী চিকিৎসা করেছেন ঃ

ইমামের সংখ্যা	পশু -পাখির নাম	পশু -পাখির সংখ্যা	গড়
১৮৮ জন	হাঁস-মুরগী	৪৬,৩৬৯ টি	২৪৬.৬৪
	গবাদি পশু	৮,০৫৯ টি	৪২.৮৭
মোট			

গড়ে প্রতিজন ইমাম প্রায় ২৪৬ টি হাঁস-মুরগী এবং ৪২ টি গবাদি পশুর চিকিৎসা করেছেন।

সারণী ঃ মাছের চাষের জন্য জনসাধারণকে পরামর্শ দান সম্পর্কিত

	সংখ্যা	শতকরা হার
পরামর্শ দেন	২৪০	৯৬%
পরামর্শ দেন না	০৫	০২%
উত্তর দেন নাই	০৫	০২%
মোট	২৫০	১০০.০০%

মাছ চাষের জন্য জনসাধারণকে পরামর্শ দিয়েছেন শতকরা প্রায় ৯৬ ভাগ ইমাম।

সারণী ঃ কতজনকে মাছ চাষের পরামর্শ দিয়েছেন ঃ

	ইমাম সংখ্যা	পরামর্শ গৃহীত লোকের সংখ্যা
পরামর্শ দিয়েছেন	২৪০	২৪,৬৮৬ জন
পরামর্শ দেন নাই	১০	-
মোট	২৫০	-

২৪০ জন ইমাম ২৪,৬৮৬ জনকে মাছ চাষের পরামর্শ দিয়েছেন।[১০]

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর কর্মসূচী সম্পর্কে দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও নেতৃবৃন্দের অভিমত ঃ

ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর এ কর্মসূচী দেশ-বিদেশের সুধীমহলে প্রশংসিত হয়ে আসছে। জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিনিধি ও সংস্থা ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন। এ যাবত আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে যাঁরা একাডেমী পরিদর্শন করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন, কাবা শরীফের মাননীয় ইমাম আবদুল্লাহ ইবন সুবাইল, রাবেতা-ই আলমে ইসলামীর সাবেক সেক্রেটারী জেনারেল শেখ মুহাম্মদ আলী আল-হারকান, রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর জনাব আবদুল্লাহ তুর্ক, ইরাকী ধর্মমন্ত্রী ও প্রতিনিধিবৃন্দ, ইন্দোনেশিয়ার ধর্মমন্ত্রী, শ্রীলংকার জাতীয় সংসদের স্পীকার, ত্রিপোলী ও বেনগাজী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ, ইউনিসেফ-এর শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ দফতরের প্রধান, ইরানী সরকারী প্রতিনিধি প্রমুখ।[১১]

কিছুদিন পূর্বে বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মেরী এ্যান পিটার্স ইমাম প্রশিক্ষণে এসে ইমামদের মাঝে বক্তব্য রেখেছেন। রাষ্ট্রদূত ইমাম প্রশিক্ষণের সার্বিক কার্যক্রম দেখে অভিভূত হয়েছেন। তিনি ওয়াশিংটনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমে ইমামদের এই প্রশিক্ষণের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এছাড়া এ্নগঈও, এ্নগউওঅ সহ জাতিসংঘের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যথাঃ-মানব সম্পদ উন্নয়ন ও মানবাধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য আর্থিক সহায়তা দিয়ে যাচ্ছেন।[১২]

সম্প্রতি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ও আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়নাধীন জাতীয় মানবাধিকার প্রকল্প ইনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট অব হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ- এর যৌথ উদ্যোগে বিগত ১৮ ও ১৯ শে আগষ্ট, ২০০২ মানবাধিকার বিষয়ক এক জাতীয় ইমাম সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উক্ত সম্মেলনে জেলা পর্যায়ের উপ-পরিচালকগণ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এক হাজার ইমাম অংশ গ্রহণ করেন। সকলের যৌথ প্রচেষ্টায় সম্মেলন সাফল্যজনকভাবে শেষ হয়।

ইমামগণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের স্বাবলম্বী হওয়ার পথ খুঁজে পেয়েছেন। প্রাথমিক চিকিৎসা, পশু- পাখি পালন ও মৎস্য খামার প্রতিষ্ঠা এবং বনায়নের মাধ্যমে অধিকাংশ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামের আর্থিক উন্নতি হয়েছে। অনেক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম এখন স্বনির্ভর বিভিন্ন প্রকার সবজি ও ফলের বাগান করে ইমামগণ আশাতীত সফলতা অর্জন করেছেন। সবচেয়ে বড় সাফল্য হল ইমামদের ধ্যান-ধারণা ও চেতনার উন্নয়ন। দেশের সকল মসজিদের ইমামকে যদি পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের প্রশিক্ষণোত্তর ফলো-আপ কর্মসূচী যথাযথ বাস্তবায়ন করা যায় তাহলে বাংলাদেশের প্রতিটি মসজিদ এক-একটি ক্ষুদ্র আর্থ-সামাজিক ও ইসলামিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়ে জাতীয় উন্নয়নে নতুন ধারা সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ্।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন মূল্যায়ণ প্রতিবেদন, দেশের সরকার প্রধানসহ অন্যান্য কমিটি ও ব্যক্তিবর্গের অভিমত পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, ইমাম প্রশিক্ষণ একডেমী হতে প্রশিক্ষণ গ্রহনের পর ইমাম গণ স্থানীয় পর্যায়ে সরকারী/বেসরকারী ও স্ব-উদ্যোগে নবায়ন, কৃষি, মৎস চাষ, গবাদি পশুপালন, হাঁস মুরগী পালন, গণশিক্ষা কার্যক্রম, সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা, টিকাদান কর্মসূচী ইত্যাদি বিষয়ে নিজেদের সম্পৃক্ত করেছেন এবং স্থানীয় জনগণকে পরামর্শ প্রদান সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামগণের সক্রিয় অংশগ্রহনের ফলে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। এতে দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের গরীব জনগোষ্ঠীর নিকট বাস্তবায়িত হচেছ বলে জনসমর্থন অর্জন করছে ও জনমনে এর ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচেছ এবং এই কার্যক্রম আরো সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন মহল থেকে জোর দাবী ও উত্থাপিত হচেছ। কাজেই প্রকল্পটি যেহেতু আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে ইতিবাচক প্রভাব রাখছে সেহেতু প্রকল্পটি সম্প্রসারণযোগ্য এবং পর্যায়ক্রমে দেশের সকল মসজিদের ইমামগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এ প্রেক্ষিতে ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী ও ইমামদের কল্যাণে যে সব সম্ভাব্য কর্মসূচী গ্রহণ করা আবশ্যক বলে প্রতীয়মান হয়, তার কতিপয় প্রস্তাবনা নিম্নে পেশ করা হলো ঃ

১. একাডেমীর কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করে জেলা পর্যায়ে এর শাখা স্থাপন করা এবং এই কার্যক্রমকে আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ করে একটি আন্তর্জাতিকমানের একাডেমীতে রূপান্তরিত করা।

২. মিসরের আল আযহার-এর মত গবেষণাসমৃদ্ধ করে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ফ্যাকাল্টি চালু করা। যাতে ইমামগণ নিজ দেশেই ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর উচচস্ত রের গবেষণার সুযোগ নিয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জনে সক্ষম হতে পারেন। একইভাবে বহিবিশ্বের ইমামগণও যাতে এ প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পান, সেরকম সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে।

৩. ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর বর্তমান প্রকল্পকে এর সকল জনবলসহ রাজস্বখাতভুক্ত করা।

৪. ইমাম সাহেবদের জন্য গঠিত ট্রাস্টি বোর্ডের অর্থ যোগান দিয়ে কল্যাণ তহবিল গড়ে তোলা ও উৎপাদনশীল লাভজনক কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৫. ইমামদের চাকুরীর নিশ্চয়তা বিধানকল্পে একটি চাকুরী বিধি অর্থাৎ সার্ভিস রুল তৈরী করে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করা।

৬. মসজিদ কমিটির জন্য 'মসজিদ পরিচালনা পদ্ধতি' নামে একটি প্রবিধানমালা তৈরি করে তা কার্যকরী করা।

৭. ইমামদের জন্য একটি জাতীয় ইমাম কমপ্লেক্স তৈরি করা যাতে ২নং প্রস্তাবের ফ্যাকাল্টি ও তাদের গবেষণাগারের পাশাপাশি ইমামদের জন্য মেহমানখানা

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠা করা। যাতে করে রাজধানী ঢাকায় গমনাগমনে তারা সাময়িক অবস্থানের সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন।

৮. আধুনিক বিষয়াবলী সম্বলিত কুরআন-হাদীসের আলোকে যুগোপযোগী খুতবা প্রণয়ন করা।

৯. মসজিদ বিষয়ক বার্তা ও প্রচার মাধ্যম তৈরি করা। এজন্য দৈনিক, পাক্ষিক বা সাপ্তাহিক একটি পত্রিকা বা জার্নাল কেন্দ্রীয়ভাবে চালু করা। এছাড়া খুৎবা ও গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রচারের উদ্দেশ্যে টেরিষ্টিয়াল পদ্ধতিতে টিভি চ্যানেল চালু করা।

১০. ইমামদের প্রশিক্ষণকে আধুনিক প্রযুক্তিসম্বলিত উপকরণ দ্বারা সজ্জিত করা।

১১. প্রত্যেক মসজিদে সমৃদ্ধ পাঠাগার গড়ে তুলে মসজিদ সংলগ্ন কক্ষ নির্মাণ করে পাঠচক্রের ব্যবস্থা করা।

১২. মসজিদে নব্বীর আলোকে নবীর মসজিদের কার্যক্রম সম্বলিত অন্তত একটি মসজিদ প্রতি থানা/ইউনিয়নে আদর্শ মডেল মসজিদরূপে চালু করা, যাতে অন্যান্য মসজিদ তা অনুকরণ করতে পারে।

১৩. মসজিদের ইমামের পাশাপাশি মসজিদ কমিটির নেতৃবৃন্দ/মুতাওয়াল্লি/মুয়াযযিন ও খাদেমদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। তাদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ ইমাম বাছাইয়ের মত প্রতিযোগিতামূলক পুরস্কারের প্রবর্তন করা।

১৪. মুসলামানদের শিক্ষার বুনিয়াদী প্রতিষ্ঠান মসজিদভিত্তিক মক্তব/ গণশিক্ষা গড়ে তোলা, যাতে মসজিদ এলাকার সকল শিশু দ্বীনি ও পার্থির শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়।

১৫. মসজিদ এলাকার পুরুষের পাশাপাশি নারীসমাজের ইসলামী জ্ঞান অর্জনের ও সম্ভব হলে পৃথকভাবে নামাযের জায়গা, পাঠাগারসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করা।

১৬. উল্লিখিত সকল কার্যক্রম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার সহযোগিতায় একটি অরাজনৈতিক শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ ইমাম সমিতি গড়ে তোলা।[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১. ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী প্রকল্প (৩য় পর্যায়)- এর চূড়ান্ত- মূল্যায়ন প্রতিবেদন, ইফাবা, সেপ্টেম্বর-২০০১ ইং, পৃষ্ঠা- ১১

২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১১

৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১২

৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৪

৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৪

৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৮,১৯

৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২১

৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৯

৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৪

১০. বর্ণিত সারনী গুলোর তথ্য ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী প্রকল্প (৩য় পর্যায়) - এর চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

১১. জাতীয় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ইমাম সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা- ২০০০ ইং, ইমাম প্রশিক্ষন একাডেমী, ইফাবা, পৃষ্ঠা-১৬

১২. মাওলানা কাজী আবু হোরায়রা, ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ইমামদের মুখপাত্র আল-ইমামত, ২১ তম বর্ষ ১-১২ শ সংখ্যা, ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, ইফাবা, জুন ২০০০২ইং; পৃষ্ঠা-৯

১৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১১

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম

মসজিদ আল্লাহর ঘর। মসজিদে নববীতেই আজ থেকে প্রায় ১৪ শতাধিক বছরপূর্বে মসজিদ শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়। সে যুগে মসজিদভিত্তিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালিত করা। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে মসজিদ কেন্দ্রিক পরিচালিত কার্যক্রমের পরিবর্তে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এ স্থান দখল করে নেয়। বাংলাদেশে প্রায় ২ লক্ষাধিক মসজিদ রয়েছে, মসজিদে নববীর মত এ সমস্ত মসজিদকে কেন্দ্র করে আর্থ-সামাজিক জনকল্যাণ মূলক শিক্ষা কার্যক্রম গড়ে উঠেনি। তবে অনেক মসজিদে/ মক্তবে অনানুষ্ঠানিকভাবে বহু পূর্ব থেকেই আরবী শিক্ষা চালু রয়েছে। দরিদ্র অবহেলিত সাধারণ মানুষের কাছে একই সাথে বাংলা, ইংরেজী, আরবী, গণিত ও ধর্মীয় অনুশাসন সংক্রান্ত নৈতিক জ্ঞান ও শিক্ষার বাণী পৌঁছিয়ে দেয়ার মত মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি।[১]

এ প্রেক্ষাপটে এবং বাংলাদেশ সরকারের সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শহর ও গ্রামের পিছিয়ে থাকা দরিদ্র অবহেলিত নিরক্ষর লক্ষ লক্ষ শিশু, কিশোর ও বয়স্কদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে সাক্ষর ও সচেতন নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মসজিদভিত্তিক সমন্বিত উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম শীর্ষক একটি প্রকল্প ১৯৯২ সালে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়। তখন থেকে প্রকল্পটি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। প্রকল্পটি প্রথম পর্যায়ের (মে ১৯৯২ইং তারিখ থেকে জুন ১৯৯৫ ইং পর্যন্ত) ৭৬৮টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ৭৪,৮৮০ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য থাকলেও প্রকৃত পক্ষে ১১৫২টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ৯৪,৫৯০ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রদান করা হয় যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৯,৭১০ জন অর্থাৎ ২৬% এরও বেশী। প্রকল্পটির প্রথম পর্যায়ের সাফল্যের প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্পটি জুলাই ১৯৯৫ থেকে ২০০০ মেয়াদে অনুমোদিত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে সারা দেশে ৪,৮০০টি কেন্দ্র ও ৫১২টি জীবনব্যাপী শিক্ষা পাঠাগার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যমাত্রা স্থির থাকলেও এ পর্যায়ে বাস্তবিক পক্ষে ৮,০০০ শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ৬,১১,৫২০ জনের স্থলে মোট ৬,৮৩,৫২০ জন শিক্ষার্থীকে (প্রাক-প্রাথমিক, মৌলিক, কিশোর-কিশোরী ও বয়স্কদের) শিক্ষা প্রদান করা হয় যা লক্ষ্য মাত্রার চেয়ে ১২% বেশী।[২]

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি প্রথম পর্যায়ে ১৯২টি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে সারা দেশে ৫১২টি জীবন ব্যাপী শিক্ষা পাঠাগারও স্থাপন করা হয়। এ সমস্ত পাঠাগারের মাধ্যমে নব্য সাক্ষররা তাদের অর্জিত শিক্ষাকে জীবন ব্যাপী ধরে রাখার সুযোগ পাচ্ছে। সাথে সাথে গ্রামের আপামর জনসাধারণ এ সমস্ত পাঠাগারের মাধ্যমে ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে সমাজ সচেতন হয়ে গড়ে উঠছে। তাছাড়া জীবন ব্যাপী পাঠাগারে পাঠাভ্যাসের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান সমাজের জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি, নৈতিক অবক্ষয় রোধ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, ইসলামের ইতিহাস, অতীত ঐতিহ্য, আদর্শ ও মূল্যবোধ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনসহ বিভিন্ন বিষয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল ৪টি স্তরে প্রাক-প্রাথমিক, মৌলিক, কিশোর-কিশোরী এবং বয়স্ক নিরক্ষর লোকদেরকে মসজিদ ভিত্তিক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় শিক্ষা প্রদান করা এবং শিশুদের একটি সুসংগঠিত মসজিদভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালুর মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির হার বৃদ্ধি করা। শিক্ষাঙ্গন বহির্ভূত শিশুদেরকে প্রাথমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনার পথ সুগম করা। বিদ্যালয় ত্যাগী বা বিদ্যালয়ে যায়নি এরূপ কিশোর-কিশোরীদের জন্য মসজিদভিত্তিক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ। নব্য স্বল্প শিক্ষা প্রাপ্তদের জন্য জীবন ব্যাপী শিক্ষা চর্চা প্রক্রিয়া কার্যকরভাবে অব্যাহত রাখা। যাতে নব্য অর্জিত সাক্ষরতা সতেজ ও সজীব থাকে এবং পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্র ও লাইব্রেরীর মাধ্যমে জনগণের দোর গোড়ায় সাক্ষরতার আলো পৌঁছিয়ে দিয়ে ২০০৬ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতা মুক্তকরনের সরকারী অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন, জনগনের জ্ঞান আহরনের সুযোগ সৃষ্টি, ব্যক্তির নৈতিক অবক্ষয় রোধ,নিরক্ষরতা দূরীকরণ, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ইমাম ও বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি, ইসলামের ঐতিহ্য সংস্কৃতি, আদর্শ ও মূল্যবোধকে ধরে রাখার জন্য এই কার্যক্রম।[৩]

পটভূমি

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। আর্থিক অনগ্রসরতার কারণে এ দেশের জনগণের মৌলিক চাহিদা অদ্যাবধি পরিপূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। আর এ কারণেই এদেশের জনগণ ইপ্সিত মানের শিক্ষার হার অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা এই ঘোষণাকে কর্মপন্থা ও কার্যক্রমে রূপান্তরের লক্ষ্যে একাধিক আর্ন্তজাতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান (বিশ্ব ব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ইউনেস্কো, ইউনিসেফ ইত্যাদি) এতদবিষয়ে জাতিসংঘে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে ১৯৯০ এর মার্চে থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে যে বিশ্ব শিক্ষা সম্মেলনের আয়োজন করে, বাংলাদেশ উহার অন্যতম স্বাক্ষরদাতা।[৪] বাংলাদেশ সম্মেলনের লক্ষ্য, নীতিমালা ও ঘোষিত কর্মপন্থার সহিত একাত্মতা প্রকাশ করে এবং পরবর্তী পর্যায়ে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। এই দুই বিশ্ব সম্মেলনের মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ এ বাংলাদেশ সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রর্বতন ও পাশ করে। সবার জন্য শিক্ষা এই মহতি শ্লোগান বাস্তবায়ন কৌশল নিরুপনের পদ্ধতিতে ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, এই উদ্দেশ্য সাধন কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব নহে। গণমানুষের দোরগোড়ায় শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করতে হলে আনুষ্ঠানিক এবং উপানুষ্ঠানিক উভয় পদ্ধতিকেই সমান তালে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা এই ঘোষণাকে কার্যকর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশও ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে। সরকারের বাধ্যতামূলক ও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন এ সহায়তা ও কার্যক্রমকে সফল

করার উদ্দেশ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯২সালে মসজিদভিত্তিক সমন্বিত উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম শীর্ষক একটি প্রকল্প ৫৯৯.৩২ লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে গ্রহণ করে। প্রকল্পটি যথেষ্ট সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করা হয়। ১৯৯২-৯৩ সালের এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৪টি বয়ঃস্তরের জন্য প্রতি জেলায় ১টি করে উপজেলায় ১২ টি শিক্ষা কেন্দ্র অর্থাৎ সারা দেশে ৭৬৮টি শিক্ষা কেন্দ্র চালু করা হয় এবং ২৪,৯৬০ জন শিক্ষার্থী কোর্স সম্পন্ন করে। প্রকল্পের বিভিন্ন খাতের ব্যয় যুক্তিযুক্তভাবে করার ফলে ১৯৯৪ ও ১৯৯৫ শিক্ষাবর্ষে সাশ্রিত অর্থ দ্বারা প্রতি জেলায় আরো ৬টি করে সারাদেশে অতিরিক্ত ৩৮৪টি কেন্দ্র খোলা সম্ভব হয়েছে। এতেকরে শিক্ষার্থী লক্ষ্যমাত্রা ৭৪,৮৮০ এর স্থলে ৯৪,৫৯০ জনকে পাঠদান করা সম্ভব হয়েছে। যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৯,৭১০ জন বেশী। বাংলাদেশের যে কোন উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে এ ধরণের দৃষ্টান্ত বিরল।[৫]

উক্ত প্রকল্প জুন ১৯৯৫ ইং সনে সাফল্যজনকভাবে সমাপ্ত হবার পর উহার সফলতা ও চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রকল্প অফিস ও এ প্রকল্পের আনুষাংগিক বিভিন্ন বিষয়ে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ৯৪ জন জনবলসহ ২য় পর্যায়ে আরো ৬৭ জন জনবল নিয়ে জুলাই ১৯৯৫ ইং হতে জুন/২০০০ ইং পর্যন্ত ৫ বছর মেয়াদে ৩৭.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দে প্রকল্পটি মসজিদভিত্তিক শিশু ওগণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক নাম ধারণ করে বাস্তবায়িত হয়। এ মেয়াদে ৪,৮০০টি কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও বাস্তবিক পক্ষে ৮০০০ শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ৬,১১,৫৫২০ জনের স্থলে মোট ৬,৮৩,৫২০ জন নিরক্ষরকে সাক্ষর করা হয় যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১২% বেশী। জুলাই ১৯৯৫ থেকে জুন ২০০০ পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকল্পটি সফলতার সাথে সমাপ্ত হওয়ার পর জুলাই ২০০০ থেকে ডিসেম্বর ২০০৫ পর্যন্ত ৫ বছর মেয়াদে ৯৪.৭৯ কোটি টাকা বরাদ্দে প্রকল্পটি মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম(৩য় পর্যায়) প্রকল্প শীর্ষক নাম ধারণ করে বর্তমানে বাস্ত বায়িত হচ্ছে। ৩য় পর্যায়ে বাস্তবায়িতব্য তথ্যের মধ্যে উল্লেখ্যযোখ্য হচ্ছে প্রকল্প মেয়াদে কার্যক্রম সম্প্রসারণের থানা সংখ্যা ২৫৬টি, কেন্দ্র সংখ্যা-১২০০০টি, শিক্ষার্থী সংখ্যা ১৬,৩৩,৬০০ জন। এছাড়া প্রতিজেলায় ৮টি করে সারাদেশে ৫১২টি জীবনব্যাপী শিক্ষাপাঠাগার চলমান আছে। ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে নির্বাচিত ১৯২টি থানা সদরে ১৯২টি মডেল লাইব্রেরী চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ইতিমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে।[৬] গত এক বছরে (২০০১) ৮৬৪০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ৮৬৪০ জন শিক্ষক দ্বারা মোট ২ লক্ষ ৫৬ হাজার ৬৪০ জন শিক্ষার্থীকে মসজিদভিত্তিক প্রাক্ প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষা দেয়া হয়েছে।[৭]

উক্ত কর্মসূচীর মাধ্যমে শিক্ষা প্রাপ্তদের জন্য অর্জিত শিক্ষা চর্চা প্রক্রিয়া কার্যকরভাবে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্রতি জেলায় ৮টি লাইব্রেরী হিসেবে সারাদেশে মোট ৫১২টি জীবন ব্যাপী শিক্ষা লাইব্রেরী স্থাপন করা হয়। এ সমস্ত পাঠাগারের মাধ্যমে নব্য সাক্ষরতা তাদের অর্জিত শিক্ষাকে জীবন ব্যাপী ধরে রাখার সুযোগ পাচ্ছে। সাথে সাথে গ্রামের আপামর জনসাধারন এ সমস্ত পাঠাগারের মাধ্যমে ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক অর্জিত জ্ঞান সমাজের জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি, নৈতিক অবক্ষয় রোধ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, ইসলামের ইতিহাস , অতীত ঐতিহ্য, আদর্শ ও মূল্যবোধ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনসহ বিভিন্ন বিষয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে যা দেশ ও জাতীর জন্য গর্বের বিষয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

ক. শিশুদের জন্য একটি সুসংগঠিত মসজিদভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালুর মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির হার বৃদ্ধি করা

খ. মসজিদভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা প্রদানপূর্বক শিক্ষাঙ্গন বহির্ভূত শিশুদেরকে প্রাথমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনার পথ সুগম করা;

গ. বিদ্যালয় ত্যাগী বা বিদ্যালয়ে যায়নি এইরূপ কিশোর-কিশোরীদের জন্য মসজিদভিত্তিক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঘ. মসজিদভিত্তিক এই কর্মসূচীর মাধ্যমে চলমান উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালীকরণ ও কর্মসূচীটি সম্প্রসারণপূর্বক বয়স্ক নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষর করে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঙ. নব্য ও স্বল্প শিক্ষা প্রাপ্তদের জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষা চর্চা প্রক্রিয়া কার্যকরভাবে অব্যাহত রাখা যাতে নব অর্জিত সাক্ষরতা সতেজ সজীব থাকে এবং পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে।

চ. ৩য় পর্যায় প্রকল্প মেয়াদে প্রাক-প্রাথমিক ও বয়স্ক এ ২টি স্তরে ১২০০০ কেন্দ্র পরিচালনার মাধ্যমে ১৬,৩৩.৬০০ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা।[৮]

প্রকল্পের কর্ম পরিধি ও বিশেষত্ব

ক. গণশিক্ষা ও সাক্ষরতা কার্যক্রমে অগ্রণী ভূমিকা

খ. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিক্ষার্থী তৈরী

গ. অর্জিত শিক্ষাকে জীবনব্যাপী ধরে রাখার জীবনব্যাপী শিক্ষা পাঠাগার (লাইব্রেরী) পরিচালনা করা

ঘ. শিক্ষার্থীদের জন্য বিনা বেতনে ও বিনামূল্যে সকল পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ

ঙ ইমাম ও শিক্ষিত বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এবং

চ. কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও তদারকীর জন্য মাঠ পর্যায়ে রয়েছে কেন্দ্র, থানা ও জেলা মনিটরিং / উপদেষ্টা কমিটি এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে রয়েছে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ও উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন আন্তঃমন্ত্রণালয় ষ্টিয়ারিং কমিটি।

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষত্ব

১. শ্রেণী কক্ষের জন্য বিনা খরচে অবকাঠামোগত সুবিধা
২. ইমাম ট্রেনিং একাডেমী থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং নিষ্ঠাবান ইমামগণ কর্তৃক কেন্দ্র পরিচালনা।
৩. বাংলা, গণিত, ইংরেজী, আরবী/দ্বীনীশিক্ষা ও ব্যবহারিক তথ্যবার্তা সম্বলিত এনসিটিবি কর্তৃক সমন্বিত পাঠ্যক্রম।
৪. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ফিল্ড সুপারভাইজার এবং অন্যান্য কর্মচারীদের আন্তরিকতা ও কর্তব্যনিষ্ঠায় কার্যক্রম পরিচালনা।
৫. দক্ষ ও গতিশীল ব্যবস্থাপনা,নিবিড় পরিদর্শন, মনিটরিং ও মূল্যায়ণ কার্যক্রম।
৬. শিশু ও গণশিক্ষার জন্য নিকটতম মসজিদ/ মসজিদ সংলগ্ন স্থানে মুক্ত, সুন্দর ও পবিত্রতম পরিবেশ।
৭. কার্যক্রম বাস্তবায়িত এলাকার জনগণের আন্তরিক সহযোগিতায় স্বতঃস্ফুর্ত ও সক্রিয় অংশগ্রহণ।
৮. ধর্ম মন্ত্রণালয়, অর্থমন্ত্রণালয়, আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের গঠনমূলক দিকনির্দেশনা এবং পৃষ্ঠপোষকতা।
৯. শিক্ষার্থীপিছু যৌক্তিক ও নুন্যতম ব্যয়।[৯]

প্রশাসনিক কাঠামো

প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়ে ১ জন প্রকল্প পরিচালক রয়েছেন। তাঁর অধীনে প্রকল্প কার্যালয়ে ২ জন উ-পরিচালক(প্রেষণে) ৯ জন সহকারী পরিচালক (৪জন প্রেষণে) এবং ২২ জন কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। জেলা কর্মকর্তার সরাসরি তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম প্রকল্প কার্যালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও সমন্বিত হয়ে থাকে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক এর তত্ত্বাবধানে প্রকল্প পরিচালক সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। ইসলামিক ফাউন্ডশনের জেলা কর্মকর্তাগণ মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেন। দেশের ৬৪ টি জেলার প্রতিটিতে ২ জন করে সর্বমোট ১২৮ জন ফিল্ড সুপারভাইজার কর্মরত রয়েছেন। সম্প্রতি প্রতিজেলায় আরও ১ জন করে ফিল্ড সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়েছে।

নীতি নির্ধারণ ও তত্ত্বাবধান

প্রকল্প ছকে প্রকল্পের নীতি নির্ধারণমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধানের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব-এর নের্তৃত্বে ১টি আন্তঃমন্ত্রণালয় ষ্টিয়ারিং কমিটি এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি রয়েছে। ষ্টিয়ারিং কমিটিতে সদস্য সংখ্যা ৯ জন এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে সদস্য সংখ্যা ১০ জন রয়েছে। আন্তঃ মন্ত্রণালয় ষ্টিয়ারিং কমিটিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক সদস্য-সচিব এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে প্রকল্প পরিচালক সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ষ্টিয়ারিং কমিটি প্রতি ৩ মাস অন্তর এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি প্রতি ২ মাস অন্তর সভায় মিলিত হওয়ার বিধান রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকল্প দপ্তর

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর নিয়ন্ত্রনে থেকে প্রকল্প কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রকল্পের জন্য ঢাকায় একটি পূর্ণাঙ্গ পৃথক কার্যালয় রয়েছে। উক্ত প্রকল্প মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম এবং প্রশাসনিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু সমন্বয়সাধন করে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। চাকুরী বিধিমালার ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল বিধিমালা এবং সরকারী বিধিমালা অনুসরণপূর্বক প্রশাসনিক কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের ১জন পরিচালক প্রেষণে উক্ত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। পরিচালক-কে দুজন উপ-পরিচালক, ৮ জন সহকারী পরিচালক এবং ১ জন সহকারী পরিচালক (অর্থ) দায়িত্ব বিভাজন অনুযায়ী সহায়তা প্রদান করে থাকেন। তাছাড়া মাঠ পর্যায়ে ১২৮ জন ফিল্ড সুপারভাইজার রয়েছেন। তারা জেলা কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণে থেকে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম তদারকি করে থাকেন। মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য কার্যক্রম বিভাগ এবং প্রকল্প দপ্তরের প্রশাসনিক বিভাগ মাঠ পর্যায় ও প্রধান কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

প্রশাসন বিভাগের মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালক হিসাব শাখা নিয়ন্ত্রন করেন। সকল ধরণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আন্তঃমন্ত্রণালয় ষ্টিয়ারিং কমিটি, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ও মহাপরিচালকের অনুমোদন সাপেক্ষে সম্পাদন করা হয়।

প্রকল্প দপ্তরের প্রশাসনিক কাঠামো নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ

প্রকল্পের অর্গানোগ্রাম

প্রকল্প পরিচালক

ব্যক্তিগত সহকারী - ১ জন
এম,এল, এস, এস - ১ জন
ড্রাইভার - ১ জন

উপ-পরিচালক (প্রশাসন)

সহকারীপরিচালক - ৪জন
সহকারী পরিচালক (অর্থ) - ১জন
হিসাবক - ১জন
উচ্চমান সহকারী- - ১জন
নিম্নমান সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক - ৩জন
কোষাধাক্ষ - ১জন
ক্যাশিয়ার কাম-হিসাব রক্ষক - ১জন
ড্রাইভার - ১জন
এম,এল, এস, এস, - ১জন
ক্লীনার - ১জন

উপ-পরিচালক (কার্যক্রম)

সহকারী পরিচালক - ৪জন
উচ্চমান সহকারী - ১জন
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর - ১জন
নিম্নমান সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরি - ২জন
এম, এল, এস, এস - ৩জন

Dhaka University Institutional Repository

প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালা

প্রকল্পের জন্য গঠিত আন্তঃ মন্ত্রণালয় ষ্টিয়ারিং কমিটি এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক বিভিন্ন বিষয়াদি পর্যালোচনা করে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা সুপারিশ করে। বিশেষ করে থানা নির্বাচন, কেন্দ্র নির্বাচন, শিক্ষক বাছাই ও নিয়োগ, শিক্ষাথী বাছাই ও নিয়োগ, শিক্ষাথী বাছাই ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেন। উক্ত নীতিমালা সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ [১০.]

থানা নির্বাচন

প্রতি জেলায় সদর থানাসহ গড়ে মোট ৪টি থানা নির্বাচিত করা হয়েছে। যেসব থানায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে থানা নির্বাচনকালে সেসকল থানাকে যথাসম্ভব পরিহার করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ কার্যক্রমের তুলনায় মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম কি পরিমান সাফল্য অর্জন করতে পারে তা নিরুপনের জন্য সদর থানাকে কার্যক্রমের আওতায় নেয়া হয়েছে। যে সব থানায় প্রাথমিক বিদ্যালয়/এবতেদায়ী মাদ্রাসার সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম অথবা যেসব থানায় স্কুল ত্যাগী শিক্ষাথী (ড্রপ আউট) সংখ্যা বেশী এবং শিক্ষিতের হার কম, থানা নির্বাচনকালে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সে সকল থানাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

কেন্দ্র নির্বাচন

প্রকল্পের জন্য প্রণীত নীতিমালায় নির্বাচিত থানায় কেন্দ্র নির্বাচনের জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করা হয়েছে ঃ

ক. কেন্দ্রের নিকটবর্তী এলাকায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামের প্রাপ্যতা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম না পাওয়া গেলে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত বেকার ব্যক্তি বা ধর্মীয় জ্ঞান সম্পন্ন সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত (কমপক্ষে এস.এস.সি. পাশ), সমাজ সেবায় আগ্রহী শিক্ষকের প্রাপ্যতা;

খ. কেন্দ্র এলাকায় শিক্ষা কার্যক্রমের সকল স্তর বাস্তবায়নের অনুকুল পরিবেশ তথা প্রয়োজনীয় সংখ্যক মক্তব/মসজিদ, শিক্ষাথী এবং যাতায়াতের সু-ব্যবস্থা আছে কিনা;

গ. কেন্দ্রে বিদ্যুৎ টিউবওয়েল ও টয়লেট সুবিধা রয়েছে কিনা এবং

ঘ. মসজিদ/মক্তবের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ কেন্দ্র স্থাপন এবং তা পরিচালনায় উৎসাহী কিনা এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানে আগ্রহী কিনা।

সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম অধিক বিস্তৃত হওয়ায় দ্বৈততা পরিহারের নিমিত্তে যে সব এলাকায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যক্রম চালু আছে কেন্দ্র নির্বাচনকালে এমন এলাকাকে সরাসরি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষক বাছাই ও নিয়োগ

শিক্ষক বাছাই ও নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রণীত নীতিমালা নিম্নরূপ ঃ

ক. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্থানীয় ইমামকে সর্বাগ্রে বিবেচনায় আনতে হবে;
খ. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম না পাওয়া গেলে এবং আরবী শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজসেবায় আগ্রহী ব্যক্তিদেরকে বিবেচনায় আনতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক বা সমমানের পাশ হতে হবে;
গ. শিকক্ষের বয়স ১৮ থেকে ৫০ বছরের মধ্য হতে হবে;
ঘ. শিক্ষককে শ্রদ্ধেয় এবং নিরপেক্ষ হতে হবে;
ঙ. নির্ধারিত ছক ক অনুযায়ী বাছাইকৃত শিক্ষকদের সম্পর্কে তথ্যাদি প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।
চ. নিয়োগের অনুমোদন প্রাপ্তির পরে নির্ধারিত ছক খ মোতাবেক পত্র প্রদান করতে হবে।

শিক্ষার্থী বাছাই

ভিন্নতর কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদেরকে কার্যক্রমের আওতায় না এনে যারা বিভিন্ন কারণে শিক্ষা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং যারা পড়াশুনার সুযোগ পায় না তাদেরকে এ কার্যক্রমের আওতায় শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে সামনে রেখে শিক্ষার্থী বাছাই করতে হবে। মহিলা শিক্ষক নিয়োগ না হলে বয়স্ক কেন্দ্রে কোন মহিলা শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে না।

প্রকল্পের বাস্তব কার্যক্রম

প্রকল্প মেয়াদে স্তর ভিত্তিক মোট কেন্দ্র ও শিক্ষার্থী সংখ্যা

প্রকল্প দলিল অনুযায়ী ২য় পর্যায়ে (১৯৯৬-২০০০) ৪টি স্তরে (প্রাক-প্রাথমিক, মৌলিক, কিশোর-কিশোরী ও বয়স্ক) ৪,৮০০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে সর্বমোট ৬,১১৫২০ জন শিক্ষার্থী পাঠদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। প্রকল্পের ব্যয় যুক্তি যুক্তভাবে নির্বাহ করার ফলে সাশ্রিত অর্থ দ্বারা প্রকল্প মেয়াদে সর্বমোট ৬,৮৩,৫২০ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রদান করা হয় যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১২% বেশী। তাছাড়া সারা দেশে ৫১২টি জীবন ব্যাপী শিক্ষা পাঠাগার স্থাপন করা হয়। এ সমস্ত পাঠাগারের মাধ্যমে নব্য সাক্ষররা তাদের অর্জিত শিক্ষাকে জীবন ব্যাপী ধরে রাখার সুযোগ পাচ্ছে। সাথে সাথে গ্রামের আপামর জনসাধারণ এ সমস্ত পাঠাগারের মাধ্যমে ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে সমাজ সচেতন হয়ে গড়ে উঠেছে। তাছাড়া জীবনব্যাপী পাঠাভ্যাসের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান সমাজের জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি, নৈতিক অবক্ষয় রোধ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, ইসলামের ইতিহাস, অতীত ঐতিহ্য, আদর্শ ও মূল্যবোধ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনসহ বিভিন্ন বিষয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে যা দেশ ও জাতীর জন্য গর্বের বিষয়।

নিম্নে ২য় পর্যায়ের স্থাপিত কেন্দ্র ও শিক্ষার্থী সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলো ঃ[১১]

ক্রমিক নং	পর্যায়	২য় পর্যায়	
	শিক্ষাবর্ষ	১৯৯৯-২০০০ শিক্ষা বর্ষ	
	শিক্ষাস্তর	মোট কেন্দ্র	মোট শিক্ষার্থী
০১	০২	০৩	০৪
০১	প্রাক-প্রাথমিক(০৪-০৫)	১৫,৬৮০	৪,৭০,৪০০,
০২	মৌলিক (০৬- ১০)	৪,০৩২	১,২০,৯৬০
০৩	কিশোর-কিশোরী (১১- ১৪)	২, ১১২	৬৩,৩৬০
০৪	বয়স্ক (১৫-৩৫)	১, ১৫২	২৮,৮০০
০৫	**সর্বমোট**	২২,৯৭৬	৬,৮৩,৫২০

প্রকল্প মেয়াদে বার্ষিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি ঃ ১৯৯৬-২০০০

অর্থ বছর	শিক্ষা বছর	পিসিপি বরাদ্দ (লক্ষ্য টাকায়)	লক্ষ্যমাত্রা (মোট শিক্ষার্থী) এডিপি অনুযায়ী	বাস্তবায়ন (কোর্স সম্পন্নকারী)	মন্তব্য
১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬	৪৫০.০০	৮৫.৪৪০	৮২১০৪	
১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭	৭০০.০০	১, ১৪.২৪০	১০৯৯৫৬	
১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮	৬০০.০০	১, ৪৩,০৪০	১৩৮৬৫০	
১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯	৬০৮.০০	১, ৪৩,০৪০	১৩৯০৭০	
১৯৯৯-২০০০	২০০০	১৩৯২.০০	৪,৩৮,০৮০	২,৩২,৫৭১	
মোট		৩৭৫০.০০	৭,২৩,৮৪০	৭,০২,৩৫১	

২য় পর্যায়ে প্রকৃত প্রস্তাবে নিরক্ষর ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬৮৩৫২০ জন। মৌলিক স্তরটির কার্যক্রম প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ ভিত্তিক হওয়ায় প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীরা তাদের প্রথম বর্ষের কোর্স সম্পন্ন করলে ২য় বর্ষে ভর্তি হয়ে থাকে বিধায় ১ম বর্ষের শিক্ষার্থীদেরকে দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী হিসাবে ধরা হয়েছে। এ হিসেবে উক্ত সারণীতে কোর্স সম্পন্ন কারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা মোট ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা থেকে বেশী হয়েছে। কেননা ১ম বর্ষের মৌলিক শিক্ষার্থীদের দ্বিতীয় বর্ষের কোর্স সম্পন্নকারী হিসেবে বার্ষিক মোট কোর্স সম্পন্ন শিক্ষার্থীর সাথে যোগ করা হয়েছে। ফলে মোট কোর্স সম্পন্ন শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাড়িয়েছে ৭০২৩৫১ জন। এ সমস্ত কোর্স সম্পন্ন কারী শিক্ষার্থীদের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত শিক্ষকদের মাধ্যমে ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভর্তির উদ্যোগ নেয়া হয়ে থাকে।[১২]

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা কার্যক্রম

কেন্দ্র স্থাপন এবং শিক্ষার্থী পাঠদানের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে ২০০০ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত পিপি ও এডিপি অনুযায়ী কেন্দ্র স্থাপন এবং শিক্ষার্থী পাঠদানের লক্ষমাত্রা ও অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ[১৩]

শিক্ষা বর্ষ	লক্ষ্যমাত্রা: কেন্দ্র স্থাপনের সংখ্যা		লক্ষ্যমাত্রা: শিক্ষার্থী পাঠদানের সংখ্যা		স্থাপিত কেন্দ্রের সংখ্যা	এডিপি অনুযায়ী ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা	কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থী সংখ্যা	কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থী সংখ্যা	ড্রপ আউট (শতাংশ)	মন্তব্য
	পিপি অনুযায়ী	এডিপি অনুযায়ী	পিপি অনুযায়ী	এডিপি অনুযায়ী						
১৯৯৬	২,৮৮০টি	২,৮৮০টি	৮৫,৪৪০ জন	৮৫,৪৪০ জন	২,৮৮০টি	৮৫,৪৪০ জন	৮২,১০৪ জন	৯৬.১০%	৩.৯০%	বিভিন্ন অংগের ব্যয় কমিয়ে শিক্ষা কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অক্ষুন্ন রাখা
১৯৯৭	৪,৮০০টি	৩,৮০০টি	১,৪৩,০৪০ জন	১,১৪.২৪০ জন	৪,৮০০টি	১,১৪,২৪০ জন	১,০৯,৯৫৬ জন	৯৬.২৫%	৩.৭৫%	পিপি অনুযায়ী বরাদ্দ না পাওয়ায় পিপির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব হয়নি
১৯৯৮	৪,৮০০টি	৪,৮০০টি	১,৪৩,০৪০ জন	১,৪৩,০৪০ জন	৪,৮০০টি	১,৪৩,০৪০ জন	১,৩৮,৮৬৫ জন	৯৭.০৮%	২.৯২%	বিভিন্ন অংগের ব্যয় কমিয়ে শিক্ষা কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অক্ষুন্ন রাখা হয়েছে।
১৯৯৯	৪৮০০	৪৮০০	১৪৩০৪০	১৪৩০৪০	৪৮০০	২৩৮০৮০	১৩৯০৭০	৯৭.২২%	২.৭৮%	
২০০০	৪৮০০	৮০০	১,৪৩,০৪০	২৩৮০৮০	৪৮০০	১,৪৩,০৪০	২৩২৫৭১	৯৭.৬৮	২.৩২	২০০০ শিক্ষাবর্ষে পিপি অনুযায়ী পূর্বে কর্তনকৃত অর্থ প্রাপ্ত হওয়ায় কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়।
মোট	-	-	জন	৭২৩৮৪০ জন	-	৭২৩৮৪০ জন	৭০২৩৫১ জন			

শিক্ষার্থী উপস্থিতি ও শিক্ষা অগ্রগতি

এনসিটিবি ওঅন্যান্য সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক প্রণীত কারিকুলাম অনুযায়ী তৈরীকৃত প্রকল্পের নিজস্ব পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করে শিক্ষার্থী দের পাঠাদান করা হয়ে থাকে। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষাবর্ষ জানুয়ারী থেকে শুরু করে ডিসেম্বরে শেষ করা হয় এবং এ সময়ের মধ্যে নির্ধারিত পাঠ্যসূচী সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। প্রাক-প্রাথমিক, মৌলিক (১ম ও ২য় বর্ষ) ও কিশোর কিশোরী স্তরের প্রতিটি কেন্দ্রে ২৫ জন করে শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৬ থেকে ২০০০ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের দৈনিক উপস্থিতি ও শিক্ষা অগ্রগতির গড় নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ[১৪]

শিক্ষাবর্ষ	শিক্ষার্থী উপস্থিতির গড় (শতাংশ)	শিক্ষা অগ্রগতির গড় (শতাংশ)	মন্তব্য
১৯৯৬	৮৩.৯৫%	৮৩.৬৯%	
১৯৯৭	৮৬.৬৩%	৮৭.৩৪%	
১৯৯৮	৮৬.৭৫%	৮৭.৭৯%	
১৯৯৯	৮৭.৮৮%	৮৮.৪৯%	
২০০০	৮৮.২২%	৮৭.৮৮%	

পরিদর্শন ব্যবস্থা

পরিদর্শন নীতিমালা মোতাবেক জেলা কর্মকর্তা প্রতিমাসে তার জেলার বাস্তবায়নাধীন কেন্দ্র ও লাইব্রেরী সমূহের এক তৃতীয়াংশ এবং ফিল্ড সুপারভাইজারগণ মাসে প্রতিটি কেন্দ্র ও লাইব্রেরী দুই বার করে পরিদর্শন করার কথা। প্রকল্প দপ্তর থেকে জানা যায় জেলা কর্মকর্তা প্রতি মাসে ৫দিন ভ্রমনপূর্বক গড়ে ২৫টি কেন্দ্র ও ২টি পাঠাগার পরিদর্শন করে থাকেন এবং ফিল্ড সুপারভাইজার মাসে প্রায় প্রতিটি কেন্দ্র ও পাঠাগার পরিদর্শন করার নিয়ম রয়েছে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানায় কার্যক্রমের পরিধির তুলনায় জনবলের অপ্রতুলতা থাকায় লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৮৫% ভাগ অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া জেলা, থানা ও কেন্দ্র মনিটরিং কমিটির সদস্যগণ এবং জনপ্রতিনিধি ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কেন্দ্র ও পাঠাগার পরিদর্শন করে থাকেন। ষ্টিয়ারিং কমিটির যে কোন সদস্য কিংবা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির যে কোন সদস্য কিংবা যে কোন সরকারী/ বেসরকারী কর্মকর্তা দেশের যে কোন কেন্দ্র পরিদর্শন করে কার্যক্রম সম্বন্ধে তথ্য ও মতামত দাখিল করতে পারেন। প্রকল্প কার্যালয় থেকে সংগৃহীত ১৯৯৬ থেকে ২০০০ শিক্ষাবর্ষ প্রকল্প কর্মকর্তা, জেলা কর্মকর্তা ও ফিল্ড সুপারভাইজারদের বাস্তব পরিদর্শন অগ্রগতি নিম্নরূপ ঃ-[১৫]

শিক্ষাবর্ষ	প্রকল্প কর্মকর্তা		জেলা কর্মকর্তা		ফিল্ড সুপারভাইজার	
	লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তব	লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তব	লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তব
১৯৯৬	৯৬০টি	১১৮২টি	১১৫২০টি	৭২৯৭টি	৭৩৭২৮টি	৪৮৪৮৫টি
১৯৯৭	১২৮০টি	১১৮৮টি	১৫৩৬০টি	১২৫১২টি	১০১৩৭৬টি	৭৬৩৫৩টি
১৯৯৮	১৬০০টি	১৫৩৬টি	১৯২০০টি	১৩৩৬১টি	১১২৫২০টি	৯৩০০৭টি

সুপারভাইজার, শিক্ষক ও লাইব্রেরীয়ান প্রশিক্ষণ

দ্বিতীয় পর্যায়ের ৬৪ জন সুপারভাইজারকে নিয়োগ প্রদানের সময় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর মিলনায়তনে ২ দিনের এক ওয়ায়িয়েন্টেশন কোর্সের ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তীতে নবনিযুক্ত সুপারভাইজারদেরকে ঢাকা ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীতে ৬ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে পরিকল্পনা কমিশন, আইএমডি, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা এবং প্রকল্প কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষক হিসেবে নেয়া হয়। তাছাড়া ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের মহাপরিচালক এর অনুমোদনক্রমে জেলাওয়ারী সুপারভাইজারদের হিসাব সংক্রান্ত বিষয়ে জেলা হিসাবর রক্ষণ কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের মাধ্যমে ২ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কার্যক্রমে অধিকতর দক্ষতা অর্জনের নিমিত্তে ১৯৯৮ শিক্ষাবর্ষে প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের সকল (১২৮ জন) সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণ ও ওয়ারিয়েন্টেশন কোর্সে সাধারণতঃ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অর্ন্তভূক্ত করা হয় ঃ

১. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মসজিদভিত্তিক শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা;
২. কেন্দ্র, লাইব্রেরী লাইব্রেরীয়ান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী নির্বাচন কৌশল ও গ্রহনীয় বৈশিষ্ট্য;
৩. কেন্দ্র ও লাইব্রেরী পরিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা, নিয়মনীতি ও পদ্ধতি;
৪. প্রতিবেদনের গুরুত্ব,তথ্য সংগ্রহপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ এবং প্রেরণ পদ্ধতি;
৫. শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ;
৬. শ্রেণী শৃংখলা, শিশু ও বয়স্ক মানসিকতা এবং পাঠদান কৌশল, শ্রেণীকক্ষে পাঠদান পর্যবেক্ষণ ও শিক্ষার্থী হাজিরা নিশ্চিতকরণ;
৭. লাইব্রেরী ব্যবস্থাপনা এবং একজন আদর্শ শিক্ষক ও লাইব্রেরীয়ানের গুনাবলী;
৮. সেমিনার /আলোচনা সভা, মনিটরিং কমিটি ও সভা সমূহের ভূমিকা ও গুরুত্ব;
৯. স্থানীয় পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্ভুত সমস্যা এবং এর সম্ভাব্য সমাধানের উপায় এবং স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্তকরণ ও উদ্বুদ্ধকরণ;
১০. একজন আদর্শ সুপারভাইজারের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী;
১১. কেন্দ্রের অগ্রগতি মূল্যায়ণ, শিক্ষক -শিক্ষার্থীদের মান যাচাইকরণ এবং অগ্রগতি পরিমাপের কৌশল;
১২. নথি সংরক্ষণ, অফিস ব্যবস্থাপনা এবং চাকুরী সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতিমালা;
১৩. ফিল্ড সুপারভাইজারদের মূল্যবোধ, নৈতিকতা, শিষ্টাচার, হালাল রুজির গুরুত্ব ও ইবাদত;
১৪. প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা, উপযোগীতা ও প্রশিক্ষণার্থীদের দায়িত্ব;
১৫. প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতিবেদনের ভূমিকা, তত্ত্বাবধানের গুরুত্ব এবং ফিল্ড সুপারভাইজারদের ভূমিকা;

Dhaka University Institutional Repository

১৬. ক্যাশবুক ও লেজার বুক সংরক্ষণ পদ্ধতি, বিলভাউচার, বেতনভাতা রেজিষ্টার এবং এতদসংক্রান্ত বিষয় প্রস্তুতকরণ ও সংরক্ষণ;
১৭. মালামাল ক্রয় বিক্রয় নীতিমালা, ভান্ডার সংরক্ষণ, অডিট ও অডিট আপত্তি নিস্পত্তিকরণ এবং
১৮. বাজেট ধারণা ও মাসিক আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ, ব্যাংক রিকনসিলেশন ষ্টেটমেন্ট ও এলপিসি প্রস্তুতকরণ; [১৬]

কমিটি ও সভা

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে দিক নির্দেশনা, নীতি নির্ধারণ, উদ্ভুত সমস্যাবলীর সম্ভাব্য সমাধান এবং কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে।এবং ইহার কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন কমিটিগুলো নিম্নরূপ ঃ

আন্তঃমন্ত্রণালয় ষ্টিয়ারিং কমিটি প্রকল্পের সামগ্রিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার নীতি নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সমন্বয়ে ১টি আন্তঃমন্ত্রণালয় ষ্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়েছে।

১	সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২	নির্বাহী পরিচালক,উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
৩	প্রতিনিধি, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	,,
৪	প্রতিনিধি, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	,,
৫	প্রতিনিধি, পরিকল্পনা কমিশন	,,
৬	প্রতিনিধি, আই, এম, ইডি	,,
৭	প্রকল্প পরিচালক, মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা	,,
৮	পরিচালক,পরিকল্পনা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	,,
৯	মহাপরিচালক ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	সদস্য-সচিব

বিঃদ্রঃ ষ্টিয়ারিং কমিটির ১/ ১/৯৮ ইং তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে কমিটিতে কো-অপ্ট করা হয়। [১৭]

এ কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপ

১. প্রকল্প প্রফর্মা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প প্রশাসনকে যথাযথ পরামর্শ/নির্দেশনা প্রদান;
২. প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনাকরণ ও প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন বাস্তব সমস্যা দেখা দিলে তা দূরীকরণের ব্যবস্থাগ্রহণ;
৩. কার্যক্রম পরিবর্তন/পরিবর্ধনের প্রয়োজন দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ পেশ এবং তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;

Dhaka University Institutional Repository

৪. কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনাপূর্বক এ সম্পর্কে কমিটির মতামত পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ/সরকারের নিকট পেশকরণ;

৫. কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ অনুসৃতব্য নীতিমালা প্রণয়ন এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষ যাতে উক্ত নীতিমালা মেনে চলেন তা নিশ্চিতকরণ;

৬. কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনাকরণ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ/সুপারিশ প্রদান;

৭. প্রতি ৬ মাসে একবার অর্থাৎ বছরে দুবার কার্যক্রমের সার্বিক অগ্রগতি প্রতিবেদন নিবিড়ভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষাকরণ ও এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৮. সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সরেজমিনে বাস্তব কার্যক্রম পরিদর্শনকরণ এবং

৯. উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সংক্রান্ত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্য কোন দায়িত্ব পালন।

প্রতি ৩ মাস অন্তর এ কমিটির সভা অনুষ্ঠানের বিধান রয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি

প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি প্রকল্প বায়স্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

১	মহাপরিচালক ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	সভাপতি
২	প্রতিনিধি, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
৩	প্রতিনিধি, পরিকল্পনা কমিশন	,,
৪	প্রতিনিধি, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	,,
৫	প্রতিনিধি, আই, এম, ইডি	,,
৬	প্রতিনিধি, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	,,
৭	পরিচালক, সমন্বয় বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	,,
৮	পরিচালক,ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী,ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	,,
৯	পরিচালক,পরিকল্পনা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	,,
১০	প্রকল্প পরিচালক, মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম	সদস্য-সচিব

বিঃ দ্রঃ স্টিয়ারিং কমিটির ১/১/৯৮ ইং তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে কো-অপ্ট করা হয়।[১৮]

Dhaka University Institutional Repository

এ কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপ

১. অগ্রগতি পর্যালোচনাপূর্বক প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রশাসনকে নির্দেশনা প্রদান;
২. গণশিক্ষা কার্যক্রমের জন্য পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রকল্প প্রশাসনকে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান;
৩. কোন কারণে কর্মসূচী বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্থ হলে কমিটির সদস্যদের প্রচেষ্টায় তা দূরীকরণ সম্ভব হলে তা দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ, অন্যথায় আন্তঃমন্ত্রণালয় ষ্টিয়ারিং কমিটি/সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অবহিত করন,
৪. সম্ভাব্য ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের সরেজমিনে পরিদর্শন ও কার্যক্রমকে আরও অর্থবহ করার লক্ষ্যে প্রকল্প প্রশাসনকে নির্দেশনা ও উপদেশ প্রদান এবং
৫. সরকার বা আন্তঃমন্ত্রণালয় ষ্টিয়ারিং কমিটি প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

প্রতি ২ মাস অন্তর এ কমিটির সভা অনুষ্ঠানের বিধান রয়েছে।

জেলা মনিটরিং কমিটি

মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমকে সুষ্ঠু ও সার্বিকভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরামর্শ ও দিক নির্দেশনার মাধ্যমে জেলা কার্যালয়কে সহায়তা প্রদানের জন্য প্রতি জেলায় একটি করে জেলা মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে।একমিটিতে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাবৃন্দ রয়েছেন ঃ

১	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২	জেলা সদরের যে কোন একটি বেসরকারী কলেজের অধ্যক্ষ/তাঁর প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৩	সিভিল সার্জন	,,
৪	জেলা পর্যায়ে নিযুক্ত কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উপ-পরিচালক	,,
৫	জেলা পশু পালন কর্মকর্তা	,,
৬	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	,,
৭	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	,,
৮	মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন নির্বাচিত থানার থানা নির্বাহী কর্মকর্তা	,,
৯	জেলা সমন্বয়কারী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর	,,
১০	জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত জেলা সদরের সিনিয়র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ/সুপারিনটেনডেন্ট	,,
১১	জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত একজন শিক্ষাবিদ ও একজন সমাজ সেবক	,,
১২	জেলাসদরের প্রধান মসজিদের একজন ইমাম	,,
১৩	সংশ্লিষ্ট জেলা/ বিভাগীয় কর্মকর্তা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	সদস্য সচিব

কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপ ঃ

১. মসজিদভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমের বিদ্যমান অবস্থার পর্যালোচনাকরণ;
২. নীতি অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণকরণ;
৩. কোন বিশেষ কারণে কার্যক্রমের অগ্রগতি ব্যাহত হলে উহা দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
৪. কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর জেলা কর্মকর্তাদের নির্দেশনা, পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান
৫. গণশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ;
৬. অত্র প্রকল্পের থানা মনিটরিং কমিটিকে প্রয়োজনীয় নিদের্শনা, পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;
৭. সদস্য সচিব কর্তৃক দাখিলকৃত ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন নিবিড়ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষাকরণ ও এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং
৮. গণশিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

প্রতি তিন মাস অন্তর এ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।

থানা মনিটরিং কমিটি

মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে জেলা কার্যালয়কে সহায়তা প্রদানের জন্য কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন প্রত্যেক থানায় নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি করে থানা মনিটরিং কমিটি রয়েছে।

০১	থানা নির্বাহী কর্মকর্তা	সভাপতি
০২	থানা শিক্ষা অফিসার	সদস্য
০৩	থানা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	,,
০৪	থানা মৎস্য কর্মকর্তা	,,
০৫	থানা কৃষি কর্মকর্তা	,,
০৬	থানা পশুপালন কর্মকর্তা	,,
০৭	থানা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন প্রধান শিক্ষক	,,
০৮	কেন্দ্রসমূহ যে ইউনিয়ন /ইউনিয়নসমূহে অবস্থিত সে ইউনিয়ন /ইউনিয়ন সমূহের চেয়ারম্যান/চেয়ারম্যানগণ	,,
০৯	থানা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত একজন শিক্ষাবিদ	,,
১০	থানা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত একজ	,,
১১	থানা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত একজন সমাজ সেবক	,,
১২	মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমরে একজন শিক্ষক	,,
১৩	থানা সদরে প্রধান মসজিদের একজন ইমাম (থানা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত)	,,
১৪	সংশ্লিষ্ট ফিল্ড সুপারভাইজার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।	সদস্য-সচিব

এ কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপ ঃ

১. মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের থানা পর্যায়ে বিদ্যমান অবস্থার পর্যালোচনাকরণ;

২. গণশিক্ষা কার্যক্রমের অগ্রগতি ব্যাহত হলে উহার কারণ অনুসরণ এবং উহা দূরীকরণের ব্যবস্থ্যাকরণ;

৩. কেন্দ্র পরিচালনায় কেন্দ্র ও ফিল্ড সুপারভাইজারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা, পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;

৪. নীতি অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণকরণ এবং গণশিক্ষা কার্যক্রমের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় ও সম্প্রসারণের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট কর্তপক্ষ/ব্যক্তিকে পরামর্শ প্রদান;

৫. গণশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণে জনগনকে উদ্বুদ্ধকরণ;

৬. সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সরেজমিনে শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শনকরণ এবং

৭. প্রধান কার্যালয় বা জেলা কমিটি বা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

প্রতি তিন মাস অন্তর এ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।

কেন্দ্র মনিটরিং কমিটি

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে গঠিত কেন্দ্র মনিটরিং কমিটি কিছুটা রদবদল করে কেন্দ্র এলাকার নিম্মোক্ত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে।

১	একজন বিদ্যোৎসাহী শিক্ষক/অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী/ সমাজসেবী	সভাপতি
২	একজন ইউপি সদস্য (সংশ্লিষ্ট গ্রামের)	সদস্য
৩	সংশ্লিষ্ট মসজিদ/মক্তবের সভাপতি	,,
৪	আনসার /ভি,ডি, পির গ্রাম্য দলনেতা	,,
৫	সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের শিক্ষক	সদস্য-সচিব

এ কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপ ঃ

মাসে অন্ততঃ পক্ষে ১ বার কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। এ কমিটি সভায় কেন্দ্র পরিচালনার সকল সুবিধা অসুবিধা অবহিত করবেন এবং কমিটির মাধ্যমে সরকারী নীতি অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম যাতে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হয় তার ব্যবস্থা করবেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করে স্থানীয় অশিক্ষিত জনসাধারণকে শিক্ষিত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা এই কমিটি গ্রহণ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

এ কমিটির প্রধান ভূমিকা হবে কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান। সংশ্লিষ্ট সদস্য-সচিব গণশিক্ষা কার্যক্রমে বিদ্যমান অবস্থা কমিটির সভায় তুলে ধরবেন। কমিটি সংশ্লিষ্ট নীতিমালার আলোকে বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণপূর্বক প্রয়াজনীয় সুপারিশ/নির্দেশনা প্রদান করবেন এবং সদস্য-সচিব সংশ্লিষ্ট কর্মচারী/শিক্ষকদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করবেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ- এর জেলা কর্মকর্তা বা বিভাগীয় কর্মকর্তা বা তাঁর প্রতিনিধি থানা ও কেন্দ্র কমিটির সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন। গণশিক্ষা কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রয়োজন অনুভূত হলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন জেলা/বিভাগীয় কর্মকর্তা কমিটির সভায় অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন।

শিক্ষক ও লাইব্রেরীয়ানদের মাসিক সমন্বয় সভা

প্রত্যেক জেলার কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন প্রতি থানার প্রতিমাসে শিক্ষক ও লাইব্রেরীয়ানদের সমন্বয় সভা করার জন্য বলা আছে এবং সে মোতাবেক বরাদ্দ দেয়া হয়ে থাকে। কোন কোন জেলায় তাদের সুবিধার্থে প্রতি থানায় না করে দুই থানায় অথবা জেলা সদরে সকল শিক্ষক ও লাইব্রেরীয়ানদের নিয়ে মাসিক সমন্বয় সভা করে থাকে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শিক্ষক ও লাইব্রেরীয়ানদের নিয়ে একত্রে মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাসিক সমন্বয় সভাতে বিভিন্ন কেন্দ্র ও লাইব্রেরীর সমস্যা এবং শিক্ষক ও লাইব্রেরীয়ানদের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং সেগুলো সমাধানের উপায় খুঁজে বের করা হয় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেয়া হয়ে থাকে এবং কার্যালয়ের কোন নির্দেশনা থাকলে শিক্ষকদের অবহিত করা হয়ে থাকে।

পুরস্কার

প্রকল্পের ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহিত করা এবং শিক্ষক ও লাইব্রেরীয়ানদেরকে অধিকতর আগ্রহী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বছর শেষে নির্ধারিত নীতিমালার ভিত্তিতে সেরা শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও সেরা লাইব্রেরীয়ান বাছাইপূর্বক পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া কার্যক্রমের কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীদের ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া এবং প্রতি বছর কতজন শিক্ষার্থী কোর্স সম্পন্ন করছে তার রেকর্ড সংরক্ষণের সুবিধার্থে প্রতি বছর কোর্স সম্পন্ন কারী সনদপত্র প্রদান করা হয়ে থাকে।

শিক্ষা সফর

প্রকল্প দলিলে ১৯৯৭-৯৮, ১৯৯৮-৯৯, ও ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে যথাক্রমে ৩,৫ ও ৪ জন কর্মকর্তার শ্রীলংকা/ মালয়েশিয়ায় শিক্ষা সফরের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল। এতে পরিকল্পনা কমিশন, আই, এম, ই, ডি, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিকল্পনা বিভাগসহ প্রকল্প কার্যালয়ের কর্মকর্তা রয়েছেন। বিদেশে শিক্ষা সফরের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান কার্যক্রম বাস্তবায়নে নতুন কৌশল উদ্ভাবন ও কাজে লাগানোর স্বার্থে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে প্রকল্পে অনুমোদিত ১২ জন কর্মকর্তার সঙ্গে আরও একজন অতিরিক্ত কর্মকর্তাসহ মোট ১৩জন কর্মকর্তা ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে দুটি গ্রুপে মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডে শিক্ষা সফর সম্পন্ন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

মূল্যায়ন

অত্র প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের দলিল অনুযায়ী পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর, তথ্য মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর কর্মকর্তাগণ সমন্বয়ে গঠিত মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে মধ্যবর্তী ও চুড়ান্ত মূল্যায়ন কার্য সম্পাদন করা হয়। উক্ত মূল্যায়ন কমিটির সদস্যবৃন্দ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, জনজীবনের প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় কার্যক্রমটি সাফল্যজনকভাবে বাস্তবায়িত হচেছ এবং ধাপে ধাপে এ কার্যক্রমকে সম্প্রসারণ করা হলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাসহ সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী বাস্ত বায়ন পরিপূরক ভূমিকা পালন করবে।[১৯.]

প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের প্রকল্প দলিল অনুযায়ী মধ্যবর্তী ও চূড়ান্ত মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এ ছাড়া আইএমইডি কর্তৃকও প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়।

প্রথম পর্যায়ের চূড়ান্ত মূল্যায়নের সুপারিশ

প্রকল্পের ধরন, জনগণের নিকট এর গ্রহণযোগ্যতা, কর্তৃপক্ষের প্রকল্প পরিচালনার দক্ষতা, চলমান কার্যক্রমের সাফল্য, কার্যক্রমে উদ্ভুত সমস্যাবলী নিরসনের উপায়, ভবিষ্যতে অধিকতর সাফল্যের সাথে কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনাপূর্বক কমিটি প্রকল্প কার্যক্রম সম্প্রসারনে নিম্নরূপ সুপারিশ পেশ করে ঃ
" জনজীবনের প্রয়োজনীয়তার সাথে সামনঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় জনগণ ও প্রকল্প কার্যক্রমটি সানন্দে গ্রহণ করেছে এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রকল্প-১ এর তুলনায় মসজিদ ভিত্তিক এ প্রকল্পে শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু ব্যয় উল্লেখযোগ্য পরিমানে কম হওয়ায় সাফল্যজনকভাবে কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন সম্ভবপর হয়েছে। মসজিদ ছাড়া জনগণের এত কাছাকাছি আর কোন প্রতিষ্ঠান নেই বিধায় মসজিদভিত্তিক এ কার্যক্রমকে ধাপে ধাপে সম্প্রসারণ করা হলে জাতীয় নীতিমালা অনুযায়ী 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচী বাস্তবায়নে অধিকতর ভূমিকা পালন করবে বলে কমিটি মনে করে"।[২০.]

২য় পর্যায়ের মধ্যবর্তী মূল্যায়নের সুপারিশ

সত্যিকার অর্থে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। বাস্তব কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের লিখন ও পঠন যোগ্যতাসহ শিক্ষাবিস্তারে ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে যে প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে বাস্তবতার আলোকে তা প্রশংসার দাবীদার। শিক্ষাঙ্গন ত্যাগী ও নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে এ প্রকল্পের মাধ্যমে অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন করে তোলার প্রচেষ্টা, ড্রপ আউট প্রতিরোধ ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং "সবার জন্য শিক্ষা" কর্মসূচী বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে এ কার্যক্রম যুগান্তকারী পরিপূরক ভূমিকা পালন করতে পারে।[২১.]

Dhaka University Institutional Repository

প্রকল্পটি বর্তমানে সার্বজনীন সাক্ষরতায় নিয়োজিত রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় কম খরচে শিক্ষার্থীদের সাক্ষরতা প্রদান করা হচেছ। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের লক্ষাধিক মসজিদকে স্কুল হিসেবে ব্যবহার করে স্বল্পতম খরচ ও কম সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা (১ম ও ২য় শ্রেণী) ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক অগ্রগতি আনা সম্ভব বলে কমিটি মনে করে। তাই দেশের মসজিদসমূহে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম (১ম ও ২য় শ্রেণী) চালুর বিষয়ে কমিটি জোর সুপারিশ পেশ করছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচেছ যে, প্রশাসনিক নীতিমালা অনুসরণপূর্বক দক্ষতার সাথে কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে ফলে প্রকল্পটি পরিচালনায় ক্ষম একটি দক্ষ প্রশাসনিক কাঠামো ইতোমধ্যে গড়ে উঠেছে। তাছাড়া জনগণের নিকট প্রকল্পের গ্রহণযোগ্যতা এবং প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমাজের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে জনগনের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহন, সহযোগিতা এবং মসজিদ/মক্তবে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ায় স্থানীয় জনগন তথা অভিভাবকগন তাঁদের শিশুদের এখানে প্রেরণে উৎসাহিত ও স্বাচছন্দ বোধ করছেন বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এতদ্ব্যতীত মসজিদ/মক্তবকে শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের ফলে প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোগত কোন ব্যয় করতে হয়নি বিধায় তুলনামূলকভাবে অনুরূপ গণশিক্ষা কার্যক্রম থেকে শিক্ষার্থী পিছু ব্যয় অনেক কম হয়েছে। এতে করে সম্পদের সর্বাত্নক ব্যবহার নিশ্চিত করা গেছে বলে প্রতীয়মান হয়।

এ কার্যক্রমটি জনগনের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং কার্যক্রমটির যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে বিধায় এর ব্যাপক সম্প্রসারণ আবশ্যক। ভবিষ্যতে সরকারের "সবার জন্য শিক্ষা" ২০০৬ সাল পর্যন্ত কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নে জনগুরুত্বপূর্ণ এ প্রকল্পটি ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। প্রকল্পটির বিদ্যমান প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাকে দুই বছর মেয়াদী করা হলে শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনে উপযোগী হবে এবং তারা স্কুলে যেতে নিঃসন্দেহে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত বোধ করবে। ফলে এ কার্যক্রম প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো জোরদার ও সহযোগিতা করতে সক্ষম হবে। এছাড়া এই ধরণের প্রকল্পের অবয়ব ও ব্যাপ্তী সম্প্রসারন করা একান্তই আবশ্যক।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১. মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (২য় পর্যায়) প্রকল্পের চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন, ইফাবা, ২০০১ ইং, পৃষ্ঠা- ক

২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ক

৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ক

৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২

৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২

৬. এক দৃষ্টিতে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প, প্রকল্প দপ্তর থেকে প্রকাশিত তথ্য।

৭. দৈনিক ইনকিলাব, ২৯ অক্টোবর, ২০০২ ইং, পৃষ্ঠা-৭ (বিগত ২৭-১০-০২ তারিখে জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত 'ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সাফল্য ও ভবিষৎ উন্নয়ন সম্ভাবনা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়)

৮. মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (২য় পর্যায়) প্রকল্পের চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন, ইফাবা, ২০০১ ইং, পৃষ্ঠা- ৩

৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩

১০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৩

১১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৪

১২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৪

১৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৭

১৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৭

১৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৮

১৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৮

১৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৯

১৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২০

১৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৩

২০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৩

২১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৩

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৫ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন অ্যাক্ট ১৯৭৫(নং ১৭, ১৯৭৫) জারী করে এই সংস্থা সৃষ্টি করেন। আইনের মাধ্যমে গঠিত এই সংস্থার উপর ন্যস্ত দায়িত্বের মধ্যে ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা অন্যতম। দেশে বাংলা ভাষায় ইসলামী জ্ঞান চর্চা ও ইহার প্রচার এবং প্রসারের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুস্তক প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ইহার ফলশ্রুতিতে স্বল্পতম সময়ে ইসলামী বিভিন্ন ক্ষেত্রের উপর প্রায় ২০০০ টাইটেলের পুস্তক প্রকাশ করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশনা জগতে এক অনন্য নজীর স্থাপন করেছে। এই সকল পুস্তকের মধ্যে এই গৌরবময় প্রকাশনা হিসেবে বাংলায় ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশনা ইতিমধ্যে সুধীমহলের প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়।[১]

বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশনা একটি গবেষণামূলক প্রকাশনা। মানব সভ্যতার উন্নয়নের প্রধান শর্ত হলো গবেষণা। গবেষণার মাধ্যমে মানুষ পায় উন্নয়নের নানা বস্তুনিষ্ঠ তথ্য, তত্ত্ব ও সূত্র। প্রতিটি জাতিই গবেষণার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করছে। বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে বিত্তবান দেশ আমেরিকার উন্নয়নের মূল সূত্রই হচ্ছে "গবেষণা ও উন্নয়ন"। উন্নয়নের ক্ষেত্রে গবেষণার কোন বিকল্প নেই।[২] গবেষণা সম্পর্কে ইসলামে ও উৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'য়ালা এরশাদ করেছেন- " তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না ? ইহা যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে আসতো তবে- তারা তাতে অনেক অসংগতি পেতো।"[৩]

বিশ্বকোষ জ্ঞানের ভান্ডার। বিশ্বের যাবতীয় বিষয় সংক্ষিপ্ত পরিসরে উপস্থাপনে বিশ্বকোষের ভূমিকা সর্বজনবিদিত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন কোন বিষয় নেই যাহা বিশ্বকোষের আওতাভূক্ত হয় না। তাই আজকের বিশ্বে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় বিশ্বকোষের গুরুত্ব সর্বাধিক। তবে বিশ্ব সমাজ ও সভ্যতার ক্রমাগত অগ্রগতির সংগে সংগে মানুষের জ্ঞানের সীমাও নিরন্তর বিস্তৃত হয়ে চলেছে। সভ্যতার এই ক্রম অগ্রগতিকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ধরে রাখা তাই মনীষীদের অন্যতম কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। এই জন্য বিশ্বকোষ অন্তর্ভূক্ত বিষয়াদির প্রবৃদ্ধি এবং তৎসহ বিশ্বকোষের কলেবর বৃদ্ধি ঘটে যাতে সমসাময়িক কালের কোন উল্লেখযোগ্য বিষয় ইহাতে বাদ পড়তে না পারে।এই দৃষ্টিকোণ হতে ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশনার মত একটি দুরুহ কাজে ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাত দেয়।

পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান হিসাবে ইসলাম স্বীকৃত এবং মানব জীবনে প্রতিষ্ঠিত। বিশ্ব সভ্যতায় এই অনন্য জীবন-বিধান ইসলামের অবদান এক উজ্জল জ্যোতিস্কের ন্যায়। ধর্ম, নৈতিকতা, দর্শন, সংস্কৃতি, সভ্যতা, সর্বক্ষেত্রে ইসলাম অকাতরে আলো বিতরণ করে চলে। এই আলোতে অবগাহন করে যুগে যুগে অসংখ্য মহৎ ব্যক্তিত্ব সমাজ সভ্যতাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য কালজয়ী অবদান রাখে। ইসলামের এই অবদানকে বাংলা ভাষা-ভাষী জনগণের অবহিতি এবং তা হতে জ্ঞান আহরণ করত স্বীয় অভিষ্ট লক্ষ্যে চলবার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এই মহতী প্রচেষ্টা। ইংরেজী, উর্দু, ফার্সী

Dhaka University Institutional Repository

প্রভৃতি ভাষায় রচিত বিশ্বকোষের বিভিন্ন নিবন্ধের অনুবাদ, মৌলিক লিখন, সমসাময়িক কালের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর অন্তর্ভূক্তি, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কোন অনূদিত নিবন্ধের সম্পাদনা ইত্যাদি বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত করে ইসলামী বিশ্বকোষের সুবৃহৎ কলেবর নির্মিত হয়।

যেহেতু বিশ্বকোষের অন্তর্ভূক্ত বিষয়াবলী অতীব ব্যাপক তাই পাঠকের ক্রয় ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রেখে বিশ্বকোষকে বিভিন্ন খন্ডে প্রকাশ করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। উন্নয়ন প্রকল্প ছাড়া এই সুবৃহৎ গ্রন্থটির প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করা সম্ভবপর নয় বিধায় সরকার উদার অর্থ সাহায্যের মাধ্যমে এই দেশের জ্ঞানপিপাসু পাঠক, গবেষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী নির্বিশেষে সকলের জন্য এক অনুপম সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া নিঃসন্দেহে ধন্যবাদর্হ হয়েছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যাবতীয় মুখ্য জ্ঞাতব্য তথ্য একত্রে সন্নিবেশিত করত সংকলন আকারে অনুসন্ধিৎসু ও জ্ঞান-পিপাসু পাঠকের নিকট পরিবেশন করার উদ্দেশ্যে বিশ্বকোষ প্রণীত হয়ে থাকে। বিশ্বের যেখানেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও অনুশীলন হয়, সেখানেই তা ধরে রাখার জন্য বিশ্বকোষ প্রণয়ন ও প্রকাশের উদ্যোগ দেখা যায়। ইহার আবশ্যকতা অতীতেও ছিল, এখনও বর্তমান এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। বর্তমানে ইহার প্রয়োজনীয়তা আরও গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছে এই কারণে যে, মানব জাতির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখারও নিত্য বিস্তৃত ঘটছে। জ্ঞানের আধার এই সকল পুস্তক পৃথকভাবে সংগ্রহ করে অধ্যয়ন করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠেনা। এই জন্য একটি মাত্র সংকলনে বিবৃত তথ্যাবলী বর্তমান যুগের পাঠকদের জন্য অনেক বেশী উপযোগী বলে বিবেচিত হয়। বিশেষ করে যাঁরা বিজ্ঞানী, গবেষক, ইতিহাসবিদ, দার্শনিক,সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী তাদের জন্য বিশ্বকোষ নামক এইরূপ সংকলন গ্রন্থের উপযোগিতা বিশেষভাবে স্বীকৃত।

প্রকল্প গ্রহণের প্রেক্ষাপট

লক্ষ্য করা যায় যে, বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞান-ভান্ডারের সার সংগ্রহ নিয়ে যেমন বিশ্বকোষ প্রণীত হয়েছে, তেমনি কোন একটি জাতির দর্শন কিংবা জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন একটি শাখার প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়েও বিশ্বকোষ প্রণীত হয়ে থাকে। মুসলিম জাতির ধর্ম,দর্শন ,জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার ইসলাম সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে ইংরেজী এবং অন্যান্য ভাষায় ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশিত হয়েছে। কেননা ইসলাম কেবল একটি জীবন-দর্শনই নয়, ইহা একটি সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থাও বটে।

আদিকাল হতে ইসলাম মানুষের সামাজিক,সাংস্কৃতিক,অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে সমৃদ্ধ করার জন্য বিপুল অবদান রেখেছে শিল্প,সাহিত্য, স্থাপত্য, দর্শন ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান ব্যাপক ও বহুমুখী। শতাব্দীর পরিক্রমায় সৃষ্ট এই সব অবদান মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে মুদ্রিত পুঁথির পৃষ্ঠায়, পান্ডুলিপিতে স্থাপত্য নিদর্শনে, নানা সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানে। পৃথক পৃথকভাবে ইহার কোন

Dhaka University Institutional Repository

একটি বিষয়ের অধ্যয়নে যে কোন জ্ঞান পিপাসু পাঠক তার জীবনের এক মূল্যবান সময় অতিবাহিত করে দিতে পারে। এই ধরনের বিপুল বিষয়সমূহের মূল তথ্যগুলি সংগ্রহ করে বিশ্বকোষ সংকলন করা হয়ে থাকে। ইসলামী বিশ্বকোষও তদ্রূপ ইসলাম সম্পর্কিত একটি অত্যাবশকীয় জ্ঞানের সংকলন। ইসলাম সম্পর্কে বিশ্বের অগ্রসর সমাজ কর্তৃক ইংরেজী, আরবী, উর্দূ ও ফারসীসহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষায় ইসলামী বিশ্বকোষ নামে সংকলিত ও প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষী মুসলমানদের জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্ত করবার জন্য তাই বাংলা ভাষায় একটি ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশনার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়।

ঢাকাস্থ ফ্রাংকলীন বুক প্রোগ্রামস্ কর্তৃক বাংলা ভাষায় একটি সাধারণ বিশ্বকোষ প্রকাশিত হলেও উপমহাদেশের প্রায় বিশ কোটি বাংলা ভাষাভাষী মানুষের জন্য তাদের জীবনাদর্শ, তাহজীব-তমুদ্দুন ও ইতিহাস সম্বন্ধে কোন ইসলামী বিশ্বকোষ ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। এই অভাব দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৭৯ সালে ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশনা কর্মসূচী গ্রহণ করে জনগণের এই চাহিদা মিটাতে এগিয়ে আসে। অতঃপর পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম পর্যায়ে দুই খন্ডে বিভক্ত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে আনুমানিক ২০ (বিশ) খন্ডে বিভাজ্য বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশনার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।[৫]

ধারাবাহিকতা

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫)

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশনা কার্যক্রমের সাফল্যের প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় ৬৯.৯৮ লাখ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে একটি নিয়মিত প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড) এবং বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষের প্রথম খন্ড প্রকাশ করা হয়। ইহা ছাড়া এই সময়ে প্রায় ৩(তিন) খন্ডের উপযোগী নিবন্ধ রচনা, অনুবাদ ও সম্পাদনার মাধ্যমে তৈরীর কাজ সম্পন্ন করা হয়।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০)

২০ খন্ডে সমাপ্য বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষের মধ্যে ইতিপূর্বে প্রকাশিত প্রথম খন্ডের পুনঃমুদ্রণসহ মোট ৯ (নয়)টি খন্ড (২-৯)প্রকাশের জন্য তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় ১৫০.০০ লাখ (এক কোটি পঞ্চাশ লাখ) টাকার আর একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। তবে তখনো ১ম খন্ডের সব কপি নিঃশেষ না হওয়ায় এবং কাজের গতিবেক ধরে রাখার জন্য ১ম খন্ড পুনঃমুদ্রণ না করে উক্ত অর্থে নূতন একটি খন্ড (১০ম খন্ড) প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং যথা সময়ে তা বাস্তবায়িত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯১-৯৫)

১৯৯০-৯১ সালে ৪র্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাধীনে নিয়মিত কোন প্রকল্প না থাকায় ইহার জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ ছিল না। কিন্তু বিশ্বকোষের গুরুত্ব ও উপযোগিতা অনুভব করে ইহার কাজ অব্যাহত রাখার স্বার্থে মন্ত্রণালয় হতে ১০.০০(দশ লাখ) টাকার একটি বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বরাদ্দকৃত অর্থে একাদশ খন্ডের কাজ সমাপ্ত করা হয়।

ইতিমধ্যে ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশে লব্ধ অভিজ্ঞতা হতে প্রতীয়মান হয় যে, সম্পূর্ণ বিশ্বকোষটি মোট ২০(বিশ) খন্ডে সমাপ্ত হবে না বরং ২৬ খন্ডে ইহা সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়। তাই ৪র্থ পঞ্চবার্ষিক (৯১-৯৫) পরিকল্পনাধীনে ২.০০ (দুই কোটি) টাকা ব্যয়ে বাকী ১৫ খন্ড প্রকাশের আরো একটি প্রকল্প গৃহীত হয়।[৫] উক্ত পরিকল্পনাধীনে ইতিমধ্যে ২৬ খন্ডের ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশের কাজ সফল ভাবে সমাপ্ত হয়েছে

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. ইসলাম সম্পর্কে মৌলিক ধারণা লাভে এবং ব্যাপক জ্ঞানার্জনে আগ্রহী পাঠক-পাঠিকা, পন্ডিত গবেষক,শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাপক অধ্যয়ন ও গবেষণায় সহায়তা প্রদান।

২. ইসলাম ও মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্যের সংগে সম্পর্কিত বিভিন্ন দিকের উপর নির্ভরযোগ্য তথ্য পরিবেশনা।

৩. ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে বৃহত্তর সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বিরাজমান মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে ও অসততা দূরীকরণে সহায়তা দান।

৪. ইসলাম ও মুসলিম ইতিহাসের সংগে সম্পর্কিত আমাদের মহান পূর্বসূরীদের গৌরবময় ঐতিহ্যের সংগে পরিচিত করে তোলার মাধ্যমে আমাদের তরুণ ও যুব মানসে সৃষ্ট হাতাশা ও হীনমন্যতাবোধ দূর করে তাদেরকে আশাবাদী ও আত্ম বিশ্বাসী করে তুলতে সাহায্য করা যাতে তারা জাতি গঠনমূলক কর্মকান্ডের সংগে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে পারে এবং সমাজ উন্নয়নের অব্যাহত ধারায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে. [৬]

বিশ্বকোষ সংকলনের উৎস

ইংরেজী, আরবী, উর্দূ ও ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত বিশ্বকোষ এবং অন্যান্য গ্রন্থ বিশেষ করে বাংলা ভাষায় প্রণীত বিশ্বকোযসহ বিভিন্ন অভিধান, মৌলিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে লিখিত গ্রন্থাবলী হতে বাছাইকৃত নিবন্ধের অনুবাদ সংকলন করে বিশ্বকোযের পান্ডুলিপি প্রণীত হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

যে সকল উৎস হতে বিশ্বকোষের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

১. নেদারল্যান্ডের লাইডেন হইতে প্রকাশিত Encyclopaedia of Islam-এর প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ।
২. পাকিস্তানের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রকাশিত উর্দূ ইসলামী বিশ্বকোষ "দাইরায়ে মাআরিফ-ই ইসলামিয়া "।
৩. মিসর হতে প্রকাশিত আরবী ইসলামী বিশ্বকোষ।
৪. বাংলা ও সংসদ চরিতাভিধান।
৫. ফ্রাংকলিন বুক প্রোগ্রাময় কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষ.
৬. ইহা ছাড়া মৌলিক নিবন্ধ লিখিবার জন্য নিম্নবর্ণিত গ্রন্থাদি ও পত্রপত্রিকা হইতে সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে।

ইসাবা, উসদুল-গাবা, ইস্তীআব, তাবাকাত, তাকরীবুত-তাহযীব, তাহযীবুত -তাহযীব,তাজরীদু আসমাইস-সাহাবা, কিতাবুল জারহ ওয়াত-তাদীল, কিতাবুছ-ছিকাঃ, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, শযারাতুয-যাহাব, ফাওয়াইদুল-বাহিয়্যা, District Gazetters ও আনুসংগিক গ্রন্থসহ অন্যান্য পত্র-পত্রিকা।[৭]

বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশনা পদ্ধতি

ইহা একটি জটিল ক্রমচলমান বিষয় । বিশ্বকোষে অর্ন্তভূক্তির যোগ্য প্রবন্ধ নির্বাচন হতে আরম্ভ কর চূড়ান্তভাবে তা সম্পাদনা করত মুদ্রণ ও বাঁধাই শেষে আগ্রহী পাঠকের হাতে তুলে দেয়া পর্যন্ত অনেকগুলির স্তর পার হতে হয়। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে তার বর্ণনা দেয়া হল ঃ

- নিবন্ধ নির্বাচন ঃ উপরোক্ত উৎসসমূহ হতে বাংলা ইসলামী বিশ্বকোষে স্থান পাওয়ার যোগ্য নিবন্ধ প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করে তার সূত্র নির্দেশসহ অর্থাৎ কোন গ্রন্থের কত পৃষ্ঠায় তা উল্লেখপূর্বক একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়।

- প্রস্তুতকৃত নিবন্ধ তালিকাটি সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ হতে দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যের নিকট চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়।তিনি সূত্রসমূহসহ তালিকাটি পর্যালোচনার পর নিবন্ধগুলির মধ্যে কোনটি অনুবাদ অথবা মৌলিক রচনা করতে হবে এবং অনুবাদ করতে হলে তা কোথা হতে করতে হবে উল্লেখপূর্বক অনুমোদন দান করে।

- অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পুস্তক হতে প্রয়োজনীয় নিবন্ধসমূহ ফটোষ্ট্যাট করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ অনুবাদকের নিকট প্রেরণ করা হয়।

- মৌলিক নিবন্ধ নির্বাচনের ক্ষেত্রে লিখিত কোন নীতিমালা না থাকলেও সম্পাদনা পরিষদ একটি নিজস্ব নীতিমালা অনুসরণ করে থাকেন। যেমন কোন জীবিত ব্যক্তি, তা তিনি যত বিখ্যাতই হউন, তাঁর উপর কোন

Dhaka University Institutional Repository

লেখা ইসলামী বিশ্বকোষে অর্ন্তভূক্ত হয় না। ইসলামী বিশ্বকোষে কোন নিবন্ধ অর্ন্তভূক্ত করার জন্য ইসলাম ও মুসলিম ঐতিহ্যের সংগে ইহার সম্পৃক্ততা অপরিহার্য।

- অনুবাদ ঃ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত নিবন্ধগুলি সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ হইতে ফটোস্ট্যাট করে প্রকল্পের নির্ধারিত অনুবাদকগণের নিকট প্রেরণ করা হয়। এই ক্ষেত্রে নিবন্ধের বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রেখে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অনুবাদকের নিকট প্রেরণ করা হয়। অনুবাদক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনুবাদ কার্য সম্পন্ন করার পর তা প্রকল্প অফিসে ফেরত পাঠান।

- মৌলিক রচনা ঃ এমন অনেক নিবন্ধ,বিষয়বস্তু ও ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যে সম্পর্কে পূর্বে উল্লিখিত কোন বিশ্বকোষ কিংবা গ্রন্থে স্থান পেলেও উহার পেশকৃত তথ্যগুলি প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল কিংবা ভুল ও বিকৃত তথ্যে পূর্ণ। এমতাবস্থায় সম্পাদনা পরিষদ নূতন নিবন্ধ রচনার সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। অতঃপর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ লেখককে ইহার উপর নিবন্ধ রচনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। নিবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট লেখককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হয়ে থাকে।

- প্রতিবর্ণায়ন ঃ আরবী, ফারসী ও উর্দূ শব্দসমূহ যথাসম্ভব উচ্চারণ বিকৃতির হাত হইতে রক্ষা করার জন্য ইসলামী বিশ্বকোষে একটি প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রাথমিক ভাবে প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতি অনুসরণ জটিল মনে হলেও ক্রমান্বয়ে ইহার ব্যবহার সহজসাধ্য হয়ে যায়। লেখক /অনুবাদককে ইহার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই প্রতিবর্ণায়ন নির্দেশিকা নামক একটি পুস্তিকাসহ কয়েকটি ছোট সহায়ক পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

- লেখক/অনুবাদক নির্বাচন ঃ লেখক ও অনুবাদক নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত একটি নির্ধারিত ফরম পূরণের মাধ্যমে ইহার লেখক / অনুবাদক হিসেবে অর্ন্তভূক্তির জন্য আবেদন করতে হয়। উক্ত আবেদন পত্র সম্পাদনা পরিষদে পেশ করলে পরিষদ আবেদনকারীর যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা পর্যালোচনাপূর্বক লেখক/অনুবাদক হিসাবে পরীক্ষামূলকভাবে মনোনয়ন দান করেন। পরীক্ষামূলকভাবে অতঃপর আবেদনকারীকে একটি নিবন্ধ অনুবাদ করতে দেয়া হয়। অনুদিত নিবন্ধটির মান পরিষদের সভাপতি ও অপর একজন অভিজ্ঞ সম্পাদক কর্তৃক পরীক্ষিত হয়। মান সন্তোষজনক বিবেচিত হলে তিনি ইসলামী বিশ্বকোষের লেখক /অনুবাদক তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হন। পরবর্তীকালে যদি তাঁর মানের অবনতি ঘটে তা হলে প্রাথমিকভাবে সর্তক করার পর মানের ক্রমাবনতির ক্ষেত্রে সম্পাদনা পরিষদের যে কোন সদস্যের সুপারিশের প্রেক্ষিতে তাকে লেখক / অনুবাদক তালিকাভুক্তি হতে বাদ দেয়া হয়।

- সম্পাদনা ঃ লেখক / অনুবাদক কর্তৃক যৌথভাবে সম্পাদিত হয়। নিবন্ধসমূহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ দুইজন সম্পাদক কর্তৃক যৌথভাবে সম্পাদিত। সম্পাদনা পরিষদ সপ্তাহে চার দিন অধিবেশনে মিলিত হন। অধিবেশন কাল দুই ঘন্টা। সম্পাদনার জন্য সম্পাদকগণকে নির্ধারিত হারে সম্মানী প্রদান করা হয়ে থাকে।

- অনুলিপিকরণ ঃ সম্পাদিত নিবন্ধসমূহের অনুলিপি (প্রেস কপি) তৈরী করা হয়।

- সম্পাদনা পরিষদ ঃ ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্পে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়। পরে প্রকল্পের অগ্রগতির স্বার্থে অতিরিক্ত সাত জন নতুন সদস্য এই পরিষদে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। সম্পাদনা পরিষদ গঠনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা অনুসৃত হয় নাই। একটি নির্দিষ্ট নীতিমালা থাকলে অনেক অনাকাংখিত জটিলতার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হত।[৮]

ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদের সদস্য তালিকা[৯]

১। জনাব আ. ফ. ম আব্দুল হক ফরিদী

* ১ম খন্ড থেকে ২০'শ খন্ড পর্যন্ত আমৃত্যু সম্পদনা পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। বিগত ৫ই জানুয়ারী ১৯৯৬ সালে বার্ধক্য জনিত কারনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

২। ডঃ সিরাজুল হক

*১ম খন্ড থেকে ২০'শ খন্ড পর্যন্ত সদস্য এবং ২১'শ থেকে ২৬'শ খন্ড পর্যন্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

৩। জনাব আহমদ হোসাইন

* ১ম খন্ড থেকে ২১'শ খন্ড পর্যন্ত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন । বিগত ৩১ আগস্ট ১৯৯৬ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৪। ডঃ মোহাম্মদ এছহাক

* ১ম খন্ড থেকে ২৬'শ খন্ড পর্যন্ত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

৫। ডঃ এ.কে.এম আইয়ুব আলী

* ১ম খন্ড থেকে ১৫'শ খন্ড পর্যন্ত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। গত ১৮ নভেম্বর ১৯৯৫ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন ।

৬। জনাব এম.আকবর আলী

* ১ম খন্ড থেকে ২৬'শ খন্ড পর্যন্ত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

৭। ডঃ সৈয়দ লুতফুল হক

* ১ম খন্ড থেকে ২৬'শ খন্ড পর্যন্ত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন । গত ২০ মে ১৯৯২ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন ।

Dhaka University Institutional Repository

৮। জনাব মোহাম্মদ ফেরদাউস খান

* ১ম খন্ড থেকে ৯ম খন্ড পর্যন্ত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

৯। জনাব অধ্যাপক শাহেদ আলী

* ১ম খন্ড থেকে ২৬'শ খন্ড পর্যন্ত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১০। জনাব এ.টি.এম.মুছলেহ উদ্দীন

* ১ম খন্ড থেকে ২৬'শ খন্ড পর্যন্ত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১১। ডঃ কে. টি. হোসাইন

* ১ম খন্ড থেকে ৯ম খন্ড পর্যন্ত আমৃত্যু সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১২। ডঃ এস.এম. শরফুদ্দীন

* ১ম খন্ড থেকে ৯ম খন্ড পর্যন্ত সদস্য দায়িত্ব পালন করেন।

১৩। জনাব কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ

* ১ম খন্ড থেকে ১২'শ খন্ড পর্যন্ত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৪। ডঃ শমশের আলী

* ১ম খন্ড থেকে ৯ম খন্ড পর্যন্ত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৫। জনাব ফরীদ উদ্দীন মাসউদ

* ১ম খন্ড থেকে ৯ম খন্ড পর্যন্ত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৬। জনাব মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান

* শুধুমাত্র ৫ম খন্ডের সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন

১৭। জনাব আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

* ৬ষ্ঠ খন্ড থেকে ২৬'শ খন্ড পর্যন্ত সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৮। ডঃ এম.এ. বারী

* ১০ম খন্ড থেকে ২৩ 'শ খন্ড এবং ২৫'শ খন্ডের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯। জনাব অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান

* ১৪'শ ও ১৫'শ খন্ডে সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

২০। ডঃ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান

* ১৪'শ ও ২৬'শ খন্ড পর্যন্ত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

২১। জনাব মাওলানা উবায়দুল হক
  * ১৬ 'শ খন্ড থেকে ২৬'শ খন্ড পর্যন্ত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

২২। ডঃ এম.এ. আজিজ খান
  * ১৬ 'শ খন্ড (১ম ভাগ) এবং ১৭'শ খন্ড থেকে ১৯'শ খন্ড পর্যন্ত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

২৩। ডঃ মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দীক
  * ১৬'শ খন্ড থেকে ২৬'শ খন্ড পর্যন্ত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

২৪। ডঃ মুহাম্মাদ আবুল কাসেম
  * ১৬'শ খন্ড থেকে ২৬'শ খন্ড পর্যন্ত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

২৫। জনাব অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
  * ১৬'শ খন্ড থেকে ২৬'শ খন্ড পর্যন্ত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

২৬। জনাব মাওলানা আতাউর রহমান খান
  * ১৬'শ ও ১৮'শ থেকে ২৩'শ এবং ২৫'শ খন্ডের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

২৭। জনাব মুফতী মনসুরুল হক
  * ১৬'শ থেকে ২২'শ এবং ২৫'শ খন্ডে সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

এক নজরে ইসলামী বিশ্বকোষের বৈশিষ্ট্য ঃ[১০]

ক্রমিক সংখ্যা	খন্ডের নাম	ফর্মা সংখ্যা	মোট নিবন্ধ	অনূদিত	মৌলিক	ফিরিশতা	নবী	সাহাবী	বুযর্গও মনীষী	আকীদা ও আমল	গোত্র ও সম্প্রদায়	ভৌগলিক স্থান	অন্যান্য	মুল্য (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১	১ম খন্ড	৮৪	৭৬৪	৫৫১	২১৩	--	—	১৬৬	৩২৩	১৪১	৩৮	৯৬	--	৪৯০.০০
২	২য় খন্ড	৮৫	৬৫৪	৫৪৬	১০৮	০১	০১	৮৪	৩৫৩	৯৬	২২	৯৭	--	৪৯০.০০
৩	৩য় খন্ড	৮৪	৬৫৩	৫০৪	৯৯	--	০১	১৩	৩৯৩	১১৩	৪১	৪২	--	৪৯০.০০
৪	৪র্থ খন্ড	৮৪	৪৮২	৪৩০	৫২	--	০১	১৩	৪০১	২৭	২৯	১১	--	৪৯০.০০
৫	৫ম খন্ড	৮৫	৪৫৪	২২০	২৩৪	০১	০৪	১৬২	১৩৫	২৯	৮৪	৩৯	--	৪৯০.০০
৬	৬ষ্ঠ খন্ড	৮৬	৫০০	২৯৮	২০২	--	০২	১৫৯	১৪৫	১০৬	৯৬	৭২	--	৫০০.০০
৭	৭ম খন্ড	৮৫	৪৮২	৩০৬	১৭৬	--	--	১৪৯	১১৩	৮৭	৩৪	৯৯	--	৫০০.০০
৮	৮ম খন্ড	৮৮	৯৯৭	১৪৯	৪৮	--	--	২৩	৪৩	৫৫	১৫	৬১	—	৫০০.০০
৯	৯ম খন্ড	৯৭	৪৫৩	৩০০	১৫৩	--	—	৯৩	১৩৭	৮১	৩৮	১০৪	--	৫৯০.০০
১০	১০ম খন্ড	১০০	৫৬০	৪১৩	১৪৭	--	--	৫২	২০৮	৮৭	৫৪	১৫৯	--	৫৯০.০০
১১	১১শ খন্ড	৯৬	৬৯১	৩৪৪	৩৪৭	--	--	২১২	২০৬	১০৫	৩৯	১২৯	--	৫৯০.০০
১২	১২শ খন্ড	১০০	৩৮১	২৮১	১০০	--	--	৪০	১১৯	১১৪	২৬	৮২	--	৫৯০.০০
১৩	১৩শ খন্ড	১০০	৬০৬	৪৪৭	১৫৯	--	০২	৮৮	১৯৬	১৩০	৪১	১৪৯	--	৫৯০.০০
১৪	১৪শ খন্ড	৯৯	৪৮৩	৩২৮	১৫৫	--	০১	৮৮	১৬৩	৯৬	১৯	১১৬	--	৫৯০.০০
১৫	১৫শ খন্ড	১০০	৫৪৩	৪৫৯	৮৪	--	--	৩৮	১৪৬	১৩১	৫৩	১৭৫	--	৫৯০.০০
১৬	১৬শ খন্ড১ম	৮৩	৫৫৮	৪৩১	১২৭	--	--	৯২	১৪৩	১০	১৪০	১৭৩	--	৫৯০.০০
১৭	১৬ম খন্ড২য়	৮৪	১৮১	১৪৪	৩৭	--	--	১২	৪২	৩১	২৭	৬৯	--	৫৯০.০০
১৮	১৭শ খন্ড	৯৬	২৩৬	১৯১	৪৫	--	--	৩৫	৬৪	৬৭	২০	৫০	--	৫৯০.০০
১৯	১৮শ খন্ড	১০০	৩১৩	২১৮	৯৫	--	--	৮৩	৭০	১০৫	১৮	৩৭	--	৫৯০.০০
২০	১৯শ খন্ড	১০০	৩৭০	২৭০	১০০	--	--	৮৪	১০১	৪৪	১৮	৪৪	৭৯	৫৯০.০০
২১	২০শ খন্ড	১০০	৩৪৩	২৬৪	৭৯	--	--	৫৬	১৪৪	৫৬	২০	১৭	৫০	৫৯০.০০
২২	২১শ খন্ড	৯৯	৬০০	৪২০	১৮০	--	--	১১০	৩২৫	৪২	৭২	৫১	--	৫৯০.০০
২৩	২২শ খন্ড	৯৫	৪৮৫	২৬৭	২১৮	--	--	১৭৭	১২৭	৩০	৭৫	৭৬	--	৫৯০.০০
২৪	২৩শ খন্ড	৯৯	৪৪১	৩০৩	১৩৮	--	--	৬৭	১৪৮	৩৪	৯২	১০০	--	৫৯০.০০
২৫	২৪শ খন্ড১ম	৮৪	৪৪৬	২৫০	১৯৬	--	০১			৬১	২৬	৭৭	১৯	৫৯০.০০
২৬	২৪শ খন্ড২য়	৯৩	৪৬৭	২৬৯	১৯৮	--	০২	১৬০	৯৮	৭৫	২০	১১২	--	৫৯০.০০
২৭	২৫শ খন্ড	১০০	৫৩৬	৩৮৪	১৫২	--	--	১৩২	১৬২	৯২	৯৩	৫৭	--	৫৯০.০০
২৮	২৬ শ খন্ড	১০৭	৩৬৩	১৬০	২০৩	--	--	১০৫	১৪৮	৪২	১৪	৪৬	০৮	৫৯০.০০
সর্বমোট ঃ	২৮ টি সংখ্যা	২৬০২	১৩১৯২	৯১৪৭	৪০৪৫	০২	১৫	২৬৪৪	৪৭৬২	২০৮৭	১১৮৪	২৩৪০	১৫৮	১৫৭৫০

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১. ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশনা প্রকল্প (৩য় পর্যায়)- এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন, ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প, ইফাবা, জুন ১৯৯৫ ইং, পৃষ্ঠা-২

২. মমতাজ দৌলতানা, ধর্ম, যুক্তি ও বিজ্ঞান, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা, এপ্রিল, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৯০

৩. আল কুরআন, সূরা-নিসা, আয়াত-৮২

৪. ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশনা প্রকল্প (৩য় পর্যায়)- এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন, ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প, ইফাবা, জুন ১৯৯৫ ইং, পৃষ্ঠা-৩

৫. প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৪

৬. বাংলায় ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশনা প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন- ১৯৯০ ইং, ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প, ইফাবা, পৃষ্ঠা-২

৭. ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশনা প্রকল্প (৩য় পর্যায়)- এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন, ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প, ইফাবা, জুন ১৯৯৫ ইং, পৃষ্ঠা-৪,৫

৮. প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা- ৫-৭

৯. ইসলামী বিশ্বকোষ ১ম খন্ড থেকে ২৬'শ খন্ডে বর্ণিত সম্পাদনা পরিষদের তালিকা পর্যালোচনা করে এবং ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প দপ্তরের গবেষণা কর্মকর্তার মতামতের ভিত্তিতে সম্পাদনা পরিষদের উক্ত তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।

১০. ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্পের গবেষণা কর্মকর্তার নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এক নজরে ইসলামী বিশ্বকোষ বৈশিষ্ট্যের উক্ত তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি

ভূমিকা

দ্বীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত এ বিভাগের কার্যক্রম।

বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ । এ দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৯০ জন মুসলমান। যাদের আকিদা, বিশ্বাস, ধর্মীয়মূল্যবোধ, তাহজীব-তামাদ্দুন, চিন্তা-চেতনা,উপাসনা সবকিছুই ইসলাম নির্ভর। আর ইসলাম হলো আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম। সেই প্রেক্ষাপটে এদেশের গণমানুষের মধ্যে ইসলামের প্রচার প্রসার ও চেতনা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে সে কাজটি নিরলসভাবে করে আসছে এবং সাধারন মানুষকে ইসলামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে।

সংস্কৃতির কথা

নগর জীবনের কিছু কিছু কাজকে আমরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বলে থাকি। যেমন আলোচনা সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, নাটক, সংগীত, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতা, বই প্রর্দশনী, ফুল প্রদর্শনী ইত্যাদি।

অনেকে মনে করেন স্থাপত্য, ভাস্কর্য, কারুকাজ, সংগীত, সাহিত্য-এগুলোই হচেছ জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয়।

সংস্কৃতির সংজ্ঞা নিয়ে নানা জনের নানা মত। সংস্কৃতিকে দু'ভাবে চেনা যায়ঃ একটি হচেছ পার্থিব সংস্কৃতি, অপরটি হচেছ অপার্থিব সংস্কৃতি। বস্তুত আল্লাহর সৃষ্ট এই দুনিয়ায় এক দিকে আছে মানুষ ও তার স্বভাব, আচরণ, পারস্পরিক সম্পর্ক, জ্ঞান-বিজ্ঞান, আইন-আদালত, নীতিকথা, অভ্যাস মূল্যবোধ ইত্যাদি। অপরদিকে আছে মানুষের সেবায় নিয়োজিত এবং মানুষেরই নিয়ন্ত্রণাধীন অসংখ্য বস্তুগত নিয়ামত। মানুষ পার্থিব নিয়ামতকে ব্যবহার এবং নিয়ন্ত্রণ করে অপার্থিব সংস্কৃতির মাধ্যমে। সুতরাং পার্থিব এবং অপার্থিব এই উভয়ের সমন্বয়ে গড়ে উঠে সংস্কৃতির পূর্ণ অবয়ব।

আমরা দেখি, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে প্রত্যেক সংস্কৃতির নিজস্ব কিছু দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। ফলে সংস্কৃতি-ভেদে মানুষের জীবন পদ্ধতিরও বিভিন্ন রূপ লক্ষ্য করা যায়। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে, বিভিন্ন ভৌগলিক পরিবেশে বসবাসকারী মুসলমানদের জীবনাচরণে নানা বৈচিত্র্য সত্ত্বেও লক্ষ্য করি একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য-যা তাকে অন্য সবার কাছ থেকে আলাদা করে দেয়। আসলে, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে কোনো একটি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বা জীবন দর্শন সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই জীবনাদর্শ ভিন্ন হলে সংস্কৃতিও ভিন্ন হতে বাধ্য।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন। আর তাই মুসলমানদের জীবন যাপন প্রক্রিয়ার প্রতিফলিত রূপই হচেছ তার সংস্কৃতি।[১]

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতি বিভাগের কার্যক্রম

দ্বীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগের কার্য পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক এবং বিস্তৃত। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত এর কার্য পরিধি। একইভাবে দেশের ৬টি বিভাগীয় শহর ও ৬৪টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে দ্বীনের প্রচার ওপ্রসার এবং সাংস্কৃতিক কর্মতৎপরতা পরিচালিত হয়ে আসছে।

কার্যপদ্ধতি

বিভিন্ন শিক্ষায় শিক্ষিত জ্ঞানী গুণী ও বুদ্ধিজীবি এবং সাধারন মানুষের মধ্যে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া ও ইসলামী সাংস্কৃতির চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণের জন্য এ বিভাগের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা রয়েছে। একজন পরিচালকের অধীন প্রস্তাবিত কর্মপদ্ধতি বিভিন্ন শাখা উপশাখা বাস্তবায়ন করে থাকে। শাখাগুলো নিম্নরূপ ঃ

ক. জনসংযোগ শাখা
খ. মহিলা শাখা
গ. আধুনিক আরবী ভাষা শিক্ষা বিভাগ
ঘ. ফতোয়া শাখা
ঙ. অনুবাদ শাখা

দ্বীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগের কার্যক্রম ঃ অত্র বিভাগের কার্যক্রম ব্যাপক এবং বিস্তৃত। নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে তা বর্ণনা করা হলো ঃ[২]

১. জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদযাপন করা যেমন ঃ স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস,আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস ইত্যাদি।

২. ইসলামের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ দিবস পালন করা যেমনঃ-শবে বরাত, শবে মিরাজ, পবিত্র আশুরা ইত্যাদি।

৩. পক্ষকালব্যাপী পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপন করাঃ ১২ রবিউল আউয়াল বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.) এর জন্ম ও ওফাত দিবস। দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে পনরদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানমালা ও মাসব্যাপী পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানমালার মধ্যে রয়েছে ৭দিন ব্যাপী বাংলাদেশ বেতারের সাথে নবী জীবনীর ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান। এ ছাড়া আলোচনা সভা, সেমিনার, ওয়াজ মাহফিল ও সাংস্কৃতিক প্রতিযেগিতা । মিলাদুন্নবী(সা.) উপলক্ষ্যে বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশ করা। মিলাদুন্নবী (সা.) উদ্বোধন করেন রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মননীয় মন্ত্রীবর্গ, শিক্ষাবিদ সাংবাদিক, সাহিত্যিক, বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম উপস্থিত থাকেন।

৪. মহান একুশে ফেরুয়ারী আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানমালা এবং এক মাসব্যাপী পুস্তক প্রর্দশনীর আয়োজন করা হয়।

৫. পবিত্র রমযানে মাসব্যাপী তাফসীর ও ওয়াজমাহফিলের ব্যবস্থা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৬. আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থার সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরনের ব্যবস্থা গ্রহণ,

৭. আন্তর্জাতিক হিফয, ক্বিরআত প্রতিযোগীতায় প্রতিযোগী বাছাই ও প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহন করা,

৮. আন্তর্জাতিকভাবে ইসলামী সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বিনিময়ের জন্য ভাতৃপ্রতিম মুসলিম দেশে ইমাম ও মুবাল্লিগ প্রেরণ এবং বিদেশ থেকে আগত মুবাল্লিগদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদান,

৯. দরসে হাদীস, দরসে তাফসীর, দ্বীনি আলোচনা, ফাজায়েল ও মাসায়েল আলোচনা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা,

১০. এছাড়া অন্যান্য ইসলামী সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

এ বিভাগ প্রতি বছর ধর্মীয় ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে ৯০টি অনুষ্ঠান, সাহাবায়ে কিরাম ও মুসলিম মনীষীদের স্মরণে ৩৫টি অনুষ্ঠান, ৬০টি তাফসীর মাহফিল, ৫৫০টি ওয়াজমাহফিল, ৪২টি কিরাআত ও হেফজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। দ্বীনী দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীনে মহিলা শাখা নারী সমাজের মাঝে ইসলামের প্রচার ও প্রসার এবং ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। এ শাখা প্রতি বছর ৩০টি তাফসীর মাহফিল, মহিলা বিষয়ক ধর্মীয় ও জাতীয় অনুষ্ঠান ৬০টি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক অনুষ্ঠান ১২০টি, মাসলা-মাসায়েল সংক্রান্ত ৯০টি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এছাড়াও দুঃস্থ ও বিধবা মহিলাদের আত্ম কর্মসংস্থানের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণ কোর্স চালু রয়েছে এবং মহিলাদের কুরআন শিক্ষা প্রদান করা হয়। মহিলা শাখায় মহিলাদের জন্য একটি লাইব্রেরীরও ব্যবস্থা আছে। এই বিভাগের অধীনে আরবী ভাষা শিক্ষা কোর্স এবং সনদপত্র ও বিভিন্ন দলিলপত্র অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করা হয়।[৩]

মহিলা শাখা

দ্বীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীনে মহিলা শাখা মহিলাদেরকে ইসলামী তাহজীব তামাদ্দুন বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করে থাকে এবং সংস্কৃতি বিভাগের অনুরুপ কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।

আধুনিক আরবী ভাষা শিক্ষা শাখা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর দ্বীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক আধুনিক আরবী ভাষা শিক্ষা শাখা দীর্ঘদিন যাবত অত্যন্ত সুচারুরুপে পরিচালিত হয়ে আসছে। সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী,ডাক্তার, প্রকৌশলী, আইনজীবি, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ব্যবসায়ী,সামরিক বাহিনীর সদস্যসহ ছাত্র যুবক উক্ত শাখা কর্তৃক পরিচালিত ৩টি কোর্সের (ক) ৩ মাস মেয়াদী প্রি-পারেটরী কোর্স (খ) ৯ মাস মেয়াদী বিগিনার্স কোর্স (গ) ১ বছর মেয়াদী এডভান্স কোর্স এর মাধ্যমে অত্যন্ত সুন্দরভাবে আধুনিক আরবী ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করে আসছেন। মাঝে মধ্যে সেনা কর্মকর্তাদের বিশেষ আরবী ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনাসহ সেনাবাহিনীর ধর্মীয় শিক্ষকদের আরবী দোভাষী কোর্সের ব্যবস্থা ও উক্ত বিভাগ করে থাকে। যার ফলে দেশের জনগণ আধুনিক আরবী ভাষা শিক্ষা করে কুরআন হাদীস সহ ইসলামী জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি যুবক শ্রেণী আরবী ভাষা শিক্ষা করে বিদেশে গমন করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

জনসংযোগ শাখা

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মুখপাত্র হিসেবে জাতীয় প্রচার মাধ্যম যথা রেডিও, টেলিভিশন, দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষে সকল প্রকার বিবৃতি, বিভিন্ন অনুষ্ঠান, সভা, সেমিনারের সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপন ও দরপত্র বিজ্ঞপ্তি পত্র পত্রিকা ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে প্রচার ও প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ। বিভিন্ন দৈনিক ও সাপ্তাহিক প্রত্রিকায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন সম্পর্কে প্রকাশিত সংবাদ মহাপরিচালককে অবহিত করা এবং কোন অসম্পূর্ণ অথবা ভূল তথ্য প্রকাশিত হলে প্রকৃত তথ্য সংবাদ পত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করণ। জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সিদ্ধান্ত পত্র পত্রিকায়, রেডিও এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে জনসাধারনকে অবহিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। পত্র-পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য বিজ্ঞাপন প্রচারের নিমিত্তে চলচিত্র ও প্রকাশনা দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করণ। বিদেশ থেকে আগত রাষ্ট্রীয় অতিথিদেরকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সার্বিক কার্যাবলী সম্পর্কে অবহিত করানো এবং তাঁদের প্রোটকলের দায়িত্ব পালন। দেশ ও বিদেশ থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যাবলী সম্পর্কে জানতে চেয়ে পত্র প্রেরণ করলে তার জবাব প্রদান। সর্বোপরি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর সার্বিক কার্যক্রম জনসম্মুখে তুলে ধরাই জনসংযোগ শাখার মূল কাজ।[৪]

ফতোয়া শাখা

ইসলামী শরীয়তের বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে সমাজে মাসলা-মাসায়েল সম্বন্ধে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়। এসব জটিলতা নিরসনে সমাজের মানুষ সঠিক নির্দেশনা পায় না। সংগত কারণেই দ্বীনি দাওয়াত বিভাগে মানুষের জটিল সমস্যার সঠিক দিক নির্দেশনার জন্য ফতোয়া প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। ধর্মীয় এ সকল সমস্যার সমাধান কল্পে দেশের বিশিষ্ট আলেম ও মুফতীগণের মাধ্যমে ফতোয়া প্রদান করে থাকেন।

অনুবাদ শাখা

বিদেশগামী লোকদের যাবতীয় সার্টিফিকেট, পাসপোর্ট, ভিসা, কাবিননামা ইত্যাদি আরবী ও ইংরেজীতে অনুবাদ এবং সত্যায়িত করে সরবরাহ করা হয়। এ শাখা থেকে একদিকে জনগন উপকৃত হয়ে থাকে এবং ফাউন্ডেশন ও রাজস্ব আয় করে থাকে।

আল-কুরআন ক্যাসেটিং কার্যক্রম

দ্বীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীন আল-কুরআন ক্যাসেটিং কার্যক্রম নামে একটি প্রকল্প আছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলা অনুবাদসহ তারতিল ও সংক্ষিপ্ত তাফসীরসহ পূর্ণ কুরআন তিলওয়াতের ক্যাসেট প্রণয়ন করে স্বল্পমূল্যে বাজার জাতের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ঘরে বসেই ক্যাসেটের মাধ্যমে পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত এবং এর তরজমা ও তাফসীর জানা ও শোনার সুযোগ রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির কার্যক্রম

বাংলাদেশের জনগণ খুবই ধর্মভীরু তাই আন্তরিকতার সাথেই তারা যে কোন ধর্মীয় বিধান পালন থাকে। পবিত্র মাহে রমযানে মুসলিম জনগণের মাঝে এক আনন্দ ও উৎসাহ উদ্দীপনার জোয়ার সৃষ্টি হয় এবং পবিত্র ঈদ উৎসবের মাধ্যমে মুসলমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালিত হয়। মূলতঃ চাঁদ দেখে রোজা রাখা এবং ঈদ পালিত হয়, এমন কি শবেমিরাজ, শবে বারাআত, শবে কদরসহ মুসলমানদের ইসলামী পর্বসমূহ চাঁদ দেখার পর নির্ধারিত তারিখে পালিত হয়ে থাকে।স্বাধীনতা পূর্বকালে এদেশে চাঁদ দেখার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন জাতীয় কমিটি ছিল না, ফলে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় চাঁদ দেখা নিয়ে প্রায় প্রতি বৎসর বিশেষ জটিলতা সৃষ্টি হত এবং এক এক এলাকায় এক এক তারিখে ঈদ পালন করা হত, যার ফলে পবিত্র ঈদ নিয়ে সারা দেশে বিশৃংখলা ও বিভেদ সৃষ্টি হত।

এ জটিলতা দূর করে সারা দেশে একই দিনে ঈদ পালনের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করেন জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটি। এ কমিটির চেয়ারম্যান হলেন মাননীয় ধর্মমন্ত্রী/ধর্ম প্রতিমন্ত্রী। দেশের প্রখ্যাত ওলামায়ে কিরামসহ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ এ কমিটির সদস্য। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সভাকক্ষ বায়তুল মোকাররমে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

চাঁদ দেখার সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচার

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক প্রতি আরবী মাসের ২৯ তারিখে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভা আহবান করে থাকেন। কেননা আরবী মাস ২৯ বা ৩০ দিনে হয়, তাই ২৯ তারিখেই চাঁদ দেখা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। জেলা ও বিভাগীয় কার্যালয়সহ সারা দেশে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মোট ৬৪টি অফিস রয়েছে। প্রতিটি জেলায় জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির একটি শাখা রয়েছে। জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাসহ জাতীয় বিশিষ্ট ওলামায়ে কিরামের সমন্বয়ে গঠিত উক্ত কমিটি সরাসরি আকাশে চাঁদ পর্যবেক্ষণ করেন এবং চাঁদ দেখার পর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে সরাসরি ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে টেলিফোন অথবা ফ্যাক্সের মাধ্যমে সংবাদ প্রেরণ করেন। এমনিভাবে প্রতিটি জেলা থেকে সংবাদ সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ প্রতি আরবী মাসের শেষ সপ্তাহে চাঁদের অবস্থান সম্পর্কে ইসলামিক ফাউন্ডেশনে তথ্যাবলী প্রেরণ করে থাকে। যাতে চাঁদের উদয়-অস্ত সম্পর্কে তথ্য থাকে। পরিশেষে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৬৪টি জেলা অফিস থেকে প্রেরিত সংবাদ ও আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে চাঁদ দেখা কমিটি পর্যালোচনা করেন।

অতঃপর কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চাঁদ দেখার সংবাদ বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে তাৎক্ষনিকভাবে প্রেরণ করা হয় যাতে জনগণ উক্ত সংবাদের ভিত্তিতে রোজা রাখতে পারেন অথবা ঈদের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারেন। এছাড়া পত্র পত্রিকার মাধ্যমেও চাঁদ দেখার সংবাদ প্রচার করা হয়।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১. মুহাম্মদ নুরুল আমিন জাওহার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নির্দেশিকা, ইফাবা, ঢাকা, ডিসেম্বর, ১৯৯৭ ইং, পৃষ্ঠা-১

২. দ্বীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগের কার্যক্রম ভিত্তিক প্রতিবেদন, ২০০০ ইং, দ্বীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগ, ইফাবা।

৩. ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, ইফাবা, কর্তৃক প্রকাশিত ১৪২৩ হিঃ সনের ডায়েরী, পৃষ্ঠা-৪

৪. এ.এম.এম. বাহাদুর মুন্সী. ইসলামিক ফাউন্ডেশন ম্যানুয়াল, মার্চ, ১৯৯১ ইং, পৃষ্ঠা-১৪৪

৫. দ্বীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগের কার্যক্রম ভিত্তিক প্রতিবেদন, ২০০০ ইং, দ্বীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগ, ইফাবা।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম

ভূমিকা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৫ সালে এক অধ্যাদেশবলে এই সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে। ইসলামের প্রচার ও প্রসার কল্পে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ইসলামের মৌলিক ও ব্যবহারিক বিষয়ের উপর রচিত গ্রন্থাবলী প্রকাশ, গবেষণা ও অনুবাদ তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানুষের ব্যক্তি, পারিবারিক জীবনসহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জগত সম্পর্কে একমাত্র ইসলামই একটি স্বচছ ধারণা দিতে সক্ষম। সুতরাং ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হলে এবং দেশের জনগণকে তা অবহিত করতে হলে বাংলা ভাষায় ইসলামী পুস্তক, সাময়িকী ইত্যাদি প্রকাশ ও গবেষণা সর্বেৎকৃষ্ট মাধ্যম। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর মৌলিক প্রামাণ্য প্রকাশনা, গবেষণাগ্রন্থ ও অন্যান্য ভাষা হতে অনুদিত গ্রন্থ বাংলা ভাষায় যথেষ্ট পরিমাণে নেই বললেই চলে। কাজেই বাংলা ভাষায় ইসলামের নানা দিকের উপর বিভিন্ন গ্রন্থ ব্যাপকভাবে প্রকাশ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া প্রকাশনা, অনুবাদ ও গবেষণা একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ কার্যক্রম যতই অগ্রগতি লাভ করবে ইসলাম সম্পর্কে সমগ্র জাতি ততই বস্তুনিষ্ঠ তথ্য ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ লাভ করতে সক্ষম হবে এবং নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত হবে। অতএব, নিঃসন্দেহে বলা যায়, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা, গবেষণা ও অনুবাদ কার্যক্রম অতীব জনকল্যাণকর ও ফলপ্রসূ কর্মসূচী। এ লক্ষ্যে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৯৯৫.০০লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইসলামী প্রকশনা (প্রকাশনা, অনুবাদ, গবেষণা ও জীবনী বিশ্বকোষ) কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।[১]

প্রকাশনা কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত থাকেন দেশের প্রখ্যাত উলামায়ে কিরাম, শিক্ষাবিদ ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিবর্গ। পুস্তক রচনা, পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ, রিভিউ, সম্পাদনা ও প্রকাশনা কমিটি কর্তৃক অনুমোদন , প্রেসে প্রেরণ, প্রুফ সংশোধন, মুদ্রণ, বাঁধাই ইত্যাদি একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় ইষলামী চিন্তা-চেতনার বিকাশ ও প্রসারের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন যেসব পুস্তক প্রকাশ করেছে তা বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য। আল-কুরআনুল করীম, তাফসীরে মাআরেফুল কোরআন, সিহাহ্-সিত্তাহ, তাফসীরে তাবারী, তাফসীরে ইবনে কাছীর, হেদায়া, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, তাজরিদুস সিহাহ, সীরাতে ইবনে হিশাম, সীরাতে ইবনে ইসহাক ইত্যাদি আকর গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করে সারাদেশে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এ সব মূল্যবান গ্রন্থ ছাড়াও অন্যান্য বেশ কিছু গ্রন্থ বিদেশে বাংলাদেশের ভাব-মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। কার্যত ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা, অনুবাদ, গবেষণা ও জীবনী বিশ্বকোষ প্রকল্প ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি তথা মননশীলতা ও বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকল্প গ্রহণের প্রেক্ষাপট

প্রতিষ্ঠার পর হতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত প্রকাশনা ক্ষেত্রে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেনি। ১৯৭৯-৮০ অর্থ সালে সরকারী অর্থানুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশনা কার্যক্রম উন্নয়ন পরিকল্পনার অর্ন্তভূক্ত হয় এবং সে সময় হতে উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। উল্লেখ্য,বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ, কুরআনুলকরীম, গবেষণামূলক গ্রন্থসহ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রায় ২০০০ টাইটেলের বই প্রকাশ করেছে। পুনমুদ্রণ বইয়ের হিসাব ধরলে এ সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। উক্ত বইসমূহ সারাদেশে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রচার এবং প্রসারে অনন্য ভূমিকা পালনে সহায়তা করছে।[২]

বাংলা ভাষায় ইসলামের বিভিন্ন দিকের উপর ব্যাপকভিত্তিতে বই-পুস্তক প্রকাশের জন্য প্রথম বারের মত সরকারের দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় ১৯৭৯-৮০ অর্থবছরে ৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি পাইলট প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। এ অর্থ দ্বারা ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ৭৬টি টাইটেলের বই প্রকাশ করা হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২২০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা কার্যক্রম প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয় এবং প্রকল্প মেয়াদে ৪৮টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বাস্তবায়ন মেয়াদ শেষে প্রকল্পটি জুলাই ৮৫ হতে সরকারের রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হয়। উক্ত প্রকল্প সাফল্যজনকভাবে বাস্তবায়নের পর তৃতীয়-চতুর্থ পঞ্চবার্য়িক পরিকল্পনার মেয়াদকালে ৮৫০.০০ লক্ষ টাকা ও ৬০০.০০ টাকা ব্যয়ে প্রকাশনা, অনুবাদ ও গবেষণা কার্যক্রমের জন্য দু'টি পৃথক প্রকল্প গ্রহণ করা হয় এবং উক্ত প্রকল্প মেয়াদে যথাক্রমে ৫২৭টি এবং ৩৩০টি পুস্তক প্রকাশ করা হয়। ইসলামের উপর ব্যাপক প্রকাশনা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে তথা পূর্বোক্ত কার্যক্রমের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রকল্পের ধারাবাহিকতা বজায় রক্ষার্থে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৯৯৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের যাবতীয় অর্থ স্থানীয় মুদ্রায় যোগান দেওয়া হয়। প্রি-একনেকের সুপারিশের প্রেক্ষিতে ০৩/০৪/৯৭ ইং তারিখে প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদনের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। পরবর্তীতে বিভাগীয় মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ মোতাবেক প্রণীত পিপি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০/০৫/৯৭ইং তারিখে অনুমোদন লাভ করে। প্রকল্পটির মেয়াদকাল জুন'২০০০ পর্যন্ত নির্ধারিত থাকলেও যথা সময়ে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না পাওয়ায় তার মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়ে জুন'২০০১-এ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় মোট ৪৫৮টি পুস্তক, গবেষণা পত্র ও মাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। এছাড়া ৭৬৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩০.৭২ লক্ষ টাকার বই বিনামূল্যে প্রদান করা হয়।[৩]

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইসলামী জীবনাদর্শ ও মূল্যবোধের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ইসলামী পুস্তক রচনা,গবেষণা ও অনুবাদ কাজ পরিচালনা করার জন্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের নিমিত্ত গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রকল্পের নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যগুলো নির্ধারণ করা আছে ঃ

ক. ইসলামী মূল্যবোধের প্রচার, প্রসার এবং তা শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে ইসলামের বিভিন্ন দিক যেমন-এর দর্শন, তাহজীব-তমুদ্দুন, অর্থনীতি, বিজ্ঞান এবং কারিগরি, সমাজ বিজ্ঞান, আইন এবং বিচার ইত্যাদি বিষয়ের উপর গ্রন্থ, বুকলেট, বিভিন্ন সাময়িকী এবং ম্যাগাজিন প্রকাশ করা।

Dhaka University Institutional Repository

খ. পর্যায়ক্রমে বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যকে স্ব-নির্ভর করার মাধ্যমে বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি সাধন করা।

গ. আরবীসহ অন্যান্য ভাষায় কোরআন, হাদীস, ইসলামী শরীয়ত ও আর্থ-সামাজিকসহ ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে রচিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থেও অনুবাদ ও প্রকাশনা।

ঘ. ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর যুগ-চাহিদার আলোকে গবেষণা পরিচালনা করা।

ঙ. প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ৭৬৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামী জ্ঞানার্জনের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইসলামী পুস্তকাদি বিতরু করা যাতে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকগণ ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারু লাভ করে আদর্শ জীবন পরিচালনা করতে পারে।

চ. ইসলামী আইনের বিশেষ গ্রন্থ সংকলন, প্রণয়ন ও প্রকাশনা।

ছ. ইসলামের বিভিন্ন দিকের উপর পুনর্মুদ্রণসহ ৪৭৯টি পুস্তক, পত্রিকা ও গবেষণা পত্র প্রকাশ করা।[৪]

প্রকল্প কার্যক্রম

এ প্রকল্পের আওতায় ৪টি কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত। এগুলো হচেছ ঃ[৫]

ক. প্রকাশনা কার্যক্রম

প্রকাশনা বিভাগ " ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম" শীর্ষক প্রকল্পের একটি শাখা। ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর যুগোপযোগী পুস্ত ক প্রকাশ করাই এ বিভাগের প্রধান কাজ। তাছাড়া বাংলা ভাষায় ইসলামের মৌল বিষয়সহ ইসলামী সাহিত্য ব্যাপকভাবে প্রকাশের মাধ্যমে এর সমৃদ্ধি সাধন করাও এ বিভাগের দায়িত্ব। প্রকাশনার কার্যক্রমের জন্য পিপিতে ৪৮২.২২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয় এবং অর্থ দ্বারা ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর ১২৫টি নতুন পুস্তক , ১৬০টি পুস্তক পুনর্মুদ্রণ এবং ৫৪ সংখ্যা অগ্রপথিক পত্রিকা প্রকাশের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারু করা হয়। এতদ্ব্যতীত ৭৬৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩০.৭২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইসলামী পুস্তক বিনামূল্যে বিতরু করার লক্ষ্যমাত্রাও নির্ধারু করা আছে।

খ. অনুবাদ কার্যক্রম

অনুবাদ কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের উপর অর্পিত। এ বিভাগ অত্র প্রকল্পের একটি শাখা। আরবী, উর্দু, ফার্সী, ইংরেজী ইত্যাদি প্রধান প্রধান বিদেশী ভাষায় ইসলামের যে জ্ঞান ভান্ডার সংরক্ষিত রয়েছে তা বাংলা ভাষায় জ্ঞান সম্মন্ন অনুবাদকগণের মাধ্যমে অনুবাদ কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়ে থাকে। অনুবাদ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে সিহাহ্ সিত্তাহ্, তাফসীরে তাবারী,তাফসীরে ইবনে কাছীর, হেদায়া, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, তাজরিদুস সিহাহ(পুনরাবৃত্তিমুক্ত সহীহ হাদীস), সীরাতে ইবনে হিশাম, সীরাতে ইবনে ইসহাক ও উল্লেখযোগ্য প্রসিদ্ধ পুস্তক বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অত্র কার্যক্রমের জন্য ২০০.৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয় এবং এ অর্থ দ্বারা সিহাহ্ সিত্তাহ ৮ খন্ড, তাফসীর গ্রন্থ ১০ খন্ড, সীরাত / ফিকাহ্ গ্রন্থ ১২ খন্ড এবং ৩০টি প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রকাশের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

গ. গবেষণা কার্যক্রম ঃ

প্রকল্পের অধীনে গবেষণা কার্যক্রম ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গবেষণা বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর যথাঃ কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত বিন্যাস, জরূরী ফাতাওয়া ও মাসাইল, দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, রসূল করীম (সা.) এর জীবন ও শিক্ষা, উলুমূল হাদীস, ইমাম তাহাভীর জীবন ও কর্ম, মুসলিম পারিবারিক আইন -কানুন, আল্লামা জরীর তাবারী ঃজীবন ও কর্ম, জামশিদ গিয়াসউদ্দিন আল কাশি ঃ জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর অবদান,Islam in Bangladesh through Ages . ইত্যাদি গবেষণা গ্রন্থ দেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষকদের সমন্বয়ে বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয় পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মেয়াদে ৭টি মৌলিক বিষয়ের উপর গবেষণা পরিচালনা এবং ২০টি গবেষণা পত্র ও ৫০টি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশের লক্ষ্যে ১০০.৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়।

ঘ. জীবনী বিশ্বকোষ কার্যক্রম ঃ

হযরত মুহাম্মদ (সা.) সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নবী এবং প্রখ্যাত সাহাবীদের জীবনী বিশ্বকোষ রচনার জন্য ১০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৭ খন্ড জীবনী বিশ্বকোষ প্রকাশের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারু করা হয়। এ কার্যক্রম ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জীবনী বিশ্বকোষ কর্তৃক পরিচালিত হয়েছে।

কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিশ্লেষণঃ

- অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় ঃ

  প্রকল্পটি বাস্তবায়ন ১৯৯৫ সালের জুলাই মাস হতে শুরু হয়। প্রকল্প দলিল অনুযায়ী এ প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৯৯৫.০০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে সরকারী অনুদান ৮৯৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ফাউন্ডেশনের নিজস্ব উৎস হতে ১০০.০০ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পের অনুকূলে ৬ বছরে সরকারী অনুদান হিসেবে ৮৯৫.০০লক্ষ টাকা পাওয়া যায়।

  জুন ২০০১ পর্যন্ত এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দকৃত জিওবি-ও সমুদয় অর্থ অবমুক্ত করা হয় এবং ব্যয় করা হয়। অর্থ বছর ভিত্তিক বরাদ্দ ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য নিম্নে দেওয়া হলো ঃ[৬]

(লক্ষ টাকায়)

বছর	এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	ব্যয়	মন্তব্য
১৯৯৫-৯৬	৪০.০০	৪০.০০	
১৯৯৬-৯৭	১৫০.০০	১৫০.০০	
১৯৯৭-৯৮	১০০.০০	১০০.০০	
১৯৯৮-৯৯	১০০.০০	১০০.০০	
১৯৯৯-২০০০	২০০.০০	২০০.০০	
২০০০-২০০১	৪০৫.০০	৪০৫.০০	
মোট	৯৯৫.০০	৯৯৫.০০	

আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

(ক) সার্বিক ঃ এ প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ছিল ৯৯৫.০০ লক্ষ টাকা। জুন'২০০১ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অনুকূলে ৯৯৫.০০ লক্ষ টাকা পাওয়া যায়। জুন'২০০১ পর্যন্ত এ প্রকল্পের ব্যয় হয় ৯৯৫.০০ লক্ষ টাকা।

খ-১. প্রকাশনা কার্যক্রম ঃ এ কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দ পাওয়া যায় ৪৮২.২২ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে জুন' ২০০১ পর্যন্ত ৪৮২.২২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় প্রকাশিত পুস্তক ও পত্রিকার সংখ্যা ৩৩৯টি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামী পুস্তক বিতরু কর্মসূচীর আওতায় ৩০.৭২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রতি জেলায় ১২টি করে ৬৪ জেলায় মোট ৭৬৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামী পুস্তক বিতরু করা হয়েছে।

খ-২ অনুবাদ কার্যক্রম ঃ প্রকল্প মেয়াদে এই কার্যক্রমের অনুকূলে ২০০.৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। তন্মধ্যে জুন '২০০১ পর্যন্ত ২০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। অনুবাদ কার্যক্রমের আওতায় প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৬০টি।

খ-৩. গবেষণা কার্যক্রম ঃ ১৯৯৫ সালের জুলাই হতে জুন'২০০১ পর্যন্ত এ কার্যক্রমের অনুকূলে ১০০.৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে জুন'২০০১ পর্যন্ত ৯৩.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। গবেষণা কার্যক্রমের আওতায় প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা -মৌলিক গবেষণা গ্রন্থ ১০টি, গবেষণা পত্র ২০টি এবং গবেষণা প্রবন্ধ ৩০টি।

খ-৪. জীবনী বিশ্বকোষ কার্যক্রম ঃ ১৯৯৫ সালের জুলাই মাস হতে জুন' ২০০১ পর্যন্ত এ কার্যক্রমের অনুকূলে ১০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে জুন'২০০০১ পর্যন্ত ৮৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। জীবনী বিশ্বকোষ কার্যক্রমের আওতায় প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা ৬টি।[৭.]

বাস্তব লক্ষ্য মাত্রা ও অগ্রগতি

ক. প্রকাশনা কার্যক্রম

ক-১. নতুন পুস্তক ঃ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১২৫টি পুস্তক প্রকাশের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। জুন'২০০১ পর্যন্ত ১০৭টি (৮৬%) পুস্তক প্রকাশ করা হয়।

ক-২. পুস্তক পুনঃমুদ্রণ ঃ প্রকল্প মেয়াদে ১৬০টি পুস্তক পুনঃমুদ্রণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। জুন'২০০১ পর্যন্ত ১৬০টি (১০০%) পুস্তক এবং ফর্মা হিসেবে (১২৬%) পুস্তক পুনঃমুদ্রিত হয়।

ক-৩. মাসিক পত্রিকা প্রকাশ ঃ অগ্রপথিক নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা এ প্রকল্পের কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। প্রকল্প মেয়াদে ৫৪ সংখ্যা মাসিক অগ্রপথিক পত্রিকা প্রকাশের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। পত্রিকা প্রকাশের ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থে জুন'২০০২ পর্যন্ত ৭২

(১৩৩%) সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে এবং এজন্য নতুন মুদ্রণের ১৮টি পুস্তক কম প্রকাশ করা হয়।

ক-৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুস্তক বিতরু ঃ প্রকল্প মেয়াদে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দেশের ৭৬৮টি (১০০%) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামী পুস্তক বিতরু করা হয়।

খ. অনুবাদ কার্যক্রম :

খ-১. সিহাহ্ সিত্তাহ ঃ প্রকল্প মেয়াদে সিহাহ সিত্তাহ-এর ৮খন্ড প্রকাশের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারু করা হয়। জুন'২০০১ পর্যন্ত মোট ৬ খণ্ড (৭৫%) প্রকাশিত হয় এবং ২ খন্ড (২৫%) মুদ্রণাধীন রয়েছে।

খ-২. তাফসীর ঃ তাফসীর গ্রন্থাদি ১০ খন্ড প্রকাশের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। জুন'২০০১ পর্যন্ত ৯ খন্ড (৯০%) প্রকাশিত এবং ১ খন্ড (১০%) মুদ্রণাধীন রয়েছে।

খ-৩. সীরাত/ইতিহাস গ্রন্থ ও তাজরিদুস সিহাহ /ফিকাহ ঃ এ কার্যক্রমের অধীনে ১২ খন্ড প্রণয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারু করা হয়।জুন'২০০১ পর্যন্ত ৯ খন্ড(৭৫%) প্রকাশিত, ৩ খন্ড (২৫%) মুদ্রণাধীন।

খ-৪. প্রসিদ্ধ পুস্তক ঃ এ কার্যক্রমের আওতায় ৩০টি পুস্তক প্রকাশের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারু করা হয়। জুন ২০০১ পর্যন্ত ২৬টি (৮৭%) অর্থাৎ ফর্মা হিসেবে (৮৭%) পুস্তক প্রকাশিত ও ৪ (১৬%) মুদ্রণাধীন রয়েছে।

<u>গবেষণা কার্যক্রম ঃ</u>

গ-১. মৌলিক গবেষণা ঃ গবেষণা কার্যক্রমের মধ্যে মৌলিক গবেষণা কার্যক্রম অন্যতম। প্রকল্প মেয়াদে ৭টি বিষয়ের উপর ১০ খন্ড পুস্তক প্রকাশের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারু করা হয়। জুন'২০০১ পর্যন্ত মৌলিক গবেষণার ৮ খন্ড (৮০%) প্রকাশিত এবং ২ খন্ড (২০%) মুদ্রণের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গ-২. গবেষণা পত্র ঃ প্রকল্প মেয়াদে ২০টি গবেষণা পত্র এবং ৫০টি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারু করা হয়। জুন '২০০১ পর্যন্ত ১৭টি (৮৫%) গবেষণা প্রত্র প্রকাশিত ও ৩টি (১৫%) মুদ্রণাধীন রয়েছে। তাছাড়া ২০টি (৪০%) গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত ও ৩টি (১৫%) মুদ্রণাধীন রয়েছে। তাছাড়া ২০টি (৪০%) গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত এবং ১০টি(২০%) গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য মুদ্রণাধীন রয়েছে।

ঘ. জীবনী বিশ্বকোষ ঃ এ কার্যক্রমের আওতায় ৭ খন্ড বিশ্বকোষ প্রকাশের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। জুন'২০০১ পর্যন্ত ৪ খন্ড (৫৭%) প্রকাশিত এবং ২ খন্ড (২৮%) মুদ্রণাধীন রয়েছে।[৮]

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশনা সংক্রান্ত নীতিমালা ঃ

প্রকাশনা বিভাগের তথ্যানুযায়ী পুস্তক প্রকাশের জন্য বিধিবদ্ধ নীতিমালা রয়েছে। এ নীতিমালা অনুযায়ী লেখক/অনুবাদক/সম্পাদকের কাছ থেকে পান্ডুলিপি গ্রহণ করা হয়। উক্ত পান্ডুলিপি প্রাথমিকভাবে যাচাই বাছাই করার জন্য প্রকাশনা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ কর্তৃক যাচাই বাছাই করে পরিচালকের নিকট পেশ করা হয়। পরিচালক কর্তৃক মানসম্মত প্রতীয়মান হলে পান্ডুলিপিটি রিভিউ করার জন্য তালিকাভূক্ত দু'জন বিষয়-বিশেষজ্ঞ রিভিউয়ার দ্বারা রিভিউ করানো হয়।

দু'জন রিভিউয়ারের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিলে তৃতীয় রিভিউয়ারের নিকট প্রেরু করা হয়। রিভিউ রিপোর্টসহ সকল রিভিউয়ারের নিকট থেকে পান্ডুলিপি/ পুস্তক ফেরত পাওয়ার পর চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মহাপরিচালকের নেতৃত্বে গঠিত প্রকাশনা কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়। রিভিউয়ারদের মতামত ও পুস্তক /পান্ডুলিপির গুরুত্ব অনুধাবনপূর্বক প্রকাশনা কমিটির পান্ডুলিপির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রকাশনা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত পান্ডুলিপি / পুস্তক ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেসে মুদ্রণের জন্য প্রেরু করা হয়।[৯]

সম্পাদনা

অনুবাদ বিভাগের হাদীস, তাফসীর, সীরাত গ্রন্থ, হেদায়া, ফতোয়ায়ে আলমগীরী ইত্যাদি এবং গবেষণা বিভাগের মৌলিক গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে সম্পাদনা করে পান্ডুলিপি প্রণয়ন করা হয়। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট লেখক কিংবা সম্পাদনা পরিষদের কোন ব্যক্তিকে অনুবাদ/ মৌলিক লেখার জন্য ফরমায়েস দেয়া হয়। লেখক/অনুবাদকের নিকট থেকে লেখা প্রাপ্তির পর তা সংশ্লিষ্ট সম্পাদনা পরিষদের নিকট উপাস্থাপন করা হয়। সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদনা হওয়ার পর পান্ডুলিপি চূড়ান্ত করা হয়।[১০]

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম ঃ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

১৯৯৫-৯৬ হতে ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা[১১]

(ক) নতুন মুদ্রণ ঃ

ক্রমিক নং	পুস্তকের নাম	লেখকের নাম
১	সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী	হোসেন মাহমুদ
২	হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর শিক্ষা ও অবদান(১ম খন্ড)	সৈয়দ বদরুদ্দোজা
৩	হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর শক্ষা ও অবদান (২য় খন্ড)	সৈয়দ বদরুদ্দোজা
৪	দো- পেঁয়াজা	ওহীদুল আলম
৫	তাফসীরে সূরা ইউসুফ	মুফতী দীন মুহাম্মদ
৬	রহস্যময় মহাকাশে মানুষের অভিযান	সৈয়দ মুহাম্মদ সালেহ উদ্দিন
৭	দক্ষিনের বাদশাহ খানজাহান আলী	নূরুল্লাহ মাসুম
৮	সোনালী দিগন্তে	অনামিকা হক লিলি
৯	নামায	আবদুল খালেক
১০	রহমতে দো আলম	মুহাম্মদ আবদুস সামাদ
১১	প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ	সুলতানা রহমান
১২	তাফসীরে সূরা ইয়াসমীন	মওলানা মাহমুদুর রহমান
১৩	ঈশা খাঁ	মনির উদ্দিন ইউসুফ
১৪	কুরআনের কাহিনী	মুহাম্মদ লুতফুল খান
১৫	যাকাত ফান্ড পরিচিতি	সম্পাদনা পরিষদ
১৬	আমপারা	সম্পাদনা পরিষদ
১৭	আলোর পথে	আবদুল হালিম খাঁ
১৮	সোনার কাঠির ছোঁয়ায়	জামান মনির
১৯	মানুষের নবী	আঃআজিজ আল আমান
২০	বিজয়ের পথে মুসলমান	বাসার মঈন উদ্দিন
২১	মুসলিম জ্ঞান - ভান্ডার	সামসুল হক তালুকদার
২২	নবী দাউদ (আ) ও নবী সোলায়মান (আ)	হেলেনা খান
২৩	আমপারা ও কতিপয় ফজিলতের আয়াত	মোহাম্মদ মোরশেদ হোসেন আরীফুদ্দীন মারুফ
২৪	চার খলিফার জীবন কথা	আবদুল আজিজ আল-আমান
২৫	অগপথিক সংকলন: আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিস্যৃত ইতিহাস (২য় খন্ড)	দেওয়ান নূরুল আনোয়া হোসেন চৌধুরী সম্পাদিত

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	পুস্তকের নাম	লেখকের নাম
২৬	মহাবীর খালিদ	আল-কালাম আবদুল ওহাব
২৭	ন্যায় বিচারের গল্প	এনায়েত রসূল
২৮	সম্রাটের বিচার ও কিশোর নবাব	বেগম জেবু আহম্মদ
২৯	আল্লামা ইকবালের বালে জিবরিল	মিজানুর রহমান
৩০	আরবি সাহিত্যের ইতিবৃত্ত	সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন
৩১	ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা	মাওলানা আবদুল আউয়াল অনূদিত
৩২	ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ	সম্পাদনা পরিষদ
৩৩	এয়াকুব আলী চৌদুরী: জীবন ও সাহিত্য	ডঃ খালেদ মাসুকে রসূল
৩৪	মরো মুসলিম শিল্প সংস্কৃতি	মুহাম্মদ বসির উদ্দিন আখন্দ
৩৫	ইসলামের নারীর মর্যাদা	শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির
৩৬	জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	ডাঃ শাহাদাত হোসেন সম্পাদিত
৩৭	আলোর সেতারা	মসউদ-উশ-শহীদ
৩৮	মহান নেতা বঙ্গবন্ধু	নাসরীন মুস্তফা
৩৯	নওয়াব আবদুল গণী ও নওয়াব আহসান উল্লাহ	ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ
৪০	বাংলা সাহিত্যে মুসলমান	আবদুল মান্নান সৈয়দ
৪১	মহান বিপ্লবী শহীদ কাশসাম	নূর হোসেন মজিদী
৪২	মাদ্রাসা আলিয়ার ইতিহাস	মাওলানা মমতাজ উদ্দীন
৪৩	বাঙালী মুসলিম পুনর্জাগরণ	আ. শ. ম বাবর আলী
৪৪	মদিনা শরীফের ইতিহাস	মৌ ঃ শেখ আবদুল জব্বার
৪৫	খুলাফায়ে রাশেদীন	আবদুল কাদির
৪৬	নজরুল সাহিত্যে বিচার	শাহাবুদ্দীন আহমদ
৪৭	আখলাকে সায়্যেদুল আম্বিয়া (সা.)	আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক সম্পাঃ
৪৮	ছোটদের নিজাম উল-মুলুক	মাহ মুহাম্মদ খুরশীদ আলম
৪৯	টান	নয়ন আহমদ
৫০	ছোটদের ইসলামী কবিতা	মনওয়ার হোসেন ও রওশন আলী
৫১	যাকাত ফান্ড পরিচিতি	সম্পাদনা পরিষদ
৫২	তাফসীর শাস্ত্র পরিচিতি	মাওঃ শামসুল হক দৌলতপুরী
৫৩	মুসলিম যুগের জ্যোতির্বিদ্যা	মুহাম্মদ আবদুল জব্বার
৫৪	মসজিদ ও মাদ্রাসা লাইব্রেরী ব্যবস্থাপনা	হারুনুর রশীদ
৫৫	হৃদয় জুড়ে বঙ্গবন্ধু	খালেক বিন জয়েন উদ্দীন সম্পাঃ
৫৬	ওহীর মর্ম ও তাৎপর্য	মাওলানা মুশতাক আহমদ
৫৭	খাজা আবদুল মজিদ শাহ রচনাবলী	মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন সম্পাদিত

ক্রমিক নং	পুস্তকের নাম	লেখকের নাম
৫৮	ছোটদের হযরত মরিয়াম	কাজী আবুল হোসেন
৫৯	যে নামে জেগেছে স্বদেশ	জাহাঙ্গীর হাবীব উল্লাহ
৬০	বিশ্বনবীর সৈনিক জীবন	মাওঃ মাহমুদুর রহমান
৬১	মাহবুবে খোদা	মাওঃ মাহমুদুর রহমান
৬২	ছোটদের আবদুল্লাহ ইবনে উমর(রা.)	আবুল হায়াত মুহাঃ তারেক
৬৩	ছোটদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)	ডঃ কাজী দীন মুহাম্মদ
৬৪	মসজিদের বিধানাবলী	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ
৬৫	ছোটদের ইসমাইল হোসেন সিরাজী	খালেদ খালেদুর রহমান
৬৬	শেষ প্রেরিত নবী	মাওঃ আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ
৬৭	ছোটদের ইমাম বুখারী (র.)	নূর মোহাম্মদ মল্লিক
৬৮	তারিখে ইলমে হাদীস	মুফতী আমিমুল ইহসান
৬৯	নবী করীম (সা.) এর ওসীয়ত	রিজাউল করীম ইসলামাবাদী
৭০	বাংলা সাহিত্যে মুসলিম জাগরণের সূচনা	হোসেন মাহমুদ
৭১	আল-কুরআনুল করীম (বহনযোগ্য)	সম্পাদনা পরিষদ
৭২	আল কুরআনের বাংলা অভিধান	মুহাম্মদ আবদুল হাই
৭৩	খান বাহাদুর মৌলভী তসলিমুদ্দীন রচনাবলী	
৭৪	পীর নিছার উদ্দীন আহমদ (র.)	রফীকুল্লাহ নেছারাবাদী সম্পাঃ
৭৫	সিরাজী স্মৃতি	মাওঃ আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ
৭৬	হাদিয়াতুল মুসাল্লীন	লোকমান আহমদ আমীমী
৭৭	সমকালীন জীবন বোধ	মাওঃ আবদুর তর্কবাগীশ
৭৮	রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবনে আল্লাহর কুদরত ও রহানীয়াত	মাওঃ আবদুল গফুর হামিদী
৭৯	বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার উৎপত্তি বিকাশ	আবদুল করিম
৮০	চার খলিফার জীবন কথা	আবদুল আজীজ আল নোমান
৮১	আর রক্ত নয়	সৈয়দ আবদুল সুলতান
৮২	বায়তুল মুকাদ্দেসের ইতিহাস	আবদুল জব্বার
৮৩	একুশে ছড়া	সৈয়দ শামসুল হক
৮৪	মসনদে ইমাম আযম আবূ হানিফা (র.)	মুহাম্মদ সিরাজুল হক
৮৫	মুফতী সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আমিমুল এহসান	মোহাম্মদ আবুল কাশেম ভূঞা
৮৬	বাংলা সাহিত্যে সূফী প্রভাব	মনির উদ্দীন ইউসুফ
৮৭	পড়া শিখি	লেখক মন্ডলী
৮৮	আত্মার রহস্য	লোকমান আহমদ আমীমী
৮৯	নজরুল সাহিত্যে বিচার	শাহাবুদ্দীন আহমদ
৯০	নজরুল ইসলাম ঃ জীবন ও সাহিত্য	শেখ আজিজুল হক

ক্রমিক নং	পুস্তকের নাম	লেখকের নাম
৯১	হযরত রাসূলে করীম (সা.) হত্যার ষড়যন্ত্র	কালাম আজাদ হোসাইন মাহমুদ
৯২	আমার বিশ্বাস	আবু সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল হাই
৯৩	হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া	সৈয়দ শামসুল হুদা
৯৪	নামায	মাওলানা আবদুল খালেক
৯৫	রাসুলুল্লাহর বাণী	মাহমুদ হায়দার অনূদিত
৯৬	হযরত রাসূল করীম (সা.) এর জীবন ও শিক্ষা	ইফাঃ সম্পাদনা পরিষদ
৯৭	মহানবী (সা.) এর জীবন চরিত	মওঃআবদুল আউয়াল অনূঃ
৯৮	মুজাদ্দেদে আলফে সানি (র.)	মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আক্তার
৯৯	ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত গ্রন্থাবলী	সংকলন মোঃ মহিউদ্দীন চৌধুরী
১০০	Search for Peacc	Badiuzzaman Barlaskar
১০১	The Satanic Verses A Thousand Year -Old Conspriacy	Syed Ashraf Ali
১০২	Sayings of Muhammad (sm)	Aallama Sir Aabdullah Ali Mamun
১০৩	The Life and works of the	
১০৪	Holy Prophets Missionto Contemporary Rulers	Abdulhah Bin Said Jalalabadi
১০৫	Five Pillars of Islam	Shahajada Sheikh Aamed Pear
১০৬	Monograph of Muslem Calligraphy	M.Ziauddin
১০৭	Arab Relatiobs with Bangladesh	Mohammad Nurul Hoque

অনুবাদ বিভাগ
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

১৯৯৫-৯৬ হতে ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা

ক্রমিক নং	পুস্তকের নাম	অনুবাদ/সম্পাদক
(ক)	সিহাহ সিত্তাহ ঃ	
১.	আবু দাউদ শরীফ (৪র্থ খন্ড)	ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দিক
২.	আবু দাউদ শরীফ (৫ম খন্ড)	ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দিক
৩.	তিরমিযী শরীফ (৬ষ্ঠ খন্ড)	সম্পাদনা পরিষদ
৪.	নাসাঈ শরীফ (১ম খন্ড)	সম্পাদনা পরিষদ
৫.	নাসাঈ শরীফ (২য় খন্ড)	সম্পাদনা পরিষদ
৬.	নাসাঈ শরীফ (১ম খন্ড)	সম্পাদনা পরিষদ
৭.	ইবনে মাজাহ (১ম খন্ড)	সম্পাদনা পরিষদ
৮.	ইবনে মাজাহ (২য় খন্ড)	সম্পাদনা পরিষদ
৯.	ইবনে মাজাহ (৩য় খন্ড)	সম্পাদনা পরিষদ
(খ)	তাফসীর গ্রন্থ ঃ	
১.	তাফসীরে তাবারী (৮ম খন্ড)	সম্পাদনা পরিষদ
২.	তাফসীরে তাবারী (৯ম খন্ড)	সম্পাদনা পরিষদ
৩.	তাফসীরে উসমানী (১ম খন্ড)	সম্পাদনা পরিষদ
৪.	তাফসীরে মাযহারী (১ম খন্ড)	সম্পাদনা পরিষদ
৫.	তাফসীরে মাযহারী (২য় খন্ড)	সম্পাদনা পরিষদ
৬.	তাফসীরে মাযহারী (৩য় খন্ড)	সম্পাদনা পরিষদ
৭.	তাফসীরে ইবনে কাছীর (৪র্থ খন্ড)	অধ্যাপক আখতার ফারুক
৮.	তাফসীরে ইবনে কাছীর (৫ম খন্ড)	অধ্যাপক আখতার ফারুক
৯.	তাফসীরে ইবনে কাছীর (৬ষ্ঠ খন্ড)	অধ্যাপক আখতার ফারুক
১০.	তাফসীরে ইবনে কাছীর (৭ম খন্ড)	অধ্যাপক আখতার ফারুক
(গ)	তাজরীদুসসিহাহ /ফিকাহ/সীরাত গ্রন্থ ঃ	
১.	কিতাবুল আমওয়াল (১ম খন্ড)	মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ
২.	বিজ্ঞান ও ইসলাম	মুহাঃ বজলুর রহমান
৩.	মরজমানুস সুন্নাহ (২য় খন্ড)	মাওঃ যুবায়ের আহমদ
৪.	মহানবীর (সাঃ) -এর জীবন চরিত	মওলানা আবদুল আউয়াল
৫.	অসত্যের কালোমেঘ	মুস্তাফা মাসুদ
৬.	শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া	মাওঃ আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী

Dhaka University Institutional Repository

৭.	গৌরবময় খিলাফত	সিরাজ মান্নান
৮.	সাহারী,ইফতার ও নামাযের স্থায়ী সময় সূচী	ডাঃ বদরুন নাহার চৌধুরী
৯.	আজকের মধ্য এশিয়া	কামরুল আলম রাব্বানী
১০.	নতুন আলোকে মধ্য এশিয়া	এ.টি. এম. শামসুদ্দীন
১১.	পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইসলাম	নুরুল ইসলাম পাটোয়ারী
১২.	আহমদ দীদাত রচনাবলী	ফজলে রাব্বী/ গোলাম মোস্তফা
১৩.	ইমদাদুল সূলুক	মাওঃ ফরিদ উদ্দিন মাসউদ
১৪.	ইসলামী আকীদা	মাওঃসিরাজ উদ্দীন আহমদ
১৫.	কবীরা গুনাহের বিবরণ	আবু সাদেক মুহাঃনুরুজ্জামান
১৬.	শায়খুল ইসলাম ইসলাম হযরত মাদানীর জীবনের বিস্ময়কর ঘটনাবলী	মোঃ মুসলিম উদ্দীন
১৭.	ইসলাহুল মুসলেমীন	মাওঃসাঈদুল হক
১৮.	আবে কাউসার	মাওঃ জুলফিকার আহমদ কিসমতী
১৯.	নকশে দাওয়াম	মাও আবদুল মতীন জালালাবাদী
২০.	দোহাল ইসলাম (২য় খন্ড)	মাওঃ আবু তাহের মেসবাহ
২১	হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর জীবনী	মাওঃ মোহাম্মদ এমদাদুল্লাহ
২২	আররুহ (আত্মা)	মাওঃ আবদুল মতীন জালালাবাদী
২৩	আযাদ রচনাবলী (২য় খন্ড)	মাওঃ নাজমুল
২৪	সুহাবতে বা আহলে দেল	মাওঃ ফরীদুদ্দীন আত্তার
২৫.	কুরআনী তালিমাত	মাওঃ এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম
২৬	তারীখে ইসলাম (১ম খন্ড)	আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী ও অন্যান্য
২৭	মুআশারাতী মাসায়েল	মাওঃ এ. কিউ. এম. ছিফাতুল্লাহ
২৮	কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামী রাষ্ট্র	মাওঃ হেমায়েত উদ্দীন
২৯.	লুগাতুল কুরআন (১ম খন্ড)	মাওঃ কারামত আলী নিযামী
৩০	কুরআন আওর তামীরে সীরাত	মাওঃ ইসহাক ফরিদী

Dhaka University Institutional Repository

গবেষনা বিভাগ
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

১৯৯৯৫-৯৬ হতে ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা

ক্রমিক নং	পুস্তকের নাম	খন্ড
(ক) মৌলিক গবেষণা ঃ ১০ খন্ড		
১.	বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন	১ম খন্ড
২	বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন	২য় খন্ড
৩	জরুরী ফাতাওয়া ও মাসাইল	৪র্থ খন্ড
৪	জরুরী ফাতাওয়া ও মাসাইল	৫ম খন্ড
৫	জরুরী ফাতাওয়া ও মাসাইল	৬ষ্ঠ খন্ড
৬	আল-কুরআনের বিষয় ভিত্তিক বিন্যাস	১ম খন্ড
৭	আল-কুরআনের বিষয় ভিত্তিক বিন্যাস	২য় খন্ড
৮	আল-কুরআনের বিষয় ভিত্তিক বিন্যাস	৩য় খন্ড
৯	শিশু বিশ্বকোষ	২য় খন্ড
১০	দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম	১ম খন্ড

গবেষণা পত্র ঃ ২০টি

১.	ইমাম তাহাভী (রঃ) জীবন ও কর্ম	১টি
২.	হাবীবুল্লাহ বাহার ঃ জীবন ও সাহিত্য সাধনা	১টি
৩.	হযরত শাহজালাল (রঃ) দলিল ও ভাষ্য	১টি
৪.	উলুমুল হাদীস	১টি
৫.	আল্লামা জারীর তাবরী (রঃ) ইতিহাস চর্চায় তার অবদান	১টি
৬	জামশিদ গিয়াসউদ্দিন আল কাশিঃ জ্যোর্তিবিজ্ঞানে তাঁর অবদান	১টি
৭.	খাজা আবদুল মজীদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম	১টি
৮.	শায়খ ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রঃ) জীবন ও কর্ম	১টি
৯.	হাদীস বিজ্ঞান	১টি
১০.	ড. গোলাম মাখসুদ হিলালী ঃ জীবন ও কর্ম	১টি
১১	ইমাম আযম আবু হানিফা (রঃ) জীবন ও কর্ম	১টি
১২.	ইমাম আযম আবু হানিফা (রঃ) জীবন ও কর্ম	২য় খন্ড
১৩.	আল-কুরআনের শ্বাশত পয়গাম	১টি
১৪.	স্রষ্টা ও ইসলাম	১টি
১৫.	আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম	১টি
১৬.	ইসলাম ও মানবাধিকার	১টি
১৭.	সাহিত্য সংস্কৃতি ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ	১টি
১৮.	বিজ্ঞান চর্চায় ইসলামী দৃষ্টিকোণ	১টি

Dhaka University Institutional Repository

১৯. গবেষণায় ইসলামী দিক দর্শন ১টি
২০. সমাজ-বিজ্ঞান ও ইসলাম

গবেষণা প্রবন্ধ ঃ ৩০টি

২১. ঈমান তত্ত্ব ও দর্শন (সংকলন) ১০টি
২২. শিক্ষা দর্শন ও ইসলাম (সংকলন) ১০টি
২৩. মুসলিম মনীষা (সংকলন) ১০টি

জীবনী বিশ্বকোষ বিভাগ
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

১৯৯৫-৯৬ হতে ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা

ক্রমিক নং	পুস্তকের নাম	লেখক / সম্পাদক
১.	সীরাত বিশ্বকোষ ১ম খন্ড	সম্পাদনা পরিষদ
২.	সীরাত বিশ্বকোষ ২য় খন্ড	সম্পাদনা পরিষদ
৩.	সীরাত বিশ্বকোষ ৩য় খন্ড	সম্পাদনা পরিষদ
৪.	সীরাত বিশ্বকোষ ৪র্থ খন্ড	সম্পাদনা পরিষদ
৫.	সীরাত বিশ্বকোষ ৫ম খন্ড	সম্পাদনা পরিষদ
৬.	সীরাত বিশ্বকোষ ৬ষ্ঠ খন্ড	সম্পাদনা পরিষদ

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১. ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন, প্রকাশনা বিভাগ, ইফাবা, পৃষ্ঠা-৪
২. ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪
৩. ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫
৪. ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫
৫. ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬
৬. ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৫
৭. ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৫,১৬
৮. ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৬,
৯. ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭
১০. ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭
১১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রকাশনা বিভাগের প্রকাশনা কর্মকর্তার নিকট থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে উক্ত তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী

ভূমিকা

আজকের ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগার তৎকালীন ইসলামিক একাডেমী গ্রন্থাগারের মাধ্যমে ১৯৬০ সনে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সে সময় গ্রন্থাগারটি সীমিত সুযোগ সুবিধার মধ্য দিয়ে কাজ আরম্ভ করে। তখন গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা সীমিত ছিল, তেমনি পাঠক সংখ্যা ও কিছু লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মুলতঃ তৎকালীন একাডেমীর কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং কিছু জ্ঞান পিপাসু ধর্মীয় পন্ডিত ছিলেন গ্রন্থাগারের মূল ব্যবহারকারী। ১৯৬০-৭৮ সন পর্যন্ত এই গ্রন্থাগারের পুস্তক ছিল ৪৬৪৯ (চার হাজার ছয়শত উনপঞ্চাশ) মাত্র। ১৯৭৫ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন অর্ডিন্যান্স জারীর মাধ্যমে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ জন্ম নেয়ার সাথে সাথে ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগার জন্ম লাভ করে। ১৯৭৯ সাল হতে গ্রন্থাগারটি বর্তমান স্থানে স্থানান্তর এবং সে সময় হতেই এর অগ্রযাত্রা শুরু হয়।[১] ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইসলামী সাহিত্য ও ইসলামের অন্যান্য বিষয়ের উপর পুস্তক এবং দুর্লভ পান্ডুলিপি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে লাইব্রেরী স্থাপন কর্মসূচীর বাস্তবায়ন ১৯৭৯ সাল হতে সরকারের দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় শুরু করে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পর্যন্ত উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৫,১০০ টি দেশী-বিদেশী পুস্তকও ১০০টি দুর্লভ পান্ডলিপি সংগ্রহ করা হয়। বর্তমানে গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা ৮০ হাজার।[২] গ্রন্থাগারটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ইসলামিক পাবলিক লাইব্রেরী হিসাবেই শুধু চিহ্নিত নয় বরং দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার সর্ববৃহৎ ইসলামিক পাবলিক লাইব্রেরী হিসাবেও পরিচয় লাভ করেছে। নানাভাবে গ্রন্থাগারটি বাংগালী মুসলমানদের জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

মুসলিম বিশ্ব বর্তমানে এক মহাক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে শত শত বছর নিজেদের ভুলে নিজেদের নাফরমানীর অভিশাপে পড়ে পড়ে মার খাওয়া এবং যিল্লতীর জীবন যাপনের পর মুসলিম বিশ্ব সবে মাত্র ধবংসের অতল গহবর থেকে আবার মাথা উচু করে দাড়াতে চেষ্টা করছে। এখনো মুসলমানদের এ চেষ্টা একটি সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে নাই। এখনো মুসলিম অজ্ঞতা ও অশিক্ষা, দারিদ্র ও বেকারত্ব, অস্বাস্থ্য ও অপুষ্টি কুসংস্কার ও বিভ্রান্তি অন্ধকারে নিমর্জ্জিত এমন এক জগৎ যার কোন উজ্জল ভবিষ্যৎ কল্পনা করা রীতিমত দুঃসাধ্য ব্যাপার। দারিদ্র ও অশিক্ষার নিষ্ঠুর অভিশাপ থেকে যে বিশ্বের মুক্তি পেতে এখনো প্রচুর পথ অতিক্রম করতে হবে। সেই মুসলিম বিশ্ব আজ মৃদু আকারে হলেও নবজীবনের সন্ধানে অনুভূত হচ্ছে। এখানকার মানুষেরা এক নতুন উজ্জল ভবিষ্যতের আশায় প্রহর গুণতে শুরু করেছে। দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসাবে বাংলাদেশের জনজীবনে ইসলামের প্রভাব অত্যন্ত গভীর এবং ব্যাপক। মুসলমানদের কাছে ইসলাম শুধুমাত্র বাহ্যিকভাবে আচরনীয় ধর্মমাত্র নয়, বরং সুগভীর হৃদয় বিশ্বাসের সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত শ্রেষ্ঠ ধর্ম ও সর্বোত্তম জীবনাদর্শ। বাংলাদেশের জণগণের সুগভীর ধর্ম বিশ্বাসে এবং ধর্মীয় চেতনাবোধকে অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে সরকারী ভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশের জনগণের জীবনের ধর্মীয় অনুভূতিকে সামনে রেখে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এরই আওতায় সক্রিয় ব্যাপক জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ইসলামী মূল্যবোধকে সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ও তার গ্রন্থাগার যে সেবা এবং নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে তার দৃষ্টান্ত বিরল।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থাগারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশে গ্রন্থাগারের অবদান দেশ ও জাতী নির্বিশেষে অনস্বীকার্য। গ্রন্থাগারের উন্নয়ন ও বিকাশ লাভের মাত্রা দ্বারা নিণীত হয় একটি জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিক অগ্রগতি। আমাদের দেশের গ্রন্থাগার গুলো প্রধানতঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক যার ব্যবহার কেবল ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝেই সীমাবদ্ধ। সরকারী পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত পাবলিক গ্রন্থাগারের সংখ্যা এত কম যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে তার পর্যাপ্ত ও চাহিদা অনুযায়ী ব্যবহার নানা কারণে সম্ভব হয়ে উঠে না। এ ছাড়া শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমান অধ্যুষিত এ দেশের জনগণের পড়ার মত ইসলামী পুথি-পুস্তকের সংখ্যা ও সুযোগ সুবিধা এ সব গ্রন্থাগারে যথেষ্ট নেই। যদিও এ দেশের মানুষের প্রবল ধর্মীয় অনুভূতি জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। হিসাব করলে দেখা যাবে, শতকরা ৯০জন মুসলমানের ইসলামে বিশ্বাস কেবল দেখে এবং শুনে। এমনকি আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকের মধ্যেও খুব কম লোকই ইসলামের মূল আদর্শ সম্পর্কে সজাগ আছে। হিসাব নিলে দেখা যাবে, উচ্চডিগ্রীধারী লোকদের মাঝে ইসলামী সচেতনতার অভাব আরও প্রবল। যার ফলে প্রকৃত ইসলাম তাদের নিকট অজ্ঞাতই রয়ে যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে আধুনিকতা ও ইসলামের মাঝে একটি বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি হয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইসলামী গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার মহতী প্রয়াসের মাধ্যমে এ অজ্ঞতা অবসানে তৎপর। এরই ত্রিভাগীয় ও জেলাসমূহের গ্রন্থাগারসহ প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের কাছেও ইসলামের প্রকৃত বাণী পৌঁছে দেয়ার জন্য মসজিদ পাঠাগার নিয়োজিত রয়েছে। প্রায় এক কোটি লোক অধ্যুষিত রাজধানী ঢাকা শহরে একটি ইসলামী গ্রন্থাগার নানাভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে যে বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কেন্দ্রীয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগার কাজ করে যাচ্ছে তা হলো ঃ

১. জ্ঞানের প্রসারের মাধ্যমে সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ ও নৈতিক উন্নতি ঘটিয়ে সমাজোন্নয়নে সাহায্য করা এবং সাধারণ গ্রন্থাগারের ন্যায় সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা।
২. ইসলামী মূল্যবোধের বিকাশ ও জ্ঞানচর্চার পরিবেশ সৃষ্টি করা।
৩. ইসলামী পুস্তক পাঠের অভ্যাস এবং পাঠক সৃষ্টি করা।
৪. গবেষণা কর্মে সহায়তার জন্য গবেষণামূলক পুস্তক সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা।[৩]

এসব কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজ ত্বরান্বিত হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থাগারের বর্তমান স্থান-পরিবেশ পরিচয়

বায়তুল মুকাররম বিপনী কেন্দ্রের পশ্চিম অংশের প্রবেশ পথ দিয়ে মার্কেটের দোতালায় উঠে পূর্ব দিকে তাকালেই ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগারের সমৃদ্ধ আবহ যে কোন ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভিতরে ঢুকলেই প্রশস্ত পরিমন্ডলে মেরুন কার্পেট ঢাকা মেঝের উপর সাজানো চেয়ার-টেবিল আর চার পাশেই সেগুন কাঠের ষ্টান্ডার্ড সাইজ শেলফে সাজানো বিভিন্ন পুস্তকের সমারোহ সাধারন মানুষের ও দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। ঢুকতেই হাতের ডান অংশে নিরাপত্তা প্রহরী। যারা পাঠকদের জুতা ছাতাসহ ব্যাগ, থলে ইত্যাদি হেফাজত করেন এবং গ্রন্থাগারের নিরাপত্তার দিকে দৃষ্টি রাখেন। গ্রন্থাগারের এ অংশের দক্ষিণ দিকে একটি অংশের খবরের কাগজ পাঠের জন্য রয়েছে ডেস্ক এবং তার পাশাপাশি ম্যাগাজিন পড়ার জন্য রয়েছে মেরুন রংয়ের সোফা-সেট গ্রন্থাগারের উত্তর অংশের পূর্ব ও উত্তর অংশের শেলফ গুলোতে রয়েছে বাংলা বই এবং পশ্চিম অংশের সেলফ গুলোতে ইংরেজী বই সাজানো। দ্বিতীয় তলায় দক্ষিন-পূর্ব অংশের দেয়াল মেঝো উপরে উঠার রাস্তা। উপরে উঠলেই চোখে পড়ে প্রাকৃতিক কার্পেট ঢাকা মেঝে। গ্রন্থাগারের উত্তর অংশের পূর্বদিক থেকে প্রথমে গ্রন্থাগারিক কক্ষ। তার পরে গবেষণা কক্ষ। এর পশ্চিম পার্শ্বে রয়েছে সভাকক্ষ-যেখানে সপ্তাহের সবদিনই সম্পাদনা পরিষদ সভায় মিলিত হয়। গ্রন্থাগারের উপরের তলায় লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এখানে বাংলা বইয়ের চেয়ে অন্যান্য ভাষার বই- যেমন আরবী, উর্দূও ইংরেজী বইয়ের প্রাধান্য বেশী। উপরের তলার গ্রন্থাগার পরিধির উত্তর অংশের স্থানটি বয়স্ক পাঠকদের জন্য এবং দক্ষিণ অংশের স্থানটি শিশু-কিশোরদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগার এর বৈশিষ্ট্য

১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগার আজ নানাভাবে বৈশিষ্ট্য মন্ডিত। গ্রন্থাগারটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ইসলামিক পাবলিক গ্রন্থাগার। সাধারণতঃআমাদের দেশে যে সব গ্রন্থাগার রয়েছে সেখানে পর্যাপ্ত ইসলামী বই নেই। বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগারে প্রায় ৮০ হাজার বই রয়েছে। এর সামান্য একটা অংশ বাদে অন্য সব বই ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন,অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট নানাবিধ বিষয়ে বই এ সমৃদ্ধ।

২. ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগারটি শহরের কেন্দ্র স্থলে অবস্থানের ফলে যোগাযোগ-এর অসুবিধা কম, ফলে পাঠকগণ সময় ও খরচ বাঁচিয়ে এখানে অধ্যয়নে ব্যাপৃত থাকতে পারেন।

৩. গ্রন্থাগারটি মসজিদ সংলগ্ন হওয়ায় মুসল্লীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং অনেক মুসল্লী নামায আদায় করতে এসে গ্রন্থাগারে বই পড়ে কিছু সময় কাটান।

৪. বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগারটি শুধু দেশেই নয়, বিদেশেও বাংলাদেশের ভাবমূর্তি তুলে ধরতে পেরেছে। বিদেশ থেকে আগত প্রচুর মেহমান প্রায়ই গ্রন্থাগার পরিদর্শন করতে আসেন এবং গ্রন্থাগারের কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এছাড়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার এবং আলোচনা সভা ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

৫. কুরআন ও হাদীসের উপর গবেষণার কাজে সহায়ক গ্রন্থ সংগ্রহের ফলে এ সম্পর্কিত গবেষণা কাজে ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগারের মূল্যবান অবদান রয়েছে।[৪]

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশে গ্রন্থাগারের অবদান দেশ ও জাতি নির্বিশেষে অনস্বীকার্য। গ্রন্থাগারের উন্নয়ন ও বিকাশ লাভের ভিত্তিতেই নির্ণীত হয় কোন একটি জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতির অগ্রগতির মানদন্ড। কিন্তু আমাদের দেশে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া তেমনভাবে সম্ভব হয় নাই। আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলি প্রধানতঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক হওয়ায় এই গুলির ব্যবহার কেবল মাত্র ছাত্র/ছাত্রী এবং শিক্ষকদের মাঝেই সীমাবদ্ধ। সরকারী/বেসরকারী পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারের সংখ্যা এত কম যে নানা কারণে সাধারু মানুষের ব্যবহার পুরাপুরি সম্ভব হয় না। তদুপরি ৯০ ভাগ মুসলমান অধ্যুষিত এই দেশের জনগণের পড়ার মত ইসলামী পুস্তকের সংখ্যা ও সুযোগ-সুবিধা এই সব গ্রন্থাগারে যথেষ্টে নাই। যদিও এই দেশের মানুষের প্রবল ধর্মীয় অনুভূতি জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইসলামী গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার মত মহতী প্রয়াসের মাধ্যমে এই অজ্ঞতা অবসানে তৎপর রয়েছে। সাধারু মানুষের কাছেও ইসলামের প্রকৃত বাণী পৌছাইয়া দেওয়ার জন্য লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা একান্তভাবে জরুরী। প্রায় ১ কোটি লোক অধ্যুষিত রাজধানী ঢাকা শহরে একটি মাত্র ইসলামী গ্রন্থাগার নানাভাবেই গুরুত্বের দাবীদার। ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী সীমিত আকারে হলেও নিম্নলিখিত ভূমিকাসমূহ পালন করে আসছে ঃ

(১) জ্ঞানের প্রসারের মাধ্যমে সামাজিক মূল্যবোধ এবং নৈতিক উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়ন সহয়তা করা ।

(২) ইসলামিক মূল্যবোধ ও জ্ঞান চর্চার পরিবেশ সৃষ্টি করা।

(৩) জনসাধারণকে ইসলামী পুস্তক পাঠে উৎসাহিত করা।

(৪) গবেষণা কর্মে সহায়তার জন্য গবেষণামূলক পুস্তক সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা।

(৫) পর্যায়ক্রমে এই লাইব্রেরীটিকে জাতীয় ইসলামী লাইব্রেরী হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচেছ যা সমস্ত মুসলিম বিশ্বে আদর্শ লাইব্রেরী হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

(৬) উন্নতমানের সেবা প্রদানের মাধ্যমে লাইব্রেরীটিকে সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের শিক্ষার কেন্দ্ররূপে গড়ে তোলা হবে।

(৭) লাইব্রেরীতে গবেষণাধর্মী পুস্তক সংগ্রহ করে ইসলামের উপর মৌলিক গবেষণা করা এবং নতুন নতুন গবেষখ সৃষ্টি করা। এই গবেষণার ফল আমাদের জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

(৮) লাইব্রেরীর অন্যতম উদ্দেশ্য হল ইসলামী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সমৃদ্ধ গ্রন্থ পরিবেশন। এই মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে লাইব্রেরী উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচেছ। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে প্রতিদিন লাইব্রেরীতে গড়ে প্রায় ৫০০ জন পাঠক-পাঠিকার সমাবেশ ঘটে।[৫]

পরিশেষে বলা যায় বাংলাদেশের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগারের মধ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগার অন্যতম। আধুনিক বিশ্বের সাথে গ্রন্থাগারিক সেবার নিয়মনীতি অনুসরণ করে ইসলামিক চিন্তাধারার বিকাশ হচ্ছে। পাঠক চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কর্তৃপক্ষের উন্নত ও পরিকল্পিত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে অদূর ভবিষ্যতে এটাকে আরো আধুনিকীকরণ করা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

তথ্যসূত্র

১. ঢাকা শহরের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগার সমূহের একটি সমীক্ষা, মোঃ বাকী মিয়া গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ, ঢা.বি. ১৯৮৭ ইং, পৃষ্ঠা-৫৩

২. ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী উন্নয়ন প্রকল্পের সারপত্র, পরিকল্পনা বিভাগ, ইফাবা, জুলাই, ২০০১ ইং, পৃষ্ঠা-২

৩. ঢাকা শহরের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগার সমূহের একটি সমীক্ষা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৫

৪. ঢাকা শহরের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগার সমূহের একটি সমীক্ষা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৬।

৫. ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী উন্নয়ন প্রকল্পের সারপত্র, পরিকল্পনা বিভাগ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

"ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রমঃএকটি সমীক্ষা"বিষয়ে অনুসন্ধান,তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও গবেষণার ফলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন সম্পর্কে নতুন করে অনেক কিছু জানার সুযোগ হলো । প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন অন্যান্য কর্মসূচীর পাশাপাশি সমাজ কল্যাণমূলক বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে । বিশেষ করে নিরক্ষরতা দূরীকরণ,কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম,ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী এবং ইসলামিক মিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে । এছাড়া ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম এ যাবৎ প্রায় ২০০০ টাইটেলের পুস্তক প্রকাশ করে ইসলামী প্রকাশনা জগতে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে । দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সত্ত্বেও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে ফাউন্ডেশনের কোন প্রচার নেই বললেই চলে । ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ভিত্তিক প্রতিবেদন জনসম্মুখে তুলে ধরার জন্য বেতার ও টেলিভিশনে ব্যাপকভাবে প্রচারের গুরুত্ব অপরিসীম । এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য বেতার,টেলিভিশন ও ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের নিকট জোর সুপারিশ করা যাচ্ছে। এছাড়া পোস্টার,লিফলেট বিতরণ ও পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম জনসম্মুখে তুলে ধরার ক্ষেত্রে ফাউন্ডেশনের জনসংযোগ বিভাগ জোড়ালো উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন।

আল্লাহর একমাত্র মনোনীত দ্বীন ইসলাম। জাগতিক ও আত্মিক এই উভয় প্রকার কল্যাণের দিক নির্দেশনা সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ইসলাম। বর্তমান সমাজে দুর্নীতি,অনিয়ম,সন্ত্রাস,যাবতীয় সামাজিক সমস্যাসহ সকল যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ইসলামে পাওয়া যাবে। তবে বর্তমান সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে ইসলামকে যুগ চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপুর্ণ করে এর মৌলিক বিশ্বাসগুলোকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা অতীব প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। মূলতঃ ইসলামের প্রকৃতরুপ সমাজে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে ইসলামের ধর্মীয় মৌলিক বিশ্বাস সমূহের আলোকে সামাজিক,সাংস্কৃতিক,অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহের উপর ব্যাপক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা আবশ্যক। ইসলামিক ফাউন্ডেশন আইন,১৯৭৫-এ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে,"যেহেতু দেশে মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র,একাডেমী ও ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা,পরিচালনা ও সেইগুলিতে সহায়তা দান,সংস্কৃতি,বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান সম্পর্কে গবেষণা চালানো,ইসলামের বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব,পরমত সহিষ্ণুতা ও ন্যায় বিচারের মতো মৌলিক আদর্শাবলী প্রচার,ইসলামের ইতিহাস,দর্শন,আইন ও বিচার ব্যবস্থার উপর গবেষণার প্রসার ঘটানো এবং এর সম্পর্কে সম্পর্কিত বিষয়াদির ব্যবস্থা করিবার জন্য একটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন গঠন প্রয়োজন ও সমীচীন।"

এছাড়া উপরে বর্ণিত আইনের ১১(ঝ) নং- ধারায় ফাউন্ডেশনের কার্যাবলী প্রসংগে উল্লেখ আছে যে, "(ঝ) ইসলাম বিষয়ক গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদান করা।" কিন্তু ইসলামিক ফাউন্ডেশন আইনের উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্য এবং ঘোষিত কার্যাবলী অনুসারে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রমসমূহকে

অর্থাভাবে অদ্যাবধি সে আঙ্গিকে পরিপূর্ণরূপে ঢেলে সাজানো এবং পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি।

একথা অনস্বীকার্য যে বিগত কয়েক শতাব্দী যাবত নানা ঐতিহাসিক কারণে মুসলিম উম্মাহ যুগোপযুগী,উদার ও স্বাধীন গবেষণা কার্যক্রম থেকে যথেষ্ট দূরে সরে আছে। অথচ সময়ের বিবর্তনে পরিবর্তিত সামাজিক,অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক অবস্থার কারণে মুসলিম উম্মাহ আজ ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ে এমন কিছু নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে,যে বিষয়ে তাদের কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নাই। অথচ পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ব্যাপক ও বহুমুখী গবেষণার মাধ্যমে এ সকল সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

আমাদের দেশে দারিদ্রের কারণে শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তরে পৌছার বহু আগেই শিক্ষার্থীরা ঝরে পড়ে। শিশু -শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী বহুমুখী উদ্যোগের ফলে প্রাথমিক স্তরে ঝরে পড়ার হার আশা ব্যাঞ্জকভাবে কমতে থাকলেও মাধ্যমিক স্তর থেকে উপরের দিকে ঝরে পড়ার হার এখনো আশংকাজনক। সেক্ষেত্রে উচ্চতর গবেষণা পর্যায়ে সরকারী সহায়তা ছাড়া অগ্রগতি অর্জন করার কথা ভাবাই যায়না। আমাদের সমাজে বিরাজমান অশান্তি ও হতাশা থেকে মুক্তি অর্জনের জন্য বাস্তবভিত্তিক সমাধান খুঁজে পেতে হলে,সমস্যার স্বরূপ ও গতি প্রকৃতি চিহ্নিত করতে হলে মাঠভিত্তিক জরীপসহ সামাজিক গবেষণার আধুনিক কলা-কৌশল প্রয়োগ করা আবশ্যক। কিন্তু গবেষকগণের পক্ষে নিজ ব্যয়ে এরূপ তথ্যানুসন্ধান মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব নয়। চিন্তা গবেষণার ক্ষেত্রে কথিত স্থবিরতা থেকে মুক্ত হয়ে ইজতিহাদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং যৌথ প্রচেষ্টার সমন্বয়ে সামাজিক সমস্যাবলীর সময়োগযুগী সমাধানের জন্য সর্বাধুনিক গবেষণা কৌশলসমূহ প্রয়োগ করে ইসলামী গবেষণা কর্মসমূহকে বাস্তব জীবন ও সমাজমুখী করার উদ্দেশ্যে "ইসলামী বিষয়ের উপর গবেষণা সহায়তা ফেলোশীপ প্রোগ্রাম" প্রকল্প চালু করার গুরুত্ব অপরিসীম। তথ্যানুসন্ধান করে জানা যায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গবেষণা বিভাগ থেকে অনুরুপ একটি প্রকল্প প্রস্তাব প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। উক্ত প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করা যাচ্ছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ইসলামী সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। আশির দশকে ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মাধ্যমে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের দাওয়াতী ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালিত হতো। এর মাধ্যমে ঐ সময় দেশের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিজীবিদের সাথে ফাউন্ডেশনের একটা নিবীড় সম্পর্ক ছিল। কিন্তু নব্বই এর দশকে এসে ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দেশের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিজীবিদের সাথে ফাউন্ডেশনের দুরত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বিষয়টি ভেবে দেখা প্রয়োজন। দেশের বুদ্ধিজীবি ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের সাথে ফাউন্ডেশনের সম্পর্ক বৃদ্ধি করার জন্য ইসলামী সাংস্কৃতিক কার্যক্রম প্রকল্প পূনরায় চালু করা যেতে পারে।

আল কুরআনের ক্যাসেটিং কার্যক্রম নিঃসন্দেহে ফাউন্ডেশনের একটি ভালো উদ্যোগ। তবে বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে ক্যাসেটিং কার্যক্রমকে সিডি আকারে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। ফাউন্ডেশনের ফতোয়া শাখাকে পূনর্বিন্যাস করে দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের নিয়ে একটি স্থায়ী ফতোয়া বোর্ড গঠন করা যেতে

Dhaka University Institutional Repository

পারে। যাতে উক্ত বোর্ডের মাধ্যমে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার শরীয়ত সম্মত সমাধান লাভ করা সহজতর হয়। ফাউন্ডেশনের আরবী ভাষা শিক্ষা কোর্সকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আদলে একটি ইনস্টিটিউটে রূপান্তর করা যেতে পারে। মহিলা শাখার কার্যক্রমকে প্রথমে সকল বিভাগীয় সদরে ও পর্যায়ক্রমে জেলা পর্যায়ে সম্পসারণের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। অর্থাভাবে ফাউন্ডেশনের পুরস্কার প্রদানের যে কার্যক্রম আপাততঃ বন্ধ রয়েছে সেজন্য সরকারের কাছে অর্থ বরাদ্দ চাওয়া যেতে পারে এবং নিয়মিত পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী থেকে ইমামগণ যে ছয়টি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন উক্ত বিষয়গুলোর উপর ডেমোনেষ্ট্রেশন ক্লাশ করার জন্য প্রতি জেলায় অন্ততঃ একটি করে মডেল মসজিদ নির্বাচন করা যেতে পারে। যাতে করে উক্ত মসজিদে সংশ্লিষ্ট জেলার ইমামগণ ট্রেনিং থেকে অভিজ্ঞতা লব্দ জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ ঘটাতে পারেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির কার্যক্রম ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। তথ্যানুসন্ধানে জানা যায় এজন্য ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে ফাউন্ডেশন প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ পায়না। এজন্য ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ চাওয়া যেতে পারে।সর্বোপরি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতের আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালানো যেতে পারে।

এ কথা সত্যি যে, ইসলামিক মিশনের কার্যক্রমকে এখনো সারাদেশে বিস্তার করা সম্ভব হয়নি। এ যাবৎ মাত্র ২৬টি জেলায় ২৯টি মিশন কেন্দ্রের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। অথচ ইসলামিক মিশন প্রতিষ্ঠার সময় সিদ্ধান্ত ছিল পর্যায়ক্রমে সারাদেশে মিশন কেন্দ্র চালু করা হবে। এক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে অনুভূত হচেছ। ইমাম প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে আরো সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন, যাতে পর্যায়ক্রমে সারাদেশের ইমামগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয়। এছাড়া দেশের সকল মসজিদে পর্যায়ক্রমে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। বায়তুল মুকাররম মসজিদকে জাতীয় মসজিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের নিকট সমাজকল্যাণ মূলক নতুন নতুন কর্মসূচী বিশেষ করে মসজিদ ভিত্তিক দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী গ্রহণ করার জন্য জোর সুপারিশ করা যাচেছ। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ সমাজ কল্যাণমূলক বহুমূখী কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এজন্য ফাউন্ডেশনের সকল উন্নয়ন প্রকল্প সমূহকে পর্যায়ক্রমে জনবলসহ রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

মহান আল্লাহ তাঁর অসীম করুণায়,ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল কার্যক্রম কবুল করুন এবং তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছার তৌফিক দিন । আমীন ॥

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. আল কুরআন।

২. আল হাদীস।

৩. এম রুহুল আমীন, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ, ইফাবা, ঢাকা, জানুয়ারী ১৯৮৯ইং।

৪. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশনা নং-১৯১৭ ;

৫. আ.ন.ম. আবদুর রহমান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ইসলামী বিশ্বকোষ, ৫ম খন্ড, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৮ ইং

৬. বায়তুল মুকাররম মস্ক নামক মুখপাত্র, ১৯৬৮ ইং

৭. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর ২৬ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী স্মরণিকা, ইফাবা, ২০০১ ইং

৮. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ১৪২২ হিজরী সনের ডায়েরী।

৯. বজলুল হক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঃ একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ ইং

১০. বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৯৮৯-৯০ ইং, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

১১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত ১৪২৩ হিজরী সনের ডায়েরী।

১২. এ.এম.এম. বাহাদুর মুন্সী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ম্যানুয়াল, ইফাবা, ঢাকা, মার্চ-১৯৯১ইং

১৩. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহ্ এমরান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বাংলা পিডিয়া (প্রকাশিতব্য), এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ।

১৪. বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, এপ্রিল ৩০, ১৯৯৮ ইং

১৫. মোঃ আতিকুর রহমান, সমাজ কল্যাণ, ঢাকা, ১৯৯৬ ইং

১৬. মোঃ আতিকুর রহমান, সমাজ কল্যাণ, ঢাকা, ১৯৯০ ইং

১৭. অধ্যাপক আবদুস সামাদ, আধুনিক সমাজ কল্যাণ, ঢাকা, ১৯৮৭ ইং

১৮. Gisbert, Fundamental of Sociology ;

১৯. R.A. Skidmore & M.G. Thakeray, Introduction of Soial work.

২০. Walter A. Fridlander, Concepts & Methods of Social work, Prentice, Hall,

২১. Harold L. Welensky and charles-N. lebeaux, Industrial Society and Social Welfare, Russel Sage Foundation, New York, 1958,

২২. Encyclopadia of Social work, National Association of Social workers, U.S.A

২৩. Walter A . Friedlander, Introduction to Social welfare, Prentice Hall, New Delhi, 1963.

২৪. তৃতীয় জাতীয় সমাজ কল্যাণ সেমিনার ১৯৭৬ উপলক্ষে প্রচারিত বুকলেট।

২৫. ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ইসলাম প্রসঙ্গ ; রেনেসার্স প্রিন্টার্স, ঢাকা- ১৯৬২ ইং।

২৬. অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, হুকুকুল্লাহ ও হুকুকুল ইবাদ, ধর্ম চিন্তা, দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯ ইং।

২৭. ইসলামিক মিশন পরিচিতি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, জুন- ১৯৯০ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

২৮. ডঃ এম.এ.মান্নান, ইসলামী অর্থনীতি ঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ, ইসলামিক ইকনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ঢাকা, ১৯৮৩ ইং।

২৯. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, যাকাত কি ও কেন, ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৯৫ ইং।

৩০. মাওলানা মুনতাসির আহমদ রহমানী, যাকাত দর্পন, ঢাকা, ১৯৯৮ইং।

৩১. আব্দুল কাদের অনূদিত,ডঃ ইউসুফ আল কারযাভী, ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, সৃজন প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯১ইং ।

৩২. মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ, দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জুলাই সেপ্টেম্বর ২০০১ইং।

৩৩. দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, ইফাবা, ঢাকা, জুন-২০০০ইং।

৩৪. যাকাত ফান্ড পরিচিত, যাকাত বোর্ড বাংলাদেশ, ইফাবা, ঢাকা, ডিসেম্বর- ১৯৯৮ইং।

৩৫. মসজিদ পাঠাগার প্রকল্পের চুড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন, ইফাবা, ঢাকা, ২০০০ইং।

৩৬. মসজিদ পাঠাগার প্রকল্পের চুড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯৬ইং।

৩৭ মসজিদ পাঠাগার স্থাপন (চতুর্থ পর্যায়) প্রকল্পের সারপত্র (পিসিপি), ইফাবা, ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ২০০০ইং।

৩৮. ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী প্রকল্প (৩য় পর্যায়)- এর চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন, ইফাবা, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ,২০০১ ইং।

৩৯. জাতীয় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ইমাম সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা, ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, ইফাবা, ঢাকা, ২০০০ ইং।

৪০. ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত, মাওলানা কাজী আবু হোরায়রা, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ইমামদের মুখপাত্র আল-ইমামত, ২১ তম বর্ষ ১-১২ শ সংখ্যা, ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী ইফাবা, ঢাকা, জুন ২০০২ ইং।

৪১. মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (২য় পর্যায়) প্রকল্পের চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন, ইফাবা,২০০১ইং।

৪২. দৈনিক ইনকিলাব, ২৯ অক্টোবর, ২০০২ ইং।

৪৩. ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশনা প্রকল্প (৩য় পর্যায়)- এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন, ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প, ইফাবা, জুন ১৯৯৫ ইং।

৪৪. মমতাজ দৌলতানা, ধর্ম, যুক্তি ও বিজ্ঞান, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা, এপ্রিল, ১৯৯৭ইং।

৪৫. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম থেকে ২৬'শ খন্ড, সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, ইফাবা, ঢাকা।

৪৬. মুহাম্মদ নুরুল আমিন জাওহার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নির্দেশিকা, ইফাবা, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৯৭ ইং।

৪৭. ইসালামী প্রকাশনা কার্যক্রম (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন, ইফাবা, ঢাকা।

৪৮. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ,প্রথম খন্ড,সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, ইফাবা, ঢাকা, ডিসেম্বর, ১৯৮৬ইং

৪৯. ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী উন্নয়ন প্রকল্পের সারপত্র, পরিকল্পনা বিভাগ,ইফাবা, জুলাই, ২০০১ ইং।

৫০. মোঃ বাকী মিয়া, ঢাকা শহরের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগারসমূহের একটি সমীক্ষা, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ, ঢা.বি. ১৯৮৭ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-ক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন আইন, ১৯৭৫

(১৯৭৫ সালের ১৭ নং আইন)

(১৯৮৫ সালের ২৮শে এপ্রিল পর্যন্ত সংশোধিত)

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামিক ফাউন্ডেশন আইন, ১৯৭৫

বিষয়সূচী

প্রস্তাবনা

অনুচ্ছেদসমূহ

১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রারম্ভ
২. সংজ্ঞা
৩. ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা
৪. প্রধান কার্যালয়
৫. সাধারণ নির্দেশনা
৫ক. মহাপরিচালক
৬. বোর্ড
৭. বোর্ডের বৈঠক
৮. কমিটি নিয়োগ
৯. ফাউন্ডেশনের সদস্যবৃন্দ
৯ক. সদস্যদের সভা
১০. অফিসারদের নিযুক্তি, ইত্যাদি
১১. কার্যাবলী
১২. তহবিল
১৩. হিসাব
১৪. বাজেট
১৫. হিসাব পরীক্ষা
১৬. রিপোর্ট, ইত্যাদি
১৭. ক্ষমতা অর্পণ
১৮. বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা
১৮-ক. রেগুলেশন প্রণয়নের ক্ষমতা
১৮ক ফাউন্ডেশনের সম্পত্তির ভাড়া নির্ধারণ
১৯. কার্যক্রম গুটাইয়া ফেলা
২০. বায়তুল মুকাররম ও ইসলামী একাডেমীর অবলুপ্তি
২১. রহিতকরণ ও সাপেক্ষ বিষয়

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৫ সালের সতের নম্বর আইন
ইসলামিক ফাউন্ডেশন গঠনের উদ্দেশ্যে আইন

যেহেতু দেশে মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, একাডেমী ও ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও সেইগুলিকে সহায়তাদান, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান সম্পর্কে গবেষণা চালানো, ইসলামের বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, পরমত সহিষ্ণুতা ও ন্যায়বিচারের মত মৌলিক আদর্শাবলী প্রচার, ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, আইন ও বিচারব্যবস্থার উপর গবেষণার প্রসার ঘটানো এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়াদির ব্যবস্থা করিবার জন্য একটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন গঠন প্রয়োজন ও সমীচীন ;

সেহেতু এতদ্দারা নিম্নোক্ত আইন বিধিবদ্ধ করা হইল ঃ

১.সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রারম্ভ - (১) এই আইন ইসলামিক ফাউন্ডেশন আইন ১৯৭৫ নামে অভিহিত হইবে । (২) এই আইন ১৯৭৫ সালের ২৮শে মার্চ হইতে বলবৎ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

২.সংজ্ঞা । - এই আইনের বিষয়ে বা প্রসঙ্গে পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, -

(ক) ''বোর্ড'' অর্থ ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব[১] (গভর্নরস) ;

(খ) ''চেয়ারম্যান'' অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান ;

[২] [(খখ) ''মহাপরিচালক'' অর্থ ৫ক অনুচ্ছেদবলে নিযুক্ত মহাপরিচালক);

(গ) ''ফাউন্ডেশন'' অর্থ এই আইনেবলে গঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন;

[৩] [(গগ) ''গভর্নর'' অর্থ বোর্ডের একজন সদস্য ;)

[৪] [(ঘ) ''নির্ধারিত'' অর্থ বিধিবলে ''নির্ধারিত'' ;)

৩.ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা।- (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সরকার যথাশীঘ্র সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দিয়া ইসলামিক ফাউন্ডেশন নামে একটি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করিবেন ।

(২) ফাউন্ডেশন হইবে একটি কর্পোরেট সংস্থা যাহার স্থায়ী উত্তরাধিকার ও অভিন্ন সীলমোহর থাকিবে । ফাউন্ডেশনের স্থাবর অস্থাবর উভয় ধরনের সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও বিক্রয় করিয়া দেওয়ার ক্ষমতা থাকিবে । ফাউন্ডেশন তাহার উক্ত নামে মামলা করিতে পারিবে এবং তাহার বিরুদ্ধে মামলা করা যাইবে ।

৪.প্রধান কার্যালয় - (১) ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয় হইবে ঢাকায় ।

(২) ফাউন্ডেশন তাহার বিবেচনায় যতগুলি শাখা স্থাপন এবং যে সমস্ত এলাকায় স্থাপন উপযুক্ত মনে করিবে ততগুলি শাখা সেই সমস্ত স্থানে স্থাপন করিবে ।

৫.সাধারণ নির্দেশনা - ফাউন্ডেশনের সাধারণ পথ নির্দেশনা ও কার্যাবলী পরিচালনার দায়িত্বটা বোর্ড অব [গভর্নরস] -এর হাতে ন্যস্ত থাকিবে । বোর্ড অব গভর্নরস ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রয়োগ ও সম্পাদিত হইতে পারে এমন যাবতীয় ক্ষমতার প্রয়োগ এবং যাবতীয় কার্য সম্পাদন করিবে ।

[৫] [৫ ক মহাপরিচালক । - (১) ফাউন্ডেশনে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন মহাপরিচালক থাকিবেন এবং তাঁহার নিয়োগের শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে ।

(২) মহাপরিচালক হইবেন ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা । বোর্ডের

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকরী করাই হইবে তাঁহার দায়িত্ব এবং তিনি বোর্ডের সচিব হিসাবে কাজ করিবেন ।

[৬]৬. বোর্ড---(১) বোর্ডে নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা গভর্নর হিসাবে থাকিবেন যথা ঃ---
(ক) ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী,ধর্ম বিষয়ক বিভাগ,পদাধিকার বলে; তিনি একই সঙ্গে বোর্ডের চেয়ারম্যানও থাকিবেন;
(খ) চেয়ারম্যান,বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন,বাংলাদেশ,পদাধিকারবলে ;
(গ) সচিব,শিক্ষা বিভাগ,পদাধিকারবলে ;
(ঘ) উপাচার্য, ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়, পদাধিকারবলে;
(ঙ) চেয়ারম্যান,বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড,পদাধিকারবলে ;

(চ)বিধিবিধানে নির্দেশিত পন্থায় ফাউন্ডেশনের সদস্যদের মধ্য হইতে সদস্যবৃন্দ কর্তৃক নির্বাচিত তিন ব্যক্তি ;
(ছ) বাংলাদেশের প্রখ্যাত মুসলিম পন্ডিত ও ধর্মীয় তাত্ত্বিকদের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত পাঁচ ব্যক্তি ;
(জ) সরকার কর্তৃক মনোনীত দু'জন সংসদ সদস্য ; এবং
(ঝ) মহাপরিচালক,পদাধিকারবলে ; ইনি একই সঙ্গে বোর্ডের সদস্য সচিব হিসাবেও দায়িত্ব পালন করিবেন ।
(২) পদাধিকারবলে যিনি গভর্নর তিনি বা তাঁহারা ব্যতীত অন্যান্য গভর্নররা তিন বছর মেয়াদের জন্য উক্ত পদে বহাল থাকিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, পদাধিকারবলে নিযুক্ত গভর্নর ব্যতীত অন্য যে কোন গভর্নর তাঁহার মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁহার উত্তরসূরী দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন ততক্ষণ তিনি স্বপদে বহাল থাকিয়া যাইবেন ।
(৩) পদাধিকারবলে নিযুক্ত গভর্নর ব্যতীত অপর যে কোন গভর্নর চেয়ারম্যানকে
সম্বোধন করিয়া লিখিত নোটিশ দিয়া পদত্যাগ করিতে পারিবেন ।
(৪) পদাধিকারবলে নিযুক্ত গভর্নর ব্যতীত অপর যে কোন গভর্নরের ক্ষেত্রে সরকারের
যদি একথা মনে করিবার কারণ ঘটে যে----
(ক) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে গভর্নরের দায়িত্ব পালন করিতে অপারগ ; কিংবা
(খ) তাঁহার গভর্নর পদে বহাল থাকিয়া যাওয়া ফাউন্ডেশনের স্বার্থে সহায়ক নয় তাহা হইলে সরকার সেই গভর্নরের পদটি শূন্য ঘোষণা করিতে পারিবেন ।
(৫) বোর্ডের কোন গভর্নরের আসন শূন্য আছে কিংবা বোর্ডের গঠন ত্রুটিপূর্ণ-- এই যুক্তিতে বোর্ডের কোন পদক্ষেপ বা কার্যক্রমই অসিদ্ধ বা অকার্যকর হইয়া যাইবে না কিংবা সেইগুলি নিয়া কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না ।।

৭..বোর্ডের সভা----(১) বোর্ডের সভা নির্দেশিত সময়ে ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে ঃ
তবে শর্ত থাকে যে, সময় ও স্থানের ব্যাপারটি নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত এইসব সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে ।

(২) বোর্ডের সভার কোরাম হওয়ারর জন্য অন্ততপক্ষে পাঁচজন[৭]. [গভর্ণরের] উপস্থিতি
থাকিতে হইবে
(৩) বোর্ডের সভায় যাবতীয় প্রশ্ন সভায় উপস্থিত ও ভোটদানরত সংখ্যাগরিষ্ঠ [৭]. [গভর্ণরের] দ্বারা মীমাংসিত হইবে । দুই পক্ষের ভোট সমান সমান হইলে সেক্ষেত্রে চূড়ান্ত নিস্পত্তির জন্য সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা কাষ্টিং ভোট থাকিবে ।
(৪) বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন বোর্ডের চেয়ারম্যান, কিংবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে, [৮][চেয়ারম্যান কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে মনোনীত] একজন [৯]. [গভর্ণর] ।

৮.কমিটি নিয়োগ - বোর্ড তাহার কার্যাবলী দক্ষতার সহিত সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তাহাকে সহায়তা দানের জন্য যেরুপ কমিটি উপযুক্ত মনে করিবে সেরুপ কমিটি বা কমিটিসমূহ নিয়োগ করিবে ।

[১০] [৯. ফাউন্ডেশনের সদস্যবৃন্দ । - (১) ফাউন্ডেশনের নিজস্ব পৃষ্ঠপোষক, ফেলো
আজীবন সদস্য ও সদস্য থাকিবে এবং এই বিধানাবলী সাপেক্ষে তাহাদের নির্ধারিত কার্যদায়িত্ব ও অধিকার থাকিবে ।

(২) নিজ কার্যদায়িত্ব ও অধিকার ক্ষুন্ন না করিয়া পৃষ্ঠপোষক ও ফেলোদের আজীবন সদস্যের অনুরুপ কর্মদায়িত্ব ও অধিকারও থাকিবে ।

(৩) বোর্ড -
(ক) ফাউন্ডেশনের আমন্ত্রণক্রমে যাহারা পৃষ্ঠপোষক হইতে সম্মতি জানাইবেন এমন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম ফাউন্ডেশনের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে ; এবং

(খ) ইসলামী শিক্ষা ও সমাজ সেবার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান আছে এমন ব্যক্তিরা ফাউন্ডেশনের ফেলো হইতে ইচ্ছুক বা সম্মত হইলে ফাউন্ডেশনের ফেলো হিসাবে তাঁহাদের নাম এতদুদ্দেশ্যে রক্ষিত বইপত্রে অন্তর্ভূক্ত করিবেন।
(৪) ফাউন্ডেশনের কোন পৃষ্ঠপোষক বা ফেলো তাঁহার এই বিশেষ অধিকার পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ না করিলে তিনি আজীবন ফাউন্ডেশনের পৃষ্ঠপোষক বা ফেলো থাকিয়া যাইবেন ।
(৫) বোর্ড ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি আগ্রহশীল যে কোন ব্যক্তিকে তাঁহার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী ও নির্ধারিত শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে ফাউন্ডেশনের আজীবন সদস্য বা সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করিতে পারিবেন ।

৯ক. সদস্যদের সভা । - (১) বোর্ড প্রতিবছর ফাউন্ডেশনের সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভা আহবান করিবেন যাহার উদ্দেশ্য হইবে -
(ক) সভায় ফাউন্ডেশনের পূর্ববর্তী বছরের কার্যক্রমের উপর মহাপরিচালকের প্রদেয় বার্ষিক রিপোর্ট পর্যালোচনা করা ;
(খ) ফাউন্ডেশনের কার্যাবলী ও কর্মতৎপরতার ব্যাপারে বোর্ডের বিবেচনার জন্য সুপারিশ বা প্রস্তাব পেশ করা ; এবং

Dhaka University Institutional Repository

(গ) প্রয়োজনবোধে গভর্নর নির্বাচিত করা ; ফাউন্ডেশনের সদস্যবৃন্দকেই ভোট দিয়া বোর্ডের গভর্নর নির্বাচিত করিতে হয় ।
(২) সভায় পেশ করিতে হইবে এমন বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য বোর্ড যে কোন সময় ফাউন্ডেশন সদস্যদের অন্যান্য সাধারণ সভাও আহবান করিতে পারিবেন। ।
[১১] [(৩) চেয়ারম্যান ফাউন্ডেশন সদস্যদের সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে, চেয়ারম্যান কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে মনোনীত একজন গভর্নর সভাপতিত্ব করিবেন ।
(৪) ফাউন্ডেশনের সাধারণ সভার কার্যধারা এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধিবিধানের নির্ধারিত পন্থায় পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত হইবে ।

[১২]. [১০. অফিসার ইত্যাদি নিয়োগ - (১) ফাউন্ডেশনের একজন সচিব থাকিবেন যিনি সরকারের নির্ধারিত শর্তে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং বোর্ড অথবা মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) ফাউন্ডেশন নিজ কার্যাবলী দক্ষতার সহিত সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনবোধে অফিসার ও অন্যান্য কর্মচারীকে নির্ধারিত শর্তে নিয়োগ করিতে পারিবে ।]

১১. কার্যাবলী ।-ফাউন্ডেশনের কার্যাবলী হইবে -

(ক) মসজিদ ও ইসলামিক কেন্দ্র, একাডেমী ও [১৩][ইনস্টিটিউট] প্রতিষ্ঠা করা, পরিচালনা করা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা ;

(খ) মসজিদ ও ইসলামিক কেন্দ্র [১৪] [একাডেমী, ইনস্টিটিউট এবং সমাজ সেবায় নিবেদিত সংগঠনসমূহকে] আর্থিক সহায়তা দেওয়া ;

(গ) সংস্কৃতি, চিন্তা, বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ইসলামের অবদানের উপর গবেষণা পরিচালনা;

(ঘ) ইসলামের মৌলিক আদর্শ বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ, পরমত সহিষ্ণুতা ও ন্যায়বিচার প্রভৃতি প্রচার করা এবং প্রচারের কাজে সহায়তা করা [১৫] [এবং সমাজের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন পদক্ষেপের সুপারিশ করা ।] ;

(ঙ) [১৬][ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতিমালা জনপ্রিয় করিয়া তোলার লক্ষ্যে] ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত গবেষণার আয়োজন করা ও তাহার প্রসার ঘটানো এবং [জনপ্রিয় ইসলামী সাহিত্য সুলভে প্রকাশ করা এবং সেইগুলির সুলভ প্রকাশনা ও বিলিবন্টনকে উৎসাহিত করা ।]
[১৭] [(চ) ইসলাম ও ইসলামের বিষয় সম্পর্কিত বই পুস্তক, সাময়িকী ও প্রচার পুস্তিকা অনুবাদ করা, সংকলন করা ও প্রকাশ করা] ;

(ছ) ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়াদির উপর সম্মেলন, বক্তৃতামালা, বিতর্ক ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা ;

(জ) ইসলাম বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য পুরস্কার ও পদক প্রবর্তন করা ;
[১৮]. [(জজ) ইসলাম সম্পর্কিত প্রকল্পের উদ্যোগ নেওয়া, প্রকল্প গ্রহণ করা কিংবা তাহাতে সহায়তা করা] ;
(ঝ) ইসলাম বিষয়ক গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদান করা ;

(ঞ) বায়তুল মুকাররম মসজিদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নতি বিধান করা ; এবং

(ট) উপরোক্ত কার্যাবলীর যে কোনটির ক্ষেত্রে আনুষাঙ্গিক বা আপতিক সকল কাজ সম্পাদন করা।

১২. তহবিল । - (১) ফাউন্ডেশনের একটি তহবিল থাকিবে এবং সেই তহবিলে জমা হইবে -

(ক) ২০ নং অনুচ্ছেদের অধীনে ফাউন্ডেশনের কাছে হস্তান্তরিত বায়তুল মুকাররম ও ইসলামী একাডেমীর তহবিলের অর্থ ;

(খ) সরকারের অনুদান ও ঋণ ;

(গ)বাংলাদেশে সংগৃহীত ঋণ ;

(ঘ) সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে বিদেশী রাষ্ট্র ও সংস্থার কাছ হইতে প্রাপ্ত সাহায্য ও ঋণ ;

(ঙ) চাঁদা ও দান ;

(চ) বিনিয়োগ, রয়্যালটি ও সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত আয় ; এবং

(ছ) ফাউন্ডেশনের অন্য আর সকল প্রাপ্তি ।

(২) ফাউন্ডেশনের তহবিল এই আইনের অধীনে ফাউন্ডেশনের কার্যাবলীর সহিত সম্পর্কিত খরচ বা ব্যয় নির্বাহের কাজে ব্যবহার করা হইবে এবং ফাউন্ডেশনের যাবতীয় পাওনা ঐ তহবিল হইতে পরিশোধ করা হইবে ।

(৩) ফাউন্ডেশনের সমস্ত অর্থ যে কোন ব্যাংকে গচ্ছিত রাখা হইবে ।

১৩. হিসাব । - সরকার যেভাবে নির্দেশ দিবে ফাউন্ডেশন সেইভাবে তাহার হিসাব রক্ষা করিবে ।

১৪. বাজেট । - সরকার কর্তৃক নির্ধারিত প্রতি বছরের নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সরকারের অনুমোদনের জন্য ফাউন্ডেশন একটি বাজেট পেশ করিবে।এই বাজেট সরকার কর্তৃক নির্দেশিত আকারে প্রতি অর্থ বছরের জন্য পেশ করা

Dhaka University Institutional Repository

হইবে এবং তাহাতে ঐ অর্থ বছরের হিসাবকৃত আয় ও ব্যয় দেখানো হইবে ।

১৫. হিসাব পরীক্ষা । - (১) বাংলাদেশের কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল (অতঃপর এই অনুচ্ছেদে অডিটর জেনারেল বলিয়া উল্লিখিত) যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইভাবে ফাউন্ডেশনের হিসাব পরীক্ষা করিবেন ।

(২) উপ -অনুচ্ছেদ (১) -এর অধীনে হিসাব পরীক্ষার উদ্দেশ্যে অডিটর জেনারেল বা এই ব্যাপারে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি ফাউন্ডেশনের সকল নথিপত্র, বইপুস্তক, দলিল, ক্যাশ, সিকিউরিটি,স্টোর এবং অন্যান্য সম্পত্তি দেখিতে পারিবেন এবং তিনি যে কোন [১৯]. [গভর্নর, মহাপরিচালক] কিংবা ফাউন্ডেশনের অপর যে কোন অফিসার বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন ।

(৩) অডিটর জেনারেল সরকারের কাছে তাঁহার অডিট রিপোর্ট পেশ করিবেন এবং রিপোর্টের একটি কপি ফাউন্ডেশনের কাছে পাঠাইয়া দিবেন ।

১৬. রিপোর্ট, ইত্যাদি । - (১) ফাউন্ডেশন সময়ান্তরে সরকারের প্রয়োজন হইতে পারে এমন সকল রিপোর্ট ও বিবরণী সরকারের কাছে দাখিল করিবে ।

(২) ফাউন্ডেশন প্রত্যেক অর্থ বছর শেষ হইবার পর নিরীক্ষিত হিসাবের একটি বিবরণী এবং সেই সঙ্গে ফাউন্ডেশনের ঐ বছরের বিষয়াদির অবস্থা সংক্রান্ত একটি বার্ষিক রিপোর্ট যথাশীঘ্র সরকারের কাছে দাখিল করিবে ।

১৭.ক্ষমতা অর্পণ-ফাউন্ডেশন লিখিতভাবে সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশবলে নির্দেশ করিতে পারে যে, এইরূপ পরিস্থিতিতে এবং এইরূপ অবস্থায় তাহার এই সকল ক্ষমতা চেয়ারম্যান [২০]. [যে কোন গভর্নর, মহাপরিচালক কিংবা ফাউন্ডেশনের অপর যে কোন অফিসার বা কর্মচারীও প্রয়োগ করিতে পারিবেন। এইরূপ পরিস্থিতি বা অবস্থা উদ্ভূত হইলে আদেশে তাহা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে এবং কোন্ কোন্ ক্ষমতার কথা বলা হইয়াছে এবং কোন্ কোন্ অফিসার বা কর্মচারী তাহা প্রয়োগ করিতে পারিবে তাহাও নির্দিষ্টভাবে বলিতে হইবে ।

[২১] [১৮. বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা । - সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দিয়া এই আইনের উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নের জন্য বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে ।

১৮ক. রেগুলেশন প্রণয়নের ক্ষমতা । - (১) এই আইনের বিধানসমূহকে কার্যকরিতা দেওয়ার উদ্দেশ্যে যে বিধান প্রয়োজন বা যুক্তিযুক্ত তাহার জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের ব্যবস্থা করিবার লক্ষ্যে বোর্ড সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে এই আইনের বিধানাবলী ও বিধির সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন রেগুলেশন প্রণয়ন করিতে পারিবে ।

(২) এই কার্য ব্যবস্থার অধীনে প্রণীত সকল রেগুলেশন সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবে এবং প্রকাশিত হইবার সময় হইতে বলবৎ হইবে ।

১৮ক ক. ফাউন্ডেশনের সম্পত্তিসমূহের ভাড়া নির্ধারণ । - (১) আপাতত বলবৎ অপর যে কোন আইন বা কোন সম্পতি বা চুক্তি যাহাই থাকুক না কেন, -

(ক) ফাউন্ডেশন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভাড়ার তপসিল অনুযায়ী বিরাজমান বাজারদরের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া সময়ান্তরে তাহার সম্পত্তিসমূহের ভাড়া নির্ধারণ করিবে ;

(খ) ফাউন্ডেশন (ক) ধারার অধীনে নির্ধারিত তঁপসিল অনুযায়ী তাহার সম্পত্তিসমূহের ভাড়া পুননির্ধারণ করিবে ।

তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যেক ভাড়াটিয়ার ভোগদখল কালে কোন সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশের ভাড়া ১২ মাসের মধ্যে পুনর্নির্ধারণ করা যাইবে না ।

(২) কোন ভাড়াটিয়া (১) উপ-অনুচ্ছেদের অধীনে ধার্যকৃত বা পুনঃধার্যকৃত ভাড়া পরিশোধে অস্বীকৃতি জানাইলে বা ভাড়া পরিশোধে ব্যর্থ হইলে তিনি অননুমোদিত দখলদার বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তাঁহাকে ফাউন্ডেশনের সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ করা হইবে ।

১৯. কার্যক্রম গুটাইয়া ফেলা - কর্পোরেট সংস্থার কার্যক্রম গুটাইয়া ফেলা সংক্রান্ত আইনের কোন বিধান ফাউন্ডেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না এবং সরকারের আদেশ ছাড়া এবং সরকার যেইরুপ নির্দেশ দিবেন সেইরুপ নির্দেশ ছাড়া ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম গুটাইয়া ফেলা যাইবে না ।

২০. বায়তুল মুকাররম ও ইসলামী একাডেমীর অবলুপ্তি - (১) আপাততঃ বলবৎ কোন আইন বা বিধি, রেগুলেশন বা উপ-বিধি অথবা কোন ট্রাস্ট, ওয়াকফ, চুক্তি পত্র কিংবা অপর কোন দলীলে যাহাই থাকুক না কেন, ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পর -

(ক). বায়তুল মুকাররম নামে পরিচিত সমিতি যাহা সমিতি নিবন্ধীকরণ আইন, ১৮৬০ (১৮৬০ সালের ২১ নং আইন) -এর অধীনে নিবন্ধীকৃত এবং অতঃপর এখানে যাহা উক্ত সমিতি হিসাবে উল্লিখিত, এবং ইসলামী একাডেমী, ঢাকা নামে পরিচিত ইনস্টিটিউট যাহা অতঃপর এখানে উক্ত ইনস্টিটিউট হিসাবে উল্লিখিত, উভয়েই বিলুপ্ত হইবে ;

(খ) উক্ত সমিতির এডহক কমিটি বা অন্য কোন কমিটি অথবা ব্যবস্থাপকমন্ডলী, তাহা সে যে নামেই আখ্যায়িত করা হউক না কেন, বিলুপ্ত হইবে এবং উক্ত সমিতির সদস্যরা আর সদস্য থাকিবেন না এবং উক্ত ইনস্টিটিউটের সদস্যবৃন্দ ও প্রশাসকও আর সদস্য ও প্রশাসক থাকিবেন না,

(গ) বিলুপ্ত হইবার অব্যবহিত পূর্বে উক্ত সমিতি ও উক্ত ইনস্টিটিউটের নামে বিদ্যমান যাবতীয় পরিসম্পৎ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সুযোগ -সুবিধা এবং স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি, নগদ অর্থ ও ব্যাংক ব্যালেন্স, সংরক্ষিত

Dhaka University Institutional Repository

তহবিল, বিনিয়োগ এবং অন্য সকল রকমের স্বার্থ ও স্বত্ব এবং এই ধরনের সম্পত্তির সহিত সংশ্লিষ্ট ও তাহা হইতে উদ্ভূত স্বত্বসমূহ এবং সকল ঋণ, দায়দেনা ও যে কোন ধরনের আইনগত বাধ্যবাধকতা ফাউন্ডেশনের হাতে স্থানান্তরিত ও ন্যস্ত হইবে ;

(ঘ) বিলুপ্ত হইবার আগে উক্ত সমিতি ও উক্ত ইনস্টিটিউটের কৃত যাবতীয় ঋণ ও দায়, সম্পাদিত চুক্তি, অর্জিত স্বত্ব এবং সম্পাদন করিবার জন্য নিয়োজিত বিষয়াদি ফাউন্ডেশন কর্তৃক, ফাউন্ডেশনের সঙ্গে এবং ফাউন্ডেশনের জন্য কৃত, সম্পাদিত, অর্জিত ও নিয়োজিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ;

(ঙ) উক্ত সমিতি ও উক্ত ইনস্টিটিউটের সকল অফিসার এবং অন্য সকল কর্মচারী ফাউন্ডেশনে বদলী বা স্থানান্তরিত হইবেন এবং তাঁহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য চাকুরির শর্তাবলী অনুযায়ী তাঁহারা ফাউন্ডেশন কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং এরূপ বদলী বা স্থানান্তরের কারণে ঐ অফিসার ও কর্মচারীদের কেউই কোনরূপ ক্ষতিপূরণের অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইবেন না । এবং

(চ) বিলুপ্ত হইবার আগে উক্ত সমিতি ও উক্ত ইনস্টিটিউট যে সমস্ত মামলা করিয়াছে বা আইনগত ব্যবস্থা নিয়াছে কিংবা তাহাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত মামলা করা হইয়াছে বা আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে সেইগুলি ফাউন্ডেশনই করিয়াছে অথবা ফাউন্ডেশনের বিরুদ্ধে করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদনুযায়ী এইগুলি হয় চলিতে থাকিবে নতুবা এইগুলির ব্যাপারে ভিন্ন রকম পদক্ষেপ নেওয়া হইবে ।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত বিলুপ্তি, হস্তান্তর কিংবা অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে যে কোন অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে সরকার তাহার কাছে উপযুক্ত মনে হইবে এমন আদেশ জারি করিবেন এবং উক্ত আদেশ এই আইনের বিধানসমূহের অংশ বলিয়া গণ্য হইবে এবং ঐ অংশটিকে কার্যকারিতা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া পরিগণিত হইবে ।

২১. রহিতকরণ ও সাপেক্ষ বিষয় ।- (১) ইসলামিক ফাউন্ডেশন অধ্যাদেশ, ১৯৭৫ (১৯৭৫সালের সপ্তদশ অধ্যাদেশ) এতদ্দারা রহিত করা হইল ।

(২) এই অধ্যাদেশ রহিত করা সত্ত্বেও উক্ত অধ্যাদেশের যে কোন বিধানবলে প্রণীত যে কোন আদেশ, জারীকৃত যে কোন বিজ্ঞপ্তি কিংবা প্রদত্ত যে কোন নির্দেশ সহ যাহা কিছু করা হইয়াছে অথবা যাহা যাহা পদক্ষেপ নেওয়া হইয়াছে তাহা এই আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানবলে করা হইয়াছে, নেওয়া হইয়াছে, প্রণীত হইয়াছে, জারী হইয়াছে বা প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

[১৯৮৫ সালের ৭ই মে তারিখে বিশেষ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত]

Dhaka University Institutional Repository

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়
বিজ্ঞপ্তি
ঢাকা, ৭ই মে, ১৯৮৫

৪৬৩ নং প্রকাশনা। - গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১৯৮৫ সালের ২৮শে এপ্রিল জারিকৃত নিম্নোক্ত অধ্যাদেশ এতদ্দ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হইল ঃ -

ইসলামিক ফাউন্ডেশন (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮৫

১৯৮৫ সালের ২২ নং অধ্যাদেশ

১৯৭৫ সালের ইসলামিক ফাউন্ডেশন আইন অধিকতর সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রণীত অধ্যাদেশ

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যাবলীর জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সালের ১৭ নং অধ্যাদেশ) অধিকতর সংশোধন করা প্রয়োজন ও সমীচীন ;

সেহেতু এখন ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চের ঘোষণা অনুসারে এবং ঐ ঘোষণায় প্রাপ্ত সমুদয় ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নোক্ত অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিয়াছেন ঃ

১.সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, - এই অধ্যাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ নামে অভিহিত হইবে ।

২.১৯৭৫ সালের ১৭ নং আইনের ২ নং অনুচ্ছেদের সংশোধনী ইসলামিক ফাউন্ডেশন আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সালের ১৭ নং আইন), অতঃপর যাহা উক্ত আইন হিসাবে উল্লিখিত, সেই আইনের ২ নং অনুচ্ছেদের (গ) ধারার শেষে যতি চিহ্নের পরিবর্তে সেমিকোলন বসিবে এবং তারপর নিম্নোক্ত নূতন ধারা যুক্ত হইবে যথা ঃ

''(ঙ) ভাইস চেয়ারম্যান'' অর্থ বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান'' ।

৩.১৯৭৫ সালের ১৭ নং আইনের ৬ নং অনুচ্ছেদ সংশোধন । -উক্ত আইনের ৬ নং অনুচ্ছেদের (১) উপ -অনুচ্ছেদের, -

(ক) ধারা, ''ধর্ম বিষয়ক বিভাগ'' শব্দগুলির পরিবর্তে ''ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়'' শব্দগুলি বসিবে ; এবং

(খ) (ক) ধারার পর নিম্নোক্ত নূতন ধারা (ক ক) সন্নিবেশিত হইবে যথা ঃ

''(ক ক) সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে; তিনি বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবেও দায়িত্ব পালন করিবেন,''

৪.১৯৭৫ সালের ১৭ নং আইনের ৭ নং অনুচ্ছেদ সংশোধন - উক্ত আইনের ৭নং অনুচ্ছেদের (৪) উপ -অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ বসিবে যথাঃ

''(৪) বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন চেয়ারম্যান এবং তিনি অনুপস্থিত থাকিলে ভাইস -চেয়ারম্যান এবং তাঁহারা উভয়েই অনুপস্থিত থাকিলে চেয়ারম্যান কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে মনোনীত একজন গভর্নর ।''

Dhaka University Institutional Repository

৫.১৯৭৫ সালের ১৭ নং আইনের ৯ক অনুচ্ছেদের সংশোধনী -উক্ত আইনের ৯ক অনুচ্ছেদের (৩) উপ -অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নোক্ত উপ-অনুচ্ছেদ বসিবে, যথা ঃ

``(৩) ফাউন্ডেশন সদস্যদের সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করিবেন চেয়ারম্যান, এবং তিনি অনুপস্থিত থাকিলে ভাইস চেয়ারম্যান এবং তাঁহারা উভয়ে অনুপস্থিত থাকিলে চেয়ারম্যান কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে মনোনীত একজন গভর্নর।''

এইচ,এম,এরশাদ, এনডিসি, পিএসসি

লেফটেন্যান্ট জেনারেল

রাষ্ট্রপতি

ঢাকা :
২৮শে এপ্রিল, ১৯৮৫

মোঃআবুলবাশারভূঁইয়া

উপ -সচিব (ড্রাফটিং)

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বিজ্ঞপ্তি
ঢাকা, ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫

নং এস. আর. ও. ৩৯৯ -এল/৮৫/ধর্ম/উন্নয়ন, ৯-৪৪/৮৫ । -সরকারী ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ভূমি ও ইমারত (দখল পুনরুদ্ধার) অধ্যাদেশ (১৯৭০ সালের ২৪ নং অধ্যাদেশ) এর ১ নং অনুচ্ছেদের (২) উপ -অনুচ্ছেদ কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার উপরোক্ত অধ্যাদেশকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সালের ১৭ নং আইন) এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করিয়াছেন ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
এম. এ. রশিদ, সচিব

তথ্য সূত্র ঃ

১. ১৯৭৬ সালের ৩৬নং অধ্যাদেশ বলে ''ট্রাস্টিস'' শব্দটির পরিবর্তে বসানো হইয়াছে ।
২. ১৯৭৬ সালের ৬৪ নং অধ্যাদেশের ২ নং অনুচ্ছেদবলে এই নূতন ধারা (খখ) সন্নিবেশিত হইয়াছে ।
৩. ১৯৭৬ সালের ৩৬ নং অধ্যাদেশ বলে এই নূতন ধারা (গগ) সন্নিবেশিত করা হইয়াছে ।
৪. ১৯৮৩ সালের ৬৭ নং অধ্যাদেশের ২নং অনুচ্ছেদবলে মূল ধারা (ঘ) -এর পরিবর্তে ধারা (ঘ) বসানো হইয়াছে ।
৫. ১৯৭৬ সালের ৩৬ নং অধ্যাদেশবলে এই নতুন অনুচ্ছেদ ৫ক সন্নিবেশিত করা হইয়াছে ।
৬. ১৯৭৬ সালের ৩৬নং অধ্যাদেশবলে মূল অনুচ্ছেদ ৬ বদলানো হইয়াছে এবং পরবর্তীকালে ১৯৮৩ সালের ৬৭ নং অধ্যাদেশের ৩নং অনুচ্ছেদ বলে সংশোধন করিয়া উপরোক্ত অবস্থায় আনা হইয়াছে ।
৭. ১৯৭৬ সালের ৩৬নং অধ্যাদেশবলে ''ট্রাস্টিস'' শব্দের পরিবর্তে এই শব্দটি বসানো হইয়াছে ।
৮. ১৯৭৬ সালের ৩৬নং অধ্যাদেশবলে ''ট্রাস্টিস'' শব্দের পরিবর্তে এই শব্দটি বসানো হইয়াছে ।
৯. ১৯৮৩ সালের ৬৭ নং অধ্যাদেশের ৪ নং অনুচ্ছেদবলে ''উপস্থিত গভর্নরবৃন্দ কর্তৃক ঐ উদ্দেশ্যে নির্বাচিত'' শব্দগুলির পরিবর্তে এই শব্দগুলি বসানো হইয়াছে ।
১০. ১৯৭৬ সালের ৩৬ নং অধ্যাদেশের ৭ নং অনুচ্ছেদবলে মূল অনুচ্ছেদ ৯-এর পরিবর্তে অনুচ্ছেদ ৯ এবং ৯ক বসানো হইয়াছে ।
১১. ১৯৮৩ সালের ৬৭ নং অধ্যাদেশের ৫ নং অনুচ্ছেদবলে ৯ক অনুচ্ছেদের (৩) উপ-অনুচ্ছেদের পরিবর্তে (৩) ও (৪) উপ-অনুচ্ছেদ বসানো হইয়াছে ।
১২. ১৯৭৬ সালের ৬৪ নং অধ্যাদেশের ৪নং অনুচ্ছেদবলে মূল অনুচ্ছেদ ১০ এর পরিবর্তে অনুচ্ছেদ ১০ বসানো হইয়াছে ।
১৩. ১৯৭৬ সালের ৩৬ নং অধ্যাদেশবলে ''ইনস্টিটিউট'' শব্দের পরিবর্তে এই শব্দ বসানো হইয়াছে ।
১৪. ১৯৭৬ সালের ৬৪ নং অধ্যাদেশের ৫ নং অনুচ্ছেদবলে ''একাডেমী ও ইনস্টিটিউট'' শব্দাবলীর পরিবর্তে এই শব্দাবলী বসানো হইয়াছে ।
১৫. ১৯৭৬ সালের ৩৬ নং অধ্যাদেশবলে ''ন্যায়বিচার'' শব্দের পর এই শব্দগুলি ও কমা যোগ করা হইয়াছে ।
১৬. ঐ অধ্যাদেশবলে ''বিচারব্যবস্থা'' শব্দের পর এই শব্দগুলি ও কমা যোগ করা হইয়াছে।
১৭. ১৯৮৩ সালের ৬৭ নং অধ্যাদেশের ৬ নং অনুচ্ছেদবলে ১১ অনুচ্ছেদের (চ) ধারার পরিবর্তে (চ) ধারা বসানো হইয়াছে ।
১৮. ঐ অধ্যাদেশের একই অনুচ্ছেদবলে (জ) অনুচ্ছেদের পর এই নূতন ধারা (জজ) সন্নিবেশিত করা হইয়াছে ।
১৯. ১৯৭৬ সালের ৩৬ নং অধ্যাদেশের ৯ নং অনুচ্ছেদবলে ''ট্রাস্টি, সেক্রেটারী'' শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে এইসব শব্দ ও কমা বসানো হইয়াছে
২০. ১৯৭৬ সালের ৩৬ নং অধ্যাদেশের ১০ নং অনুচ্ছেদবলে ''যে কোন ট্রাস্টি কর্তৃক বা সেক্রেটারী কর্তৃক'' শব্দাবলীর পরিবর্তে এইসব শব্দ ও কমা বসানো হইয়াছে ।
২১. ১৯৮৩ সালের ৬৭ নং অধ্যাদেশের ৭ নং অনুচ্ছেদবলে মূল অনুচ্ছেদ ১৮ -এর পরিবর্তে অনুচ্ছেদ ১৮, ১৮ক এবং ১৮-কক বসানো হইয়াছে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-খ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

পরিচালক ও মহাপরিচালদের কার্যকালের তালিকা

পরিচালক,ইসলামিক একাডেমী,	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব অর্পণ	কার্যকাল
১.আল্লামা আবুল হাশিম	২৮/১১/৬০	২/৪/৬৯	৮বৎসর ৪ মাস ৪ দিন
২.জনাব আহমদ হোসাইন	৩/৪/৬৯	৫/৪/৭৩	৪ বৎসর ২ মাস
৩.মাওঃ ফজলুল করীম (ভারপ্রাপ্ত)	১৭/৪/৭৩	১৪/৯/৭৩	৪ মাস ২৭ দিন

মহাপরিচালক,ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

১. ড. মঈন উদ্দীন আহমদ খান	১৫/১০/৭৬	১৫/১০/৭৭	১ বৎসর
২. জনাব, এ. এফ. এম আবদুল হক ফরিদী	১৬/১০/৭৭	২৩/৭/৭৯	বৎসর, ৯মাস ৭দিন
৩. জনাব, আ. জ. ম. শামসুল আলম	২৪//৭/৭৯	৩০/৭/৮২	৩ বৎসর ৬ দিন
৪. জনাব, এ. এম. এম. ইয়াহিয়া	৩০/৭/৮২	১২/৪/৮৪	১বৎসর ৮মাস ১২দিন
৫. জনাব, এম.এ. সোবহান	১২/৪/৮৪	২৪/১২/৮৭	৩বৎসর ৮মাস ১২দিন
৬. জনাব, মুহাম্মদ ওমর ফারুক	২৪/১২/৮৭	১/৬/৮৮/	৫মাস ৭ দিন
৭. ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ মযাহেদ চৌধুরী (অবঃ)	০৪/৬/৮৮	৫/১২/৮৮	৬ মাস ১ দিন
৮. জনাব মুহাম্মদ ওমর ফারুক	০৫/১২/৮৮	২২/২/৮৯	২ মাস ১৭ দিন
৯. ব্রিগেডিয়ার মোসলেহ্ উদ্দিন আহমেদ(অবঃ)	০১/৩/৮৯	১৯/৯/৯০	১বৎসর ৬মাস ১৮ দিন
১০. জনাব এম. এ সোবহান	২১/৯/৯০	২৭/১২/৯০	৩ মাস ৬ দিন
১১. জনাব নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী(ভার)	২৭/১২/৯০	১৪/৩/৯১	২ মাস ১৭ দিন
১২. জনাব মুহাম্মদ মনসুরুল হক খান	১৪/৩/৯১	২৪/৪/৯৩	২বৎসর ১মাস ১১দিন
১৩. জনাব মোহাম্মদ শফিউদ্দিন	২৪/৪/৯৩	৯/১/৯৪	৮ মাস ১৬ দিন
১৪. জনাব দাউদ -উজ- জামান চৌধুরী	৯/১/৯৪	১৯/৯/৯৫	১বৎসর ৮মাস ১১দিন
১৫. সৈয়দ আশরাফ আলী	১৯/৯/৯৫	৩১/৮/৯৬	১১ মাস ১৩ দিন
১৬. জনাব আবদুল কুদ্দুস	৩১/৮/৯৬	১৬/৯/৯৬	১৭ দিন
১৭. জনাব মোঃ মোরশেদ হোসেন	১৬/৯/৯৬	১৮/২/৯৮	১ বৎঃ ৫ মাস ২দিন
১৮. মওলানা আবদুল আউয়াল	১৮/২/৯৮	৪/৯/২০০১	৩বৎসর ৬মাস ১৬দিন
১৯. মোঃ আবদুর রশীদ খান	৪/৯/২০০১	২০/১১/২০০১	২মাস ১৬দিন
২০. সৈয়দ আশরাফ আলী	১৯/১১/২০০১		

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট -গ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য পুস্তক তালিকা

(ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এ যাবত প্রায় দুই হাজার টাইটেলের পুস্তক প্রকাশ করেছে।তন্মধ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় বিক্রয় শাখায় বর্তমানে যে সব পুস্তকগুলো মজুদ আছে সেসব পুস্তকগুলো নিয়ে এ তালিকা প্রস্তুত করা হলো)

সূচিপত্র

ক্রমিক	বইয়ের শ্রেণী	টাইটেল সংখ্যা
১.	আল-কুরআন ও তাফসীর	২৬
২.	হাদীসে রাসূল (সা.)	১৭
৩.	সীরাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)	০৪
৪.	ইসলামী বিশ্বকোষ	৩০
৫.	সীরাত বিশ্বকোষ	০৩
৬.	জীবনী	১৫
৭.	শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি	১৪
৮.	অর্থনীতি, আইন ও দর্শন	১৪
৯.	ইতিহাস-ঐতিহ্য	০৭
১০.	ইসলামী আদর্শ ও ধর্মতত্ত্ব	১২
১১.	শিশু সাহিত্য ও শিক্ষা	৫০
১২.	ইংরেজি প্রকাশনা	৩৬
১৩.	আরবী প্রকাশনা	০২
১৪.	অন্যান্য বই	১৫
	সর্বমোট টাইটেল সংখ্যা	২৪৫

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআন ও তাফসীর

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদক
১।	কুরআন মজিদ (আরবী)	ইফাঃ সম্পাদনা পরিষদ
২।	আল-কুরআনুল করীম (বড়)	ইফাঃ সম্পাদনা পরিষদ
৩।	আল-কুরআনুল করীম (ছোট)	ইফাঃ সম্পাদনা পরিষদ
৪।	আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (১ম খন্ড)	সম্পাদনা পরিষদ
৫।	তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন (২য় খন্ড)	মূলঃ মুফতী মোহাম্মদ শফী অনুঃ মাওলানা মহিউদ্দিন খান
৬।	তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন (৩য় খন্ড)	ঐ
৭।	তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন (৪র্থ খন্ড)	ঐ
৮।	তাফসীরে ইবনে কাছির (৪র্থ খন্ড)	মূলঃ আলামা ইবনে কাছির (র.) অনুঃ আখতার ফারুক
৯।	তাফসীরে ইবনে কাছির (৫ম খন্ড)	ঐ
১০।	তাফসীরে ইবনে কাছির (৬ষ্ঠ খন্ড)	ঐ
১১।	তাফসীরে ইবনে কাছির (৭ম খন্ড)	ঐ
১২।	তাফসীরে তাবারী শরীফ (৪র্থ খন্ড)	মূলঃ ইমাম তাবারী
১৩।	তাফসীরে তাবারী শরীফ (৫ম খন্ড)	ঐ
১৪।	তাফসীরে তাবারী শরীফ (৬ষ্ঠ খন্ড)	ঐ
১৫।	তাফসীরে তাবারী শরীফ (৭ম খন্ড)	ঐ
১৬।	তাফসীরে তাবারী শরীফ (৮ম খন্ড)	ঐ
১৭।	তাফসীরে তাবারী শরীফ (৯ম খন্ড)	ঐ
১৮।	তাফসীরে মাযহারী (১ম খন্ড)	মাওলানা আলামা কাজী মুহাম্মদ ছানাউলাহ্ পানিপথী
১৯।	তাফসীরে মাযহারী (২য় খন্ড)	ঐ
২০।	তাফসীরে মাযহারী (৩য় খন্ড)	ঐ
২১।	তাফসীরে মাযহারী (৪র্থ খন্ড)	ঐ
২২।	তাফসীরে উসমানী (১ম খন্ড)	মাওলানা সাব্বীর আহমদ উসমানী ও মাহমুদুল হাসান
২৩।	তাফসীরে উসমানী (২য় খন্ড)	ঐ
২৪।	তাফসীরে মাজেদী (১ম খন্ড)	মাওঃ আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী
২৫।	তাফসীরে মাজেদী (২য় খন্ড)	ঐ
২৬।	তাফসীরুল কুরআন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	ড. মুহাম্মদ আনওয়ারী

Dhaka University Institutional Repository

হাদীসে রাসূল (সা.)

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদক
১।	বুখারী শরীফ (৩য় খন্ড)	ইমাম বুখারী (র.)
২।	বুখারী শরীফ (৭ম খন্ড)	ঐ
৩।	বুখারী শরীফ (৮ম খন্ড)	ঐ
৪।	বুখারী শরীফ (৯ম খন্ড)	ঐ
৫।	বুখারী শরীফ (১০ম খন্ড)	ঐ
৬।	মুসলিম শরীফ (৭ম খন্ড)	ইমাম মুসলিম (র.)
৭।	তিরমিযী শরীফ (৪র্থ খন্ড)	মূলঃ ইমাম আবু ঈশা আ'ত তিরমিযী (র.)
৮।	তিরমিযী শরীফ (৫ম খন্ড)	ঐ
৯।	তিরমিযী শরীফ (৬ষ্ঠ খন্ড)	ঐ
১০।	আবু দাউদ শরীফ (৪র্থ খন্ড)	ইমাম আবু দাউদ (র.)
১১।	আবু দাউদ শরীফ (৫ম খন্ড)	ঐ
১২।	সুনানু ইবনে মাজাহ (১ম খন্ড)	ইমাম ইবনে মাজাহর (র.)
১৩।	সুনানু ইবনে মাজাহ (২য় খন্ড)	ঐ
১৪।	সুনানু নাসাঈ শরীফ (১ম খন্ড)	ইমাম নাসাঈ (র.)
১৫।	মা'আরিফুল হাদীস (১ম খন্ড)	অনুঃ মাওলানা নুরুজ্জামান
১৬।	তাজরীদুস সিহাহ (১ম খন্ড) (পুনরাবৃত্তিমূলক সহিহ্ হাদীস)	সম্পাদনা পরিষদ
১৭।	তাজরীদুস সিহাহ্ (২য় খন্ড)	ঐ

সীরাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদক
১।	রাসূলে রহমত (সা.)	মাওলানা আবুল কালাম আজাদ
২।	ফুতহুল বুলদান	আলামা আহমদ ইবনে ইয়াহিয়া
৩।	মহানবীর জীবন চরিত্র	ড. মোহাম্মদ হোসাইন হায়কল
৪।	হযরত মুহাম্মদ (সা.)ঃ তাহার শিক্ষা ও অবদান	সৈয়দ বদরুদ্দোজা

ইসলামী বিশ্বকোষ

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদক
১।	সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (১ম খন্ড)	ইফাবা বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ
২।	সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (২য় খন্ড)	ঐ
৩।	ইসলামী বিশ্বকোষ (১ম খন্ড)	ঐ
৪।	ইসলামী বিশ্বকোষ (২য় খন্ড)	ঐ
৫।	ইসলামী বিশ্বকোষ (৩য় খন্ড)	ঐ
৬।	ইসলামী বিশ্বকোষ (৪র্থ খন্ড)	ঐ
৭।	ইসলামী বিশ্বকোষ (৫ম খন্ড)	ঐ
৮।	ইসলামী বিশ্বকোষ (৬ষ্ঠ খন্ড)	ঐ
৯।	ইসলামী বিশ্বকোষ (৭ম খন্ড)	ঐ
১০।	ইসলামী বিশ্বকোষ (৮ম খন্ড)	ঐ
১১।	ইসলামী বিশ্বকোষ (৯ম খন্ড)	ঐ
১২।	ইসলামী বিশ্বকোষ (১০ম খন্ড)	ঐ
১৩।	ইসলামী বিশ্বকোষ (১১তম খন্ড)	ঐ
১৪।	ইসলামী বিশ্বকোষ (১২তম খন্ড)	ঐ
১৫।	ইসলামী বিশ্বকোষ (১৩ তম খন্ড)	ঐ
১৬।	ইসলামী বিশ্বকোষ (১৪ তম খন্ড)	ঐ
১৭।	ইসলামী বিশ্বকোষ (১৫তম খন্ড)	ঐ
১৮।	ইসলামী বিশ্বকোষ (১৬/১ম খন্ড)	ঐ
১৯।	ইসলামী বিশ্বকোষ (১৬/২য় খন্ড)	ঐ
২০।	ইসলামী বিশ্বকোষ (১৭ তম খন্ড)	ঐ
২১।	ইসলামী বিশ্বকোষ (১৮ তম খন্ড)	ঐ
২২।	ইসলামী বিশ্বকোষ (১৯ তম খন্ড)	ঐ
২৩।	ইসলামী বিশ্বকোষ (২০ তম খন্ড)	ঐ
২৪।	ইসলামী বিশ্বকোষ (২১ তম খন্ড)	ঐ
২৫।	ইসলামী বিশ্বকোষ (২২ তম খন্ড)	ঐ
২৬।	ইসলামী বিশ্বকোষ (২৩ তম খন্ড)	ঐ
২৭।	ইসলামী বিশ্বকোষ (২৪/১ম খন্ড)	ঐ
২৮।	ইসলামী বিশ্বকোষ (২৪/২য় খন্ড)	ঐ
২৯।	ইসলামী বিশ্বকোষ (২৫ তম খন্ড)	ঐ
৩০।	ইসলামী বিশ্বকোষ (২৬ তম খন্ড)	ঐ

সীরাত বিশ্বকোষ

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদক
১।	সীরাত বিশ্বকোষ (১ম খন্ড)	ইফাবা বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ
২।	সীরাত বিশ্বকোষ (২য় খন্ড)	ঐ
৩।	সীরাত বিশ্বকোষ (৩য় খন্ড)	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

জীবনী গ্রন্থ

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদক
১।	এ দেশে এক বিজ্ঞানী	মীর আশফাকুজ্জামান
২।	মহান বিপবী কবি শহীদ কাসসাস	নূর হোসেন মজিদী
৩।	হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র.)	মুহাঃ লুতফুল হক
৪।	হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাছ	আঃ কাইয়ুম
৫।	ইমাম আযম আবু হানিফা (রা.)	এ.এস.এম সিরাজুল ইসলাম
৬।	এয়াকুব আলী চৌধুরী জীবন ও সাহিত্য	ড. খালেদ মাসুকে রসুল
৭।	শায়খুল ইসলাম হযরত মাদানীর জীবনের বিশ্ময়কর ঘটনাবলী	মূলঃ মাওলানা আবুল হাসান বরাহ বাঁংকরী
৮।	হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (র.) (১ম খন্ড)	এ,এফ,এম, আঃ আজীজ ও সিদ্দীক আহম্মদ খান
৯।	তসলিমুদ্দীন আহমদ রচনাবলী	মোতাহার হোসেন সুফী
১০।	আহম্মদ দীদাদ রচনাবলী	অনুঃ ফজলে রাব্বি
১১।	হযরত শায়খুল হাদীস মাওঃ যাকারিয়া	হাসান আলী নদবী
১২।	খাজা আঃ মজিদ শাহঃ জীবন ও কর্ম	মুহাম্মদ ইকবাল হোসেন
১৩।	ড.গোলাম মকসুদ হিলালী কর্মজীবন ও চিন্তাধারা	ড. আবু ইউনুছ খান মুহাঃ জাহাঙ্গীর
১৪।	হাবীবুলাহ্ বাহার জীবন ও সাহিত্য সাধনা	ড. খালেদ মাসুকে রসুল

শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি

১।	মরো মুসলিম শিল্প সংস্কৃতি	মুহাঃ বাসির উদ্দিন আকন্দ
২।	মানব সভ্যতায় মসজিদের অবদান	অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক
৩।	সমস্ত প্রশংসা তাঁর	আবদুর রশিদ খান
৪।	যে নামে জেগেছে স্বদেশ	জাহাঙ্গীর হাবিবুলাহ্
৫।	নজরুল প্রতিভা	মোবাশ্বের আলী
৬।	দিলরবাব	আবদুল লতিফ
৭।	জামশিদ গিয়াসউদ্দিন আল কাশি	ঐ
৮।	সভ্যতা ও সংস্কৃতি ইসলামী প্রেক্ষিত	ইফা গবেষণা বিভাগ
৯।	গবেষণার ইসলামী দিকদর্শন	ঐ
১০।	কবি মোঃ গোলাম হোসেন আরজীবন ও সাহিত্য	মুহাঃ আবু তালিব
১১।	পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইসলাম	ঐ
১২।	মসজিদ পাঠাগার	শামসুল আলম
১৩।	বুদ্ধির ফসল আত্মার আশিষ	শাহেদ আলী
১৪।	খাজা আবদুল মজীদ শাহ রচনাবলী	ইকবাল হোসাইন

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনীতি, আইন ও দর্শন

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদক
১।	ইসলামের অর্থ বন্টন ব্যবস্থা	মুফতী মুহাঃ শফী (র.)
২।	বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন (১ম-২য় খন্ড)	গাজী শামসুর রহমান
৩।	বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন (৩য় খন্ড)	ইফাঃ সম্পাদনা পরিষদ
৪।	ফোরকানিয়া মকতব পরিচালনা পদ্ধতি	মোঃ লুতফুল হক
৫।	ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী (১ম খন্ড)	ইফাবা সম্পাদনা পরিষদ
৬।	ফাতওয়ায়ে আলমাগীরী (২য় খন্ড)	ঐ
৭।	আল হিদায়া (২য় খন্ড)	ইফাঃ সম্পাদনা পরিষদ
৮।	আল হিদায়া (৩য় খন্ড)	ঐ
৯।	আল হিদায়া (৪র্থ খন্ড)	ঐ
১০।	ইসলামে বাণিজ্য আইন	এম, রুহুল আমিন অনুদিত
১১।	নজরুল ইসলাম ঃ জীবন ও সাহিত্য	শেখ আজিজুল হক
১২।	ফাতাওয়া ও মাসাইল (৬ষ্ঠ খন্ড)	ইফাঃ সম্পাদনা পরিষদ
১৩।	আল ফিকহুল আকবর	ইমাম আবু হানিফা (র.)
১৪।	মরু ভাস্কর	মোঃ ওয়াজেদ আলী

ইতিহাস-ঐতিহ্য

১।	আওরংগজেব	শহীদ আকন্দ
২।	ইমাম তাহাবীর (র.) জীবন ও কর্ম	ড. মুহাঃ শহীদুলাহ
৩।	বৈপবিক দৃষ্টিতে ইসলাম	শামসুল হক
৪।	বরিশালে ইসলাম	আজীজুল হক বান্না
৫।	ভারত বিদ্রোহের কারণ	স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ
৬।	আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১ম খন্ড)	মাওঃ আবু তাহের মেজবাহ
৭।	আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২য় খন্ড)	ঐ

ইসলামী আদর্শ ও ধর্মতত্ত্ব

১।	আরাফাতের মোনাজাত	মুহাঃ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী
২।	সৌভাগ্যের পরশ মণি (২য় খন্ড)	ইমাম গাজ্জালী (র.)
৩।	সৌভাগ্যের পরশ মণি (৩য় খন্ড)	ঐ
৪।	সৌভাগ্যের পরশ মণি (৪র্থ খন্ড)	ঐ
৫।	মিনহাজুল আবেদীন	মূলঃ ইমাম গাজ্জালী (র.)
৬।	শরিয়তের দৃষ্টিতে অংশিদারী কারবার	অনুঃ মাওঃ কারামত আলী নিজামী
৭।	গৌরবময় খিলাফত	অনুঃ মুহাম্মদ সিরাজ মান্নান
৮।	আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম	ইফাঃ গবেষণা বিভাগ
৯।	ইসলামের আহবান	মুহাম্মদ নুরুল আমিন জাওহার
১০।	মুসলিম মনীষা	ইফাঃ গবেষণা বিভাগ
১১।	স্রষ্টা ও ইসলাম	লেখক মন্ডলী
১২।	দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম	লেখক মন্ডলী

Dhaka University Institutional Repository

শিশু সাহিত্য ও শিক্ষা

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদক
১।	আলোর পথ	আবদুল হালিম খাঁ
২।	আমাদের নবী	মইনুদ্দীন
৩।	আমার ইসলামী ছড়া	এ,কে,এম, হারুনুর রশীদ
৪।	ছড়ায় ছড়ায় আরবী শিখি	মুহাঃ নুরউদ্দিন
৫।	ছোটদের শাহ জামান	মুফাখারুল ইসলাম
৬।	ছোটদের ইবনে রুশদ	শাহ মুহাঃ খুরশিদ আলম
৭।	ছোটদের মিলাদুন্নবী	ইব্রাহিম খাঁ
৮।	ছোটদের মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকি	মকবুলা মনজুর
৯।	ছোটদের প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ	সুলতানা রহমান
১০।	ছোট বেলায় সোনা	মতিন উদ্দিন আহমদ
১১।	ছোটদের আওরংগজেব	শহিদুর রহমান
১২।	ছোটদের হাজী মোঃ মোহসীন	আবু নুসরাত উল্যা
১৩।	ছোটদের শাহ্ ইসমাঈল	মাওঃ আক্তার ফারুক
১৪।	ছোটদের আমির খসরু	মোবারক হোসেন খান
১৫।	বর্ণমালায় ছড়ার ভুবন	আবুল কাশেম আশেকী
১৬।	বেগম রোকেয়া	মুহাঃ আবদুল কুদ্দুস
১৭।	রুমি রিনির ছড়া	জামাল উদ্দীন মোল্যা
১৮।	রোজার ছড়া	ঐ
১৯।	ফুল বাগিচা	শেখ ফজলুর রহমান
২০।	ফকির মজনু শাহ	মোঃ আবু তালিব
২১।	ফুলের মত সুন্দর	মুস্তাফা মাসুদ
২২।	ন্যায় বিচারের গল্প	এনায়েত রসুল
২৩।	নবী দাউদ (আ.) ও নবী সোলায়মান (আ.)	হেলেনা খান
২৪।	পূণ্যময়ী মা হাজেরা	কাজী কানিজ ফাতিফা
২৫।	পরীর পাহাড়	মনোয়ার হোসেন
২৬।	পরম প্রিয়	শেখ তোফাজ্জেল হোসেন
২৭।	দক্ষিনের বাদশাহ খানজাহান আলী	নুরুলা মাসুম
২৮।	গল্পে হযরত আবু বক্কর	মসউদ উশ শহিদ
২৯।	সোনামনিদের জন্য	শহিদ আবদুল হাই
৩০।	গাজী সালাহ্ উদ্দীন	ফজলুল হাসান ইউসুফ
৩১।	সোনালী দিগন্ত	অনামিকা হক লিলি
৩২।	সকল কিছু হচেছ লিখা	বদরে আলম মারাঠি
৩৩।	ষাট গম্বুজের আযান ধ্বনি	তিতাস চৌধুরী
৩৪।	সুবর্ণ পৃথিবীর গল্প	নাজমা তাসমিন
৩৫।	শেরে বাংলা (সচিত্র)	আবুল খায়ের আহমদ আলী
৩৬।	সুলতান গিয়াস উদ্দিন (সচিত্র)	আঃ মুকিত চৌধুরী
৩৭।	ঈশা খাঁ	আবুল খায়ের আহমদ আলী
৩৮।	শেষ প্রেরিত নবী	মাওঃ আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ
৩৯।	মরু ঝরনা	হোসনেআরা শাহেদ
৪০।	কুরআন হাদীসের আলোকে সৈনিকের কর্তব্য	অধ্যাপক মাঃ আশেক আজাদী
৪১।	ছোটদের হযরত ইউসুফ	আবুল কাশেম আশেকী

Dhaka University Institutional Repository

৪২।	ছোটদের বন্ধু কবি জসিম উদ্দিন	এ,এন সালামত উল্লাহ
৪৩।	আর রক্ত নয়	সৈয়দ আবদুস সুলতান
৪৪।	তোমার জন্য	সালমা চৌধুরী
৪৫।	ছোটদের ইসলামী কবিতা	মনওয়ার হোসেন,রওশন আলী খন্দকার
৪৬।	একুশে ছড়া	সৈয়দ শামসুল হুদা
৪৭।	চাঁদের কথা	মুকুল চৌধুরী
৪৮।	কুরআনের কাহিনী(১ম খন্ড)	মুহাম্মদ লুৎফুল হক
৪৯।	কুরআনের কাহিনী (২য় খন্ড)	ঐ
৫০।	গল্প নয় সত্যি	মুস্তফা জামাল

ইংরেজী প্রকাশনা

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদক
1.	Islam.	Dr. Syed Mahmudul Hasan
2.	Dhaka the city of Mosque.	Dr. Syed Mahmudul Hasan
3.	The Message of Tableeg and Dawah.	A.Z.M. Shamsul Alam.
4.	Search for Peace.	Badiuzzaman Baralaskar
5.	Blessed Nights and Days.	Syed Ashraf Ali
6.	An Encounter with Islam.	Ahmad Farid
7.	Global Geo-Strategy of Bangladesh, OIC and Islamic Ummah.	Syed Tayyebur Rahman
8.	Gaud and Hazral Pandua.	Syed Mahmudul Hasan
9.	Bengal Towards the close of Aurangzeb.	Dr. Enamul Haque
10.	Metaphysical Section of Al-Gazzali.	Dr. Mizanur Rahman
11.	Scientific Indications in the Holy Quran	A Board of Researchers
12.	Muslim Contribution to Science and Technology.	A Board of Researchers
13.	Islam in Bangladesh Through Ages.	A Board of Researchers
14.	Social History of the Muslim of Bangladesh Under the British Rule.	Dr. Main Uddin Ahmed
15.	The Satanic Verses A Thousand Years old Conspiracy.	Syed Ashraf Ali
16.	Maintenances of Divorces in the light of Islam.	Justice Abdul Bari Sarker
17.	Persia's Contribution to Arabic Literature.	Dr. Sahera Khatun
18.	The Concept of Democracy in Islam.	Justice Abdul Bari Sarker
19.	Holy Prophet's Mission to Contemporary Rulers.	Al-Haj Maulana Abdullah bin Syeed Jalalaba
20.	The Sword of the Crescent Moon.	Md. Azizul Haque
21.	Concept of Islamic Statecraft.	Justice Abdul Bari Sarker
22.	Translation From the Quran.	Altaf Gauhar
23.	The Concept of Nationalism in Islam.	Abdul Bari Sarker
24.	Some Aspects of the Principal Sufi Orders in India.	Muhammad Muzammel Haq

Dhaka University Institutional Repository

25.	The Muslim Political Parties in Bengal.	Mohammad Seraj Mannan
26.	Glimpses of Muslim Art and Architecture.	Syed Mahmudul Hasan
27.	Islam and Cosmological Science.	Dr. M. Abdul Jalil Miah
28.	Some Muslim Stalwarts.	Muhammad Abdullah
29.	Some Leading Muslim Libraries of the world.	S.M. Imamuddin
30.	Hazrat Abujahar Gifari (Ra).	Dewan Mohammad Azraf
31.	Muslim Traditions in Bengali Literature.	Syed Ali Ashraf
32.	Muslim Festivals in Bangladesh.	Abu Jafar
33.	In Quest of Truth.	Muhammad Abdur Rahim
34.	India's Contribution to the Study of Hadith Literature.	Dr. Md. Ishaque
35.	The life and works of Ibn Hajar Al-Asqalani.	Dr. Aftab Ahmad Rahmani
36.	As I See It.	Abul Hashim

........o........

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ঘ

বায়তুল মুকাররমের বিভিন্ন আঙ্গিকের ছবি

AN ARCHITECT'S VIEW OF BAITUL MUKARRAM

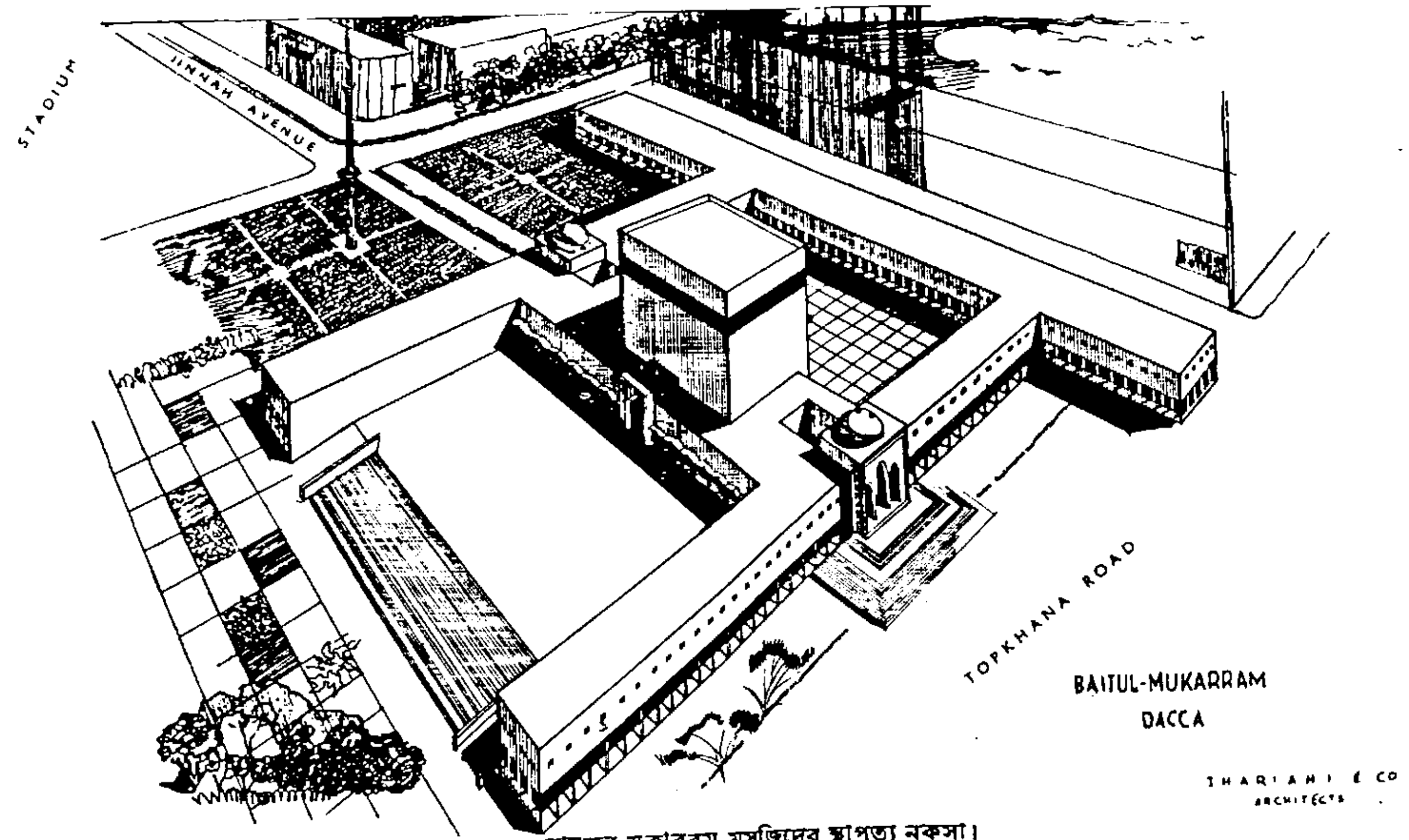

বায়তুল মুকাররম মসজিদের স্থাপত্য নকসা।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান।

২৭শে জানুয়ারী, ১৯৬০ বায়তুল মুকাররম মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

উদ্বোধন অনুষ্ঠান : অন্যান্যের মাঝে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের পেছনে
মেজর জেনারেল ওমরাও খান, সর্বডানে আবদুল লতিফ বাওয়ানী।

Dhaka University Institutional Repository

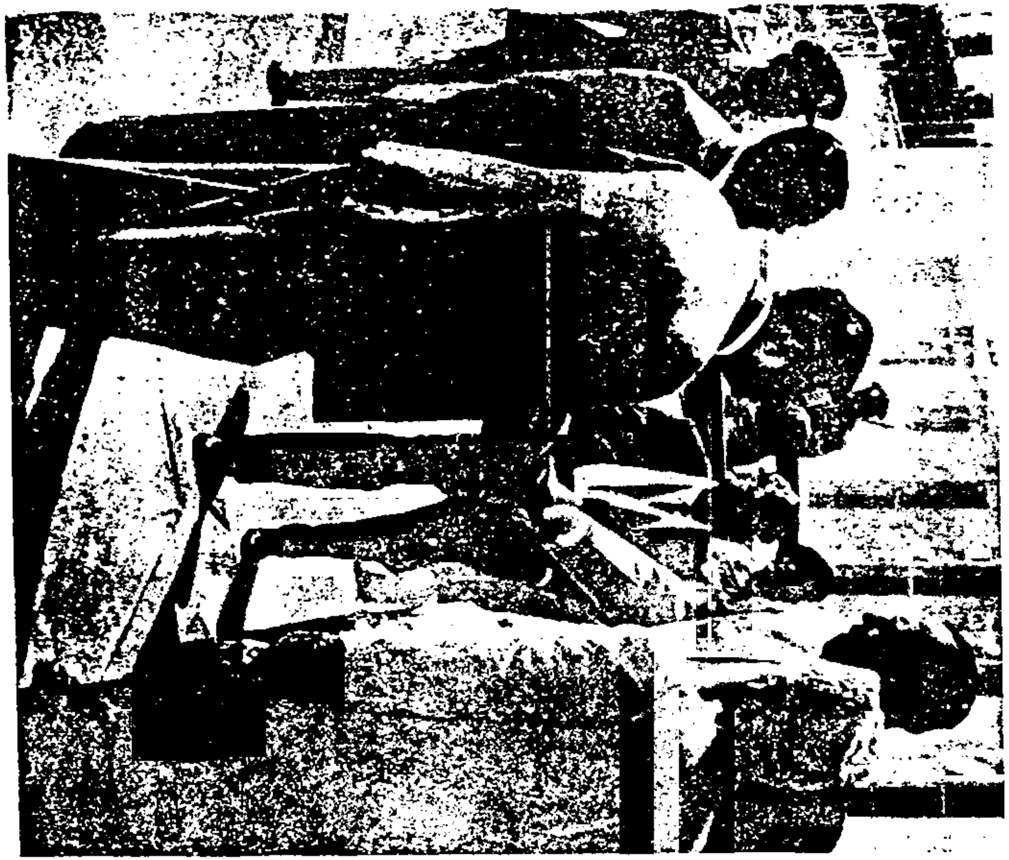

বায়তুল মুকাররম সমিতির পক্ষ থেকে জি. এ. মাদানী এবং তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্ণর মিঃ জাকির হোসাইন, বায়তুল মুকাররম মসজিদ প্রতিষ্ঠার জন্য ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানকে সম্বর্ধনা জানান।

Dhaka University Institutional Repository

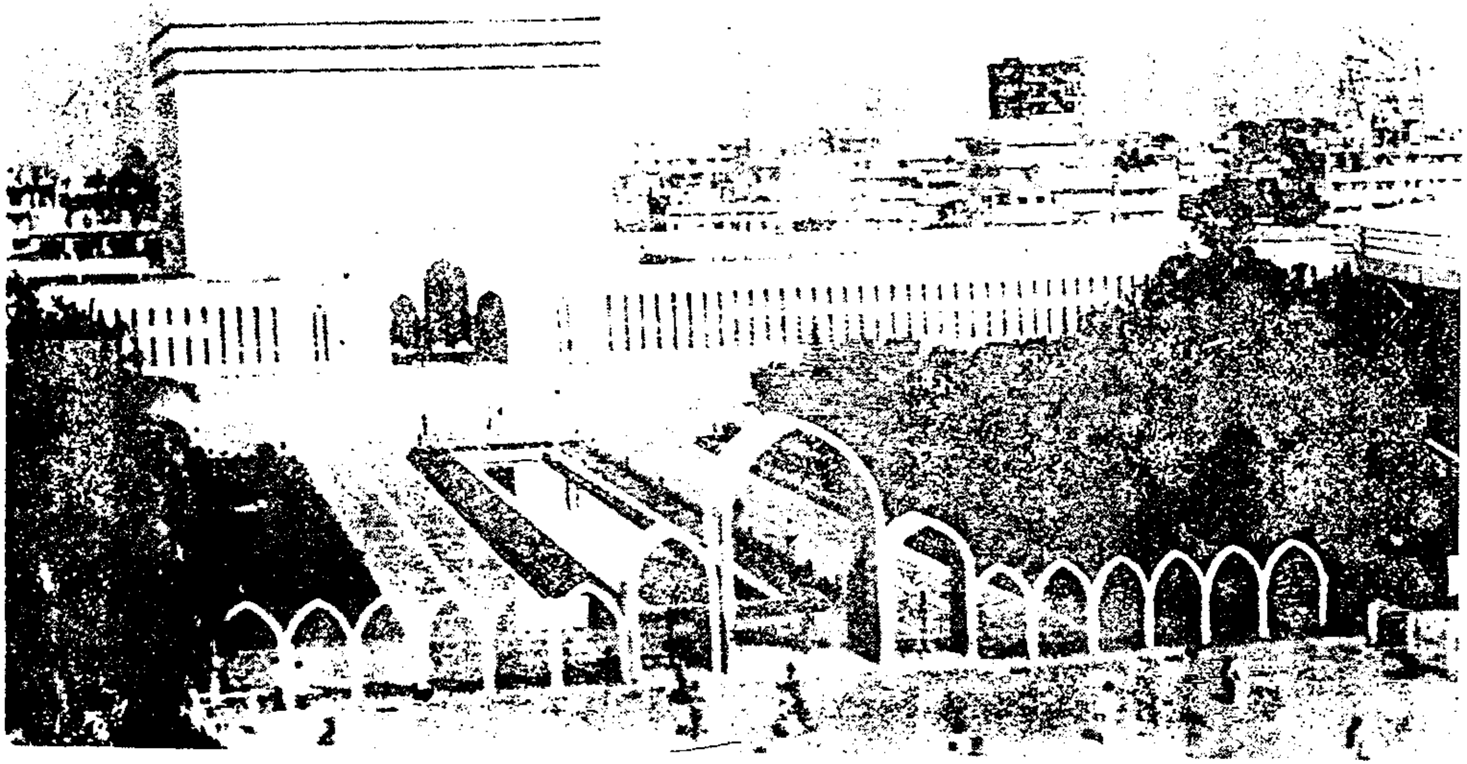

সর্ব দক্ষিণদিক থেকে নেয়া বায়তুল মুকাররম মসজিদের ছবি।

Dhaka University Institutional Repository

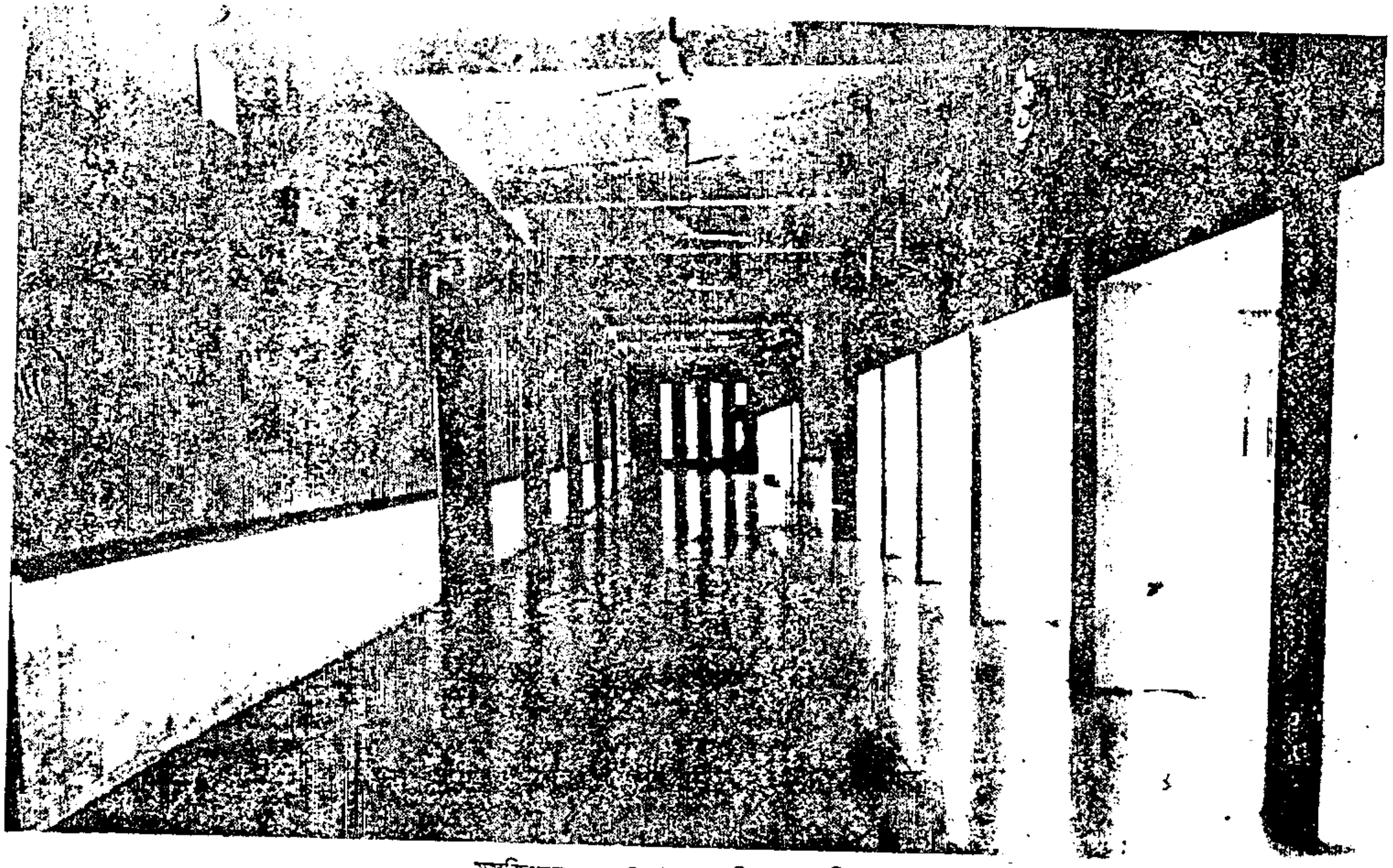

মসজিদের সরাসরি উত্তর-দক্ষিণের করিডোর।

Dhaka University Institutional Repository

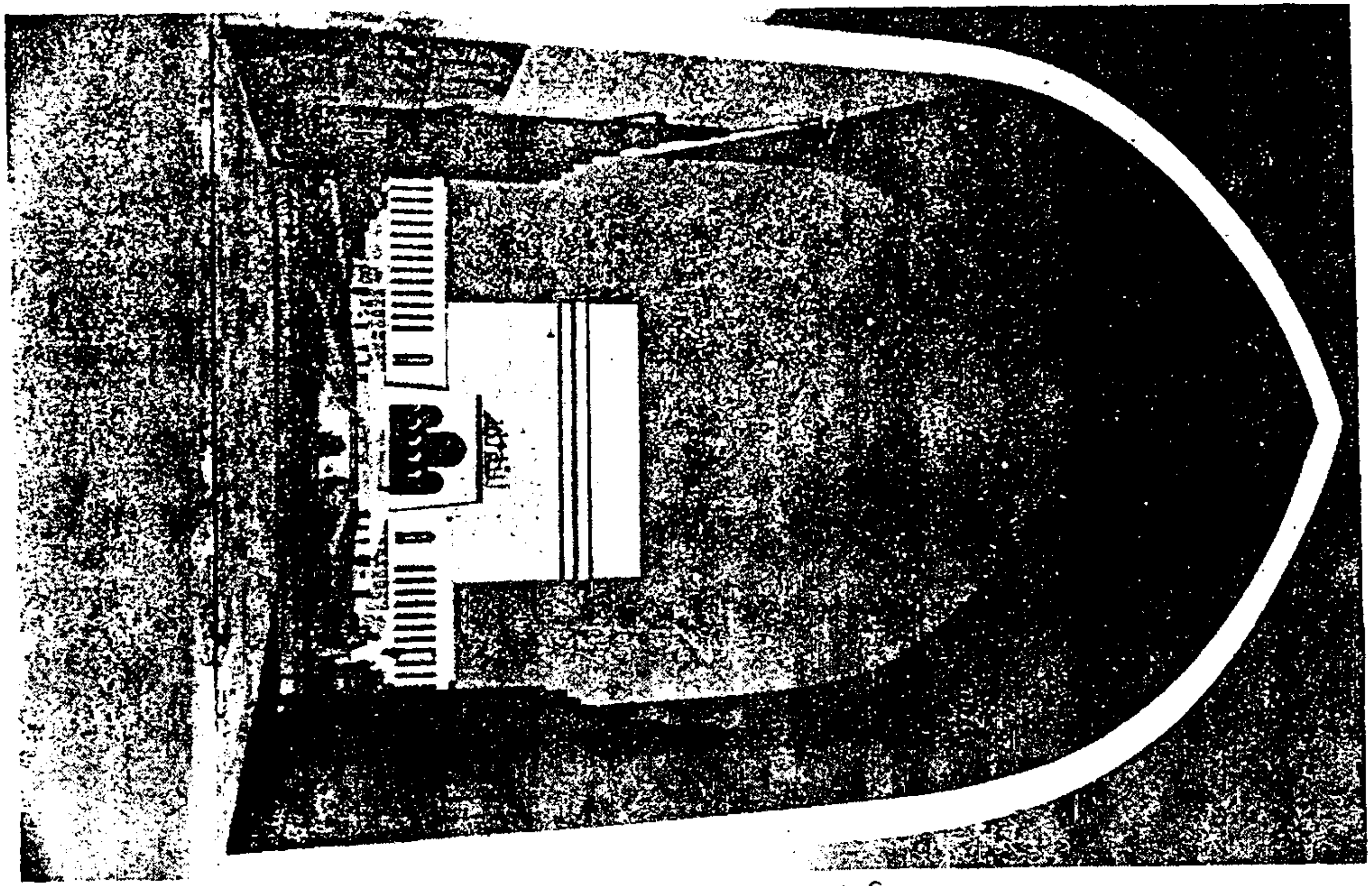

দক্ষিণ গেইটের একেবারে কাছ থেকে নেয়া ছবি।

Dhaka University Institutional Repository

মেহরাবের দৃশ্য।

Dhaka University Institutional Repository

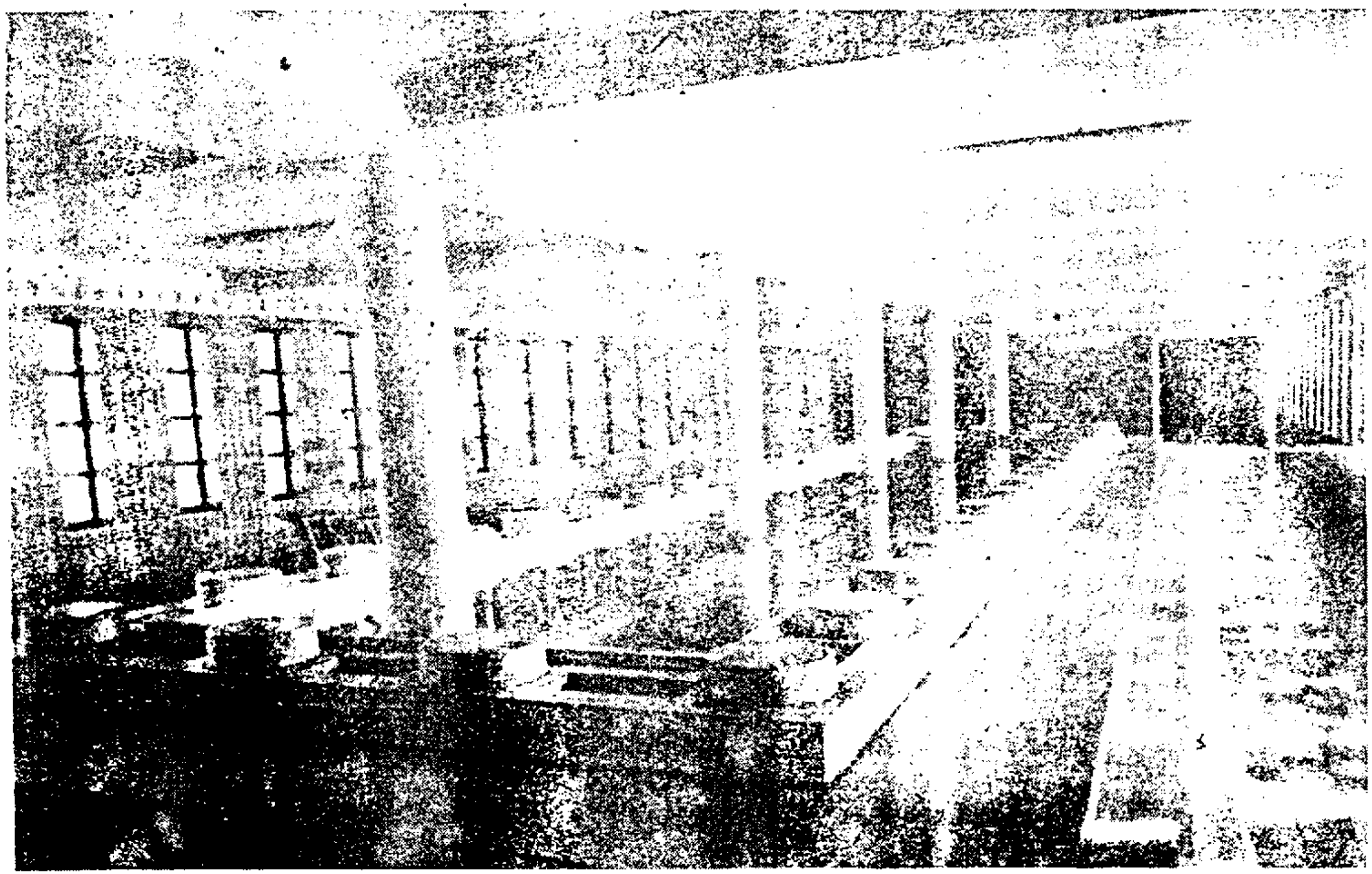

উত্তরদিকের ওজুখানা।

Dhaka University Institutional Repository

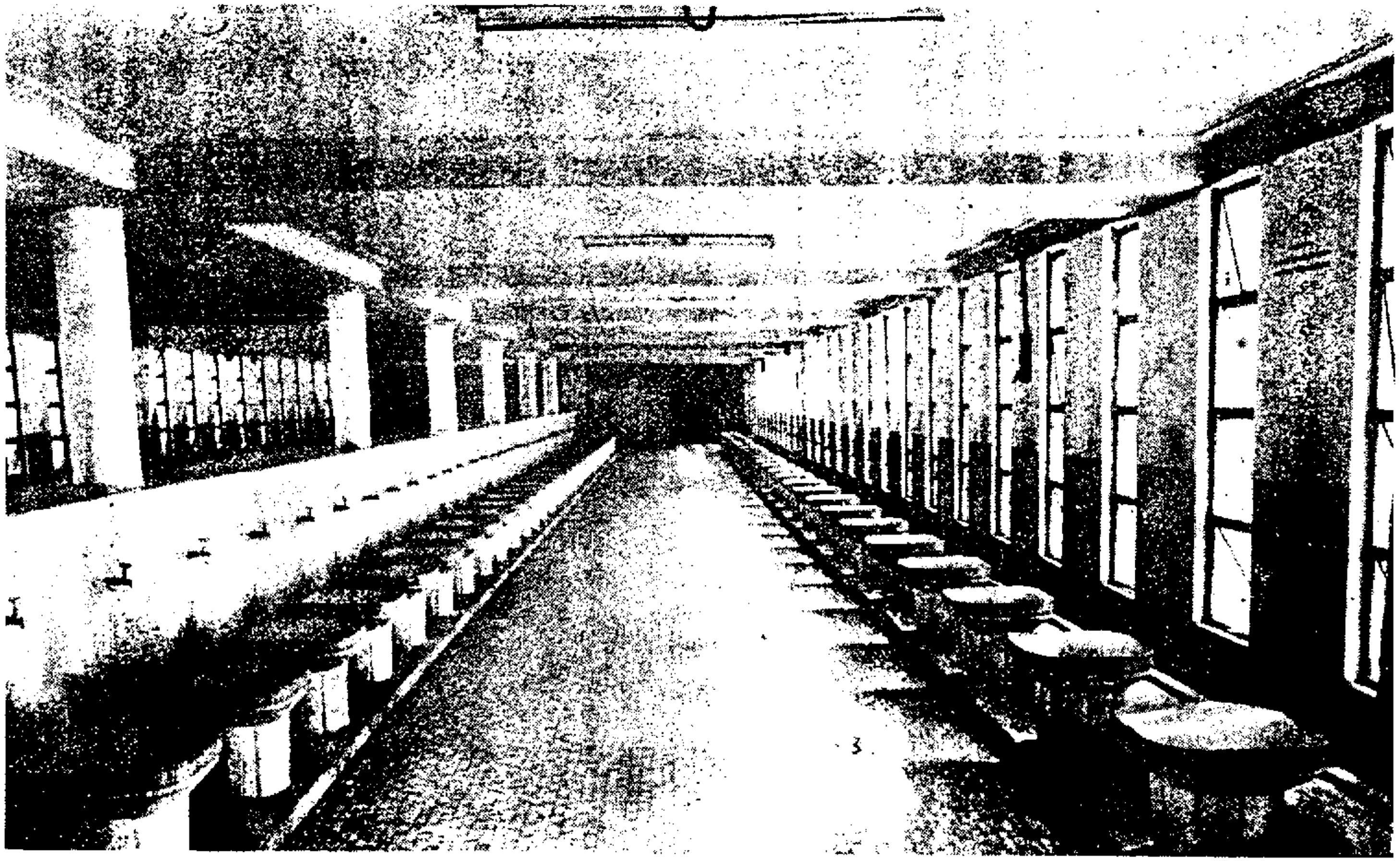

দক্ষিণদিকের ওজুখানা।

Dhaka University Institutional Repository

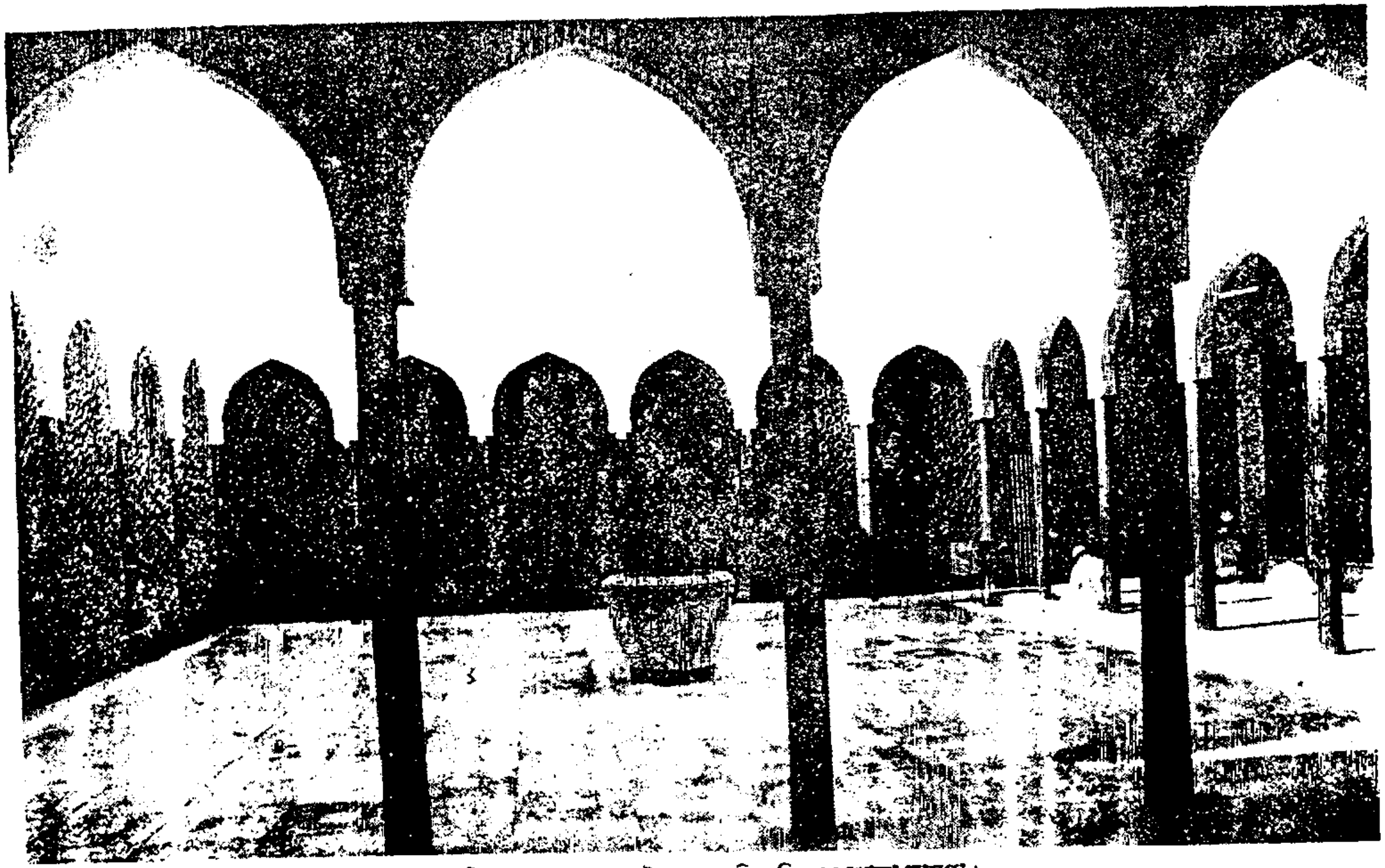

মসজিদের অভ্যন্তরে উত্তর ও দক্ষিণদিকের খোলা জায়গা।

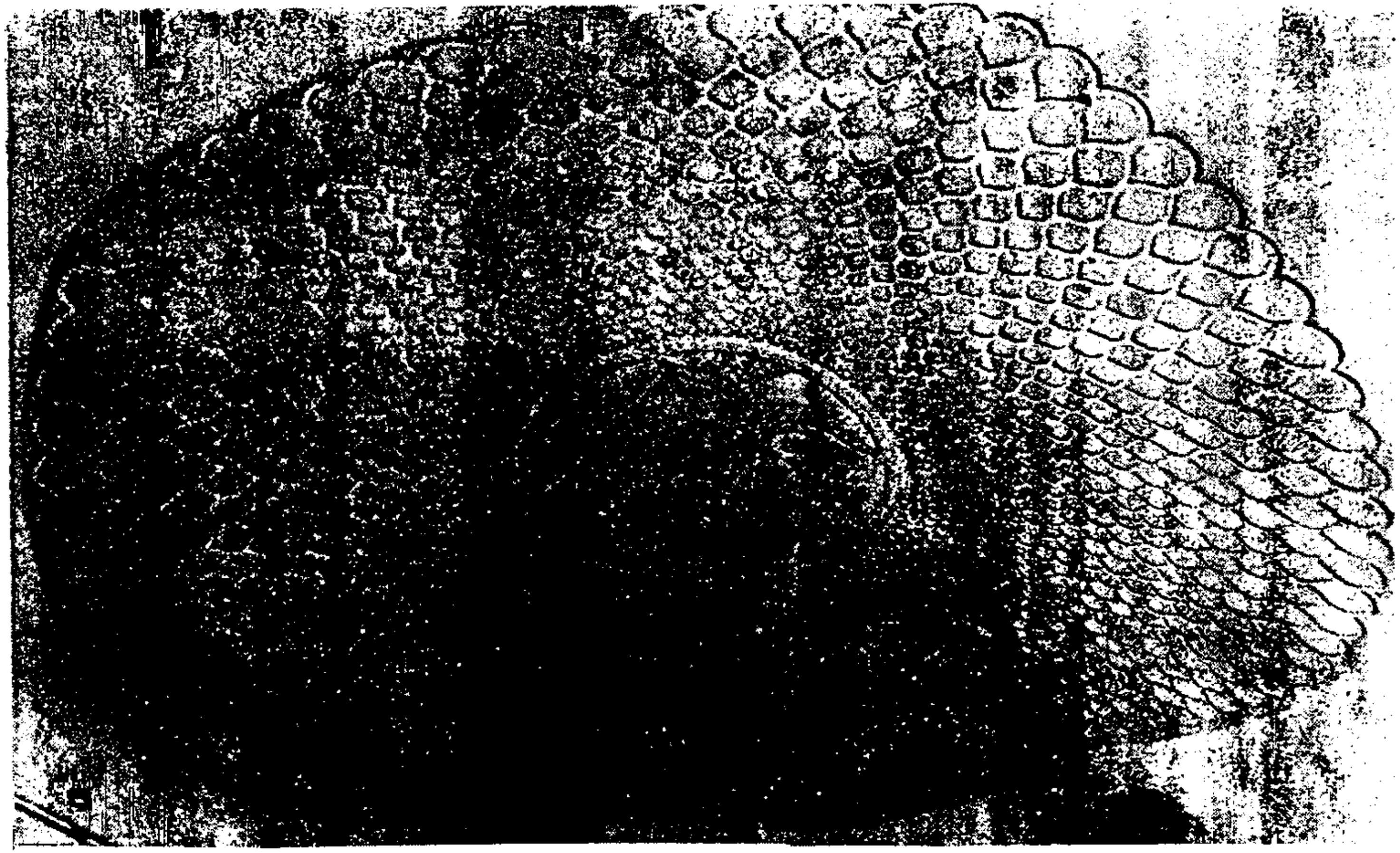

মসজিদের সর্বশেষ তলার নীচে আরবী লেখা খচিত স্থাপত্য দশ্য।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

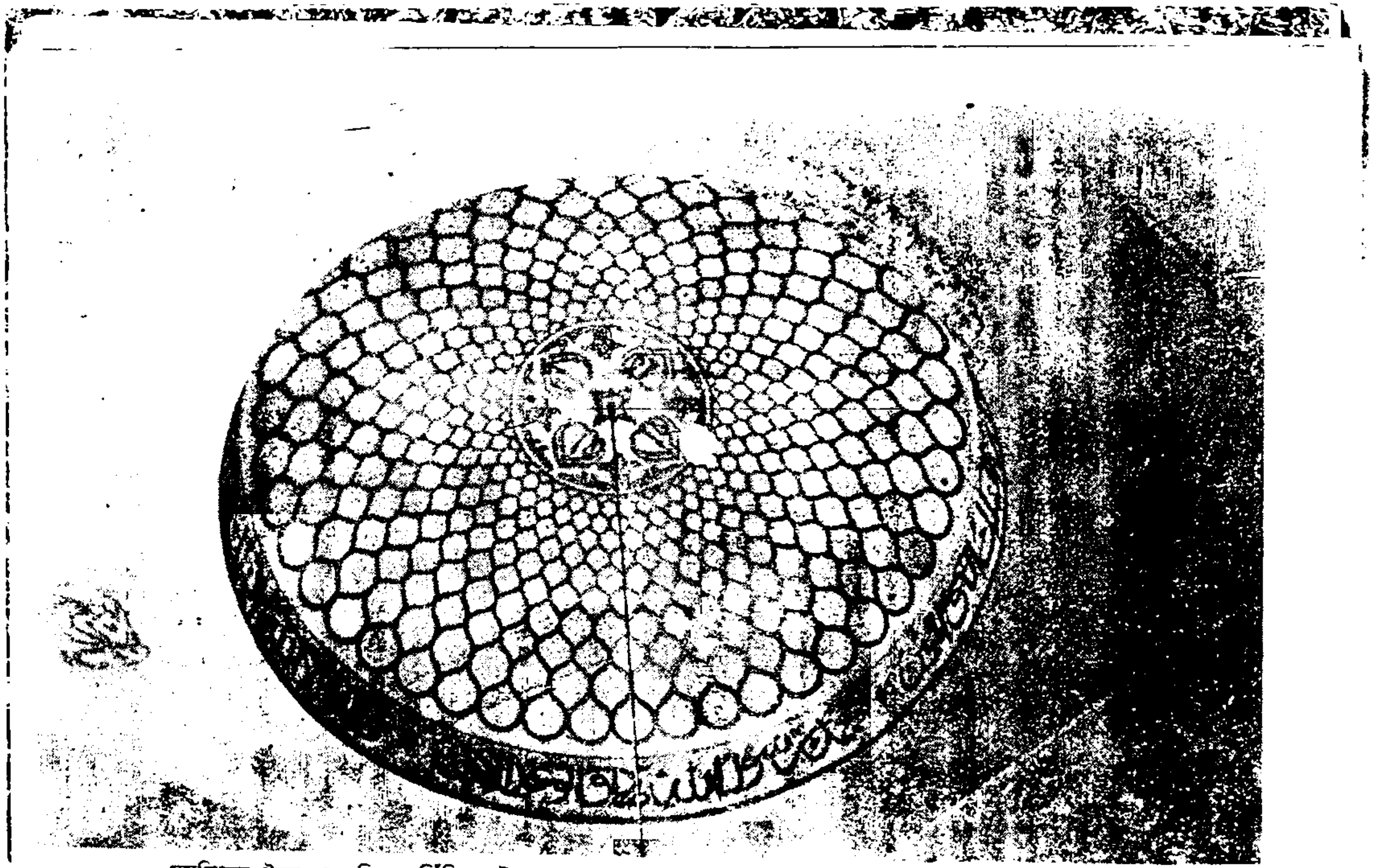

মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণে সিঁড়ির উপরে গম্বুজের ভেতরে কুরআনের আয়াতের সম্মলিত দৃশ্য।

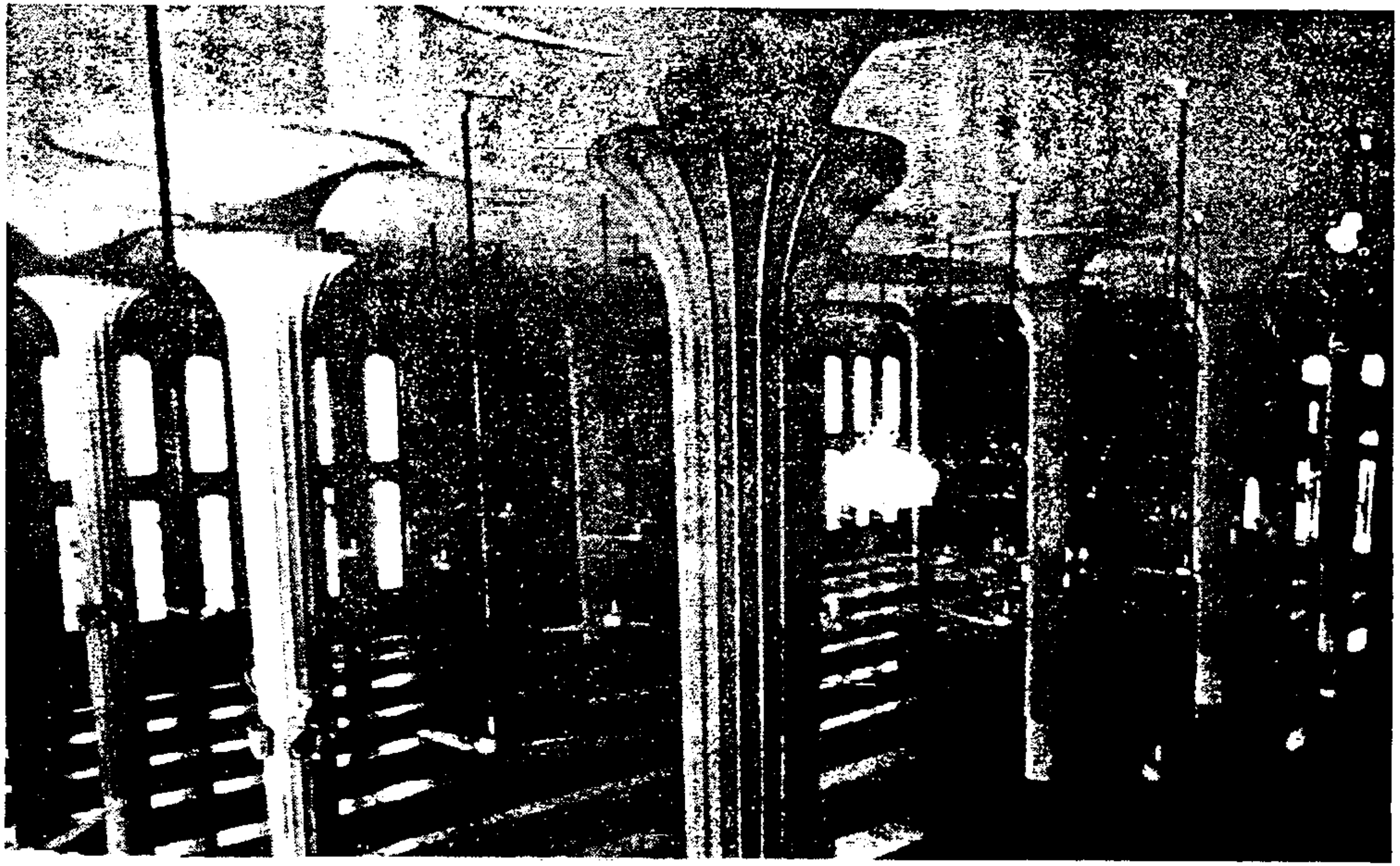

মসজিদের ভেতরের দৃশ্য।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

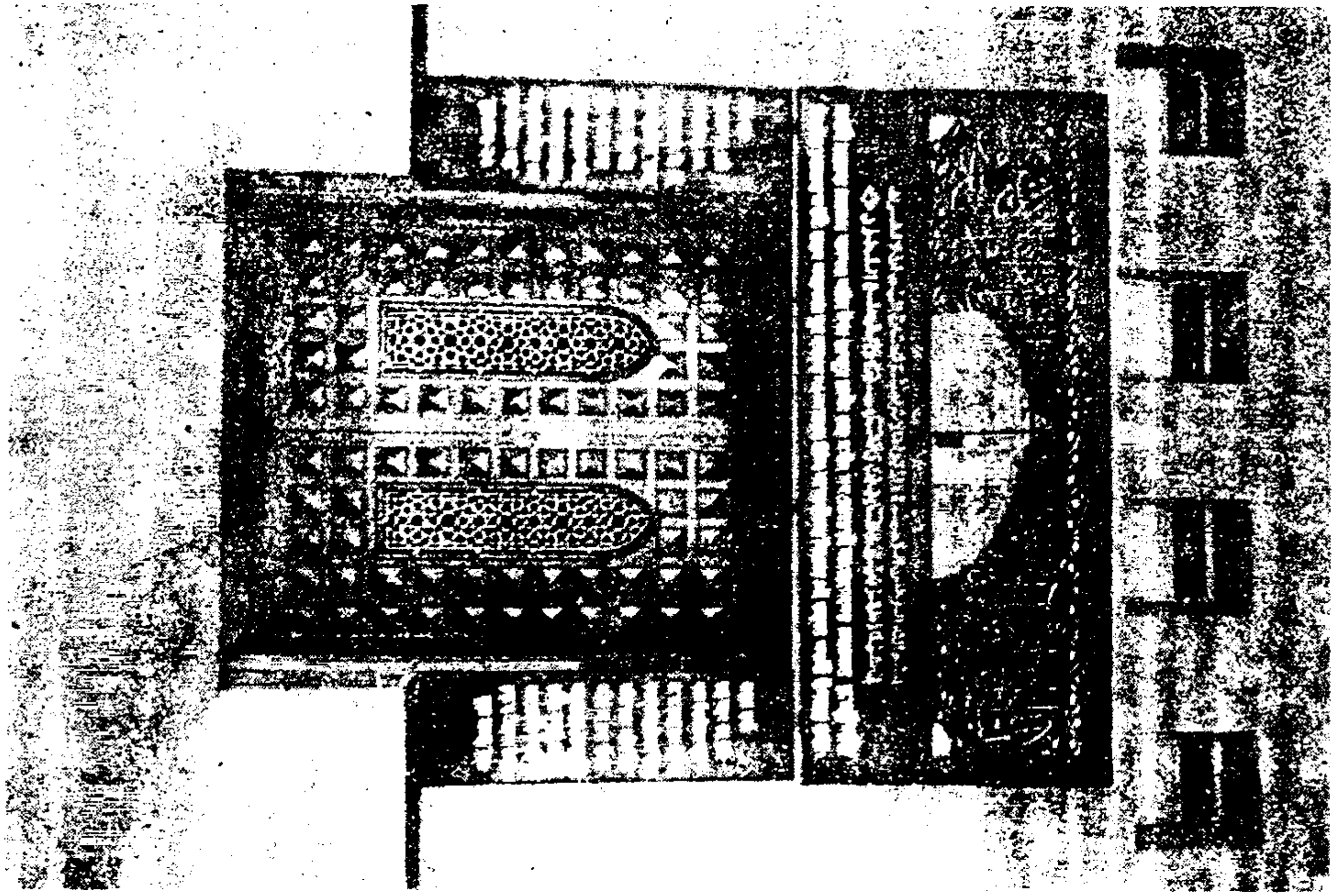

মসজিদে প্রবেশের পূর্বদিকের প্রধান দরজা।

Dhaka University Institutional Repository

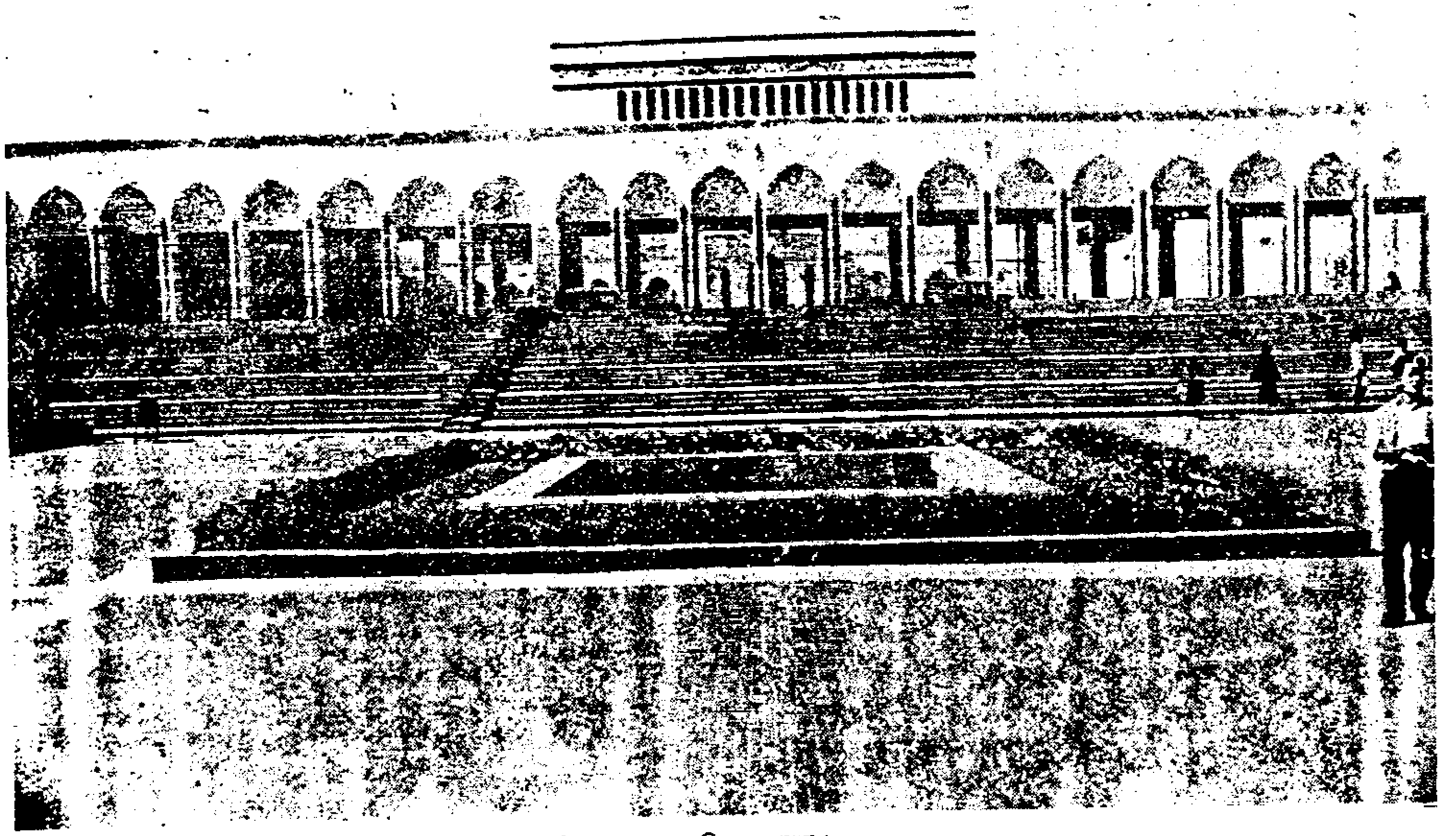

পূর্বদিক থেকে মসজিদের দৃশ্য।

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরদিকের বাগানের দৃশ্য।

Dhaka University Institutional Repository

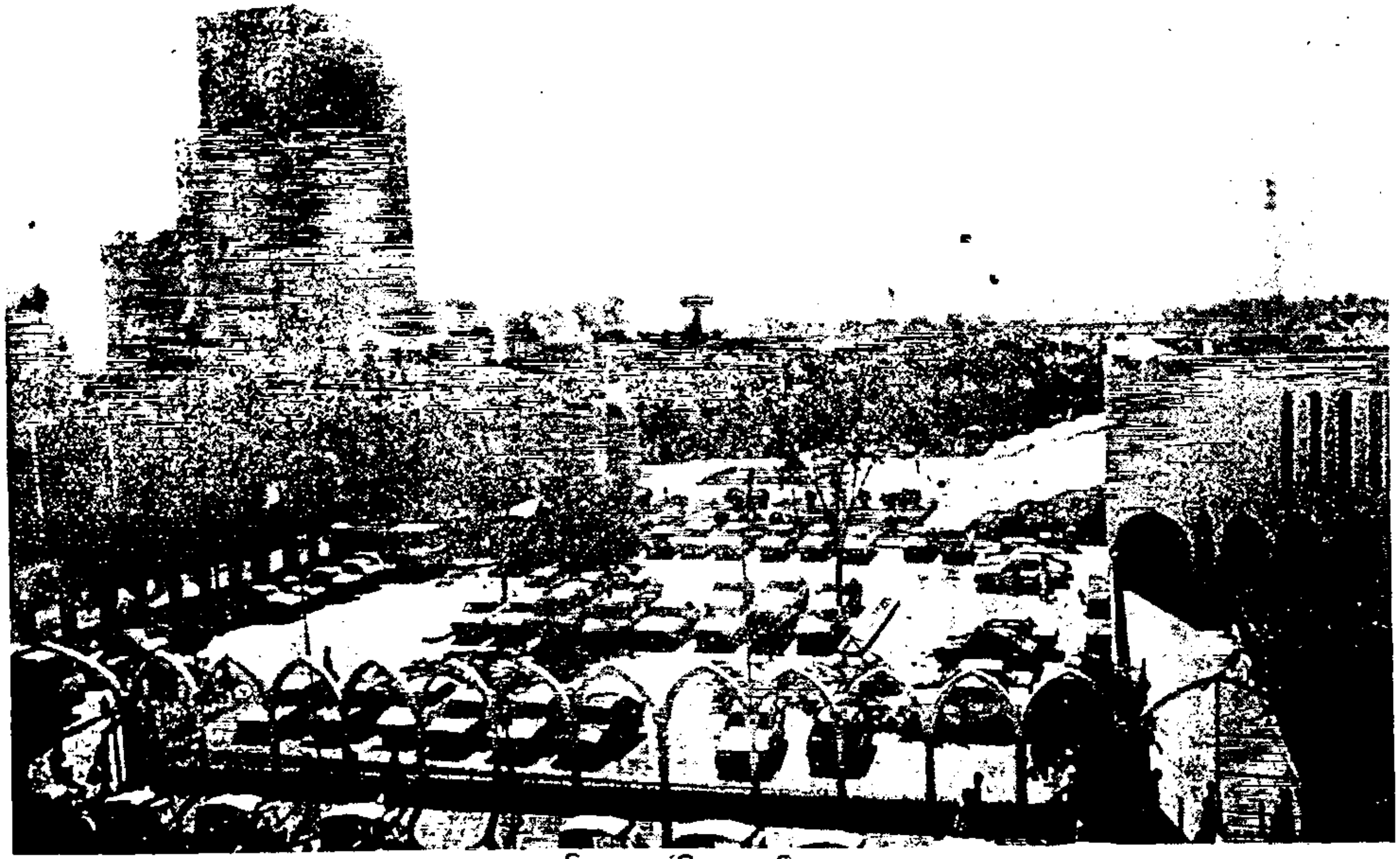

মসজিদের পূর্বদিকের পার্কিং-এর দৃশ্য।

Dhaka University Institutional Repository

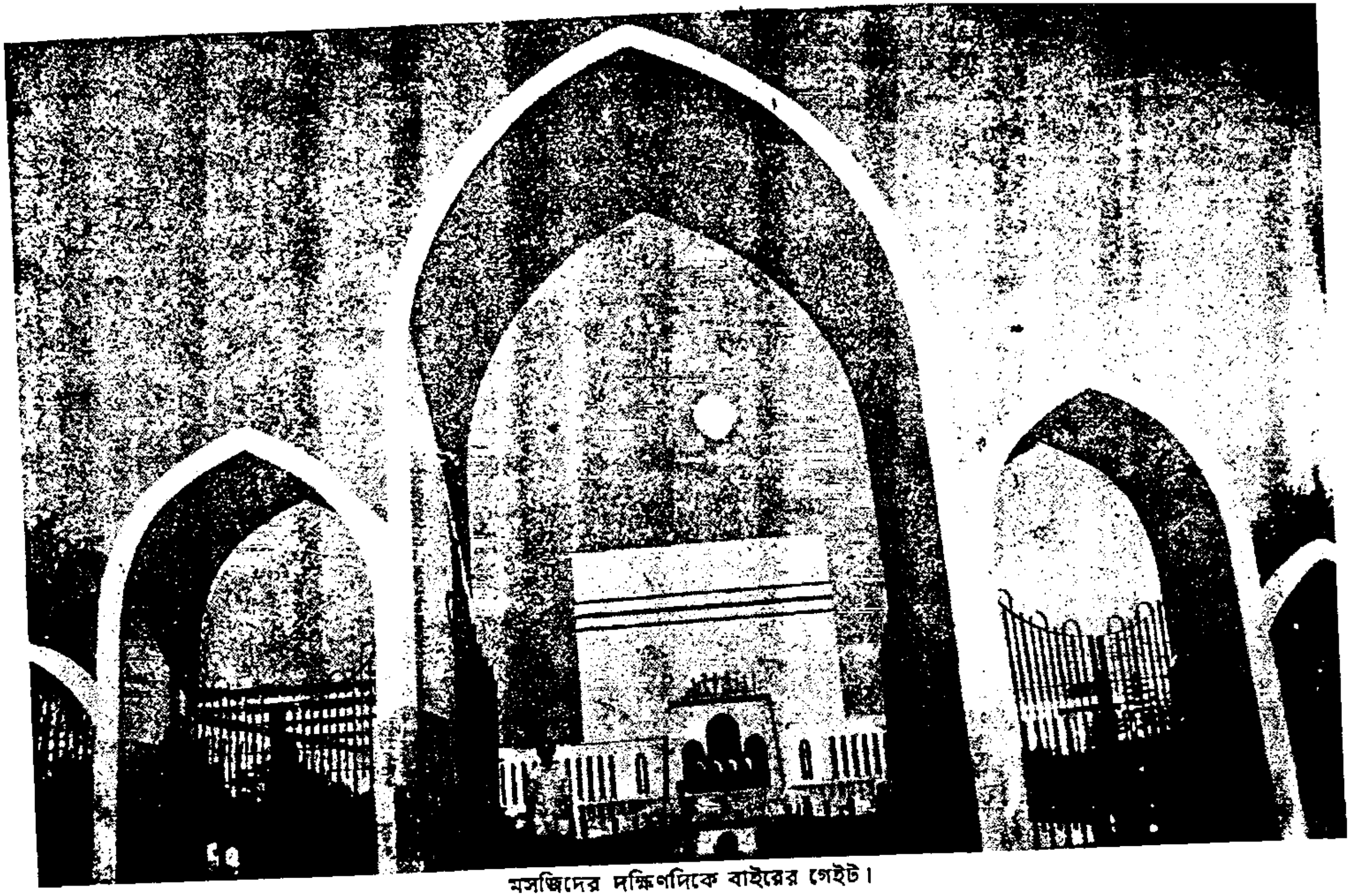

মসজিদের দক্ষিণদিকে বাইরের গেইট।

Dhaka University Institutional Repository

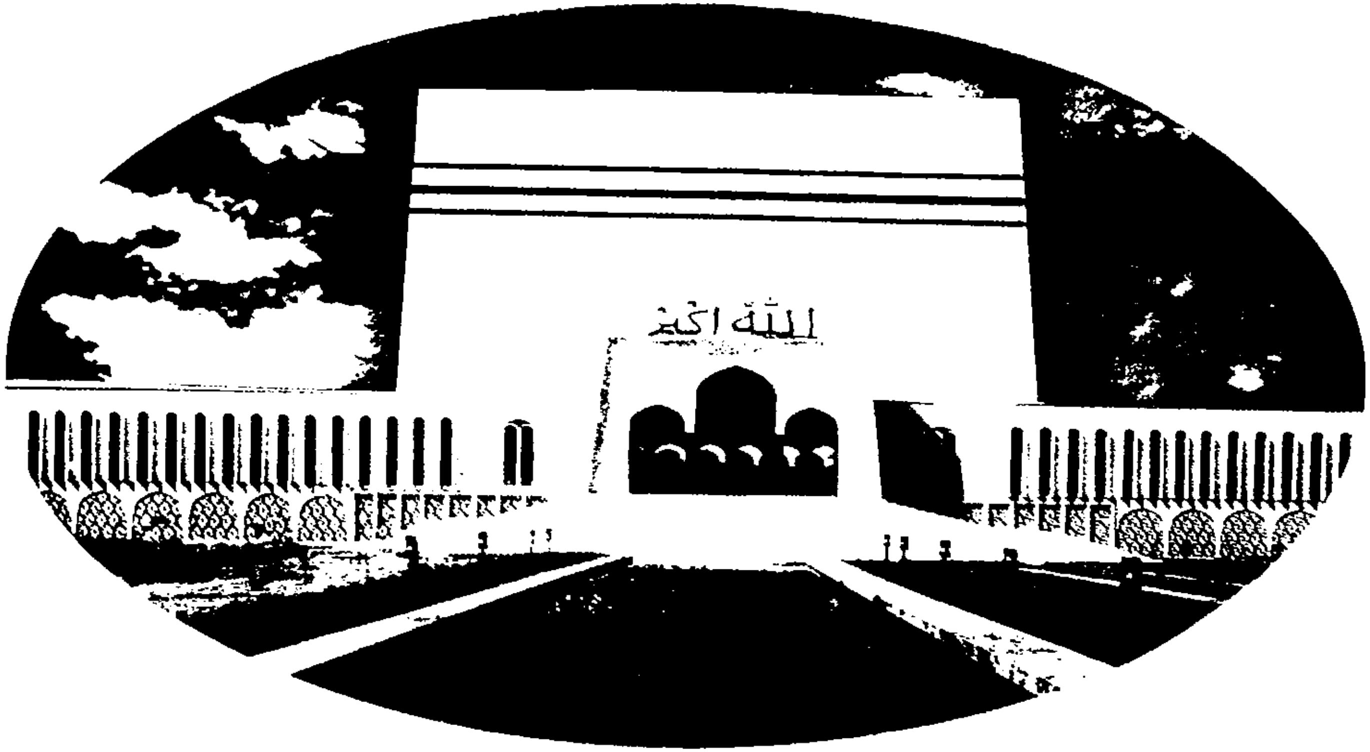

বায়তুল মুকাররম

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী।

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদের উত্তর দিকে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কার্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ঙ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন ভবনের ছবি

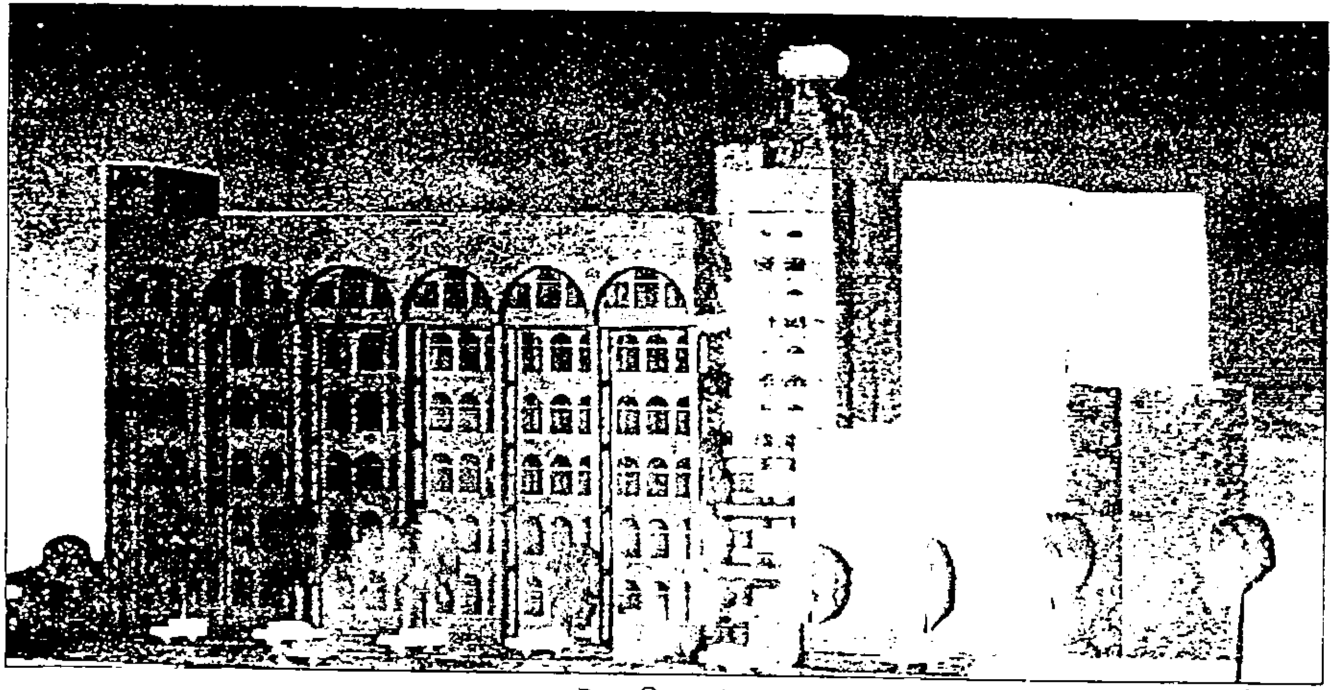

ইসলামিক ফাউন্ডেশন ভবন ১

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - চ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অর্গানোগ্রাম

ISLAMIC FOUNDATION BANGLADESH

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS

A. REVENUE SET-UP

ORGANOGRAM

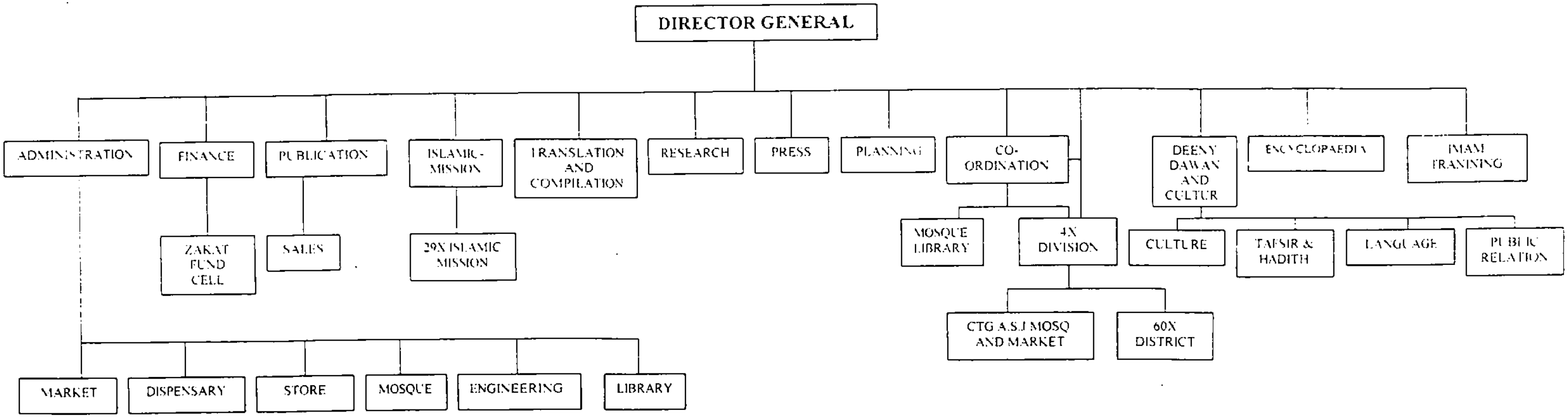

SUMMARY OF MANPOWER

STATUS	NO. OF POST
CLASS-I	216
CLASS-II	09
CLASS-III	437
CLASS-IV	242
TOTAL:	904

Dhaka University Institutional Repository

ISLAMIC FOUNDATION BANGLADESH
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS

B. DEVELOPMENT PROGRAMMES.

ORGANOGRAM

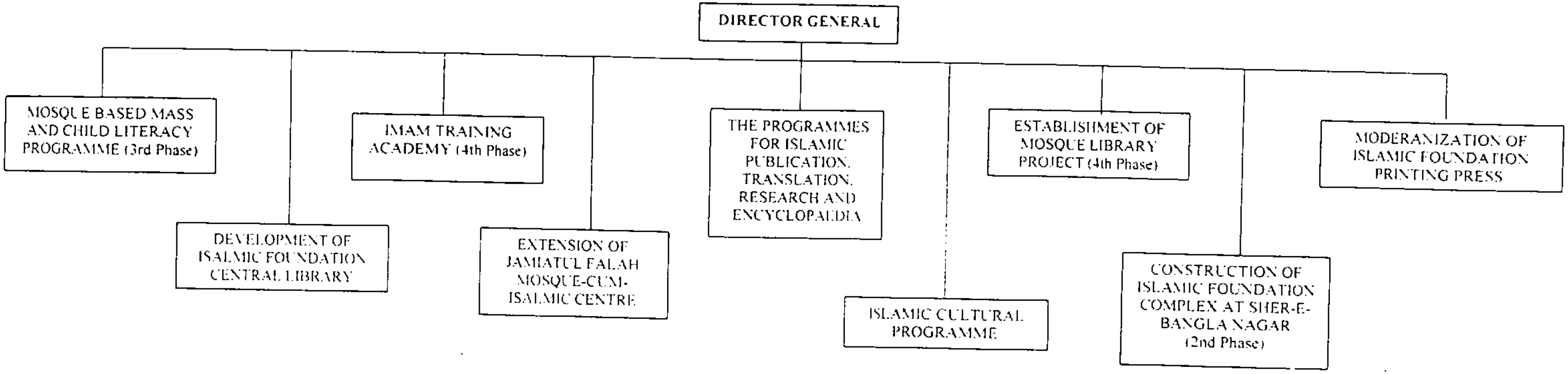

SUMMARY OF MANPOWER

SANCTIONED POST

STATUS	NO. OF POST
CLASS-I	15
CLASS-II	13
CLASS-III	495
CLASS-IV	182
TOTAL:	844